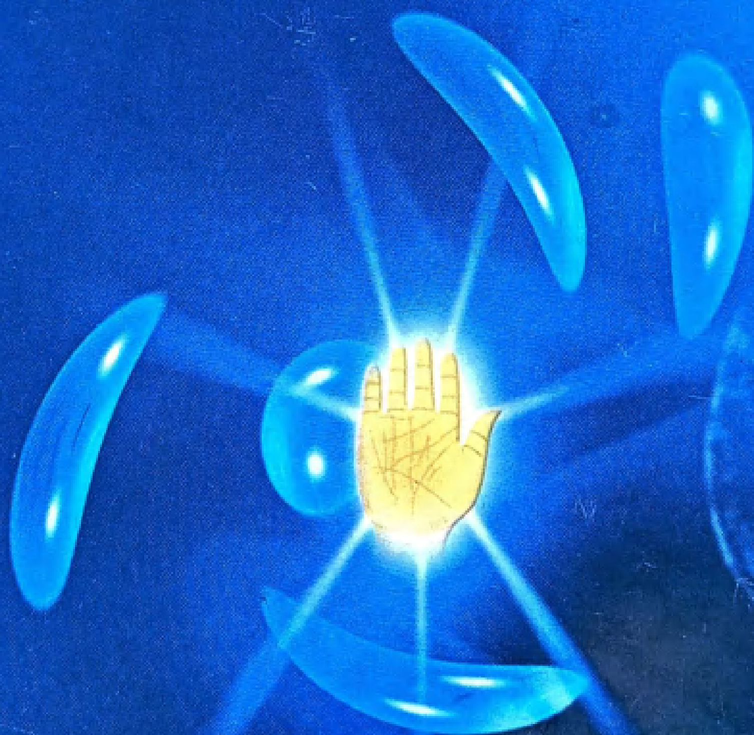
আল্লামা ইবনে সীরীন (রহঃ) এর

স্বপ্নের তাবীর

খাবনামা ও ফালনামাহসহ



হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেন, "আমার পরবর্তীতে মুবাশ্শিরাত ব্যতীত (নবুওয়তের) আর কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, তবে হ্যাঁ রুইয়াতে সালেহা বা নেক স্বপ্ন, যা মু'মিন স্বয়ং নিজে দেখে বা তার জন্য অন্যকেও দেখানো হয়।"(আল হাদিস)

আল্লামা ইবনে সীরীন (রহঃ) এর

স্বপ্নের তাবীর

খাবনামা ও ফালনামাসহ

অনুবাদ ও সম্পাদনায়

মাওলানা মুহাম্মদ সির.জুল ফরিদ

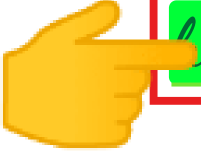
এম. এম. এম, এ

খতিব, শুকুন্দিরবাগ বাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ

গাজীপুর সদর, গাজীপুর।



সিদ্দিকীয়া পাবলিকেশন্স



https://t.me/islaMic_fdf

আল্লামা ইবনে সীরীন (রহঃ) এর স্বপ্নের তাবীর
মাওলানা সিরাজুল ফরিদ

প্রকাশক ঃ মোঃ আঃ মালেক
সিদ্দিকীয়া পাবলিকেশন্স
বুক্স এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
৩৮/৩, বাংলাবাজার ২য় তলা, ঢাকা- ১১০০
ফোন ঃ ৭১২২০৪৭, মোবাইল ঃ ০১৯১২-২৩৮১৮৭

গ্রন্থস্বত্ব ঃ প্রকাশক
প্রকাশকাল ঃ জুলাই ২০১০
প্রচ্ছদ ঃ রাজু আহম্মেদ
বর্ণ বিন্যাস ঃ সানজিদা কম্পিউটার,
১৬ বাংলাবাজার, ঢাকা, ১১০০

মুদ্রণে ঃ এ্যাপেক্স প্রিন্টিং এন্ড কালার,
২৪ তনুগঞ্জ লেন, (কাঠের পুল), সুত্রাপুর, ঢাকা ১১০০

মূল্য ঃ ২২০ টাকা মাত্র।

I.S.B.N- 984-891-274-6

শুভেচ্ছা স্বরূপ

আল্লামা ইবনে সীরীন (রহঃ) এর স্বপ্নের তাবীর পুস্তকখানি উপহার দিলাম

নাম ঃ.. কে

পিতা/স্বামী ঃ..

গ্রাম ঃ..

ডাকঘর ঃ..

জেলা ঃ..

যার পক্ষ থেকে উপহার দেওয়া হলো

নাম ঃ.. কে

পিতা/স্বামী ঃ..

গ্রাম ঃ..

ডাকঘর ঃ..

জেলা ঃ..

স্বাক্ষর

তারিখ..............................

অ

র্প

ণ

সকল পাঠক পাঠিকাদের নামে এই স্বপ্নের তাবির কিতাবটি অর্পণ করা হল।

প্রকাশক।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা



মানুষ স্বপ্ন দেখে কেন?

ভবিষ্যৎ জীবনে মানুষের ভাল মন্দ কি হবে এর আভাস ইঙ্গিত খাবের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ তাআলা তার বান্দাদেরকে জানিয়ে থাকেন। কেননা খাবে ভালোর লক্ষণ দেখলে খোদা তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে মানুষ নেক কাজের দিকে ধাবিত হবে। অন্য দিকে অশুভ লক্ষণ দেখলে মানুষ নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে আল্লাহর নিকট রহমত কামনা করবে।

আল্লাহ পাক চতুর্থ আসমানে মালেকুর রাইয়া নামক একজন ফেরেস্তা নিযুক্ত করে রেখেছেন। তার কাজই হলো মানুষকে খাবের মধ্যে তার ভাল মন্দ জ্ঞাত করান। মানব সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে আল্লাহ তাআলা এ ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

নবী করিম (সা:) বলেছেন যে, আমার পর আর কোন নবী বা রাসূল আসবে না, আর কারো প্রতি খোদার অহী নাযিল হবে না। কিন্তু মোমীন ব্যক্তিগণ খাবের সাহায্যেই তাদের ভাল মন্দ জ্ঞাত হবে। ফলে অহীর অভাব পূরণ হয়ে যাবে। যেহেতু মোমেনে স্বপ্ন নবুয়তীর একটা অংশ। রাসূলুল্লাহ (সা:)-এর এ হাদীসটি দ্বারা খাবের গুরুত্ব সহজেই উপলদ্ধি করা যায়।

স্বপ্নের মূল তত্ত্ব বা স্বপ্ন কি ?

স্বপ্নের তাৎপর্য সম্পর্কে বায়হাকীয়ে যামান হযরত কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথি (রহ:) তাসসীরে মাযহারীতে উল্লেখ করেছেন যে, নিদ্রা কিংবা সংজ্ঞাহীনতার কারণে মানুষের মন যখন দেহের বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন সে কল্পনা শক্তির মাধ্যমে কিছু কিছু আকার-ইঙ্গিত পায়, এরই নাম স্বপ্ন।

মুসলিম সুফী-সাধকগণের বর্ণনা অনুযায়ী স্বপের তাৎপর্য হচ্ছে, দুনিয়ার জগতে অস্তিত্ব লাভের পূর্বেই আলমে-মিসালে (যাকে আলমে কবীরও বলা হয়) বা উপমা জগতে প্রতিটি বস্তুরই একটি বিশেষ আকার-আকৃতি বা অবয়ব রয়েছে। এমনকি দুনিয়ার জগতে সেমস্ত বস্তুর উপমা দেখানো বা বোঝানো সম্ভব নয়, আলমে মিসালে তারও উপমা বিদ্যমান রয়েছে। যেমন : হায়াত-মউত, রোগ-ব্যাধি, দিন-মাস, বৎসর-কাল, মা'আনী বা কোন কিছুর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইত্যাদি। যেমন : হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জ্বরকে কাল

মহিলার আকৃতিতে, গরু জবেহ করাকে শাহাদতের আকৃতিতে, হাতের চুড়িকে মিথ্যা নবীর আকৃতিতে দেখেছিলেন।

মোটকথা নিদ্রিত অবস্থায় মানুষের মন যখন বাহ্যিক দেহের ক্রিয়াকর্ম হতে মুক্ত হয়ে পড়ে, তখন স্বপ্নের মাধ্যমে কখনও কখনও আলমে মিসালের (উপমার জগতের) সাথে তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায় এবং সেখানকার আকার-আকৃতি সে দেখতে পায়। আর এগুলো আলমে-গাইব বা অদৃশ্য জগত হতে দেখানো হয়। এটাকেই স্বপ্নের তাৎপর্য বলে অভিহিত করা হয়।

হযরত উবাদাহ ইবনে ছামেত (রা:) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মু'মিনের স্বপ্ন একটি বাক্যালাপ, যার মাধ্যমে সে তার প্রতিপালকের সাথে (স্বপ্নে) কথোপকথন করতে সক্ষম হয়।

হযরত আউফ ইবনে মালেক (রা:) হতে বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : স্বপ্ন তিন প্রকার, তন্মধ্যে এক প্রকার : আদম সন্তানকে চিন্তিত ও আতংকিত করার জন্য শয়তানের পক্ষ হতে স্বপ্নের মাধ্যমে মানুষের স্মৃতিপটে ভয়াবহ ঘটনাবলী জাগিয়ে দেয়া হয়, এটাকে তাসাবিলুস্ শাইতান বা শয়তানের বিভ্রান্তি বলা হয়।

দ্বিতীয়ত : মানুষ জাগ্রত অবস্থায় যা কিছু চিন্তা ফিকির করে বা সেমস্ত ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করে, সেগুলোই স্বপ্নে নানা আকার আকৃতি নিয়ে দেখা দেয়। তাদিগকে হাদীসুন-নাফস্ বা মনের সংলাপ বলে।

তৃতীয়ত : রুইয়াতে সালেহাহ বা সত্য স্বপ্ন, যা নবুওয়তের ছেচল্লিশতম অংশ। এটা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে এক প্রকার ইল্‌হাম বা খোদায়ী ইশারা, যা মহান আল্লাহহ তাআলা তার গায়েবী বা আনন্দ দানের উদ্দেশ্যে তার মন মস্তিষ্কে (দিল-দেমাগে) ঢেলে দেন, এটাকে রুইয়াতে সালেহাহ বা সত্য স্বপ্ন বলে।

(কুরতুবী, মাযাহারী)

হযরত দানয়াল (আ:) বলেন, স্বপ্ন জগতের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতার নাম সিদ্দিকুন। যার কানের নম্র অংশ বা লতি হতে কাঁধের দূরত্ব সাত শত বৎসরের রাস্তা। তিনিই লওহে মাহফুজে মহান আল্লাহর গায়েবী খাজানা বা অদৃশ্য ভাণ্ডার হতে মহান আল্লাহর নূরের মাধ্যমে মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন ভাল-মন্দ যা কিছু ঘটবে : ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নে আলমে মিসাল তথা উপমার জগতে আকার-আকৃতি বা চিত্রকলার মাধ্যমে দেখিয়ে থাকেন।

দুনিয়ার জগতে যেমন আলোর মাধ্যমে অন্ধকার দূরীভূত হয়, সূর্যের কিরণে যেমন প্রতিটি বস্তুই উদ্ভাসিত হয়ে উঠে, ঠিক তদ্রূপ আলমে মিসালের চিত্র ও

দৃশ্যগুলোও মহান আল্লাহর নূরের তাজাল্লী বা ফোকাসের মাধ্যমে সিদ্দিকুন নামক ফেরেশতার সম্মুখে খাজানায়ে গায়েব তথা অদৃশ্য ভাণ্ডার হতে ভাসমান হয়ে উঠে, আর তিনি তা স্বপ্নের মাধ্যমে মানব স্মৃতিপটে অংকিত করে থাকেন।

স্বপ্নের দেখার উদ্দেশ্য

মানুষ ইহকালীন ও পরকালীন ভাল-মন্দ যা কিছু লাভ করবে, সে সম্পর্কে অভিহিত করা এবং সেমস্ত সৎকাজ করেছে বা ভবিষ্যতে করবে, তার সুসংবাদ বা পূর্বাভাস প্রদান করা। আর সেব খারাপ কাজ করেছে বা করার ইচ্ছা রাখে, সে সম্পর্কে সাবধান করা এবং আগাম সতর্ক করা।

যদি কোন ব্যক্তি কোন ভয়-ভীতিপূর্ণ স্বপ্ন দেখে, তবে তা যথা সময়েই ফলবে কিন্তু বান্দার লাভ হচ্ছে যে, আগাম সংকেতের কারণে সে কোন ধরনের চিন্তিত ও দু:খিত হবে না। আর যদি কেউ কোন ভাল স্বপ্ন দেখে থাকে, তবে তাও যথাসময়েই ফলবে কিন্তু বান্দার লাভ হচ্ছে যে, সে আগাম সংকেতের কারণে প্রফুল্ল ও আননিদত থাকবে।

যদি কোন ব্যক্তি বলেন, মু'মিনের উপকার ও কল্যাণাথে তাকে স্বপ্ন দেখানো হয়, যাতে সে পূর্ব হতেই প্রস্তুত থাকতে পারে। যেমন : ইমাম শাফেয়ী (রহ:) মিসরে থাকা অবস্থায় ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ:) সম্পর্কে স্বপ্নে দেখেছিলেন, যাতে তার সম্পর্কে কঠিন বিপদের সংকেত ছিল। তিনি চিঠির মাধ্যমে ইমাম আহমদ (রা:) কে জানিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে তিনি তার জন্য প্রস্তুত থাকেন।

মুসলিম মু'আব্বের বা স্বপ্ন বিশারদগণ বলেন, মানুষ যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন তার রূহ সূর্য কিরণের মত সম্প্রসারিত হয় এবং "মালাকুর রুইয়া"কে উম্মুল কিতাব তথা গায়েবী খাজানা হতে মহান আল্লাহর নূর বা তাজাল্লীর মাধমে যা কিছু দেখান হয়, সে তখন তা দেখতে পারে এবং মানুষকে তা স্বপ্নে দেখায়। রুহের আসা-যাওয়ার গতি সূর্য কিরণের মত মুহূর্তের মধ্যেই সম্পাদিত হয়। ঘুম হতে জাগ্রত হয়ে যখন্ সে তার ইন্দ্রিয় শক্তিগুলো ফিরে পায়, তখন "মালাকুর রুইয়া" তাকে যা কিছু দেখিয়েছিল, তা তার স্মরণ হয়ে যায়।

কেউ কেউ বলেন, রূহানী শান্তি অনুভূতি শারীরিক শক্তি বা অনুভূতি হ'তে অধিক শক্তিশালী। কেননা শারীরিক শক্তি বা অনুভূতির মাধ্যমে শুধুমাত্র বর্তমান জিনিসকেই অনুভব করা যায়, আর রুহানী অনুভূতি ও শক্তির মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যত সব কিছুই অনুভব করা যায়।

ইমাম বগভী (রহ:) হযরত আলী (রা:) হতে বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রা:) বলেন, ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষের রূহ তথা জীবাত্মা শরীর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু শরীরের সাথে তার নূর বা জ্যোতির একটি সম্পর্ক তথা পরমাত্মা বিদ্যমান থাকে। যার মাধ্যমে সে স্বপ্ন দেখতে পায় এবং জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে রূহ তার শরীরে পুনরায় ফিরে আসে।

হযরত ওমর (রা:) বলেন, মানুষের রূহ যখন ঊর্ধ্ব জগতে বিচরণ করে, তখন আকাশে পৌছার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যা কিছু দেখে, তাকে হুল্‌ম বা মিথ্যা স্বপ্ন বলে (যা শয়তানের পক্ষ হতে হয়ে থাকে) এবং যা কিছু আকাশে পৌছার পরে দেখে, তাকে রুইয়াতে সাদেকাহ তথা সত্য স্বপ্ন বলে। যা মহান আল্লাহ ও ফেরেশতার পক্ষ হতে দেখানো হয়ে থাকে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন, ঘুমন্ত অবস্থায় মৃত এবং জীবিতদের রুহের মধ্যে পরস্পরে সাক্ষাৎ হয় এবং মহান আল্লাহর ইচ্ছাধীন তাদের মধ্যে পরিচয় ঘটে, যখন সমস্ত রূহ সশরীরে প্রত্যাবর্তন করতে ইচ্ছা করে, তখন মৃতদের রূহ মহান আল্লাহ পাক নিজের নিকট রেখে দেন আর জীবিতদের রূহ ছেড়ে দেন।

হযরত আলী (রা:) বলেন, মহান আল্লাহ প্রত্যেকের (জীবিত ও মৃতের) রূহ কবজ করেন। মহান আল্লাহর নিকট আকাশে থাকা অবস্থায় যা কিছু দেখে, তাকে "রুইয়াতে সাদেকাহ" বলা হয়। আর দেহে প্রত্যাবর্তনের সময় আকাশের নীচে যা কিছু দেখে এটা শয়তান তাকে মিথ্যার অনুপ্রবেশ ঘটায়, তাকে "রুইয়াতে কাজেবাহ" বা মিথ্যা স্বপ্ন বলা হয় এবং তা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়।

হযরত আবু দরদা (রা:) হতে বর্ণিত, মানুষ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন তার রূহ আকাশে নিয়ে যাওয়া হয়, এমনকি তাকে আরশের নিকটে আনা হয় এবং সে যদি পাক পবিত্র হয়। তবে তাকে সিজদার অনুমতি দেয়া হয়, আর যদি নাপাক বা জুনুবী হয়, তবে তাকে সিজদার অনুমতি দেয়া হয় না।

কেউ বলেন, বান্দা যখন সিজদার অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ে, মহান আল্লাহ তখন ফেরেশতাদিগকে বলেন, আমার বান্দার দিকে লক্ষ্য কর, তার রূহ বা আত্মা আমার নিকট রয়েছে, অথচ তার শরীর আমার বন্দেগী বা সিজদারত রয়েছে।

স্বপ্নের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালার বাণী

হযরত ইউসুফ (আ:)-কে স্বপ্নের নিগূঢ় তত্ত্ব-জ্ঞান প্রদান সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন : "আর এমনিভাবে তোমার পালনকর্তা তোমাকে মনোনীত করবেন এবং তোমাকে বাণীসমূহের নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিবেন।"

স্বপ্নের গুরুত্ব এবং ফজিলত সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন : "অবশ্যই মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল (সা:)-কে সত্য এবং বাস্তব স্বপ্ন দেখিয়েছেন।"

(সূরা : আল-ফাতাহ, আয়াত : ২৭)

হযরত ইউসুফ (আ:)-এর স্বপ্ন সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন : "হযরত ইউসুফ (আ:) যখন পিতাকে বললেন, হে পিতা!, আমি এগারটি নক্ষত্র এবং চন্দ্র-সূর্যকে স্বপ্নে দেখেছি এবং তাদেরকে আমার উদ্দেশ্যে সিজদাহ করতে দেখিছি।" (সূরা : ইউসুফ, আয়াত : ৪)

আউলিয়াগণের বা মহান আল্লাহর বন্ধুদের পরিচয়ে মহান আল্লাহ বলেন : "যারা ঈমান এনেছে এবং মহান আল্লাহকে ভয় করেছে, তাদের জন্য পার্থিব জীবনে এবং পরকালীন জীবনে সুসংবাদ রয়েছে।

(সূরা : ইউসুফ, আয়াত : ৬৪)

কোন কোন মুফাস্সির এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইহ্কালে ভাল ও নেক স্বপ্ন এবং পরকালে মহান আল্লাহর দিদার রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম ওয়াহেদী বলেন, "তা'বীলুল আহাদী" দ্বারা স্বপ্নতত্ত্বই উদ্দেশ্য।

হযরত উবায়দাহ ইবনে সামেত (রা:) বলেন, আমি উক্ত আয়াত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করেছিলাম, উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, তুমি এমন একটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছ, যা সম্পর্কে ইতিপূর্বে আর কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করেনি। এর অর্থ হল নেক ও ভারপূর্ণ স্বপ্ন, যা মানুষ নিজে দেখে অথবা কারোও জন্য তাকে দেখানো হয়।

মোটকথা নবী-রাসূলগণের মধ্যে মহান আল্লাহ হযরত ইউসুফ (আ:)-কে তা'বীলুল আহাদীস বা স্বপ্নতত্ত্বের বিশেষ ইল্ম এবং ফযীলত দান করেছিলেন।

স্বপ্নের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূল (সা:) এর বাণী

উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রা:) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর অহীর সূচনা স্বপ্নের মাধ্যমেই হয়েছিল। সুতরাং তিনি যা কিছু রাত্রে স্বপ্নে দেখতেন, তা দিবসে উজ্জ্বল প্রভাতের মত বাস্তবায়িত হত।

স্বপ্নের গুরুত্ব এবং ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : "আমার পরবর্তীতে মুবাশ্শিরাত ব্যতীত (নবুওয়তের) আর কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, তবে হ্যাঁ রুইয়াতে সালেহা বা নেক স্বপ্ন, যা মু'মিন স্বয়ং নিজে দেখে বা তার জন্য তাকেও দেখানো হয়।"

অন্য এক হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে : "নেক বা সত্য স্বপ্ন নবুওয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ," কেননা অহীর যামানা মোট তেইশ বৎসর ছিল, আর তার প্রারম্ভ (প্রথম ছয় মাস) স্বপ্নের মাধ্যমেই আরম্ভ হয়েছিল।

স্বপ্ন সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন : ব্যেক্তি রুইয়াতে ছালেহা বা নেক স্বপ্নে বিশ্বাস রাখে না, সে মহান আল্লাহ ও পরকালের প্রতিও বিশ্বাস রাখে না।

স্বপ্ন সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস শরীফে নবুওয়তের চল্লিশ ভাগ, ছেচল্লিশ ভাগ, ঊনপঞ্চাশ ভাগ বা সত্তর ভাগের কথাও উল্লেখ রয়েছে। ইমাম রাব্বানী কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী (রহ:) তার বিখ্যাত তাফসীরে মাজহারিতে উল্লেখ করেছেন যে, এতে কোন বিরোধ নেই। কেননা যার ঈমান যত পূর্ণ হবে এবং আমানতদারীও সত্য কথা বলায় যেত বেশী মজবুত ও পাকা হবে, তার স্বপ্নও নবুওয়তের চল্লিশ ভাগ হবে। আর যার ঈমান, আমানতদারী ও সততার মধ্যে যত কমী দেখা দিবে, তার স্বপ্নও পর্যায়ক্রমে নবুওয়তের ছেচল্লিশ, ঊনপঞ্চাশ বা সত্তর ভাগ হবে।

উল্লেখ্য যে, উক্ত বর্ণনাগুলোর মধ্যে ছেচল্লিশ ভাগের বর্ণনা যা হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, তাই সবচেয়ে বেশী নির্ভরশীল ও গ্রহণযোগ্য।

তিবরানী সহীহ সনদের সাথে হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত (রা:) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মু'মিনের স্বপ্ন একটি সংলাপ, যার মাধ্যমে বান্দা তার প্রভূর সাথে স্বপ্নে কথোকথন করতে পারে। যেমন : রাসূলের বাণী : অন্য এক সূত্রে বলা হয়েছে, স্বপ্ন একটি অহী, যা ঘুমন্ত অবস্থায় বান্দার প্রতি করা হয়ে থাকে।

পবিত্র হাদীস শরীফের অন্যত্র স্বপ্ন দেখা ও তার তাবির সম্পর্কে নিম্ন বির্ণিত বিবরণ পাওয়া যায় : নবুওতের রাস্তা খতম হয়েছে, কিন্তু পূণ্যবানদের স্বপ্ন অবশিষ্ট আছে।"

হযরত রাসূলে মকবুল (সা:)-এর উপরোক্ত উক্তির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায় এই, অহি অর্থাৎ ঐশী বাণীর মাধ্যমে নবীগণ যেমন বহু অজানা সংবাদ, আল্লাহ্তায়ালার হুকুম-আহকাম অবগত হয়ে মানুষকে সৎপথে চলতে সাহায্য করতেন, বর্তমান কালে, যুগে মানুষকে স্বপ্নযোগে আল্লাহ তায়ালা শুভাশুভ জ্ঞাত করে থাকেন।

সুতরাং হযরত মাহাম্মদ (সা:) এর একটি বিখ্যাত উক্তি অনুসারে মুমিন ব্যক্তির স্বপ্ন উত্তম নবুওতের একটি অংশ হিসেবে গণ্য করতে দ্বিধাবোধের

অবকাশ নেই। মুমিন ব্যক্তির স্বপ্ন প্রায় ক্ষেত্রেই সত্যি হয়। নবী করিম (সা:)-এর প্রতি প্রত্যাদেশ নাযিল হওয়ার আগে তিনি বহু ভাল স্বপ্ন দেখেছেন। সে সকল স্বপ্নের মধ্যে বহু অলৌকিক ব্যাপার সংঘটিত ছিল। সহী বোখারী শরীফে আছে হযরত আয়েশা (রা:) বর্ণনা করেছেন : কুরআন হাদীসের মাধ্যমে এ কথা পরিষ্কারভাবে জানা যায়, আল্লাহতাআলা বান্দাদের প্রতি আকারে-ইঙ্গিতে স্বপ্ন বা অন্যান্যভাবে বহু তথ্য পরিবেশন করেছেন। এ দিয়ে আল্লাহ মানুষকে অসৎপথ ত্যাগে, সৎপথ অবলম্বনে জোর নির্দেশ দিয়ে থাকেন এবং তার হুকুম অমান্যের কি ভয়াবহ শাস্তি প্রতীয়মান, তাও তিনি উপরোক্ত পন্থায় মানুষকে জানিয়ে দেন। যেমন-আল্লাহ পবিত্র কোরআন মজিদে বলেছেন : অবশ্যই যারা আমার উপর ঈমান আনয়ন করে শেরেক ও বেদাত থেকে মুক্ত থাকে আমি তাদেরকে দোজাহানের শুভ বার্তা স্বপ্ন যোগে জানিয়ে দেই।

স্বপ্ন যেমন মানুষের ভবিষ্যৎ রহস্য বুঝিবার চাবিকাঠি স্বরূপ, তেমনি প্রাকৃতিক অন্যান্য বস্তু বিষয়কেও অবহেলা করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আমরা জানি এদেশে এক রকমের পাখি যা ভাঁটা ও জোয়ারের সময় ঢেউ ওঠে। অন্য সময় তাদের নীরব থাকতে দেখা যায়। বাস্তবিক, এ উভয়ক্ষণে অবশ্যই তাদের মধ্যে একটা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। যার ফলে সে চুপচাপ থাকতে পারে না। যাহোক, সবই সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা। তাঁর হুকুম ছাড়া গাছের পাতাও নড়ে না, সমুদ্রে ঢেউ ওঠে না এবং ঐ সকলের মধ্যে আল্লাহর শুভ সংকেত আছে। তার কোনটার রহস্যভেদ হয়েছে, আবার কোনটার এখনও হয় নাই। যেসব রহস্য আজ দিনের আলোর মত পরিষ্কার, সে সব বতৃমান পর্যায়ে পৌছতে কি অমানবিক পরিশ্রম করে গবেষণা চালাতে হয়েছে, তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝতে পারবে না। এ যুগে মানুষ স্বপ্নে কাকের ডাক ইত্যাদির মর্ম বুঝতে পেরেছে। কাজেই মানুষ দৈব বাণীর ন্যায় এ পন্থার মাধ্যমে নিজেরা হুঁশিয়ার সংকেত পায় এবং পাপ পথ থেকে সংযত হয়ে দোজাহানের খায়েরীয়াত হাসিল করে। এসব অলিয়ে কামেল বুজুর্গ ব্যক্তিগণের আল্লাহর ইচ্ছানুসারে আবিস্কৃত এবং পরিক্ষিত সন্দেহ নেই। এ সত্যের মর্ম উপলব্ধি না হওয়া বা সংকেত অনুযায়ী না চলে বেকুবের মত মনুষ্যকুল দিন দিন বিপথগামী ও বিপর্যস্ত হচ্ছে।

তাফসিরে কিতাবে বর্ণিত আছে, রহমানুর রাহিম মহান আল্লাহ চতুর্থ আসমানে জনৈক ফেরেশতাকে নিয়োজিত রেখেছেন, তাঁর নাম মালেকুল রুইয়া। তার কর্তব্য স্বপ্নযোগে শুভাশুভ জ্ঞাত করানো।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, স্বপ্ন ও নানাবিধ প্রাকৃতিক ধ্বনির মাধ্যমে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষকে হরদম হুঁশিয়ারী জ্ঞাপন করছেন এবং তার

মর্ম সম্যক অবগত থাকাতে নবী, অলী, পীর-পয়গম্বরগণ সময়মত সতর্ক হয়ে জানমাল ও ঈমান রক্ষার সুযোগ লাভ করতেন। যেমন, আল্লাহ আদি পিতা হযরত আদম (আ:) কে সৃষ্টি করার পর স্বপ্নযোগে অসামান্য রূপ লা-বণ্যবতী আদি মাতা হাওয়া (আ:)-কে দেখান।

আদম (আ:) তার রূপে মগ্ন হন ও তাঁকে পাওয়ার জন্যে ব্যাকূল হয়ে পড়েন। পরিণামে আল্লাহতাআলা হাওয়া (আ:)-কে সৃষ্টি করে উভয়কে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করেন। আজ দুনিয়ার কোটি কোটি মুসলমান আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্যে কোরবানী দান করে থাকেন, সেই মহৎ কাজের সূচনা হয়েছিল আল্লাহর বাণী স্বপ্নযোগে ইব্রাহিম (আ:)-এর গোচরীভূত হওয়ার দরুনই।

আল্লাহ ইউসুফ নবীকে স্বপ্নযোগে তদীয় ভ্রাতাদের চক্রান্ত সম্পর্কে হুঁশিয়ার করেছেন। অদূর ভবিষ্যতে তা হুবহু ফলেছিল। মক্কা ও মদীনা বিজয়ের পূর্বেই স্বপ্নযোগে আল্লাহ হযরত আবুবকর ছিদ্দিক (রা:)-কে সে সম্বন্ধে আভাস দিয়েছিলেন। তিনি দেখলেন, আকাশে উজ্জ্বল চাঁদ উদয় হযে মক্কা শরীফে অবতরণ করল।

অতপর উক্ত চাঁদ অসংখ্য নক্ষত্র সমবিব্যাহারে মদীনা শরীফে উড়ে গেল। মদীনার ভূমি আলোকোজ্জ্বল করে পুনরায় বহু নক্ষত্রসহ সে চাঁদ মক্কা শরীফে চলে গেল। কিন্তু তখনও মদীনায়ভূমি সে চাঁদের কিরণেই সমুদ্ভাসিত ও সমুজ্জ্বল ছিল। তৎপর উক্ত চাঁদ সহস্রাধিক নক্ষত্র সমভিব্যাহারে মদিনা শরীফে পুনরাগমণে স্থির হলো এবং তদীয় কন্যা আয়েশা ছিদ্দিকার গৃহে প্রবেশ করল। আবুবকর ছিদ্দিক (রা:) সবিস্ময়ে দেখলেন, কিছুকাল পর উক্ত গৃহে মাটি ফেটে গেল এবং সে ফাঁটল পথে চাঁদটি চিরতরে অদৃশ্য হলো।

পরিণামে উক্ত স্বপ্ন কিতাবে বর্ণে বর্ণে ফলেছিল, তা ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। উক্ত স্বপ্নের আগে আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সা:)-কেও অনুরূপ স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। এবং বলা বাহুল্য উভয় স্বপ্নে একইরূপ ফল ফলেছিল।

হযরত মুহাম্মদ (সা:) ওরাকা অমিয় বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে আনন্দোৎসবের মধ্যে মগ্ন রয়েছে।

তার তাৎপর্যে তিনি বুঝলেন, ওরাকা সুখে স্বাচ্ছন্দে বিভোর আছে। সে আদৌ নরকবাসী হয়নি, কারণ সেরূপ হরে তাকে এত প্রফুল্ল দেখতে পেতেন না। আল্লাহ ওহুদের যুদ্ধের বহু পূর্বেই তার বিপদ সংকেত দিয়েছিলেন।

একদিন ঘুমের ঘোরে হযরত (সা:) দেখলেন, হুযুর (সা:) একটি শক্ত যুদ্ধসাজ পরে আছেন। হাতের জুলফিকার তরবারিখানা ভগ্ন প্রায়। এক ব্যক্তি

একটি গরু জবেহ করল। হযরত (সা:) নিজে দ্রুত ধাবিত হয়ে একটি পাঠাকে বধ করলেন। এ স্বপ্নের ফল তিনি এই প্রকার ব্যাখ্যা করলেন, শক্ত যুদ্ধসাজ মদীনা শরীফ। তরবারি ভাঙ্গা-বিপদ অবতীর্ণ হওয়া। গো জবেহ-হযরত আমির হামজার শাহাদৎ প্রাপ্তি। পাঠা বধ-দুশমন ওবায়ে ইবনে খালেকের নিহত হওয়ার চিহ্ন।

পরিণামে ওহোদের যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে আল্লাহতাআলার উক্ত সত্যে পরিণত হয়েছিল। কাজেই উপরোক্ত তথ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়, জীবনে যত রকমের বিপদ-আপদ, সুখ-সম্ভোগ উদয় হয়, আল্লাহতাআলা তৎসমুদয় সম্পর্কে স্বপ্নযোগে পূর্বেই হুঁশিয়ারী করেন ও তার তাৎপর্য সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে পর্যক্ষেণান্তে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হলে সে সবের হাত থেকে মুক্তিলাভ কিছুমাত্র অসম্ভব নয়।

হিজরতের প্রস্তুতি চলছে, এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সা:) স্বপ্নে দেখলেন, অনেক দূরে; যেস্থানে অসংখ্য খেজুর গাছ সেস্থানে তিনি হিজরত করে যাচ্ছেন, তিনি নিদ্রোত্থিত হয়ে ভাবলেন, হয়তোবা তাঁকে ইয়ামামাহ কিংবা শহর হুজুরে (ইয়ামামাহ বসরার ষোল মঞ্জিল দূরে অবস্থিত শহর, হযরত ইয়ামনের একটি শহর) যেতে হতে পারে কারণ, সেখানে প্রচুর খেজুর গাছে জন্মে থাকে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা মদীনা মনোয়ারায় পৌছার পূর্বাভাস।

কারণ উহাও প্রচুর খেজুর গাছ অধ্যুষিত অঞ্চল। হুজুর (সা:) আর একটি স্বপ্নে দেখলেন, মক্কার তৎকালীন বিখ্যাত যাদুকর আহাম ইবনে লবিদ তার (হুজুরের) কেশ সন্তপর্ণ করে কূপে নিক্ষেপ করছে।

ভোরে উক্ত স্বপ্ন বৃত্তান্ত আছহাবদের নিকট ব্যক্ত করে কূফ থেকে উক্ত কেশ উত্তোলন করার আদেশ দিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে হযরত জিব্রাঈল (আ:) এসে তাকে ১১টি আয়াত শিখালেন, সে আয়াত পাঠ করার ফলে যাদুর প্রভাব লো পাবে।

স্বপ্ন সম্পর্কে হযরত রাসূলে মকবুল (সা:) বলেছেন, স্বপ্ন দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা : (১) তাহজিরী ও (২) এলহামী। প্রথমোক্তটি সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে সাবধান বাণী, শেষোক্তটি শুধুমাত্র পয়গম্বরগণের জন্য স্থিরীকৃত।

সাধারণ মানুষের স্বপ্ন নিষ্ফল হতে পারে, কিন্তু পয়গম্বরগণের স্বপ্ন সর্বদা সঠিক হয়। তবে পূণ্যবান ব্যক্তির স্বপ্নও সত্যে পরিণত হয়ে থাকে। স্বপ্ন নির্ভুল হওয়ার শর্ত সাপেক্ষ। যথা : (১) সত্রবাদী ও বিদ্বান (২) বৈধ আর ভোগকারী (৩) জ্ঞানী (৪) ওজু, পাক-পবিত্র শয়ন, সংযমী। হাদীস শরীফে আছে, স্বপ্ন দৃষ্ট হওয়ার রাত থেকে ৪০ দিন থেকে ৭ বছর পর্যন্ত তার ফল প্রকাশিত হওয়ার

মেয়াদ। হযরত আরও একস্থানে বলিয়াছেন, স্বপ্ন বিষয়ে বৃত্তান্ত অসত্যভাবে বিবৃত করলে বিবৃতিকারীকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

কু-স্বপ্ন দর্শনকারী জাগ্রত হওয়ার পরক্ষণেই ভুতলে থুথু নিক্ষেপ, শ্বাস পরিবর্তন, আউজুবিল্লাহ ও আয়াতুল কুরছি পাঠ করবে এবং সম্ভব হলে দুই রাকাত নফল নামাও তওবা আস্তাগফার পড়বে।

আর দীন ও দু:খীকে দান খয়রাত ও ছদকা প্রদান করবে। ইনশাআল্লাহ এটার ফল পরিবর্তন অনিবার্য।

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, স্বপ্নফল ব্যাখ্যাকারীর প্রথমে গভীর মনোযোগে স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনাবলী শ্রবণ করা আবশ্যক। তারপর বিশেষ বিবেচনা সহকারে তার ফল নির্ণয় করবে। যেমন-তেমন ব্যাখ্যা দিয়ে লোককে ভীতিগ্রস্থ করা ঠিক নয়। এতে অনেক সময় বিপরীত ফল ফলে। উত্তমরূপে জেনে-শুনে তবেই অভিমত পেশ করা উচিত।

কোন কোন মুহূর্তে কারও সামনে স্বপ্নফল বলা সংগত নয়, সে বিষয়েও হাদীসে পরিষ্কার লিপিবদ্ধ আছে। হযরত (সা:) বলেছেন- ১) সূর্যের উদয়াস্ত সময়, ২) ফরনামাযের সময়, ৩) আযান ও একমামতের সময়, ৪) নৈশ অন্ধকারে, ৫) অপরিণত বয়স্ক সন্তান ও মুর্খ ব্যক্তির সামনে কখনও স্বপ্নফল বিবৃত করবে না। পবিত্র হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত আছে, বাদশাহ, হাকিম, আলেম, কাজী ও অলী-দরবেশদের স্বপ্ন ও তার ফলসমূহ আর সাধারণ মুর্খ, আহেল এবং নাবালেগদের স্বপ্ন ও তার ফলসমূহ অভিন্ন হতে পারে না।

নিম্নের উদাহরণটি লক্ষ্য করলে বুঝতে সহজ হবে। একদা খলিফা হারুণ-অর-রশীদের মহীয়সী বেগম জোবেদা খাতুন স্বপ্নে দেখলেন যে, পৃথিবীর বহু স্থানের লোক এসে তার সাথে সহবাসে তৃপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এহেন অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শনে তিনি ভীত হলেন, অত:পর তিনি বাঁদীর প্রমুখাৎ কাজীর নিকট তার ফল জানতে চাইলেন, কাজী বাদীকে বললেন, এ স্বপ্ন কে দেখেছে, তা যথার্থ বল। তোমার মত লোকের পক্ষে কখনও এরূপ উচ্চ স্তরের স্বপ্ন দর্শন সম্ভব নয়। কারণ, উক্ত স্বপ্ন দিয়ে মহৎ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার আগাম সংকেত পাওয়া যায়।

বাঁদী স্বীকার করল যে, উক্ত স্বপ্ন দ্রষ্টা বাদশাহর বেগম জোবেদা স্বয়ং নিজে। কাজী উক্ত স্বপ্নের ফল এরূপ বর্ণনা করলেন যে, বেগম কর্তৃক এমন কোন মহৎ কর্ম সম্পন্ন হবে, যদ্বারা দুনিয়ার লোক উপকৃত হবে। ফলে, বেগম মক্কা শরীফে একটি নহর খনন করিয়া দিলেন। এটা নহরে জোবেদা নামে বিশ্বখ্যাত হয়ে আছে। হাদীস শরীফে আছে : ঋতুবর্তী স্ত্রীলোক, মোশরেক ও কাফেরের

স্বপ্ন প্রায়ই মিথ্যায় পর্যবসিত হয়। তবে কাফেরদের স্বপ্নও কোন কোন স্থলে সত্য হয়েছে, এমন প্রমাণও পাওয়া যায়। যেমন ফেরাউনের স্বপ্ন।

ফেরাউন মুসা নবীর আবির্ভাব ও সসৈন্যে নিজ নীলনদে ডুবে মরার স্বপ্নযোগে পূর্বাহ্নেই অবগত হয়েছিল। স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণনাকালে খুব সতর্কতার সাথে উপযুক্ত পাত্রে তা পরিবেশন করা উচিত। কারণ, অবিবেচনা প্রসুতভাবে মুর্খ, বোকা, পরশ্রীকাতর ব্যক্তির কাছে তা বিবৃত করলে উত্তম স্বপ্নকেও ফল ব্যাখ্যাকারী যদি বলে, তা খুব খারাপ স্বপ্ন তবে তার প্রতিক্রিয়াও মন্দ হয়।

এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে, অনুমানের উপর ভিত্তি করে কোন কিছু মন্তব্য করা উচিত নয়। একদা জনৈক ব্যক্তি স্বপ্ন দেখেছিলেন, তিনি দু'খানা নৌকায় দু'পদ স্থাপন করে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। ঐ ব্যক্তি জনৈক সাধারণ লোকের নিকট এটা প্রকাশ করে ফল জানতে চাইলে, শ্রোতা তার ব্যাখ্যায় বলল, তোমার বিপদ আসন্ন। কারণ, দু' নৌকায় পদ স্থাপন তো শুভ লক্ষণ নয়।

অতএব, তুমি বিপদগ্রস্থ হবে। তারপর উক্ত ব্যক্তি ঐ স্বপ্ন অন্য একজন জ্ঞানী ব্যক্তির গোচরে আনলে, তিনি জানতে চাইলেন, ইতিপূর্বে এ স্বপ্ন বৃত্তান্ত সে অন্য কারও নিকট ব্যক্ত করেছে কিনা এবং সে ফল বলে দিয়েছে কিনা। তার উত্তরে লোকটি জানালো যে, হ্যাঁ সে অমুক ব্যক্তির নিকট বলায় সে অমুক ফল বলেছে। তখন জ্ঞানী ব্যক্তিটি বললেন- আফসোস, তুমি ঠকেছো। কারণ এ ধরনের স্বপ্ন দর্শনকারী রাজ্যের অধিপতি হয়ে থাকে। দুটি নৌকায় বুঝা যায় তুমি রাজ্যের মালিকানা লাভ করবে এবং তা সুষ্ঠুভাবে চালনার ক্ষতাও অর্জন করবে।

কিন্তু প্রথম শ্রোতা ফল বিপরীত করে বলেছে, তাই তার তাছিরও বিপরীত হয়ে যাবে। উপরোক্ত তথ্য দ্বারা প্রমাণ হয়, অজ্ঞ স্বপ্ন ব্যাখ্যাকারী মাথামুণ্ড না বুঝে যা বলে, পরিণামে তাই ঘটে। স্বপ্নে উত্তম অধমের প্রশ্ন এক্ষেত্রে গৌণ। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে- সাধারণ অসাধারণ সকলেই তাদের শ্রেণী অনুসারে স্বপ্ন দেখে থাকে এবং তার ফলও সে অনুযায়ী হয়।

অর্থাৎ সমাজে যারা যেরূপ মান ও মুর্খ ও অশিক্ষিত সাধারণ মানুষের স্বপ্ন কখনও অভিন্ন হয় না এবং ফলের দিক দিয়েও বিরাট পার্থক্য থাকে। তবে ফল ব্যাখ্যার ক্রটির জন্যেও ওলটপালট হতে পারে। সে কারণেই স্বপ্ন দ্রষ্টা প্রথমেই উত্তর স্বপ্নফল ব্যাখ্যাকারীর নিকট গিয়ে নিজের স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণনা করে উত্তম ফল লাভের চেষ্টা করা প্রয়োজন। হাদীস শরীফে আছে-রাতের প্রথম ভাগের স্বপ্নফল পাঁচ বছর, দ্বিতীয় অর্থাৎ মধ্য রাতের ছয় মাস এবং তৃতীয় অর্থাৎ শেষ রাতের স্বপ্ন দশ দিনের মধ্যে পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ পায়। দিবাভাগের স্বপ্ন রাতের চেয়ে বেশি সত্যে পরিণত হয়।

সৃষ্টি জগতে প্রথম স্বপ্ন

উস্তাদ আব সা'আদ ওয়াহ্হাব ইবনে মুনাব্বেহ হতে বর্ণনা করেন, সৃষ্ট জগত সৃষ্টির পর মহান আল্লাহ হযরত আদম (আ:) কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আদম! তুমি আমার সৃষ্ট জগত দেখেছ ? বল তো তোমার সমকক্ষ ও সাদৃশ্য কোন কিছু দেখেছ কি ? উত্তরে হযরত আদম (আ:) বললেন, না; হে আমার রব, দেখি নেই। তুমি আমাকে অবশ্যই বিশেষ ফযীলত ও সম্মান দান করেছ। অতএব তুমি আমাকে একজন সঙ্গী-সাথী দান কর। যাতে আমি শান্তি লাভ করতে পারি এবং তোমার এবাদত বন্দেগী ও তওহীদের গুণগান গাহিতে পারি। আল্লাহ তাআলা ফরমান, হ্যাঁ, অবশ্যই আমি তা দান করব। অত:পর মহান আল্লাহ তাকে তন্দ্রায় নিমজ্জিত করলেন এবং তারই শেক্‌ল-সুরতে হযরত হাওয়া (আ:)-কে সৃষ্টি করে স্বপ্নেই তাকে দেখালেন। আর এটাই হল সৃষ্ট জগতের প্রথম স্বপ্ন, যা হযরত আদম (আ:) কে দেখানো হয়েছিল। হযরত আদম (আ:) তন্দ্রা হতে জাগ্রত হয়ে হযরত হাওয়া (আ:)-কে শিয়রে বসা দেখতে পেলেন। মহান আল্লাহ আদমকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আদম! তোমার শিয়রে বসা (মহিলাটি) কে? হযরত আদম (আ:) বললেন, হে ইলাহী! এটা ঐ স্বপ্নেরই বাস্তব রূপায়ন, যা তুমি আমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখিয়েছ।

উলামাগণ বলেন, ইল্‌মুর রুইয়া বা স্বপ্ন তত্ত্ব এমন একটি ইল্‌ম, যা সৃষ্টির শুরু হতেই নবী রসূলগণ লাভ করেছেন এবং এর প্রত্যাদেশের উপর আমল করেছেন। এমনকি তাদের নিকট স্বপ্ন তত্ত্বও মহান আল্লাহর নিকট হতে ওহী হিসেবে গণ্য হত।

উস্তাদ আবু সা'আদ বলেন, যখন আমি ইল্‌মের প্রতি লক্ষ্য করলাম, তখন এটা বিভিন্ন প্রকারে দেখতে পেতাম। কোন কোন ইল্‌মের উপকারিতা শুধু দুনিয়ার সাথেই সীমাবদ্ধ রয়েছে, আর কোন কোন ইল্‌মের উপকারিতা শুধু আখেরাতের সাথেই সীমাবদ্ধ দেখতে পেলাম। সুতরাং আমি মহান আল্লাহর নিকট ইস্তেখারা করত: এমন একটি ইল্‌ম নির্বাচিত করলাম, যার উপকারিতা ইহ-পরকাল উভয়ের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে।

স্বপ্নের তাবীর সম্পর্কে কে বেশী অভিজ্ঞ

পূর্ববর্তী নবীগণের মধ্যে হযরত ইউসুফ (আ:) এবং সর্বশেষ নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নের তা'বীর বা ব্যাখ্যা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী অভিজ্ঞ ও ওয়াকেফহাল ছিলেন এবং নবীগণের পর হযরাত সাহাবায়ে কেরামগণের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা:) স্বপ্নের তা'বীর সম্পর্কে

সবচেয়ে বেশী পারদর্শী ছিলেন এবং সমস্ত উম্মতের মধ্যে স্বপ্নের তা'বীর বা রহস্য উদঘাটনে ইমাম ইবনে শিরীনের তুলনা স্বয়ং ইমাম ইবনে সীরীন নিজেই। এতদ্বিষয়ে মহান আল্লাহ তাকে বিশেষ পারদর্শিতা এবং ব্যুৎপত্তি দান করেছিলেন, যা সর্বজন স্বীকৃত।

এটা মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ, যাকে তিনি চান, তাকে তা দান করেন। এমনকি স্বপ্নের তা'বীর বা ব্যাখ্যা তার ফিতরাত বা স্বভাব ধর্মে পরিণত হয়েছিল এবং সমস্ত উম্মত তাকে এতদ্বিষয়ে ইমাম এবং মুজতাহিদ বলে স্বীকার করে নিয়েছেন এবং তার পরপরই হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব (রা:) এর স্থান, যিনি এ বিষযে তার সমান-সমান বা কাছাকাছি ছিলেন।

স্বপ্নের প্রকারভেদ

শয়তানী স্বপ্নগুলোর কোন ফলাফল ঘটবে না। কারন ইহা শয়তানের চক্রান্ত মাত্র। আল্লাহ্ তাআলা শয়তানকে কিছুটা শক্তি দান করেছেন। সে এর সাহায্যে মানুষের মনোজগতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় ও সে সুযোগে ঘুমন্ত মানুষের অবচেতন মনে বিভিন্ন ঘটনা বা দৃশ্যের প্রতিফলন ঘটায়। কিন্তু এগুলো যেহেতু শয়তানের কারসাজি বৈ আর কিছু নয়। তাই এর কোন ভাল মন্দ ফলাফল থাকে না।

আর লোগবু স্বপ্নগুলোর কোন ফলাফল থাকে না। কারণ এর নামই হলো মিথ্যা স্বপ্ন। মানুষ সাধারণত: দিনের বেলায় সেমস্ত কর্মকাণ্ড বা চিন্তা-ভাবনা করে, নিদ্রার ঘোরে নিদ্রিত মনের সেসব কর্ম কাণ্ড বা কল্পনার রূপ কিংবা প্রতিক্রিয়া কখনো বা হুবহু আকারে কখনো বা রূপক আকারে আত্মপ্রকাশ করে। তাই এ শ্রেণীর খাবের কোন ফলাফল থাকে না।

রাসুলুল্লাহ (সা:) স্বপ্ন আবার দুভাগে ভাগ করেছেন। যেমন : এলহামী ও তাহজিরী। এলাহামী স্বপ্নগুলো কেবলমাত্র নবী-রাসূলগণই দেখে থাকেন। উহা একেবারে ভুল-ভ্রান্তি শূন্য অর্থাৎ নবী-রাসূলগণ যা স্বপ্নযোগে দেখে থাকেন তা সম্পূর্ণ সত্যে পরিণত হয়।

তাহজিরী স্বপ্ন শুধু মাত্র সাধারণ মানুষই দেখে থাকে। উহাতে অনেক সময় ভুল ভ্রান্তি দেখা যায়। কোন কোন সময় এ ধরনের স্বপ্ন সম্পূর্ণ নিরর্থকও হয়ে থাকে। অবশ্য সাধারণ মানুষের মধ্যে যদি নিম্নলিখিত গুণসমূহ বিদ্যমান থাকে তবে তাদের স্বপ্ন সত্য হয়ে থাকে।

গুনাবলীসমূহ : ১। সত্যভাষী হওয়া, ২। জ্ঞানী হওয়া, ৩। হালাল উপার্জন করা, ৪। সংযমী হওয়া, ৫। নিটোল স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া, ৬। পবিত্র অবস্থায়

শয়ন করা এবং বিছানায় শয়ন করে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করা। "আল্লাহুম্ম ইন্নি আউযুবিকা মিন শাররিল এহ্‌লামে ওয়াছতারজিরুকা মিম্মাল আবাতিশ শাইতানে ফিল ইয়াক্বিয়াতে ওয়াল মুনাবে।"

খাবে যা দেখবে ঠিক তাই প্রকাশ করতে হবে। যারা মিথ্যা স্বপ্ন বলে তাদের উপর কেয়ামতে ভীষণ আজাব নেমে আসবে।

ভাল স্বপ্ন দেখে আলহাদুমিল্লাহ্‌ বললে এবং মন্দ স্বপ্ন দেখলে "আউজু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজীম" এবং "আয়াতুল কুরসী" পাঠ করবে এবং অপর পার্শ্ব ফিরে শোবে ও বাম দিকে তিন বার থুথু নিক্ষেপ করে লা হাওয়া ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ পাঠ করবে।

উলামাগণ বলেন, স্বপ্ন তিনি প্রকার : (১) আর রুইয়াতে সাদেকাহ, যা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে সুসংবাদ বাহক। (২) শয়তানের পক্ষ হতে তাযযীব বা ভয়ভীতি প্রদর্শক। (৩) মানুষ যা চিন্তাভাবনা করে, স্বপ্নে তারই রূপায়ন দেখে, যেমন মানুষ কাকেও ভালবাসে বা ভয় করে, স্বপ্নে তাকে বন্ধু বা শত্রু রূপে দেখে, বা ক্ষুধার্ত ব্যক্তি স্বপ্নে খেতে দেখে, বা পিপাসিত ব্যক্তি কোন কিছু পান করতে দেখে, বা উদরপূর্তি ব্যক্তি বমি করতে দেখে, বা রৌদ্রে শোয়া ব্যক্তি আগুনে জ্বলতে দেখে, বা কোন আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তি শাস্তি পেতে দেখে ইত্যাদি ইত্যাদি।

স্বপ্ন অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত সম্পর্কেও হতে পারে। অতীতের কোন কাজ সম্পর্কে স্বপ্ন দ্বারা তার ত্রুটি-বিচ্যুতি, ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দের প্রতি সতর্ক করা বা শুভ সংবাদ প্রদান করা উদ্দেশ্য হয়।

মানুষ যা কিছু দেখে, তা দু'ভাগে বিভক্ত, একটি মহান আল্লাহহর পক্ষ হতে, অপরটি শয়তানের পক্ষ হতে, যদিও সমস্ত কিছুর স্রষ্টা মহান আল্লাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

الرؤيا من الله والحلم من الشيطان ـ

অর্থাৎ : সত্য ও বাস্তব স্বপ্ন মহান আল্লাহর পক্ষ হ'তে এবং মিথ্যা ও অবাস্তব স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ হ'তে হয়ে থাকে।

আউফ বিন মারেক (রা:) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, স্বপ্ন তিন প্রকার।

(১) আদম সন্তানকে পেরেশান (চিন্তিত) করার জন্য শয়তানের পক্ষ হতে ভয়-ভীতিকর স্বপ্ন।

(২) জাগ্রত অবস্থায় দিনের বেলায় মানুষ যা নিয়ে ব্যস্ত থাকে বা চিন্তা করে, রাত্রে তারই স্বপ্ন।

জাগ্রতা অবস্থায় বাস্তব জগতে মানুষ যা কিছু দেখে অথবা যা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, তাই যদি স্বপ্নজগতে চিত্রিত ও রূপান্তরিত হয়ে দেখা দেয়, তবে তাকে "হাদিসুন নাফস্" বলে। আর যদি ভয়-ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে শয়তানের পক্ষ হতে কোন চিত্র, ছবি বা ঘটনাবলী মানুষের জেহেনে ঢেলে দেয়া হয়, তবে তাকে "তাসাবিলুস্ শয়তান" বলা হয়। এ উভয় প্রকার স্বপ্নের কোন বাস্তবতা নেই।

আর যদি বান্দাকে সতর্ক করার জন্য বা শুভ সংবাদ দেয়ার জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ হতে গায়েবের খাজানা হতে কোন কিছু বান্দার দিল-দেমাগে ঢেলে দেয়া হয়, তাকে "রূইয়াতে সালেহাহ্" বলা হয়। এটাকে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে এক ধরনের ইল্‌হামও বলা যেতে পারে। তিবরানীর উদ্ধৃতিতে তাফসিরে মাজহারীতে উল্লেখ করা হয়েছে, মুমেনের স্বপ্ন একটি কালাম, যার দ্বারা বান্দা তার রবের সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে ধন্য হতে পারে।

রূইয়াতে সালেহাহ্ বা নেক স্বপ্ন দু' প্রকার

১ম : যার অর্থ স্বচ্ছ বা পরিষ্কার, যার কোন তা'বীর বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। ২য় : যার অর্থ অস্বচ্ছ বা পরিষ্কার নয়, বরং তাতে ভবিষ্যতের সংবাদ রয়েছে।

হক্ক বা সত্য স্বপ্নগুলো আবার কয়েক প্রকার

(১) রূইয়াতে সাদেকাহ্ জাহেরা বা ঐ ধরনের সত্য স্বপ্ন যার ব্যাখ্যা একেবারে স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট, যা বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না এবং যা নবুওয়তের একটি অংশ, যেমন : হযরত ইব্‌রাহীম (আ:)-এর স্বপ্ন :

انی اری انی اذبحك فماذا ترای ـ

অর্থাৎ : (আমি তোমাকে জবাহ্ করতে দেখেছি) পুত্রকে জবেহ করার সম্পর্কে এবং হুদাইবিয়া নামক স্থানে হজ্জ ও ওমরা সম্পর্কে :

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق

অর্থাৎ : (অবশ্যয়ই মহান আল্লাহ্ তার রাসূলকে স্বপ্ন সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্বপ্ন।

কেউ বলেন সৌভাগ্যবান তারা, যারা স্পষ্ট অর্থবোধক স্বপ্ন দেখে, কেননা এটা স্বয়ং তাআলা মালাকুর রুইয়া বা ফেরেশতাদের মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি দেখিয়ে থাকেন।

(২) মহান আল্লাহর পক্ষ হ'তে সুসংবাদ বাহক সত্য স্বপ্ন, যেমন কখনও কখনও মহান আল্লাহর পক্ষ হ'তে খারাপ ও অশুভ স্বপ্নও দেখানো হয় এবং যার দ্বারা বান্দাকে সাবধান : সতর্ক করা হয় এবং ধমকানো হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

خير ما يرى احدكم فى المنام ان يرى ربه او نبيه او يرى ابويه

لطان هو الله:ول الله هل يرى احد ربه قال نعم وال:لمين قالوا يار:م

تعالى -

অর্থাৎ : তোমরা সেমস্ত স্বপ্ন দেখে থাক, তার মধ্যে সর্ব উত্তম হল কেউ তার প্রতিপালককে বা নবীকে বা মুসলমান পিতা-মাতাকে স্বপ্নে দেখবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেউ কি তার প্রতিপালকে স্বপ্নে দেখতে পারে ? উত্তরে তিনি বলেন, বাদশাহর আকারে, কেননা তিনিই তো প্রকৃত মালেক বা বাদশাহ।

(৩) মালাকুর রু'ইয়া বা স্বপ্ন জগতের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা (সিদ্দিকুন) যা কিছু উম্মুল কিতাব হতে আল্লাহ প্রদত্ত ইল্‌ম দ্বারা বান্দাকে দেখিয়ে থাকেন। কেননা উম্মুল কিতাবে প্রতিটি বস্তুরই একটি নির্দিষ্ট মিছাল বা অনুরূপ কাঠামো রয়েছে। উক্ত মিছাল বা অনুরূপ কাঠামোর হিকমত বা রহস্য কি ? স্বপ্নের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তা তার অন্তরে ইল্‌হাম করেন বা ঢেলে দেন।

(৪) ইঙ্গিতসূচক স্বপ্ন, যা আরওয়াহদের মাধ্যমে দেখানো হয়ে থাকে, যেমন কেউ স্বপ্নে দেখল যে, কোন ফেরেশতা তাকে বলতেছে যে, তোমার স্ত্রী তোমার অমুক বন্ধুর মাধ্যমে তোমাকে বিষ পান করাতে চাচ্ছে, তবে উক্ত স্বপ্নে এ ইংগিত রয়েছে যে, বন্ধুটি তার স্ত্রীর সাথে যেনা করবে, কেননা বিষ পান করানো যেমন একটি গোপনীয় বস্তু ঠিক তদ্রূপ যেনাও একটি গোপনীয় বস্তু।

(৫) স্বপ্ন যাই থাকুক না কেন বাস্তব ঘটনাবলী ও দলীল প্রমাণাদির পরিপ্রেক্ষিতে তার ফলাফল সত্যে পরিণত হবে। যেমন : যদি কেউ মসজিদে সেতার বা বাদ্যযন্ত্র বাজাতে দেখে, তবে সে ফাহেশাহ বা অশ্লীল কাজ হতে তওবা করবে এবং তার সুনাম ছড়িয়ে পড়বে। কেননা মসিজদ বাদ্য বাজাবার জন্য নয়, বরং তওবা ও আত্মশুদ্ধির জায়গা।

আর যদি কেউ হাম্মামখানা বা শৌচাগারে কোরআন তেলাওয়াত করতে দেখে, তবে সে ফাহেশাহ বা অশ্লীল কাজে প্রসিদ্ধ হবে, কেননা হাম্মামখানা কোরআন তেলাওয়াতের জায়গা নয়; বরং সতর খোলার জায়গা, যেখানে ফেরেশতা প্রবেশ করে না, শয়তান যেমন মসজিদে প্রবেশ করে না।

উল্লেখ্য যে, মহিলাদের ঋতুকালীন সময়ের স্বপ্ন, বাচ্চা ও জুনুবীদের (যাদের উপর গোসল ফরজ) স্বপ্নও সত্য হয়, কেননা কাফের মুজসীদের (অগ্নিপূজক) চেয়ে তাদের অবস্থা ধর্মীয় বিচারে অনেক উন্নত, কেননা কাফেরদের ঈমান-আমল উভয়ই খারাপ এবং ফরজ গোসলকেও তারা কোন গুরুত্ব দেয় না, অথচ হযরত ইউসুফ (আ:) তার যামানার কাফের বাদশার স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, যা সত্যে পরিণত হয়েছিল এবং স্বয়ং হযরত ইউসুফ (আ:) এর সাত বৎসর বয়সের স্বপ্নও সত্যে পরিণত হয়েছিল, যা তিনি তাঁর ভাইদের সম্পর্কে দেখেছিলেন।

স্বপ্নের ফলাফল কখনও স্বপ্নদ্রষ্টার জন্য না ফলে বরং তার সন্তানদির জন্য বা তার নজির বা অনুরূপ কোন ব্যক্তির জন্য বা তার বংশধরের কারোও জন্য ফলতে পারে, যেমন : হুরাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে আবীল ঈসাকে স্বপ্নে বেহেশতে দেখেছিলেন অথচ সে একজন কাফের ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত স্বপ্নের এ ব্যাখ্যা প্রদান করলেন যে, আত্তাব ইবনে উসাঈদ বেহেশতে যাবে, কেননা আকার আকৃতি ও গঠনের দিক দিয়ে সে তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

স্বপ্নদ্রষ্টা যদি বিশ্বস্ত এবং সৎ লোক হয় এবং স্বপ্নেই যদি তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দেয়া হয়, তবে বাস্তবেও তা সেই ভাবেই প্রতিফলিত হবে।

যদি কেউ কোন ভাল বা মন্দ স্বপ্ন দেখে এবং সে স্বপ্নের ফলাফলের অপেক্ষা করতে থাকে, ইত্যবসরে বাস্তবে ঘটনা সে রকমই দেখতে পায়, যা সে স্বপ্নে দেখেছিল, তবে এটাকেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে মনে করতে হবে।

সত্য বা ফলদায়ক স্বপ্ন

সেহরীর সময়ের বা শেষ রাত্রের স্বপ্ন বেশী ফলদায়ক হয়, এমনিভাবে কাইলুলা বা দ্বিপ্রহরের স্বপ্নও বেশী ফলে থাকে।

ইমাম জাফর সাদেক (রহ:) বলেন, কাইলুলা বা দ্বিপ্রহরের স্বপ্ন অত্যধিক সত্য ও ফলদায়ক হয়। কেউ বলেন, রাত্রির চেয়ে দিনের স্বপ্ন, অন্ধকারের চেয়ে আলোর স্বপ্ন, শীতের চেয়ে গ্রীষ্মের স্বপ্ন, ফলহীনের চেয়ে ফলের মৌসুমের স্বপ্ন,

হেমন্তকালের চেয়ে বসন্তকালের স্বপ্ন অধিক সত্য ও সঠিক হয়। আর শীত ও হেমন্তকালের স্বপ্ন খুব কমই সঠিক হয়।

حديثا -: روية اصدق الناا:اصدق الناا

অর্থাৎ : যাদের কথা বেশী সত্য, তাদের স্বপ্নও বেশী সত্য হয়।

ইমাম ইবনে শিরীন (রহ:) বলেন, গাছপালা পল্লবিত হওয়া এবং ফল পাকার মওসুমের স্বপ্ন বেশী ফলদায়ক ও সত্য হয় এবং গাছের ফল শেষ হওয়া ও পাতা ঝরার সময়ের স্বপ্ন খুবই দুর্বল ও কম ফলদায়ক হয়।

কাফের ফাসেক বা পাপাচারী মোমেনের স্বপ্নও সত্য ও সঠিক হয়, তবে তুলনামূলকভাবে কম।

গাছে ফল আসার সময়কার স্বপ্ন যদিও সামান্য দেরীতে হলেও তা অবশ্যই ফলে থাকবে।

গাছের ফল পাকার মৌসুমের স্বপ্ন খুবই তাড়াতাড়ি ফলে থাকে এবং তা খুবই উপকারী হয়। আর গাছপালা পল্লবিত হওয়ার স্বপ্ন ফল পাকার স্বপ্নের চেয়ে দেরীতে ফলবে এবং উপকারের দিক দিয়েও তুলনামূলক ভাবে কম হবে এবং পাতা ঝরা এবং শেষ হওয়ার স্বপ্ন আরো দেরীতে ফলবে এবং উপকারও কম হবে। মানুষ যখন চিন্তা-ফিকির এবং কোন কিছুর আশা-আকাংখামুক্ত অবস্থায় ঘুমায় এবং তার স্বভাব স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে এবং আবহাওয়া এবং মৌসুমও সুন্দর হয়, অর্থাৎ সময়টা যদি বসন্তকাল ও শরৎকালের মধ্যবর্তী হয়, তবে উক্ত সময়ের স্বপ্নগুলো অধিক সত্য হয়।

স্বপ্ন সত্য ও সঠিক হওযার ব্যাপারে জানাবাত (যাদের উপর গোসল ফরজ) বা ঋতুবর্তী হওয়া কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না।

মৃতরা যেহেতু সত্যের ঘরে (আখেরাতে) পৌঁছেছে, এজন্য স্বপ্নে তারা যা কিছু বলবে, তা রূহাতীতভাবে সত্যে পরিণত হবে, এমনিভাবে নাবালক বাচ্চা, (যারা এখনও মিথ্যা বুঝে না) জীব-জানোয়ার, পশু-পাখীকে যদি কোনকিছু বলতে দেখে, তবে তাও সত্যে পরিণত হবে। জড় পদার্থকে যদি স্বপ্নে কোন কিছু বলতে দেখে, তবে এটা কোন আশ্চর্যজনক ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে।

স্বপ্ন কখন সত্য হয়

মহান আল্লাহ মালাকুল মুআক্কেল বা রূহের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতার উপস্থিতির সময়ের স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেন বলে এটাকে ফেরেশতার

দিকে অভিহিত করা হয়। আর শয়তানের উপস্থিতির সময়ের স্বপ্নকে মিথ্যা প্রমাণিত করে দেন বলে এটাকে শয়তানের দিকে অভিহিত করা হয়।

হযরত ওমর (রা:) বলেন, আমি কি তোমাদিগকে অভিহিত করব না যে, (ঘুমন্ত অবস্থায়) যখন মানুষের রূহ আকাশের দিকে বিচরণ করে, তখন আকাশে পৌছার পূর্বে যা কিছু স্বপ্ন দেখে, তা মিথ্যা স্বপ্ন, আর আকাশে পৌছার পরে যা কিছু দেখে, তা রূইয়াতে সাদেকাহ তথা সত্য স্বপ্ন।

ইমাম ইবনে শিরীন (রহ:) এর ভাষায় তার ব্যাখ্যা হচ্ছে : প্রতিটি স্বপ্ন যা মানুষ দেখে থাকে, তা সঠিক ও সত্য নয় এবং তার ব্যাখ্যা দেয়াও জায়েনয়, বরং উম্মুল কিতাবে লাওহে মাহফুজ হতে রূহাইল নামক ফেরেশতা সরাসরি বান্দাকে যা কিছু দেখিয়ে থাকেন, তাই রুইয়াতে সালেহাহ বা সত্য সঠিক স্বপ্ন, এটা ব্যতীত অন্যগুলো মিথ্যা স্বপ্ন, যার কোন তা'বীর বা ব্যাখ্যা হতে পারে না।

কেউ বলেন, গাছপালা, তরুলতা, ঘরবাড়ী যাতে পোকায় নষ্ট করতে না পারে, সেজন্য ফেরেশতাদিগকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, যখন এদের সময় শেষ হয়ে আসে এবং মুআক্কেল ফেরেশতা চলে যান, তখন মওসুমের স্বভাবের মধ্যে পরিবর্তন দেখা দেয়, আর এ সময়কার স্বপ্নগুলো খারাপ হয়ে থাকে।

হযরত দানয়াল (আ:) বলেন, স্বপ্নের দায়িত্বে নিয়োজিত মুআক্কাল ফেরেশতার নাম সিদ্দিকুন। তিনিই মানুষের সম্মুখে স্বপ্নের রূপ তুলে ধরেন এবং দুনিয়াতে ভাল-মন্দ যা কিছু সংঘটিত হবে, লওহে মাহফুজে মহান আল্লাহর গায়েবী খাজানা হতে মহান আল্লাহর জ্যোতির মাধ্যমে তিনি তা বান্দাদিগকে দেখিয়ে থাকেন এবং এ ব্যাপারে তিনি বিন্দুমাত্র সংশয় বা সন্দেহে পতিত হন না। উক্ত ফেরেশতার উপমা সূর্যের আলোর মত।

সূর্যের আলো যখন কোন কিছুর উপর পতিত হয়, তখন তা আলোর সাহায্যে মানুষের সম্মুখে ভাসমান হয়ে উঠে এবং দৃষ্টি গোচরিত হয়, ঠিক তদ্রূপ মহান আল্লাহর নূর বা জ্যোতির মাধ্যমে প্রতিটি বস্তুই তার সম্মুখে ভাসমান হয়ে উঠে এবং তিনি মারেফাত লাভ করতে পারেন এবং রূহ-পরকালে মানুষের ভাল-মন্দ যা কিছু ঘটবে, সে সম্পর্কে বান্দাকে স্বপ্নের মাধ্যমে অভিহিত করান এবং সঠিক পথ দেখান এবং অতীতে সেমস্ত সৎ কাজ করেছে বা ভবিষ্যতে করবে, সে সম্পর্কে তাকে শুভ সংবাদ প্রদান করেন। অথবা সেমস্ত গুনাহ করেছে বা ভবিষ্যতে করার ইচ্ছা রাখে, সে সম্পর্কে তাকে সাবধান (সতর্ক) করেন।

মুসলিম মুআব্বের বা স্বপ্ন ব্যাখ্যাদাতাগণ বলেন, মানুষ রূহের মাধ্যমে স্বপ্ন দেখে এবং আক্‌ল বা বিবেক শক্তির মাধ্যমে তা বুঝতে সক্ষম হয়। মানুষ যখন

ঘুমায়, তখন তার রূহ সূর্যকিরণের মত সম্প্রসারিত হয় এবং সে মহান আল্লাহর নূর বা জ্যোতির মাধ্যমে মালাকুর রু'ইয়া যা কিছু দেখান, তা দেখতে সক্ষম হয় এবং রূহের যাওয়া-আসার গতিবিধি সূর্য কিরণের মত, মেঘের দ্বারা যেমন সূর্যকিরণ বাধাপ্রাপ্ত হয়, আবার মুহূর্তের মধ্যেই তা অপসারিত হয়, ঠিক তেমনি ঘুমের মধ্যে রূহ উর্ধ্ব জগতে চলে যায় এবং যা কিছু তথায় দেখতে পায়, জাগ্রত হওয়া মাত্র যখন তার বিবেক শক্তি ফিরে আসে, তখন মালাকুর রু'ইয়া তাকে যা কিছু দেখিয়েছিল বা তার বিবেক শক্তিতে যা কিছু আবদ্ধ হয়েছিল, তা তার মনে জাগ্রত হয়ে উঠে।

উল্লেখ্য : কেউ বলেন, মানুষের ইন্দ্রিয় শক্তির অনুভূতির চেয়ে রূহানী শক্তির অনুভূতি অধিক প্রখর এবং বলিষ্ঠ থাকে। কেননা ইন্দ্রিয় শক্তির অনুভূতি মানুষকে তাই জ্ঞাত করতে পারে, যা তার সম্মুখে বাস্তব আকারে বিদ্যমান থাকে। আর রূহানী শক্তি ঐ সমস্ত জিনিস সম্পর্কেও জ্ঞাত করতে পারে, যা ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে।

ইমাম ইবনে শিরীন (রহ:) বলেন, ডান কাঁতে শুয়ে যদি কোন ব্যক্তি কোন কিছু স্বপ্নে দেখে, তবে এটা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে হয়েছে বলে মনে করতে হবে। আর যদি বাম কাঁতে অথবা চিত হয়ে শুয়ে কোন কিছু স্বপ্ন দেখে, তবে এটা আরওয়াহদের পক্ষ হতে মনে করতে হবে। আর যদি উপুড় হয়ে শুয়ে কোন স্বপ্ন দেখে, তবে এটা শয়তানের পক্ষ হতে মনে করতে হবে।

স্বপ্নের উপকারিতা এবং স্বপ্ন কেন দেখানো হয়

উস্তাদ আবু সাআদ (রহ:) বলেন, মহান আল্লাহ প্রদত্ত সঠিক স্বপ্ন : প্রকৃত পক্ষে তার কার্যকলাপের হাকিকত বা তত্ত্ব সম্পর্কে পূর্বাভাস দেয়া হয় এবং তার কাজের পরিণতি সম্পর্কে তাকে সাবধান তথা সতর্ক করা হয়। কেননা এমনও স্বপ্ন আছে, যাতে কোন কিছুর আদেশ : নিষেধ থাকে, বা তাতে ধমক থাকে, বা কোন কিছুর সুসংবাদ বা ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা হয়। আর হবেই না কেন ? কেননা স্বপ্নকে নবুওয়তের একটি অংশ বা অবশিষ্টাংশ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

কেউ কেউ সত্য ও সঠিক স্বপ্নকে নবুওয়তের একটি প্রকার বা স্তর বলে অভিহিত করেছেন। কেননা আম্বিয়াগণের মধ্যে কেউ কেউ স্বপ্নের মাধ্যমেই ওহীর প্রত্যাদেশ পেয়েছেন, তাঁদেরকে নবী বলা হয়। আর কেউ কেউ জাগ্রত ফেরেশতাগণের মাধ্যমে ওহীর প্রত্যাদেশ পেয়েছেন, তাঁদেরকে রাসূল বলা হয়। আর এটাকেই তারা নবী-রাসূলের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন।

যারা মহান আল্লাহকে অবিশ্বাস করে তাদের সত্য ও সঠিক স্বপ্ন দেখা : ক্বিয়ামত দিবসে মহান আল্লাহ্ তাআ'লার আদালতে তাদেরকে অভিযুক্ত দলীল প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হবে। যেমন : হযরত ইউসুফ (আ:) এর সমকালীন ফিরআউনের সাতটি গাভী স্বপ্ন দেখা, বখতে নসর বদশাহ তার রাজত্ব ধ্বংস হতে এবং ভীষণ বিপদে পতিত হতে দেখা এবং ইরানের বাদশাহ স্বপ্ন তার রাজত্ব ধ্বংস হতে দেখা, ইত্যাদি, যা সত্য ও সঠিক ছিল, এবং ক্বিয়ামত দিবসে এটা তাদেরকে অভিযুক্ত করার দলীল হিসেবে গণ্য হবে।

স্বপ্ন কখনও অতীত কালের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো স্মরণ করে দেয়া এবং তৎসম্পর্কে সতর্ক করার জন্যও হয়ে থাকে, যাতে সে অতীতের গুনাহ এ ত্রুটি হতে তওবা করার প্রয়াস পায়।

স্বপ্ন সম্পর্কে কতিপয় উপকারিতা

হযরত দানয়াল (আ:) বলেন, ফিৎরাত বা স্বভাবের মধ্যে যেমন তারতম্য রয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে মানুষের স্বপ্নের মধ্যেও তারতম্য রয়েছে। যারা নেককার বাদশাহ তাদের স্বপ্ন মহান আল্লাহর পক্ষ হ'তে ইলহামের মাধ্যমে হয়ে থাকে। বাদশাহগণের উজির-নাজির বা সভাষদবৃন্দের স্বপ্ন, তাদের সততা ও আমানতদাবীর উপর নির্ভরশীল।

ইমাম ক্বিরামানী বলেন, মুসলমানের স্বপ্ন কাফেরের চেয়ে, আলেমের স্বপ্ন জাহেলের চেয়ে, শরীফ-ভদ্রলোকের স্বপ্ন অ ভদ্র লোকের চেয়ে, পাক-পবিত্র মানুষের স্বপ্ন অপবিত্র মানুষের চেয়ে, বৃদ্ধলোকের স্বপ্ন যুবকের চেয়ে বেশী সত্য ও ফলদায়ক হয়ে থাকে।

ইমাম জাফর সাদেক (রা:) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্ন ভুলিয়া যায়, তবে 'আবজাদ' গণনা হিসাবে নামের সংখ্যা গণনা করে মোট সংখ্যা হতে নয় বাদ দিয়া যদি জোড়সংখ্যা অবশিষ্ট থাকে, তবে স্বপ্ন ভাল হবে আর যদি বিজোড় সংখ্যা অবশিষ্ট থাকে, তবে স্বপ্ন খারাপ হবে।

চাকর-নওকর এবং গোলামদের ভাল স্বপ্নের ফলাফল তাদের মনিব মালিকের জন্যও বর্তিয়ে থাকে। মহিলাদের স্বপ্নের ফলাফল খুব তাড়াতাড়িই ফলে থাকে। ধনীদের স্বপ্ন গরীবদের তুলনায় অধিক বাস্তবায়িত হয়। গরীবদের ভাল স্বপ্ন দেরীতে ফলে থাকে আর মন্দ ও খারাপ স্বপ্ন তাড়াতাড়ি ফলে থাকে।

নাবালক বাচ্চাদের স্বপ্ন বেশী সঠিক হয় এবং অধিক ফলে থাকে। কেননা, তাদের কোন পাপ নাই। আর সাবালকদের স্বপ্ন দুর্বল হয়, কেননা, তারা শাহওয়াত বা কামনা-বাসনায় লিপ্ত থাকে বিধায় তাদের স্বপ্ন সঠিক ফলে থাকে এবং অল্প ফলে থাকে।

মাতাল, জুনুবী এবং ঋতুবতীদের স্বপ্নের কোন ভিত্তি নেই এবং তাহার ফলও সঠিক হয় না। তবে ইমাম ইবনে শিরীন (রহ:) বলেন, তাদের স্বপ্নও সঠিক হয়, কেননা কাফের যিম্মিদের স্বপ্নও তো সঠিক হয়, (আর কাফের যিম্মিদের চেয়ে তাদের অবস্থা অনেক ভাল)। যেমন : ফেরআউনের স্বপ্ন হযরত মুসা (আ:) সম্পর্কে সত্যে পরিণত হয়েছে এবং নমরূদের স্বপ্ন হযরত ইবরাহীম (আ:) এর বাগান সম্পর্কে সত্যে পরিণত হয়েছে ইত্যাদি। কাজেই মাতাল, জুনবী এবং ঋতুরবতীদের স্বপ্নও সত্য ও সঠিক হয়ে থাকে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

কেউ বলেন, স্বপ্নে যদি ভাল-মন্দ উভয় দিক থাকে, তবে ভাল দিকটার ব্যাখ্যা দিবে এবং মন্দ দিকটার ব্যাখ্যা ছেড়ে দিবে এবং স্বপ্নদ্রষ্টাকে সতর্ক করবে এবং সদকা দিতে বলবে।

স্বপ্ন বাস্তবায়নের সময় ও কাল

শেষ রাত্রের স্বপ্ন তাড়াতাড়ি ফলে থাকে। সোবহে সাদেকের পরবর্তী সময়ের স্বপ্ন এবং দিনের স্বপ্ন এক মাস অথবা তার চেয়ে কম সময়ের মধ্যেই ফলে থাকে।

ইমাম ইবনে শিরীন (রহ:) বলেন, রাত্রের প্রথম ভাগের স্বপ্নের ফলাফলের জন্য বিশ বৎসর বা তার চেয়ে কম সময়ের অপেক্ষা করতে হয়। মধ্য রাত্রের স্বপ্নের ফলাফল দশ বৎসর বা তার চেয়ে কম সময়ে ফলে থাকে। এ হিসেবে রাত্রির অংশে স্বপ্ন দেখবে, তার জন্য ৩৩ বৎসর অপেক্ষা করতে হবে।

ইমাম ক্বিরামানী (রহ:) বলেন, গভীর নিদ্রার স্বপ্নের ফলাফল সবচেয়ে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

কেউ বলেন, হযরত ইউসুফ (আ:) এর স্বপ্নের ফল বিশ বৎসর পর ফলেছিল। এজন্য স্বপ্নের ফলের জন্য কমপক্ষে বিশ বৎসর অপেক্ষা করা উচিত। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ বিন শাদ্দাদ (রা:) এর বর্ণনাসূত্রে হযরত ইউসুফ (আ:) এর স্বপ্ন চল্লিশ বৎসর পর বাস্তবায়িত হয়েছিল। এ জন্য এ স্বপ্ন বাস্তবায়নের সর্বশেষ সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।

স্বপ্নের আদবসমূহ

উস্তাদ আবু সাআ'দ বলেন, স্বপ্ন সঠিক ও সত্যে পরিণত হওয়ার জন্য কতগুলো আদব বা উত্তম গুণাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক।

১. যথাসাধ্য ফিৎরাত বা স্বভাবধর্মগুলো পালন করার চেষ্টা করবে (যার ব্যাখ্যা হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে)। অর্থাৎ দশটি জিনিস আম্বিয়াগণের সুন্নত,

মোচ খাটো করা, দাড়ি লম্বা করা, নখ কাটা, বগল ও নাভীর নিচের চুল পরিষ্কার করা, মেসওয়াক করা, নাকে পানি দেয়া, আঙ্গুলের গিরাগুলোর ময়লা পরিষ্কার করা, কুলি করা, এস্তেঞ্জা বা ঢিলা-কুলুখের পর পানি ব্যবহার করা।

২. সর্বদা সত্য কথা বলার অভ্যাস করতে হবে, কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে তার স্বপ্নই বেশী সত্য হবে, যার কথা বেশী সত্য হবে।"

বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যহ সাহাবাগণকে জিজ্ঞাসা করতেন, গতরাত্রে তোমাদের মধ্যে কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছ কি ? দেখে থাকলে তারা তা বর্ণনা করতেন, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী কয়েক দিন সাহাবাগণকে জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু কেউই কোন স্বপ্ন দেখার কথা বর্ণনা করলেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা স্বপ্ন দেখবেই বা কিভাবে ? কেননা, তোমাদের নখের নিচে ময়লা জমে রয়েছে। আর রূহা এজন্যই বলা হল যে, তাদের নখ লম্বা হয়ে গেল, অথচ নখ কাটা ফিৎরাত বা সুন্নতের অন্তর্ভূক্ত।

৩. পাক-পবিত্র এবং অজু অবস্থায় শয়ন করবে, কেননা, হযরত আবু জর গিফারী (রা:) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমার খলীল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে তিনটি জিনিস সম্পর্কে অসিয়ত করেছেন, যা আমি মৃত্যু পর্যন্ত কখনও ত্যাগ করব না। তা হচ্ছে- প্রতি মাসে তিনটি করে রোজা রাখা, ফজরের দুই রাকআত সুন্নত আদায় করা, অযূর সাথে শয়ন করা।

৪. ডান কাঁতে শয়ন করবে, কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক কাজেই ডান দিক পছন্দ করতেন। এটা বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডান কাঁতে শয়ন করে ডান হাত ডান গালের নিচে রেখে এ দোয়া পড়তেন : হে মহান আল্লাহ ! তোমার আযাব হতে আমাকে রক্ষা কর, যেদিন তোমার বান্দাদিগকে একত্রিত করা হবে।

উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রা:) শোয়ার সময় এ দোয়া পড়তেন : হে মহান আল্লাহ তোমার নিকট ভাল ও সত্য স্বপ্ন দেখার ইচ্ছা রাখ, যা মিথ্যা হবে না, উপকারী হবে যা ক্ষতিকর হবে না, স্মরণ থাকবে যা ভুলে যাবে না।

কোন কোন বর্ণনাসূত্রে জানা যায় যে, শয়নকারীর জন্য এ দোয়া পড়া সুন্নত : হে আল্লাহ! খারাপ স্বপ্ন এবং স্বপ্নদোষ হতে বাঁচার জন্য তোমার আশ্রয় ও

সাহায্য প্রার্থনা করি এবং শয়তান যেন ঘুমন্ত বা জাগ্রত অবস্থায় আমাকে নিয়ে খেলা করতে না পারে : তা হতেও তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি।

যদি কোন ব্যক্তি চান যে, তার স্বপ্ন সত্যে পরিণত হউক, তবে অবশ্যই তার সত্য কথা বলতে হবে এবং মিথ্যা, গীবত, পরনিন্দা চোগলখোরী, ইত্যাদি পরিত্যাগ করতে হবে।

স্বপ্নদ্রষ্টা মিথ্যুক হওয়া সত্ত্বেও যদি সে অন্যের মিথ্যা বলাকে অপছন্দ করে, তবে তার স্বপ্ন সত্য হবে। আর যদি সে অন্যের মিথ্যা বলাকে অপছন্দ না করে, তবে তার স্বপ্ন সত্য হবে না। সুতরাং মানুষের সদা সর্বদা সত্য কথা বলা এবং মিথ্যাকে ঘৃণা করা উচিৎ এবং পাক-পবিত্র অবস্থায় শয়ন করা উচিৎ, যাতে তার স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়।

মানুষ যদি সচ্চরিত্রবান না হয় তবে স্বপ্ন দেখা সত্বেও : মহান আল্লাহর নাফরমানী, গুনাহ, পাপাচার, পরনিন্দা এবং চোগলখুরীর কারণে তা মনে রাখতে পারবে না।

স্বপ দেখার আদবসমূহ

উস্তাদ আবু সাআদ বলেন, স্বপ্নদ্রষ্টা এবং স্বপ্ন ব্যাখ্যাদাতা উভয়ের কিছু আদব রয়েছে, নিম্নে স্বপ্নদ্রষ্টার কিছু আদবের বর্ণনা দেয়া হল।

১. মূর্খ লোকের নিকট স্বপ্ন বর্ণনা করবে না, কেননা, হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে, বন্ধু, বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানী লোক ব্যতীত তুমি তোমার স্বপ্ন কারোও নিকট বর্ণনা করোও না।

২. স্বপ্নে কোন মিথ্যা মিলাবে না। কেননা হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, "ব্যেক্তি স্বপ্নে মিথ্যা মিলাবে, কিয়ামতের দিন তাকে দুটি যব বা দানার মধ্যে গিরা লাগাতে বাধ্য করা হবে।

৩. স্বপ্ন যেমন একা একা দেখেছ, ঠিক তেমন একা একা মুআব্বেরের নিকট বলবে, লোক সম্মুখে বলবে না।

৪. হিংসুক বা পরশ্রীকাতর লোকের নিকট কখনও স্বপ্নের কথা বর্ণনা করবে না। কেননা, হযরত ইয়াকুব (আ:) স্বীয় ছেলে হযরত ইউসুফ (আ:) কে তার ভাইদের নিকট স্বপ্ন বলতে নিষেধ করছেন।

৫. দিন, মাস বা বৎসরের শুরুতে স্বপ্ন বলা উত্তম, কিন্তু শেষের দিকে বলবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতের জন্য দিনের শুরু ভাগ বরকতময় হওয়ার জন্য মহান আল্লাহর নিকট দোয়া করছেন।

৬. মঙ্গলবার দিন স্বপ্ন বলবে না, কেননা এটা খুব-খারাবির দিন। এমনিভাবে বুধবার দিনও স্বপ্ন বলা পছন্দনীয় নয়।

৭. স্বপ্নদ্রষ্টার উচিত চিন্তা-ভাবনা করে স্বপ্ন বলা এবং যা কিছু দেখেনি, তা না বলা, নতুবা স্বপ্নই বিফল হবে এবং মহান আল্লাহর নিকট অপরাধী বলে গণ্য হবে এবং স্বপ্নে মিথ্যা বলবে, সে মহান আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপকারী বলে গণ্য হবে।

৮. স্বপ্নদ্রষ্টা যদি কোন বিশেষ আদব-অভ্যাস থেকে থাকে, তবে মুআব্বেবের উচিত তার আদব-অভ্যাস অনুযায়ী স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেয়া। যেমন : কেউ যদি স্বপ্নে গোশত খেতে দেখে, বা টাকা পয়সা হাতে আসতে দেখে, তবে বাস্তবেও সে গোশত খেতে পারে এবং টাকা পয়সা হাতে আসতে দেখে বা কেউ যদি স্বপ্নে বৃষ্টি বর্ষিত হতে দেখে, তবে বাস্তবেও সে বৃষ্টি বর্ষিতে দেখে।

৯. কোন বাচ্চা বা মহিলার নিকট স্বপ্ন বলবে না।

১০. মিথ্যা বলা হতে বেঁচে থাকবে, কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : ব্যেক্তি স্বপ্নের সাথে মিথ্যা মিলাবে, ক্বিয়ামতের দিন তাকে দু'টি দানা বা শষ্যের মধ্যে গিরা লাগাতে বাধ্য করা হবে, এবং ব্যেক্তি তার চোখকে মিথ্যা সাব্যস্ত করবে, তবে সে বেহেশতের গন্ধও পাবে না, এবং সবচেয়ে বড় মিথ্যা হল যে, মানুষ তার নিজের চোখের উপর মিথ্যা বলবে এবং সে দাবী করবে আমি স্বপ্নে দেখেছি অথচ সে কোন কিছুই দেখেনি।

তাবীর বর্ণনা এবং তার ফলাফলের নিয়ম

স্বপ্ন ফলার কোন নির্দিষ্ট সময় বা তারিখ বলা মুশকিল। কোন কোন খাবের ফল খুব তাড়াতাড়িই ফলে থাকে আবার কোন খাবের ফল অনেক বিলম্বেও ফলে থাকে। বিভিন্ন কেতাবে বর্ণিত আছে যে, কোন খাবের ফলাফল ৭ বৎসর এমনকি ৪০ বৎসর পরও ফলে থাকে। শেষ রাতে খাবের ফল তাড়াতাড়ি ফলে এবং প্রথম রাতের খাবের ফল বহু দেরীতে ফলে। অর্থাৎ অপ্রাপ্তবয়স্ক, অজ্ঞ ও পাগলের কাছে কিংবা তাদের সামনে স্বপ্ন বর্ণনা করা উচিত নয়।

স্বপ্ন দেখে যার তার কাছে বর্ণনা কর উচিত নয়। অভিজ্ঞ স্বপ্ন বিশারদ ছাড়া কারো কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করতে নেই। অবশ্য নিজের কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের নিকট থেকে তাবীর জানা ও ঘটনা প্রকাশের ইচ্ছায় স্বপ্ন বর্ণনা করা যায়, তবে অজ্ঞ লোকের নিকট স্বপ্ন বর্ণনা করা উচিৎ নয়। কারণ তাতে ক্ষতির আশঙ্কা আছে।

তাবলি বর্ণনাকারীগণ গভীর মনোযোগের সাথে স্বপ্নটি শুনে চিন্তা-ভাবনা করে আনুসাঙ্গিক বিষয়াদি ভালভাবে লক্ষ্য করে তারপর তাবীর বর্ণনা করবে।

কেউ কোন খারাপ স্বপ্ন দেখলে এর ফলাফল হঠাৎ বলা উচিত নয়। তাতে স্বপ্ন দর্শনকারী আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে এবং তার ফলাফল অশুভও হতে পারে। খারাপ স্বপ্ন দর্শনকারীকে দুরাকাত নফল নামাজ পড়ে কিছু দান-খয়রাত করতে বলা উচিৎ।

স্বপ্ন বর্ণনা করার সময় তাবীরকারীগণের নিকট কিছু বাড়িয়ে-কমিয়ে বলতে নেই। খাবে যা দেখবে তাই অবিকল ভাবে বর্ণনা করবে। কারণ আসল স্বপ্ন না বললে সঠিক ও নির্ভুলভাবে তাবীর বলা সম্ভব নয়।

বসন্ত, শরৎ ও গ্রীষ্মকালের প্রায় স্বপ্নই অর্থবোধক হয়ে থাকে এবং শীতকালের প্রায় স্বপ্নগুলোই নিরর্থক হয়ে থাকে। বর্ষাকালের স্বপ্ন উভয় রকমই হয়ে থ।কে।

দিনের শেষভাগের সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় আজান ও একামতের মধ্যবর্তী সময় এবং যখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তখন ও ঝড়-বন্যার সময় স্বপ্ন বর্ণনা করতে নেই।

উস্তাদ আবু সাআদ বলেন, মুআব্বের বা স্বপ্ন ব্যাখ্যাদাতার জন্য কিছু আদাব রয়েছে, যা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

১. স্বপ্নদ্রষ্টাদের মান মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখবে, সুতরাং বাদশাহর স্বপ্নের ব্যাখ্যা কখনও প্রজাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যার মত হতে পারে না। কেননা স্বপ্নদ্রষ্টাদের অবস্থার তারতম্যের কারণে স্বপ্নের ফলাফলও ভিন্ন হয়। অতএব, গোলাম যদি এমন কোন স্বপ্ন দেখে, যা তার যোগ্য নয়, তবে এটা তার মালিক বা মনীবের বুঝতে হবে। কেননা স্ত্রী জাতিকে স্বামীর বাম পাঁজরের বাকা হাড্ডি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে।

২. সম্ভাব্য ব্যাখ্যাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যাখ্যা দান করবে, কেননা বর্ণিত আছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

الرؤيا تقع على ما عبرت يايها الصديق ـ

অর্থাৎ : স্বপ্নের ব্যাখ্যা রেকম দেয়া হবে, স্বপ্নের ফলও সে রকম হবে। এটাও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

الرؤيا على رجل طائر مالم يحدث بها فاذا حدث بها وقعت ـ

অর্থাৎ : স্বপ্ন যতক্ষণ পর্যন্ত কারোও নিকট বলা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত (ফলাফল) ঝুলন্ত থাকবে। আর যখন কারোও নিকট বলে দেয়া হবে, তখন তার ব্যাখ্যা অনুযায়ী ফলাফল বর্তাবে।

উল্লেখ্য, বায়হাকীয়ে যামান আল্লামা কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী (রহ:) তার বিখ্যাত 'তাফসীরে মাজহারীতে' উল্লেখ করেছেন যে, তাকদীর দু' প্রকার, তাকদীরে মুবরাম, যা চূড়ান্ত অটল, আর তাকদীরে মুআল্লাক, যা ঝুলন্ত। বান্দার কোন কোন কাজকর্ম তকদীরে মুবরামের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে বরং তা শর্তসাপেক্ষে মুআল্লাক বা ঝুলন্ত থাকে। যদি অমুক সৎ কাজটি হয়, তবে এ বিপদ চলে যাবে, আর যদি না হয, তবে সে বিপদে পতিত হবে, এমতাবস্থায় (তকদীরে মুআল্লাক) যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নের ভাল ব্যাখ্যা দান করে, তবে ভাল ফল ফলবে, আর খারাপ ব্যাখ্যা প্রদান করলে খারাপ ফল ফলবে। এজন্যই বলা হয় যে, স্বপ্ন হিতাকাংখী এবং আলেম লোক ছাড়া কারোও নিকট বলতে নেই।

৩. মনোযোগসহ স্বপ্ন শুনবে এবং ভালভাবে বুঝে-শুনে তার ব্যাখ্যা দিবে।

৪. ধীর-স্থিরে স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিবে, তাড়াহুড়া করবে না।

৫. স্বপ্ন শুনে তা তার নিকট হেফাজত রাখবে, অন্যের নিকট প্রকাশ করবে না। কেননা এটা তার নিকট আমানত। আর আমানতে খিয়ানত করার কোন অধিকার তার নেই।

৬. সূর্য উদয়, সূর্য অস্ত এবং ঠিক দুপুরের সময়কার স্বপ্ন ব্যাখ্যা প্রদান করা হতে বিরত থাকবে।

৭. স্বপ্নদ্রষ্টা যখন তার স্বপ্ন বর্ণনা করবে, তখন সে বলবে ভালই দেখছ, কেননা বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট যখন কোন স্বপ্ন বর্ণনা করা হত, তখন তিনি বলতেন :

خيرا تلقاه وشرا تتوقاه و خيرلنا و شر لاعدائنا الحمد لله رب

انعالمين اقصص رؤياك .

অর্থাৎ : মঙ্গল লাভ করবে, অমঙ্গল হতে বেঁচে থাকবে, মঙ্গল আমাদের জন্য, অমঙ্গল দুশমনদের জন্য, সমস্ত প্রশংসা রাব্বুল আলামীনের জন্য, তোমার স্বপ্ন বর্ণনা কর।

৮. স্বপ্ন বলার পর গভীরভাবে চিন্তা-ফিকির করবে, স্বপ্ন যদি ভাল হয়, তবে স্বপ্নদ্রষ্টাবে ব্যাখ্যার পূর্বেই সুসংবাদ দিবে এবং ব্যাখ্যা প্রদান করবে, আর যদি মন্দ হয়, তবে ব্যাখ্যা প্রদান হতে বিরত থাকবে, অথবা সম্ভাব্য সকল দিক হতে যা উত্তম, সেই ব্যাখ্যাই প্রদান করবে। আর যদি কিছু ভাল এবং কিছু মন্দের দিক থাকে, তবে স্বপ্নের উসুল এবং কায়দা-কানুন অনুযায়ী যা অগ্রাধিকারের যোগ্যতা রাখে, তাই গ্রহণ করবে। আর যদি উভয় দিক সমান সমান হয়, তবে স্বপ্ন

বর্ণনাকারীর নাম জিজ্ঞেস করবে এবং তার নামানুসারে ব্যাখ্যা প্রদান করবে। কেননা বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যখন তোমাদের জন্য স্বপ্ন ব্যাখ্যা প্রদান করা মুশকিল হবে (অর্থাৎ সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগবে) তখন তাদের নামানুসারে স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করবে।" অর্থাৎ যদি কারোও নাম সাহল, সালেম, আহমদ, নাসর বা সাআ'দ হয়, তবে এদের ব্যাখ্যা বা তা'বীর সহজ, আছান, সালামত, নিরাপত্তা, প্রশংসিত, সাহায্য, সৌভাগ্য দ্বারা করা হবে।

এমনিভাবে স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করা যখন মুশকিল হয়, তখন ঐ মুহূর্তে যদি কোন কিছু আগমন করে, তবে তার দ্বারাও স্বপ্নের তাবীর গ্রহণ করা যায়, যেমন : উক্ত সময়ে যদি কোন বৃদ্ধা আগমন করে, তবে এর দ্বারা দুনিয়ার পশ্চাৎ মুখীতা বুঝাবে। আর যদি ঐ সময়ে ঘোড়া-গাধা বা খচ্চর আসতে দেখে, তবে সফর বা ভ্রমণ বুঝাবে। কেননা, মহান আল্লাহ বলেন, ঘোড়া, গাধা , খচ্চর তোমাদের জিনত সৌন্দর্য এবং সওয়ারীর জন্য।

উক্ত সময়ে যদি কাকের এক, তিন, চার বা ছয়টি ডাক শুনা যায়, তবে এটা ভাল ও শুভ লক্ষণ বুঝাবে। আর যদি দুটি ডাক শুনা যায়, তবে এটা ভাল বা শুভ হবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কাকের তিনটি ডাক শুভ ও ভাল, আর দুটি ডাক অশুভ।

স্বপ্নের তা'বীর বা ব্যাখ্যায় যদি কোন দোষ ত্রুটি ধরা পড়ে, বা কোন পাপাচারের উপর হটকারিতা বুঝা যায়, তবে স্বপ্নদ্রষ্টা ছাড়া অন্য কারো নিকট তা বর্ণনা করে তার মান-সম্মান নষ্ট করবে না, বরং তাকে পাপাচার হতে তওবা করার জন্য উপদেশ দিবে। নতুবা এটা গীবত বা পরনিন্দার শামিল হবে।

ইমাম ইবনে শিরীন (রহ:) বলেন, স্বপ্ন ব্যাখ্যার সাহায্যার্থে প্রয়োজনে স্বপ্নদ্রষ্টার হাল-অবস্থা, তার স্বভাব, পেশা, বংশ, জীবন-যাপন পদ্ধতি এবং জীবিকা অর্জনের উৎস সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে।

স্বপ্নে যদি ভাল-মন্দ উভয় দিক থাকে, তবে নেক ও সৎ লোককে স্বপ্নের ভাল তা'বীর বা ব্যাখ্যা দিবে, আর খারাপ ও অসৎ লোককে খারাপ তা'বীর বা ব্যাখ্যা দিবে।

মু'আব্বের বা ব্যাখ্যদাতা স্বপ্ন শুনার পর যদি দেখে যে, ফলাফল শুধুমাত্র স্বপ্ন দর্শকের সাথেই সীমাবদ্ধ রয়েছে, তখন ব্যাখ্যা বলার পূর্বে এ দোয়া পড়বে :

خير لك وشر لاعدائك وخير تؤتاه و شر توقاه ـ

আর যদি ফলাফল আম বা ব্যাপক হয়, তবে এ দোয়া পড়বে :

خيرلنا و شر لعدونا و خيرنؤتاه و شر نتوقاه والخيرلنا ـ

মু'আব্বের বা স্বপ্ন ব্যাখ্যাদাতার জন্য তার কাজকর্মে এখলাস বা সততা এবং পোশাক-পরিচ্ছদ, খানা-পিনা এবং চাল-চলনের সংশোধন করা জরুরী, যাতে সে স্বপ্ন ব্যাখ্যা দেয়ার ব্যাপারে বিচক্ষণতা ও অন্তর্দৃষ্টি লাভের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।

স্বপ্ন ব্যাখ্যাদাতা স্বপ্ন শুনে রূহ-পরকালের সুসংবাদ বা ভয়ভীতি বা সতর্কতা বা লাভ-লোকসান, মোটকথা যার সাথেই স্বপ্নের সম্পর্ক রয়েছে, সে ব্যাখ্যাই প্রদান করবে।

মু'আব্বের বা স্বপ্ন ব্যাখ্যাদাতার জন্য আরবি শব্দের মৌলিক অর্থ এবং আরবি ব্যাকরণ অনুসারে বিভিন্ন পদের শব্দগুলোর আভিধানিক ও ব্যবহারিক অর্থ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা, কোরআনে পাকের শব্দগত ও নিগূঢ় তত্ত্বগত অর্থ সম্বন্ধে পারদর্শিতা লাভ করা, কোরআন পাকের উপমাসমূহের প্রয়োগ, আম্বিয়া ও হোকামাগণের মিসাল (উদাহরণ) সমূহের উপর বিশেষ বুৎপত্তি থাকা, প্রচলিত সাধারণ উপমা ও কাব্যিক অর্থ সম্পর্কে পারদর্শিতা লাভ করা বিশেষ প্রয়োজন।

মু'আব্বেরে জন্য অবশ্যই বুদ্ধিমান. বিচক্ষণ হওয়া, কাজে-কর্মে সত্যবাদী হওয়া এবং আমানতদার হিসেবে খ্যাত হওয়া জরুরী, যাতে কেউ যেন তার প্রতি অনাস্থার কারণে স্বপ্নের তা'বীর গ্রহণ করতে অস্বীকার করে না বসে। এ জন্যই কোরআনে পাকে হযরত ইউসুফ (আ:)-কে : "হে সত্যবাদী বিশ্বাসী" বলে অভিহিত করা হয়েছে।

মু'আব্বেরের জন্য ইলমুত তা'বীরের উসুল এবং নিয়ম-কানুন সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং পারদর্শী হওয়া জরুরী এবং মানুষের মান-মর্যদা, বংশ ও শ্রেণী গোত্রের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রত্যেকের স্বপ্নের ফলাফলকে পৃথকভাবে যাচাই বাছাই করার যোগ্যতাও রাখতে হবে। যাতে স্বপ্নের ফলাফলের ব্যাপারে সবাইকে এক পাল্লায় মেপে না বসে।

স্বপ্ন ব্যাখ্যার জন্য মু'আব্বেরের কোরআনে, তাফসীর এবং হাদীস শাস্ত্রের অনুসরণ করতে হবে এবং মুকাদ্দেমীন বা পূর্বেকার আলেমগণ হতে এ বিষয়ে যা কিছু বর্ণিত আছে তার ইকতেদা করতে হবে।

মু'আব্বেরের জন্য উচিত গভীর মনোযোগ সহ স্বপ্ন শুনা, আয়েব বা দোষণীয় কোন কিছু দেখা দিলে তাহা গোপন করা এবং লোকালয়ে প্রকাশ না

করা। মানুষের তারতম্য ভেদে ভদ্র-অভদ্র, উঁচু-নীচু, আলেম- জাহেলের মধ্যে ফারাক করা এবং স্বপ্নের উত্তর দিতে তাড়াহুড়া না করা। মু'আব্বের অবশ্যই অলেম, বুদ্ধিমান, পরহেজগার, গুনাহ হতে পাক-পবিত্র। কোরআন- হাদীসের মাহের, আরবী ভাষার, আভিধানিক অর্থ, উপমা এবং প্রবাদ বাক্য সম্পর্কে অভিজ্ঞ হতে হবে, এবং সূর্য উদয়, অস্ত ও ঠিক দুপুরের সময় স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান হতে বিরত থাকতে হবে।

মু'আব্বের কখনও বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করবে না, নতুবা স্বপ্নের ফলাফল যদি ভাল হয়, তবে রূহা স্বপ্নদ্রষ্টার জন্য বর্তাবে আর যদি মন্দ হয়, তবে এটা মুআব্বের বা ব্যাখ্যাদাতার জন্য বর্তাবে।

যদি কোন স্বপ্নদ্রষ্টা বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে (মু'আব্বেরকে পরীক্ষার উদ্দেশ্য) স্বপ্ন বর্ণনা করে, তথাপিও মুআব্বের স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান হতে বিরত থাকবে না। কেননা স্বপ্নের ফলাফল যদি ভাল হয়, তবে রূহা মুআব্বেরের জন্য বর্তাবে, আর যদি মন্দ হয়, তবে এটা বিদ্বেষকারীর জন্য বর্তাইবে। মোটকথা মু'আব্বের বা ব্যাখ্যাদাতা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে, এবং বিদ্বেষী অপমানিত হবে। যেমন : বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে দুই যুবকের (জেলখানায়) হযরত ইউসুফ (আ:) এর নিকট স্বপ্ন জিজ্ঞেস করার ফলাফল বর্তিয়েছিল, যার উল্লেখ এ আয়াতে রয়েছে।

মু'আব্বের যদি স্বপ্নের ব্যাখার ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে এবং অনিশ্চয়তায় ভোগে, তবে সে স্বপ্নদ্রষ্টাকে বলবে। শনিবার দিনের শুরুতে যখন তুমি ঘর হ'তে বের হবে, তখন যার সাথেই তোমার সাক্ষাৎ হবে, তার নাম জিজ্ঞেস করবে, যদি তার নাম ভাল হয়, যেমন নবী রসূলগণের নাম বা ভাল অর্থবোধক নাম, তবে তার স্বপ্নের ফলাফল ভাল হবে। আর যদি তা না হয়, তবে স্বপ্নের ফলাফল খারাপ হবে।

কোন কোন আলেমগণ বলেন, মুআব্বেরের জন্য স্বপ্ন সম্পর্কে মানুষের মান-মর্যাদা, দ্বীন-ধর্ম, মওসুম ও স্থান-কালের প্রতি লক্ষ্য রেখে ব্যাখ্যা প্রদান করা উচিত।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করার নিয়ম

স্বপ্নের ব্যাখ্যা যদি ফাহেশা বা অশ্লীল কোন কিছু বুঝায়, তবে এটা গোপন রাখবে এবং যথাসম্ভব মার্জিত ভাষায় স্বপ্নদ্রষ্টার নিকট তা ব্যাখ্যা করবে। এক্ষেত্রে ইমাম ইবনে শিরীন (রহ:) তাই করে থাকতেন।

ইবনে কুতাইবা (রহ:) বলেন, স্বপ্ন শুনার পর যাতে সঠিক ব্যাখ্যা দিতে

পারে, সেজন্য মহান আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করবে এবং স্বপ্ন ব্যাখ্যার নিয়ম অনুযায়ী তা পর্যালোচনা করবে এবং ব্যোখ্যা তার অন্তরে উদ্ভাসিত হবে, তা-ই বর্ননা করবে।

স্বপ্ন যদি ভিন্নমূখী অর্থের সম্ভাবনা রাখে, তবে যা স্বপ্ন ব্যাখ্যার নিয়মের কাছাকাছি হবে, সে অর্থ বা ব্যাখ্যাই প্রদান করবে। আর যদি কিছু অংশ সাম স্যপূর্ণ হয় এবং কিছু অসামঞ্জস্যপূর্ণ, তবে যা সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে তদনুযায়ী ব্যাখ্যা দিবে। আর যা অসামঞ্জস্যপূর্ণ হবে তার ব্যাখা দিবে না। কেননা, এটা শয়তানের প্ররোচনা মাত্র।

কখনরও স্বপ্ন ব্যাখ্যা সম্পর্কে স্বপ্নদ্রষ্টার মন-ই সাক্ষী দিবে যে, ফলাফল কি হতে পারে। এ ধরনের ক্ষেত্রে ফলাফল তাই হবে, যা তার মন সাক্ষ্য দিবে। এটাকে স্বপ্ন উসুলের উপর পেশ করার কোন প্রয়োজন নেই।

সকাল বেলার স্বপ্ন ব্যাখ্যা দেয়া উত্তম। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এভাবে দোয়া করেছেন :

اللهم بارك لامتى فى بكورها -

অর্থাৎ : হে আল্লাহ ! আমার উম্মতের জন্য সকাল বেলাকে বরকতময় করে দিন।

মানুষের স্বভাব এবং পারিপার্শ্বিকতার ভিন্নতর কারণে স্বপ্নের তা'বীর এবং ফলাফলও ভিন্ন হয়।

উল্লেখ্য বিভিন্ন শহর এলাকার স্থান-কাল, আবহাওয়া, জলবায়ু এবং মাটির স্বভাব ও তাসিরের পার্থক্যের কারণে স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যার মধ্যেও পার্থক্য হতে পারে। যেমন : গ্রীষ্ম প্রধান দেশে যদি কোন ব্যক্তি বরফ, শিলাবৃষ্টি বা তুষারপাত দেখে, তবে এটা জিনিসপত্রের চড়ামূল্য বা দুর্ভিক্ষ বুঝাবে। আর যদি শীত প্রধান দেশে কেউ উক্ত স্বপ্ন দেখে, তবে এটা প্রাচুর্য, সুলভতা এবং শস্য শ্যামলার প্রতি ইঙ্গিত করে।

আহলে হিন্দ বা ভারতবাসীরা যদি মাটি বা কাদামাটি স্বপ্নে দেখে, তবে এটা সম্পদ বুঝাবে। আর অন্য দেশের লোকেরা দেখলে, চিন্তা-ফিকির ও বালা-মসিবত বুঝাবে।

এমনিভাবে ভারতীয়দের জন্য সশব্দে বায়ু ছাড়তে দেখা, আনন্দ ও সুসংবাদ বুঝায়। আর অন্য দেশের লোকদের জন্য এটা অপমান ও দুর্নাম বুঝায়। আবার কোন কোন দেশে মাছ স্বপ্নে দেখা, পচা দুর্গন্ধ বুঝায়, এবং অন্য কোন দেশে এক

হতে চার পর্যন্ত মাছ দেখা, বিবাহ-শাদী বুঝায়। আর ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের জন্য মাছ দেখা, বিপদাপদ এবং বালা-মসুসিবত বুঝায়।

কেউ কেউ বলেন, মানুষের স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যা, কুল-কিনারাহীন সমুদ্রের মত। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নের প্রকৃত তা'বীর বা ব্যাখ্যা ব্যতীত অন্য কোন ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে, তবে এটাতে আসল তা'বীর বা ব্যাখ্যা নষ্ট হয় না।

স্বপ্ন যদিও এক, তথাপি স্থান-কালের পার্থক্য এবং মানুষের পদমর্যাদার কারণে ফলাফল ভিন্ন হয় থাকে। যেমন : তীর নিক্ষেপ করতে দেখা ; বাদশাহ দেখলে দেশ, প্রদেশ, সীমান্ত এলাকা বা এদের প্রতি ভালবাসা বুঝায়। ব্যবসায়ী দেখলে, টাকা-পয়সা, দোকান-পাট,মালবাহী জাহাজ, গোলাম,চাকর ইত্যাদি বুঝায়। আলেম-আবেদ দেখলে, কিতাব-কোরআন ও তাদের পাতাসমূহ এবং এদের ভালবাসা বুঝায়। অবিবাহিত ব্যক্তিগণ দেখলে, স্ত্রী-পুত্র, সন্তান-সন্ততি এবং এদের রূপ-লাবণ্য বুঝায়। আর গর্ভবতী মহিলা দেখলে শিশু সন্তান বুঝাবে।

কখনও এটা টাকা-পয়সা বা সম্পদের পরিমাণ বুঝায়, বাদশাহ তীর নিক্ষেপ করতে দেখলে প্রচুর সম্পদ বা টাকা-পয়সা বুঝাবে। শ্রমিক ও কর্মচারী দেখলে সুন্দরী মহিলা, ধনী দেখলে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা, ব্যবসায়ী ফকীর দেখলে এক দিরহাম রৌপ্যমুদ্রা আর মিসকীনগণ দেখলে ক্ষুধা নিবারণের জন্য এক টুকরা রুটি বা দু-মুঠো ভাত বুঝাবে।

সেমস্ত জিনিসগুলির রাত্রিকালীন স্বভাব এক, আবার দিনের বেলায় তাদের স্বভাব ভিন্ন উক্ত জিনিসগুলো হ'তে যদি কোন ব্যক্তি কোন কিছু স্বপ্নে দেখে, তবে রাত্রের স্বপ্নে রাত্রের স্বভাব এবং দিনের স্বপ্নে দিনের স্বভাব অনুযায়ী ফলাফল বর্তাবে এবং এ স্বভাব অনুযায়ী স্বপ্নের ব্যাখ্যা বা তা'বীর দিতে হবে। মেযন : চন্দ্র-সূর্য, তারকারাজি, আলো-বাতাস, অন্ধকার, নূর-জ্যোতি, চামচিকা, বাঁদুর ইত্যাদি। সাপ-বিচ্ছু, ঘরদোর, পোশাক-পরিচ্ছদ, গাছপালা, ফল-মূল, আগুন পানি, খাল-বিল, নদ-নদী, সাগর ইত্যাদি যেগুলো শীত-গরম বা মৌসুমের পরিবর্তনের সাথে সাথে তাদের স্বভাবেরও পরিবর্তন ঘটে থাকে, উক্ত জিনিসগুলো হতে যদি কোন ব্যক্তি কোন কিছু স্বপ্নে দেখে, তবে সে মৌসুমী স্বভাব অনুযায়ী তার তা'বীর বা ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে।

স্বপ্ন সত্য মিথ্যা হয় চাদের কোন কোন তারিখের

বিভিন্ন স্বপ্ন বিশারদগণের মতানুযায়ী চাঁদের বিভিন্ন তারিখের উপরও স্বপ্নের ফল কতটা নির্ভরশীল। যেমন :

চন্দ্র মাসের- ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১৫, ১৮, ২০, ২৭ ও ৩০ তারিখে স্বপ্ন দেখলে স্বপ্ন সত্য হয়ে থাকে।

চন্দ্র মাসের-৩, ১৪, ১৮, ২০, ২৩, ২৫, ২৮, ও ২৯ তারিখের স্বপ্নগুলো অধিকাংশ প্রায়ই অর্থহীন হয়ে থাকে।

চন্দ্র মাসের- ৪, ৫, ১১, ১২, ১৬ ও ১৭ তারিখের স্বপ্নগুলো কখনো সত্য আবার কখনো মিথ্যা হয়ে থাকে।

চন্দ্র মাসের- ১৪ ও ৩০ তারিখের স্বপ্ন প্রায়ই সত্য হতে দেখা যায়। ঘুমের মধ্যে মানুষের অনেক সময় স্বপ্নদোষ ঘটে থাকে। উহা সাধারণত: শয়তানের চক্রান্ত ও নিজের বদ-অভ্যাসের কারণে হয়ে থাকে। স্বপ্নদোষ থেকে রেহাই পাবার জন্য নিজের স্বভাব চরিত্র ভাল করা দরকার। সর্বদা সৎ চিন্তা ও সৎ কাজে রত থাকবে। অদিক রাত জাগা পরিহার করবে। নিদ্রা যাবার আগে ঠাণ্ডা পানি দ্বারা হাত-মুখ তালো করে ধুবে ও কিছু ঠাণ্ডা পানি পান করবে এবং অজু কত: পবিত্রাবস্থায় শয়ন করবে।

মানুষের শ্রেণীভেদে স্বপ্নের বিভিন্ন তাবীর

১। রাজা-বাদশাহ্। ২। মন্ত্রী ও রাজ-প্রতিনিধি। ৩। ফকীহ্ ও মোহাদ্দেছ। ৪। ধনী ও বিচারক। ৫। বুজুর্গানে-দ্বীন। ৬। জাহেদ ও আবেদ। ৭। অধীন ব্যক্তি। ৮। সম্পদশালী। ৯। গরীব ব্যক্তি। ১০। স্ত্রীলোক। ১১। বালক-বালিকা। ১২। বৃদ্ধ লোক। ১৩। ফাছেকদের। ১৪। বেদ্বীন ব্যক্তি।

এদের প্রত্যেকের অবস্থা, শ্রেণীভেদ পারিবার্শ্বিকতার ব্যবধানে স্বপ্নেরও তারতম্য হয়ে থাকে। যেমন একই স্বপ্ন একজন বাদশাহ্ দেখলে অের্থ হয়, ঐ স্বপ্ন জনৈক ভিখারী দেখলে সম্পূর্ণ উলটো অর্থ হয়। তেমন একজন বিবাহিত লোক কোন স্বপ্ন দেখলে তোবীর হয়, একজন অবিবাহিত লোক ঐ স্বপ্ন দেখলে তার অন্য অর্থ হয়। আবার একজন রোগী কোন স্বপ্ন দেখলে অের্থ হয়, একজন সুস্থ মানুষ ঐ স্বপ্ন দেখলে তার অন্য রকম অর্থ হয়। কাজেই স্বপ্ন তাবীরকারীগণের এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক।

স্বপ্নের ফলাফল কখনও স্বপ্নদ্রষ্টার জন্য না ফলে বরং অন্যের জন্যও ফলতে পারে

এমনও হ'তে পারে যে, স্বপ্নের ফলাফল স্বপ্নদ্রষ্টার জন্য না ফলে তার পরিবার-পরিজন, নিকটাত্মীয়-স্বজন, পিতা-মাতা ও আপন ভাই কিম্বা শেকেল

দুরত বা আকৃতি-প্রকৃতির দিক দিয়া তার সাথে সাদৃশ্যযুক্ত, বা সমনামীয়; বা সমপেশার লোক, বা তার গ্রাম বা শহরীয়, বা তার স্ত্রী, গোলাম বা অধীনস্ত লোকদের জন্যও ফলতে পারে। যেমন- একদা আবু জেহেল স্বপ্নে দেখিয়াছিল যে, সে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছে এবং ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করেছে। ফলাফল দেখা গেল সে ইসলাম গ্রহণ না করে বরং তার ছেলে হযরত ইকরামা (রা:) ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

একদা হযরত উম্মুল ফজল (রা:) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি একটি আশ্চর্য স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহা হচ্ছে যে, আপনার শরীরের একটি অংশ কাটিয়া আমার কোলে রাখা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি হেসে বললেন, তুমি ভালই দেখেছ, অচিরেই ফাতেমা (রা:) এর একটি পুত্রসন্তান জন্মিবে, আর তুমি তাকে কোলে উঠাবে। ফলত: দেখা গেল যে, হযরত ইমাম হাসান (রা:) জন্মগ্রহণ করলেন আর উম্মুল ফজল তাকে নিজ কোলে উঠায়ে নিলেন।

নাম ও বংশ এক হওয়ার কারণে কখনও একজনের স্বপ্নের ফলাফল অন্য জনের জন্যও ফলতে পারে।

আকাশ, চন্দ্র-সূর্য, তারকা, বৃষ্টি, বাতাস ইত্যাদি স্বপ্ন দেখার ফলাফল এবং তাহার উপকার ও লাভের অংশে সকলেই সমান সমান অংশীদার হবে। তবে হাঁ যদি কোন ব্যক্তি এগুলোর কোন কিছুকে নিজ ঘরে দেখে, তবে এটার উপকার এবং লাভ-লোকসান শুধুমাত্র তার সাথেই খাস থাকবে।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা কখনও কোরআনের আয়াত দ্বারা, কখনও হাদীস দ্বারা, কখনও জাহেরী শব্দের দ্বারা, কখনও অর্থের দ্বারা কখনও বিপরীত শব্দ বা অর্থের দ্বারা, কখনও প্রসিদ্ধ কবিতা বা প্রবাদ বাক্যের দ্বারা করা হয়ে থাকে।

স্বপ্ন সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিক ও বুজুর্গদের মতামত

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন : "স্বপ্ন একটি কল্যাণকর ব্যাপার।" ইবনে খলদুন বলেন, "মানুষের মন বাহ্য ইন্দ্রিয়ের দিক থেকে মুক্ত হলে তার মন রূহানী জগতের দিকে ধাবিত হয়। তখন সে যা অবলোকন করে তাই স্বপ্নরূপে প্রতি ফলিত হয়।"

স্বপ্ন সম্পর্কে দার্শনিক ইমাম গাজ্জালী (রহ:) বলেন : নিদ্রিত অবস্থায় মানুষের বাহ্যিক ইন্দ্রিয়সমূহ নিষ্ক্রিয় থাকার জন্য স্থূর জগতের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। এ অবসরে মনের নিজস্ব পথ উন্মুক্ত হয়ে যায় ও সূক্ষ্ম জগত এবং লওহে মাহ্ফুজের দিকে আকৃষ্ট হয়। (লওহে মাহফুজ হল আল্লাহ্র একখানা কুদরতি

প্রতিফলক যাতে দুনিয়ার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবকিছু প্রতিফলিত হয়েছে ও দুনিয়ার ভাল-মন্দ সবকিছুর ইঙ্গিত রয়েছে) নিদ্রিত অবস্থায় এই লওহে মাহফুজের বিভিন্ন নকসা মানুষের মেনর উপর প্রতিফলিত হয়।

তাছাড়া কল্পনাপ্রবণ মানুষের কল্পনার ঘোড়া-ঘুমের মধ্যেও একিভাবে ধাবমান থাকে। তাই মানুষের দিনের কল্পিত বিষয়গুলো ঘুমের মধ্যে স্বপ্নাকারে দেখে থাকে। তিনি আরো বলেন, কোন স্বপ্নই অর্থহীন নয়। কারণ তার কোন না কোন তাৎপর্য রয়েছে।

স্বপ্ন সম্পর্কে হযরত আলী (রা:) বলেন-মোমিন ব্যক্তি কোন স্বপ্ন দেখলে বা মোমিন ব্যক্তি সম্পর্কে কেউ কোন স্বপ্ন দেখলে তার তাবীর উদ্‌ঘাটন করা উচিত।

খাবের তাবীর একটি প্রয়োজনীয় এবং শিক্ষণীয় বিষয়। অন্যান্য বিদ্যা যেমন বিশেষ চর্চা সহকারে চেষ্টা ও অনুশীলনের দ্বারা আয়ত্ত করা হয়, এ বিদ্যা অর্জনেরও জন্যও তেমন চেষ্টার প্রয়োজন। এ প্রকার জ্ঞান লাভের জন্য মনকে স্থূল বিষয়ের দিক থেকে ফিরিয়ে সুক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি নিয়োজিত করতে হয়। সব রকমের পাপাচার ও কুচিন্তা থেকে অন্তর স্বচ্ছ কাঁচের মত পরিষ্কার রাখতে হয়।

স্বপ্নে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে দেখা

উস্তাদ আবু সা'আদ বলেন, ব্যেক্তি স্বপ্নে নিজেকে মহান আল্লাহ তাআ'লার সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখবে এবং মহান আল্লাহ তাআলাকেও তার দিকে তাকাচ্ছেন দেখতে পাবে, আর লোকটি (স্বপ্নদ্রষ্টা) যদি সৎ হয়, তবে উক্ত ব্যক্তির স্বপ্ন তার জন্য দয়া ও রহমত হবে। আর যদি সৎ না হয়, তবে তার সতর্ক ও সাবধান হওয়া উচিত। মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেন :

يوم يقوم النا :لرب العالمين

অর্থাৎ : "যেদিন মানুষ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে দণ্ডায়মান হবে।" (সূরা : আত তাতফীফ, আয়াত : ৬)

হযরত আবু আবদিল্লাহ তাস্তউরী (রহ:) বলেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, কিয়ামত কায়েম হয়েছে তখন আমি কবর থেকে উঠে দাঁড়ালাম, আমার সম্মুখে একটি বাহন আনা হল, আমি তাতে আরোহণ করলাম, সে আমাকে নিয়ে উর্ধ্ব আকাশের দিকে চলল, হঠাৎ আমি উর্ধ্বাকাশে জান্নাত দেখতে পেয়ে অবতরণের চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমাকে বলা হল, এটা তোমার অবতরণের স্থান নয়।

অত:পর সে আমাকে নিয়ে প্রথম আকাশ হতে দ্বিতীয় আকাশে উঠতে লাগল, প্রত্যেক আকাশেই একটি করে জান্নাত দেখতে পেলাম। অবশেষে ইল্লিইয়্যিন বা সর্বোত্তম জান্নাতে পৌঁছে তথায় অবতরণের ইচ্ছা করলাম। আমাকে বলা হল, তোমার প্রভূর সাক্ষাত (দর্শন) ব্যতীত তুমি এখানে অবস্থান করো না। আমি বললাম, ঠিক আছে আমি তা করব না। ফেরেশতারা আমাকে আরো উর্ধ্বে নিয়ে চললেন। হঠাৎ আমি মহান আল্লাহর সম্মুখে হযরত আদম (আ:)-কে দেখতে পেলাম। হযরত আদম (আ:) আমাকে দেখে সাহায্য প্রার্থীর ন্যায় তাঁর ডান পার্শ্বে বসালেন। আমি বললাম, হে প্রভূ! শায়খ বা মুরুব্বীর ক্ষমার জন্য আমি তোমার নিকট সবিনয় অনুরোধ করছি। অত:পর মহান আল্লাহ্ তাআ'লা বললেন : "হে আদম (আ:) ! তুমি উঠ, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।"

বিশর ইবনুল হারেসের ভাগিনা বলেন, একজন লোক বিশরের (মামার) নিকট এসে বলল, তুমি কি বিশর ইবনুল হারেস ? তিনি বললেন, হাঁ। লোকটি বলল, আমি মহান আল্লাহ্ তাআ'লাকে স্বপ্নে দেখেছি। মহান আল্লাহ্ তাআ'লা আমাকে বললেন, তুমি বিশরের নিকট যাও এবং আমার পক্ষ থেকে তাকে বল, হে বিশর! তুমি যদি আমার জন্য জ্বলন্ত কয়লার উপরও সিজদা কর তথাপি আমার শোকর বা কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারবে না। ঐ সুনাম ও সুখ্যাতির জন্যে যা আমি তোমার জন্য লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছি।

উসমান আহওয়াল বলেন, আমার নিকট আবু সাঈদ রাত্রি যাপন করলেন। যখন রাত্রের এক তৃতীয়াংশ চলে গেল, তখন তিনি চিৎকার দিয়ে উঠলেন এবং আমাকে বললেন, হে উসমান ! বাতি জ্বালাও। আমি উঠে বাতি জ্বালালাম। তিনি বললেন, এই মাত্র আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, কিয়ামত কায়েম হয়েছে এবং আমি পরকালে অবস্থান করছি। এক সময় আমার ডাক পড়ল এবং মহান আল্লাহর সম্মুখে দাঁড় করানো হল। ভয়ে আমি কাঁপতেছিলাম, আর আমার শরীরের সমস্ত লোমগুলো শিহরিয়া উঠল। তিনি আমাকে বললেন, তুমিত সেই ব্যক্তি. সোলমা ও বুসাইনার তওবা কবুল করা ও তাদের প্রতি রুজু করার ব্যাপারে আমাকে কটাক্ষ করছিলে ? আমি যদি না জানতাম যে, তুমি এতে সরল ও সত্য, তবে অবশ্যই আমি তোমাকে এমন শাস্তি দিতাম, যা পৃথিবীর কাকেও দেই নি। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মহান আল্লাহর সাথে কানে কানে কথা বলতে দেখে, তবে মহান আল্লাহ তাআ'লা তাকে তাঁর সান্নিধ্য ও নৈকট্য দানের মাধ্যমে সম্মানিত করবেন এবং মানুষের মধ্যে জনপ্রিয়তা দান করবেন। যেহেতু মহান আল্লাহ্ বলেন : "আমি তাকে মূসা (আ:) এর ভেদ বা গূঢ়তত্ত্ব আলোচনার জন্য নিকটবর্তী করলাম।"

যদি কোন ব্যক্তি মহান আল্লাহকে সিজদা করতে দেখে, তবে সে মহান আল্লাহর নৈকট্য ও মানুষের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করবে। যেহেতু মহান আল্লাহ ঘোষনা করেন : "তোমরা মহান আল্লাহকে সিজদা কর এবং তার নৈকট্য লাভ কর।"

যদি কোন ব্যক্তি পর্দার আড়াল হতে মহান আল্লাহর সাথে কথাবার্তা বলতে দেখে, তবে তার ধর্মীয় জীন্দেগী সুন্দর হবে এবং তার হাতে যদি কারো আমানত থেকে থাকে, তবে তা আদায় করে দিবে এবং তার প্রতাপ বৃদ্ধি পাবে।

আর যদি সরাসরি মহান আল্লাহর সাথে কথাবার্তা বলতে দেখে, তবে তার ধর্মীয় জীন্দেগী বিনষ্ট ও বিভ্রান্ত হবে। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন :

ماكان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا اومن وراء حجاب -

অর্থাৎ : কোন মানুষের পক্ষে সরাসরি বা সামনা-সামনি মহান আল্লাহর সাথে কথাবার্তা বলা সম্ভব নয়, তবে ওহীর মাধ্যমে অথবা পর্দার অন্তরাল হতে কথোপকথন হয়ে থাকে। (সূরা : আশ শুরা, আয়াত : ৫১)

মহান আল্লাহর গুণাবলী প্রত্যক্ষ করা ব্যতীত যদি কোন ব্যক্তি মহান আল্লাহকে অন্তদৃষ্টিতে দেখে যে, তিনি তাকে নৈকট্য দান করেছেন বা তাকে সম্মান দিয়েছেন বা তার হিসাব-নিকাশ নিয়েছেন বা তাকে সুসংবাদ দিয়েছেন, তবে সে কিয়ামতের দিন এভাবেই মহান আল্লা ্র সাক্ষাৎ লাভ করবে, যেভাবে সে অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে দেখেছে।

যদি কোন ব্যক্তি মহান আল্লাহকে ক্ষমা ও দয়ার ওয়াদা করতে দেখে, তবে নি:সন্দেহে উক্ত ওয়াদা ঠিক ও সত্যে পরিণত হবে, কেননা মহান আল্লাহ কখনো ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। তবে জীবদ্দশায় তার জান-মালে বিপদ-মসিবত আসতে পারে।

যদি কোন ব্যক্তি মহান আল্লাহকে উপদেশ দিতে দেখে, তবে সে ঐ সমস্ত কাজ হতে বিরত থাকবে, যেগুলো মহান আল্লাহ অপছন্দ করেন। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন :

يعظكم لعلكم تذكرون -

অর্থাৎ : "তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।" (সূরা : নাহল, আয়াত : ৯০)

যদি স্বপ্নে দেখে যে, মহান আল্লাহ তাকে কাপড় পরায়ে দিয়েছেন, তবে এটা

তাহার জীবদ্দশায় পেরেশানী ও বিমারীর কারণ হবে, কিন্তু বিনিময়ে অধিক শুকর ও কৃতজ্ঞতা লাভের তওফীক হবে।

কেউ স্বপ্নে দেখল যে, মহান আল্লাহ তাকে পরিধানের জন্য একজোড়া কাপড় দিয়েছেন এবং সে উহা যথাস্থানে পরিধান করল। ইমাম ইবনে সিরীন (রহ:) কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি বললেন, মহান আল্লাহর পরীক্ষার জন্য তৈরি হয়ে যাও। সাথে সাথে লোকটির কুষ্ঠ রোগ দেখা দিল এবং এ অবস্থায়ই মহান আল্লাহর সাথে সে সাক্ষাৎ করল তথা মৃত্যুবরণ করিল।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে এমন নুর বা জ্যোতি দেখে, যার ব্যাখ্যা ও গুণাবলী বলতে সে অক্ষম, তবে জীবদ্দশায় সে লাভবান হতে পারবে না, বা হাতের দ্বারা কোন অসৎ কাজকর্ম করতে পারবে না।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, মহান আল্লাহ তাকে তাহার নিজস্ব নামে বা অন্য নামে ডেকেছেন, তবে তার সুনাম ও সুখ্যাতি লাভ হবে এবং শত্রুদের উপর জয়ী হবে। আর যদি দুনিয়ার কোন কিছু দান করতে দেখে, তবে এটা তার রোগব্যাধি ও পরীক্ষা নিরীক্ষার কারণ হবে, যার দ্বারা সে মহান আল্লাহর রহমত লাভ করতে সক্ষম হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মহান আল্লাহকে তাহার প্রতি রাগান্বিত দেখে, তবে এটা তার প্রতি তার মাতা-পিতার রাগ-ই বুঝাবে। আর যদি মাতা-পিতাকে তার প্রতি রাগান্বিত দেখে, তবে এটা তার প্রতি মহান আল্লাহর রাগ-ই বুঝাবে। মহান আল্লাহ বল্লেন : "আমি আরও নির্দেশ দিয়াছি যে, তোমরা আমার ও তোমাদের মাতা-পিতার কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর ; এবং আমারই নিকট তোমাদের ফিরে আসতে হবে।" (সূরা : লোকমান, আয়াত : ১৪)

তাছাড়া বিভিন্ন হাদিস শরীফে বলা হয়েছে যে, "মাতা-পিতার সন্তুষ্টিই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং মাতা-পিতার অসন্তুষ্টি মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে"।

যদি কোন ব্যক্তি মহান আল্লাহকে তার প্রতি রাগান্বিত দেখে, তবে সে উঁচু মর্যাদা হতে নীচে পড়িয়া যাবে। মহান আল্লাহ বলেন : "যার প্রতি আমার রাগ বা ক্রোধ নেমে আসবে, সে অনিবার্যই ধ্বংস হয়ে যাবে।"

(সূরা : ত্বাহা, আয়াত : ৮১)

যদি কোন ব্যক্তি দেয়াল, পাহাড় বা আকাশ হতে পড়ে যেতে দেখে, তবে এটাও তার প্রতি মহান আল্লাহর রাগ বা ক্রোধ বুঝাবে।

যদি কোন ব্যক্তি কোন পরিচিত জানা-শুনা জায়গায় মহান আল্লাহর সম্মুখে

নিজেকে উপস্থিত দেখে, তবে সেখানে আদল ইনসাফ ছড়ায়ে পড়বে এবং উহা শস্য-শ্যামল প্রান্তরে পরিণত হবে এবং তথাকার জালিমরা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং মাজলুমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।

যদি কোন ব্যক্তি ফটো, ছায়া, বা প্রতিমা স্বপ্নে দেখে, এবং তাকে বলা হয় যে, এটা তোমার মা'বুদ, এবং সে তাকে মা'বুদ মনে করে সিজদা করতে দেখে, তবে সে মিথ্যাকে সত্য মনে করে সর্বদাই তাতে নিমগ্ন থাকবে। আর এ সমস্ত স্বপ্ন ঐ ধরনের লোকেরাই দেখে থাকে, যারা মহান আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে।

যদি কোন ব্যক্তি নিজেকে মহান আল্লাহর কুরসী বা সিংহাসনের দিকে তাকাতে দেখে, তবে সে মহান আল্লাহর অশেষ নিয়ামত ও রহমত লাভ করবে।

নবী ও রাসূলগণকে স্বপ্নে দেখা

উস্তাদ আবু সা'আদ বলেন, নবীগণকে স্বপ্নে দেখা, হয়তো সুসংবাদ হবে অথবা ভয় প্রদর্শন হবে। এগুলো আবার দু' ধরনের হতে পারে :

১. হয়তো নবীগণকে তাদের স্বাভাবিক অবস্থা ও চালচলনে দেখতে পাবে। এ ধরনের স্বপ্ন স্বপ্নদ্রষ্টার উন্নতি, মানসম্মান, উচ্চপদ লাভ এবং শত্রুদের উপর বিজয় বুঝাবে।

২. অথবা , নবীগণকে বিষন্ন ও স্বাভাবিক অবস্থার বিপরীত দেখতে পাবে। এটা তার খারাপ অবস্থা ও কঠিন বিপদের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। তবে অবশেষে মহান আল্লাহ্ তাকে বিপদমুক্ত করে দিবেন।

যদি কোন ব্যক্তি কোন নবীকে হত্যা করতে দেখে, তবে সে আমানতের খিয়ানত করবে এবং ওয়াদা ভঙ্গ করবে। যেহেতু মহান আল্লাহ্ বলেন :

فبما نق:- هم ميثقهم وكفر هم بايت الله و قتلهم الانبياء بغير حق

অর্থাৎ : "অতএব তারা (ইহুদীরা) শাস্তি পেয়েছিল, তা ছিল তাদেরই ওয়াদা ভঙ্গ করার জন্য এবং অন্যায়ভাবে নবী রাসূলগণকে হত্যা করা এবং মহান আল্লাহর আয়াতগুলোকে অস্বীকার করার জন্য।" (সূরা : নিসা, আয়াত : ১৫৫)

আবু বকর মুকরী বলেন, আমি একটি দাসী ক্রয় করছিলাম। সম্ভবত : সে তুর্কি ছিল। সে আমার ভাষা জানত না এবং আমিও তার ভাষা জানতাম না। আমার সাথীদের কিছু দাসী-বাঁদী ছিল. যারা তার কথা ভাষান্তরিত করে দিত। একদিন সে ঘুমিয়েছিল, হঠাৎ সে কাঁদতে কাঁদতে ঘুম হতে জাগ্রত হয়ে আমাকে

বলতে লাগল, হে মনিব! আমাকে সূরা ফাতিহা শিখান। মনে মনে আমি বললাম, কত বড় দুষ্ট! সে আমার ভাষা জানে অথচ আমার সাথে কথা বলে না। দাসী বাঁদীরা একত্রিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি তো তার ভাষা জান না, অথচ এখন কিভাবে তার সাথে কথা বললে ? বাঁদীটি বলল, স্বপ্নে আমি একজন লোককে রাগান্বিত অবস্থায় চলতে দেখেছি এবং তার পিছনে একটি বড় দল ছিল। জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে ? উত্তরে তারা বলল, তিনি হযরত মূসা (আ:)। অত:পর আরেকজন লোককে দেখতে পেলাম, যিনি হযরত মূসা (আ:)-এর চেয়েও উত্তম ও সুন্দর ছিলেন। তার সাথেও এক দল লোক ছিল এবং তিনি হেঁটে হেঁটে চলছিলেন। জিজ্ঞেস করলাম ইনি কে ? তারা বলল, ইনি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আমি বললাম, আমি ইনার সাথে যাব। চলতে চলতে তিনি একটি বড় দরজার নিকট পৌঁছলেন, দরজাটি ছিল বেশেতের। তিনি দরজায় করাঘাত করলেন। তাঁর ও তাঁর সাথীদের জন্য দরজাটি খুলে দেয়া হল। তারা সকলেই প্রবেশ করলেন, কিন্তু আমি এবং আরো দু'জন মহিলা রয়ে গেলাম। আমরা দরজায় আওয়াজ দিলাম, তা খুলে দেয়া হল এবং বলা হল : সুন্দরভাবে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে পারবে, তাকে প্রবেশের অনুমাতি দেয়া হবে। উক্ত দু' মহিলা সুন্দরভাবে সূরা ফাতিহা পড়তে পারল, তাদেরকে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হল। এখন শুধু আমি একাই রয়ে গেলাম। তাই আমি কাঁদতে ছিলাম এবং আমার নিদ্রা ভেঙ্গে গেল। সুতরাং আপনি আমাকে সূরা ফাতিহা শিখান। মনিব বলেন, আমি অতি কষ্টে তাকে সূরা ফাতিহা শিখলাম, যখন সে উহা মুখস্থ করে ফেলল, তখন সে সাথে সাথে মাটিতে পড়ে মৃত্যুবরণ করল।

হযরত আদম (আ:)-কে স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি হযরত আদম (আ:) এর সাথে কথা বলতে দেখে, তবে ইলম বা জ্ঞান লাভ করতে পারবে। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন : "তিনি আদম (আ:) কে সমস্ত জিনিসের নাম শিখাইয়া দিয়েছেন।"

(সূরা : বাকারা, আয়াত : ৩১)

কেউ বলেন, যদি কোন ব্যক্তি হযরত আদম (আ:) কে স্বপ্নে দেখে, তবে সে কোন শত্রুর কথায় ধোকায় পতিত হবে, কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই সে ধোকামুক্ত হবে।

যদি কোন ব্যক্তি হযরত আদম (আ:) কে স্বাভাবিক অবস্থায় স্বপ্নে দেখে, তবে সে মহান বেলায়েত লাভ করতে সক্ষম হবে, যদি সে এর যোগ্য হয়। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন :

انی جاعل فی الارض خلیفة ـ

অর্থাৎ : "আমি পৃথিবীতে খলিফা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করব।"
(সূরা : বাকারা, আয়াত : ৩০)

যদি কোন ব্যক্তি আদম (আ:) এর চেহারা মলিন ও স্বাভাবিক অবস্থার বিপরীত দেখে, তবে স্বপ্নদ্রষ্টার স্থান পরিবর্তন এবং পুনরায় প্রথম স্থানে প্রত্যাবর্তন করা বুঝাইবে।

হযরত ইব্রাহীম (আ:)-কে স্বপ্নে দেখা

হযরত ইব্রাহীম (আ:) কে স্বপ্নে দেখলে মহান আল্লাহ্ চাহেতো হজ্জ নসীব হবে। কেউ বলেন, যালেম বাদশাহর পক্ষ হতে কঠিন বিপদে পতিত হবে, কিন্তু অবশেষে মহান আল্লাহ্ তায়া'লা তাকে যালেম বাদশাহ ও শত্রুদের উপর জয়যুক্ত করবেন এবং তার প্রতি মহান আল্লাহ্ স্বীয় নিয়ামত বাড়িয়ে দিবেন এবং নেক স্ত্রী দান করবেন। কেউ এ ব্যাখ্যাও দিয়েছেন যে, হযরত ইব্রাহীম (আ:) কে স্বপ্নে দেখলে সে পিতার অবাধ্য হবে।

বর্ণিত আছে যে, সাম্মাক ইবনে হারব অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। স্বপ্নে দেখলেন যে, হুরত ইব্রাহীম (আ:) তার দু' চোখে হাত বুলিয়েছেন এবং বলছেন যে, তুমি ফুরাত নদীতে যাও এবং সেখানে ডুব দাও, মহান আল্লাহ্ তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিবেন। ঘুম হতে জাগ্রত হয়ে তিনি তাই করলেন এবং দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন।

হযরত ইসহাক (আ:)-কে স্বপ্নে দেখা

হযরত ইসহাক (আ:) কে স্বাভাবিক ও সুস্থ অবস্থায় স্বপ্নে দেখলে, তার নিকট আত্মীয়দের মধ্যে অথবা বড়দের মধ্যে দুর্ভিক্ষ এবং বিপদ-আপদ দেখা দিবে। কিন্তু পরবর্তীতে মহান আল্লাহ্ তা দূর করে দিবেন এবং তাকে ইজ্জত সম্মান দান করবেন এবং তার বংশে অনেক বাদশাহ, সর্দার এবং নেক লোক পয়দা হবে। আর যদি হযরত ইসাহক (আ:) কে অস্বাভাবিক অবস্থায় স্বপ্নে দেখে, তবে (নাউজুবিল্লাহ) তার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যাবে।

হযরত ইসমাঈল (আ:)-কে স্বপ্নে দেখা

হযরত ইসমাঈল (আ:) কে স্বপ্নে দেখলে, সে রাজনীতিবিদ ও ভাষা বিশারদ হবে। কেউ বলেন যে, সে মসজিদ নির্মাণ করবে অথবা তাতে সাহায্য করবে, যেহেতু মহান আল্লাহ্ বলেন :

واذيرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل -

অর্থাৎ ঃ "ঐ সময়টিও বিশেষ স্মরণীয়, যখন ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আ:) কাবাগৃহ নির্মাণ করছিলেন।" (সূরা : আল বাকারা, আয়াত : ১২৭)

কেউ বলেন, হযরত ইসমাঈল (আ:) কে স্বপ্নে দেখলে, পিতার পক্ষ হতে কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। অত:পর মহান আল্লাহ তায়ালা তার জন্য এটা সহজ করে দিবেন।

হযরত ইয়াকুব (আ:)-কে স্বপ্নে দেখা

হযরত ইয়াকুব (আ:) কে স্বপ্নে দেখলে, কোন কোন সন্তানের পক্ষ হতে ভীষণ চিন্তার সম্মুখীন হবে। অবশেষে অল্লাহ তাআ'লা তাকে চিন্তামুক্ত করবেন এবং তার প্রিয় বস্তু তাকে দান করবেন।

হযরত শীশ (আ:)-কে স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি হযরত শীশ (আ:) কে স্বপ্নে দেখে, তবে ধনসম্পদ, সন্তান : সন্ততি এবং আরাম আয়েশের জিন্দেগী লাভ করবে।

হযরত ইদ্রিস (আ:)-কে স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি হযরত ইদ্রিস (আ:)-কে স্বপ্নে দেখে, তবে সে তাকওয়া তথা খোদাভীতি অর্জন করবে এবং তাহার খাতেমা বিল খাইর হবে।

হযরত নুহ (আ:)-কে স্বপ্নে দেখা

হযরত নূহ (আ:)-কে স্বপ্নে দেখলে দীর্ঘজীবি হবে, শত্রু পক্ষ হতে অধিক বিপদ-আপদ দেখা দিলেও পরিণামে তাদের উপর জয়যুক্ত হতে পারবে এবং মহান আল্লাহর অধিক কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত হবে, যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন :

ذرة من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا -

অর্থাৎ : "তোমরা তাদের সন্তান, যাদেরকে আমি নূহের সাথে তাঁর কিস্তিতে আরোহণ করেছিলাম, নিশ্চয়ই সে অত্যন্ত কৃতজ্ঞশীল বান্দা ছিল।"

(সূরা : বনী ইসরাঈল, আয়াত : ৩)

আর নীচ স্বভাবের মহিলাকে বিবাহ করবে এবং তার অধিক সন্তান সন্ততি হবে।

হযরত হুদ (আ:)-কে স্বপ্নে দেখা

হযরত হুদ (আ:) কে স্বপ্নে দেখলে শত্রুরা তার উপর বিদ্রুপ করবে এবং জুলুম অত্যাচারের দিক দিয়া তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে, কিন্তু অবশেষে শত্রুদের উপর সে জয়যুক্ত হবে।

হযরত সালেহ (আ:)-কে স্বপ্নে দেখা

হযরত সালেহ (আ:)-কে স্বপ্নে দেখলে শত্রুরা তার উপর বিদ্রুপ করবে এবং জুলুম অত্যাচারের দিক দিয়া তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে, কিন্তু অবশেষে শত্রুদের উপর সে জয়যুক্ত হবে।

হযরত ইউসুফ (আ:)-কে স্বপ্নে দেখা

হযরত ইউসুফ (আ:) কে স্বপ্নে দেখলে, নিকট আত্মীয় বা আপন লোকজনের পক্ষ হতে জুলুম, অত্যাচার, রুক্ষতা এবং জেলখানায় বন্দী হওয়ার সম্মুখীন হবে এবং তার উপর অপবাদ রটানো হবে। পরবর্তীতে রাজত্ব লাভ করবে এবং শত্রুরা তার পদানত হবে। কেউ বলেন, ভাইয়েরা তার শত্রু হবে।

বর্ণিত আছে যে, কেউ হযরত ইউসুফ (আ:) কে স্বপ্নে দেখতে পেলেন যে, তিনি তাকে একটি মোজা দান করেছন। ঘুম হতে উঠে তিনি একজন মুআব্বের বা স্বপ্ন রহস্য বৃত্তান্তকারীতে পরিণত হলেন।

ইব্রাহীম ইবনে আবদুল মালেক কিরমানী স্বপ্নে দেখতে পেলেন যে, হযরত ইউসুফ (আ:) তার সাথে কথা বলেছেন। তিনি বললেন, আমাকে সে ইল্ম শিক্ষা দিন, যা মহান আল্লাহ আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন। হযরত ইউসুফ (আ:) তাকে আপন জামা পরিধান করিয়ে দিলেন। জাগ্রত হয়ে তিনি একজন বিজ্ঞ মুয়াবেবর বা স্বপ্ন রহস্য বৃত্তান্তকারীতে পরিণত হলেন।

ইমাম ইবনে সীরিন (রহ:) বলেন, আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম যে, আমি একটি জামে মসজিদে প্রবেশ করেছি, হঠাৎ আমি সেখানে তিন জন বৃদ্ধ এবং তাদের পার্শ্বে একজন সুন্দর যুবক দেখতে পেলাম। যুবকটিকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, মহান আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন, আপনি কে ? উত্তরে তিনি বললেন, আমিহযরত ইউসুফ (আ:)। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ বৃদ্ধ তিনজন কে ? উত্তরে তিনি বললেন, এ তিনজন আমার পিতা পিতামহ হযরত ইয়াকুব, ইসহাক এবং ইব্রাহীম (আ:)। আমি বললাম, মহান আল্লাহ আপনাকে বিশেষ ইলম (স্বপ্নের তা'বীয়) দান করেছেন, তাহা হতে আমাকে কিছু শিক্ষা দিন। তিনি তাঁর মুখ হা করে বললেন, দেখ কি দেখা যায়। আমি বললাম, আপনার

জিহ্বা দেখা যায়। তিনি আবার হা করে বললেন, দেখ কি দেখা যায়। আমি বললাম, আপনার আল-জিহ্বা দেখা যায়। তিনি আবার হা করিয়া বললেন, দেখ কি দেখা যায়। আমি বললাম, আপনার দিল বা কলব দেখা যায়। তিনি বললেন, যাও স্বপ্নের তা'বীর বর্ণনা কর, কোন ভয় করোও না। ফলত: মহান আল্লাহ আমাকে এ যোগ্যতা দান করেছেন যে, কোন স্বপ্ন বলার সাথে সাথে আমি তার ফলাফল নখদর্পণে দেখতে পাই।

হযরত ইউনুস (আ:)-কে স্বপ্নে দেখা

হযরত ইউনুস (আ:) কে স্বপ্নে দেখলে এমন একটি কাজ সম্পর্কে সে তাড়াহুড়া করবে, যা তাকে বন্দীদশা ও সংকীর্ণতায় ফেলবে। অবশেষে মহান আল্লাহ তাকে মুক্তি দান করবেন। এ ধরনের স্বপ্ন সাধারণত: তারই দেখে থাকে, যারা তাৎক্ষণিকভাবে রাগ করে, অথবা আনন্দ লাভ করে এবং তার এমন একটি সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক রয়েছে, যারা আমানতের খেয়ানত করে।

হযরত শুআইব (আ:)-কে স্বপ্নে দেখা

স্বপ্নে হযরত শুআইন (আ:) কে বিবর্ণ ও রাগান্বিত দেখলে, দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া ফেলবে। এ ছাড়া অন্য অবস্থায় (স্বাভাবিক) দেখলে, তার সম্প্রদায়ের লোকেরা তার হক আদায় করতে ত্রুটি করবে এবং তার উপর জুলুম-অত্যাচার করবে। তবে পরবর্তীতে সে তাদের উপর জয়ী হবে। কখনো উক্ত স্বপ্ন : স্বপ্নদ্রষ্টার অনেক মেয়ে রয়েছে বলে বুঝিয়ে থাকে।

হযরত মুসা (আ:) ও হযরত হারুণ (আ:)-কে স্বপ্নে দেখা

হযরত মুসা ও হারুণ (আ:) উভয়কে অথবা কোন একজনকে স্বপ্নে দেখলে, তার হাতে কোন অত্যাচারী ও প্রতাপশালী ধ্বংস হবে। যুদ্ধের প্রস্তুতির সময় যদি কোন ব্যক্তি হযরত মুসা (আ:) ও হারুণ (আ:) কে স্বপ্নে দেখে, তবে সে যুদ্ধে জয়লাভ করবে।

বর্ণিত আছে যে, হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রা:) এর দাসী স্বপ্নে দেখলেন যে, হযরত মুসা (আ:) শাম বা সিরিয়ায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। তার হাতে একটি লাঠি রয়েছে এবং তিনি পানির উপর হাঁটতেছেন। দাসীটি হযরত সাঈদ (রা:) এর নিকট স্বপ্নের ঘটনা বর্ণনা করলে উত্তরে তিনি বললেন, তোমার স্বপ্ন যদি সত্য হয়, তবে আবদুল মালেক বিন মারওয়ান মারা গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনি কিভাবে এটা জানতে পারলেন ? উত্তরে তিনি বললেন, যেহেতু মহান আল্লাহ মুসা (আ:) কে পাঠিয়েছেন জালেমদিগকে চুরমার করার জন্য,

আর সিরিয়াতে আমি মারওয়ান পুত্র আবদুল মালেকের চেয়ে জালেম আর কাকেও দেখি নি। স্বপ্নের ফলাফল তাই হল, যা হযরত সাঈদ (রা:) বর্ণনা করেছেন।

হযরত আইয়ুব (আ:)-কে স্বপ্নে দেখা

হযরত আইয়ুব (আ:) কে স্বপ্নে দেখলে, তার জানমাল, পরিবার-পরিজন, সন্তানাদির দিক দিয়া সে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অবশেষে মহান আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দান করবেন। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন, "আমি তাকে পরিবার-পরিজন এবং দ্বিগুণ অনুগ্রহ দান করেছি।"

হযরত দাউদ (আ:)-কে স্বপ্নে দেখা

হযরত দাউদ (আ:) কে স্বাভাবিক অবস্থায় স্বপ্নে দেখলে সে রাজত্ব, ক্ষমতা ও আধিপত্য বিস্তার লাভ করবে।

হযরত সোলাইমান (আ:)-কে স্বপ্নে দেখা

হযরত সোলাইমান (আ:) কে স্বপ্নে দেখলে স্বপ্নদ্রষ্টা রাজত্ব, ইলম এবং বিদ্যা-বুদ্ধি লাভ করবে। যদি হযরত সোলাইমান (আ:) কে তাঁর সিংহাসনে মৃত অবস্থায় দেখে, তবে কোন খলিফা, আমীর বা সর্দার মারা যাবে, কিন্তু তার মৃত্যু সংবাদ সাথে সাথে জানা যাবে না বরং কিছুদিন পরে জানা যাবে।

কেউ বলেন, হযরত সোলাইমান (আ:)-কে স্বপ্নে দেখলে শত্রু-মিত্র তার বশ্যতা স্বীকার করবে এবং সে অধিক সফর করবে।

হযরত জাকারিয়া (আ:)-কে স্বপ্নে দেখা

হযরত জাকারিয়া (আ:) কে স্বপ্নে দেখলে, বৃদ্ধ বয়সে খোদাভীরু পুত্র সন্তান লাভ করতে পারবে।

হযরত ইয়াহইয়া (আ:)-কে স্বপ্নে দেখা

হযরত ইয়াহইয়া (আ:) কে স্বপ্নে দেখলে নৈতিক পবিত্রতা, খোদাভীরুতা, সততা এবং গোনাহ হতে বিরত থাকার তওফীক লাভ করবে। এমন কি উক্ত গুণাবলীতে সে সমসাময়িকদের মধ্যে একজন অদ্বিতীয় লোক হিসেবে গণ্য হবে।

হযরত ঈসা (আ:)-কে স্বপ্নে দেখা

হযরত ঈসা (আ:)-কে স্বপ্নে দেখলে বুঝা যাবে যে, লোকটি একজন পরহিতৈষী ও জনদরদী, ও অত্যন্ত পুন্যবান ও বরকতময় এবং অধিক সফরকারী

হবে। তাকে বিভিন্ন বিদ্যা বিশেষ করে চিকিৎসাবিদ্যা দ্বারা সম্মানিত করা হবে।

হযরত হাসান বিন আলী (রা:) বলেন, আমি হযরত ঈসা (আ:)-কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, হে রূহুল্লাহ! আমি আমার আংটিতে একটি নকশা অংকন করতে চাই, অতএব কি নকশা অংকন করব ? হযরত ঈসা (আ:) বললেন : এই নকশাটি অংকন করেন, কেননা এতে যাবতীয় চিন্তা এবং পেরেশানী দূর হবে।

কেউ বলেন, যদি কোন মহিলা গর্ভাবস্থায় হযরত ঈসা (আ:) কে স্বপ্নে দেখে, তবে সে মহিলা এমন একজন পুত্র সন্তান জন্ম দিবে, হোকিম বা বিজ্ঞ দার্শনিক হবে।

হযরত খিজির (আ:)-কে স্বপ্নে দেখা

হযরত খিজির (আ:)-কে স্বপ্নে দেখলে দুর্ভিক্ষ এবং অভাব-অনটনের পর সুদিন এবং শস্য-শ্যামলিয়া দেখা দিবে এবং ভয় : ভীতির পর শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবে।

কেউ বলেন, যদি দেখে কোন নবী তাকে প্রহার করেছেন, তবে ইহজগতেই তার দ্বীন ও দুনিয়ার উদ্দেশ্য হাসিল হবে। আর যদি দেখ যে, সে নিজেই কোন একজন পরিচিত নবী হয়ে গিয়েছে, তবে সেই নবীর মর্যাদা হিসাবে বিপদাপদ এবং পরীক্ষায় লিপ্ত হবে, কিন্তু অবশেষে সে জয়যুক্ত হবে এবং মহান আল্লাহর পথে মানুষকে আহ্বান করবে।

হযরত মরিয়ম (আ:)-কে স্বপ্নে দেখা

যদি কোন মহিলা গর্ভাবস্থায় হযরত মরিয়ম (আ:)-কে স্বপ্নে দেখে, তবে সে বিজ্ঞ পুত্রসন্তান জন্ম দিবে। যদি কোন ব্যক্তি তার উপর কোন অপবাদ রটায়, তবে সে তা হতে মুক্তিলাভ করবে এবং মহান আল্লাহ লোক সম্মুখে তার পবিত্রতা প্রকাশ করে দিবেন।

ইমরান তনয়া মরিয়ম (আ:) কে স্বপ্নে দেখলে, মানুষের মধ্যে উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান লাভ করবে এবং তার সমস্ত আশা-আকাংখা পূর্ণ করে দেয়া হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে হযরত মরিয়ম (আ:) কে সিজদা করতে দেখে, তবে সে ফেরেশতাদের সাথে কথাবার্তা বলতে এবং উঠাবসা করতে পারবে।

হযরত দানয়াল (আ:)-কে স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি হযরত দানয়াল (আ:) কে স্বপ্নে দেখে, তবে সে প্রচুর রুজী-রোজগার লাভ করবে এবং স্বপ্ন ব্যাখ্যাদানের জ্ঞান লাভ করবে। কোন

জালেমের জুলুম হতে মুক্তি পাবে। কেউ বলেন, সে আমীর বা ধনী হতে পারবে। বর্ণিত আছে, আবু আবদিল্লাহ বাহেলী স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি হযরত দানয়াল (আ:) কে ঘাড়ে উঠাইয়া একটি দেয়ালের উপর রাখলেন এবং তাকে জীবিত করে কথাবার্তা বললেন। হযরত দানয়াল (আ:) তাকে বললেন, তুমি আনন্দিত হও যে, নবীগণের ওয়ারিশদের মধ্যে তুমিও শামিল হয়ে গেলে এবং স্বপ্ন ব্যাখ্যাদাতাদের ইমাম হয়ে গেলে।

হযরত মুহাম্মদ (সা:)-কে স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরোহী অবস্থায় স্বপ্নে দেখে, তবে সে আরোহী অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা মোবারক যিয়ারত করবে। আর যদি রাসূলকে হাঁটা অবস্থায় স্বপ্নে দেখে, তবে সে হাঁটা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা মুবারকে জিয়ারত করবে।

যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুর্বল ও ক্ষীণকায় এবং রং বিবর্ণ, অঙ্গ-প্রতঙ্গ হানিকর অবস্থায় কোথাও স্বপ্নে দেখে, তবে এটা উক্ত এলাকায় বিদআতের প্রভাব এবং দ্বীন ও সুন্নতের দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

যদি কোন ব্যক্তি ভালবাসার আবেগে গোপনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রক্তপান করতে দেখে, তবে সে জিহাদে শহীদ হবে। আর যদি প্রকাশ্যে রক্তপান করতে দেখে, তবে এটা তার মুনাফেকীর আলামত হিসেবে গণ্য হবে এবং আহলে বাইত বা নবী পরিবারের রক্তে তার হাত রঞ্জিত করতে এবং তাদিগকে হত্যা বা শহীদ করতে সাহায্য করবে।

যদি কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রথমত : রুগ্ন অবস্থায় অত:পর রোগমুক্ত অবস্থায় তথা সুস্থাবস্থা দেখে, তবে উক্ত এলাকার লোকেরা ফেতনা ফ্যাসাদের পর সংশোধিত হয়ে যাবে।

হযরত আবু হুরাইয়া (রা:) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : তিনি বলেন, ব্যেক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখল, সে যেন আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখল, কেননা শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।

হযরত আবু কাতাদাহ (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমাকে (স্বপ্নে) দেখল, সে সত্য সত্যই আমাকে দেখল। কেননা, শয়তান আমার ছুরত ধারন করতে পারে না।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমাকে স্বপ্নে দেখবে, সে কখনও দোযখে যাবে না। অর্থাৎ তার জন্য দোযখ হারাম।

হযরত সাঈদ ইবনে কায়েস তার আব্বার মাধ্যমে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ঐ ব্যক্তি কখনো দোযখে যাবে না, আমাকে স্বপ্নে দেখবে।

উস্তাদ আবু সা'আদ বলেন, মহান আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জগতবাসীর জন্য রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছেন। অতএব সুসংবাদ তাদের জন্য, যারা তাঁকে জীবদ্দশায় দেখেছেন এবং তাঁর অনুসরণ করেছেন এবং সুসংবাদ তাদের জন্য, যারা তাঁকে স্বপ্নে দেখেছেন।

যদি কোন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা:) কে স্বপ্নে দেখে, তবে মহান আল্লাহ তার ঋণ পরিশোধ করে দিবেন।

যদি কোন রুগ্ন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখে, তবে মহান আল্লাহ তাহাকে শেফা বা আরোগ্য দান করবেন। যদি কোন ব্যক্তি যুদ্ধরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখে, তবে মহান আল্লাহ তাকে যুদ্ধে জয়ী করে দিবেন।

হজ্জ করে নি, এমন ব্যক্তি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখে, তবে সে বাইতুল্লাহ শরীফের হজ্জ করতে পারবে।

দুর্ভিক্ষপূর্ণ বা অনাবাদী এলাকায় যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখে, তবে সে এলাকা আবাদী ও শস্য শ্যামলায় পরিণত হবে।

যেখানে জুলুম ছড়িয়ে পড়ছে, এমন স্থানে যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বাভাবিক অবস্থায় স্বপ্নে দেখে, তবে সে স্থানে জুলুম-অত্যাচার দূরীভূত হয়ে আদল-ইনসাফে পরিণত হবে। আর যদি ভয়-ভীতিপূর্ণ এলাকায় রাসূলকে স্বপ্নে দেখে, তবে সে স্থান শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিণত হবে।

যদি কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাঁড়ানো অবস্থায় স্বপ্নে দেখে, তবে তার এবং ঐ সময়কার ইমামের তথা রাষ্ট্রপ্রধানের কাজকর্ম সঠিক হবে।

যদি কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনাবাদি স্থানে আযান দিতে দেখে, তবে উক্ত জায়গা আবাদী ও বসবাসের উপযোগী হবে।

যদি কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খানা খাওয়াইতে বা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে খানা খাওয়াইতেছেন দেখে, তবে এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হতে তাকে তার মালের যাকাত আদায়ের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে।

যদি কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইন্তেকাল করতে দেখে, তবে তার বংশের কেউ ইন্তেকাল করবে।

যদি কোন ব্যক্তি কোন স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জানাজা পড়তে দেখে, তবে সেখানে কোন মহাবিপদ দেখা দিবে।

যদি কোন ব্যক্তি কবর দেয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জানাজার অনুসরণ করতে দেখে, তবে সে বিদআতের দিকে আকৃষ্ট হবে।

যদি কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা শরীফ জিয়ারত করতে দেখে, তবে সে বিপুল সম্পদ লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজেকে নবীর সন্তান হিসাবে দেখে, অথচ সে নবীর বংশের লোক নয়, তবে এটা তার খাঁটি ঈমানের প্রতি ইঙ্গিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজেকে নবী (আ:) এর পিতা হিসাবে দেখে, তবে এটা তার ঈমান, বিশ্বাস এবং দ্বীন ধর্মের দুর্বরতার প্রতি ইঙ্গিত করে।

কোন ব্যক্তি বিশেষের, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখার ফলাফল শুধু তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং মুসলিম জামাত বা দলকেও তাহা শামিল করে নেয়।

বর্ণিত আছে, উম্মুল ফজল (রা:) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, আপনার শরীরের একটি অংশ বা টুকরা করা হয়েছে এবং তা আমার কোলে রাখা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তুমি ভালই দেখেছ। ইনশাআল্লাহ ফাতেমা (রা:) এর একটি পুত্র সন্তান জন্ম নিবে এবং তা তোমার কোলে রাখা হবে। ফলত: হযরত ফাতেমা (রা:) এর গর্ভে ইমাম হুসাইন জন্ম নিলেন এবং তাকে তার কোলে রাখা হল।

বর্ণিত আছে, কোন এক মহিলা (রা:) বললেন, ইয়া রাসূলূল্লাহ! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আপনার শরীরের কোন অংশ আমার ঘরে রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ফাতেমা (রা:) এর ছেলে সন্তান জন্ম

নিবে এবং তুমি তাকে দুধপান করাবে। ফলত: হযরত ফাতেমা (রা:) এর গর্ভে ইমাম হুসাইন (রা:) জন্ম নিলেন এবং তিনি তাকে দুগ্ধপান করালেন।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দুনিয়ার কোন প্রিয় বস্তু তথা খাদ্য বা পানীয় জাতীয় কোন কিছু দান করেছেন, তবে পেরিমাণ দান করেছেন, সে পরিমাণ খায়ের ও বরকত সে লাভ করবে। আর যদি নিম্নমানের কোন কিছু দান করেন, যেমন খরবুজ (ক্ষিরা বা বাঙ্গি) ইত্যাদি, তবে কঠিন বিপদ হতে রক্ষা পাবে, কিন্তু হালকা বিপদের আঁচ পাবে।

যদি দেখে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীর মোবারকের কোন অংশ তার নিকট রক্ষিত রয়েছে, তবে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়তের হুকুম আহকামগুলো ছেড়ে কোন একটি ইবাদত আকড়িয়ে ধরে রয়েছে এবং সমস্ত মুসলিম জাতি ব্যতীত সে একাই শরীয়তের অন্যান্য হুকুম আহকামগুলো ছেড়ে দিয়েছে।

ফকীর ইবনে আবী তাইয়্যেব বলেন, দশ বৎসর যাবত আমার কানের বধিরতা ছিল। মদীনা শরীফে এসে রওজা শরীফ এবং মিম্বারের মাঝখানে রাত্রিযাপন করলাম। স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেয়ে বললাম, হে মহান আল্লাহর রাসূল! আপনি কি বলেছেন, "ব্যেক্তি আমাকে উসিলা করবে, তার জন্য আমার সুপারিশ করা ওয়াজিব।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'মহান আল্লাহ তোমাকে শেফা দান করুন।' আমি তো এরূপ বলি নি, বরং আমি বলেছি, "ব্যেক্তি মহান আল্লাহর নিকট আমার উসিলা ধরে মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবে, তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব।" আবু তাইয়্যেব বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের عافاك الله "মহান আল্লাহ তোমাকে শেফা দান করুন" বলার বরকতে আমার কানের বধিরতা দূর হয়ে গেছে।

আবদুল্লাহ ইবনুল জাল্লা বলেন, আমি মদীনাতুর রাসূলে প্রবেশ করলাম : ঐ সময় আমি খুব ক্ষুধার্ত ছিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা শরীফের খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে সালাম পেশ করলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথীদ্বয় হযরত আবু বকর (রা:) ও হযরত উমর (রা:) এর উপরও সালাম পেশ করিলাম। অত:পর বললাম, হে মহান আল্লাহর রাসূল! আমি খুব ক্ষুধার্ত এবং আমি আপনার মেহমান। এ বলে কবর শরীফ হতে কিছু দূরে সরে এক কিনারায় ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেলাম যে, তিনি আমার

নিকট তশরিফ আনয়ন করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে আমি দাঁড়িয়ে গেলাম, তিনি আমাকে একটি রুটি দান করলেন। রুটির কিছু অংশ আমি খেয়েছিলাম। এমতাবস্থায় হঠাৎ আমি ঘুম হতে জাগ্রত হয়ে রুটির বাকী অংশটুকু আমার হাতে দেখতে পেলাম।

ক্বারী আবুল ওফা হেরোভী (রহ:) বলেন, তিনশ ষাট হিজরীতে আমি ফারগানা নামক স্থানে স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেলাম। আমি বাদশার দরবারে কুরআন তেলাওয়াত করতাম, কিন্তু তারা মনোযোগসহ কুরআন তেলাওয়াত শুনত না বরং কথাবার্তা বলত (গল্পগুজব করত), আমি দু:খিত ও চিন্তিত হয়ে বাড়ী ফিরলাম এবং ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেলাম যে, তাঁর চেহারা মোবারকের রং পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে এবং তিনি আমাকে বললেন, মহান আল্লাহর কালাম কুরআন এমন এক সম্প্রদায়ের (লোকদের) নিকট তিলাওয়াত কর, যারা কথাবার্তা বলে এবং মনোযোগসহ তোমার তেলাওয়াত শুনে না ? এর পর তুমি আর কখনও কুরআন তিরাওয়াত করতে পারবে না, তবে মহান আল্লাহ যখন চাহেন।

আমি ঘুম হতে জাগ্রত হয়ে দেখলাম যে, আমার বাকশক্তি রহিত হয়ে গিয়াছে, এবং চারমাস পর্যন্ত এ অবস্থাই ছিল। যখন আমার কোন প্রয়োজন দেখা দিত, তখন আমি তা কাগজে লিখে দিতাম। (কিন্তু কথা বলতে পারতাম না) আমার এ অবস্থা দেখে মুফতি সাহেবান এবং মুহাদ্দেসীনগণ সিদ্ধান্ত (ফতুয়া) দিলেন যে, অবশেষে একদিন না একদিন সে কথা বলতে সক্ষম হবে, কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে বলেছিলেন : الا ماشاء الله। মহান আল্লাহ যখন চাহেন।

চার মাস পর আমি ঐ জায়গায়ই রাত্রে ঘুমিয়ে পড়লাম, যেখানে (চার মাস পূর্বে) প্রথমে ঘুমিয়েছিলাম। স্বপ্নে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেলাম, যেন আনন্দে পূর্ণিমার চাঁদের মত তাঁর চেহারা মুবারক চমকাতে ছিল। আমাকে দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি তওবা করেছ ? আমি বললাম, হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তওবা করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ব্যেক্তি তওবা করে, মহান আল্লাহ তা'আলাও তার প্রতি রুজু করেন তথা ক্ষমা করেন। এ বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার জিহ্বা বের কর, আমি আমার জিহ্বা বের করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাহাদত অঙ্গুলী বা তর্জনীর দ্বারা আমার জিহ্বা স্পর্শ করলেন এবং বললেন, যদি কোন সম্প্রদায়ের (লোকের)

নিকট মহান আল্লাহর কিতাব পড়তে হয়, তবে যতক্ষণ না তারা মনোযোগ সহকারে মহান আল্লাহর কালাম শুনবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার কুরআন তিরওয়াত বন্ধ রাখবে। এটা শুনে আমি হঠাৎ আমি ঘুম হতে জাগ্রত হইয়া দেখতে পেলাম যে, মহান আল্লাহর মেহেরবানীতে আমার বাকশক্তি খুলে গেছে, আলহামদু লিল্লাহ।

বর্ণিত আছে, একজন ধনী লোক রোগাক্রান্ত হলেন। সে একরাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলতেছিলেন, যদি তুমি এ রোগ হতে ভাল হতে চাও, তবে 'লা' এবং 'লা' গ্রহণ কর। ঘুম হতে উঠে তিনি দশ হাজার রৌপ্য মুদ্রা হযরত সুফয়ান সওরীর নিকট লোক মারফত পাঠিয়ে দিলেন এবং গরীবদের মধ্যে বন্টন করে দিতে বললেন এবং তার নিকট স্বপ্নের তা'বীর বা ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করতে বললেন। হযরত সুফয়ান সওরী (রা:) বললেন, 'লা' ও 'লা'-র উদ্দেশ্য হল জাইতুন বৃক্ষ, কেননা মহান আল্লাহ কেননা মহান আল্লাহ তার কিতাবে জাইতুনের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে :

لا شرقية ولا غربية ـ

অর্থাৎ : "পূর্বেরও নয় এবং পশ্চিমেরও নয়" বলেছেন। আর তোমার সম্পদ বিতরণের উপকার হল, গরীবদের লাভবান হওয়া। বর্ণনাকারী বলেন, ধনী লোকটি জাইতুন তৈল ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করতে লাগলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বপ্নাদেশ এবং তাঁর সম্মানার্থে জাইতুন তৈল ব্যবহারের দরুন মহান আল্লাহ তায়ালা তাকে আরোগ্য দান করলেন।

একজন লোক স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে অভাব অনটনের অভিযোগ করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি আলী ইবনে ঈসার নিকট যাও এবং তাকে বল, যাতে তোমার প্রয়োজন মিটে : এ পরিমাণ কোন কিছু দেয়ার জন্য। লোকটি বলল, হে মহান আল্লাহর রাসূল! প্রমাণ হিসেবে কি বলব ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রমাণ হিসাবে তুমি তাকে বলবে যে, সে (আলী ইবনে ঈসা) আমাকে প্রস্তরময় স্থানে দেখিয়াছিল এবং সে (আলী ইবনে ঈসা) উঁচু জায়গায় ছিল এবং সেখান হতে নিচে নেমে আমার সাথে সাক্ষাত করে ছিল, আমি বললাম, তুমি তোমার স্থানে চলে যাও। বর্ণনাকারী বলেন, ইতিপুর্বে আলী ইবনে ঈসার চাকুরীচ্যুত হয়েছিল, পুনরায় সে মন্ত্রীত্ব লাভ করেছিল।

লোকটি ঘুম হতে উঠিয়া আলী ইবনে ঈসার নিকট পৌঁছল এবং স্বপ্নের সমস্ত ঘটনা খুলে বলল। (মন্ত্রী) আলী ইবনে ঈসা বললেন, তুমি সত্যই বলেছ, এবং চারশত স্বর্ণমুদ্রা তাকে দিয়ে বললেন, এর দ্বারা তুমি তোমার ঋণ পরিশোধ কর, এবং আরও চার শত স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে বললেন, এটা তোমার পুঁজি মনে করে খরচ কর। যখন-ই এটা শেষ হয়ে যাবে, পুনরায় তুমি আমার নিকট চলে এসো।

বসরার কোন এক লোক চাদর বিক্রি করত। লোকটি বলল, আমি আহওয়াজের রাজ পরিবারের কোন লোকের নিকট একটি দামী চাদর বিক্রয় করলাম। চাদরের মুল্য নিয়ে তার সাথে আমার ঝগড়া হল, হঠাৎ সে হযরত আবু বকর ও হযতর উমর (রা:)-কে গালি দিয়ে বসল (যেহেতু লোকটি শিয়া ছিল) কিন্তু তার ক্ষমতার দাপটের কারণে আমি কোন উত্তর দিতে পারতে ছিলাম না, মনে মনে আমি খুব কষ্ট পেলাম এবং দু:খিত ও ব্যথিত হয়ে বাড়ী ফিরলাম।

রাত্রেও আমি খুব দু:খ ও মনোকষ্ট নিয়া ঘুমায়ে পড়লাম। স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পাইলাম এবং বললাম, হে মহান আল্লাহর রাসূল! অমুক ব্যক্তি হযরত আবু বকর ও উমর (রা:) কে গালি দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে আস। আমি তাকে নিয়ে এলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে চিৎ করে শোয়াও। আমি তাকে শুয়াইলাম। তিনি বললেন, তাকে জবেহ কর। (আমার কাছে জবেহ করাটা কেমন জানি বড় একটা কিছু মনে হচ্ছিল) আমি জিজ্ঞেস করলাম হে মহান আল্লাহর রাসূল! আমি কি তাকে জবেহ করব? উত্তরে তিনি বলেন, হ্যাঁ তাকে জবেহ কর। এভাবে তিনি আমাকে এটা তিনবার বললেন। আমি তার গলায় ছুরি চালিয়ে দিলাম এবং তাকে জবেহ করলাম।

যখন সকাল হল, তখন আমি মনে মনে বললাম, লোকটিকে গিয়ে উপদেশ দিব এবং স্বপ্নে অমি যা কিছু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে দেখতে পেয়েছি, তাহার সংবাদ জানাব : এ ধারণায় আমি চললাম। যখন আমি তার বাড়ীতে পৌঁছলাম, কান্নাকাটি শুনতে পেলাম। কারণ জিজ্ঞেস করা হলে বলা হল, গত রাত্রে লোকটি মারা গিয়েছে।

ইমাম ইবনে সীরিন জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি গতরাত্রে মোজা পায়ে ঘুমাইয়াছিলে? লোকটি বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, মোজা খুলে ফেল। লোকটি মোজা খুলে ফেলল এবং দেখতে পেল যে, (চামড়ার) মোজার নিচে একটি রৌপ্য মুদ্রা রয়েছে যাতে : (মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) খোদাই করে লেখা রয়েছে।

ইমাম ইবনে সীরিনের নিকট এমন একজন লোক আসল, যার ঈমান সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করা যায় না এবং বলল, গত রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যেন আমার একটি পা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমণ্ডলে রয়েছে।

ফেরেশতাগণকে স্বপ্নে দেখার তা'বীর

যদি কোন ব্যক্তি হযরত জিব্রাঈল (আ:) ও হযরত মিকাঈল (আ:) এর সাথে শত্রুতা পোষণ করতে বা ঝগড়া করতে দেখে, তবে সে এমন কোন কাজে লিপ্ত রয়েছে, যার দরুন কোন মুহূর্তে তার উপর মহান আল্লাহর আযাব পতিত হতে পারে এবং তার ধ্যান-ধারণা ইয়াহুদীদের ধ্যান-ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রয়েছে।

আবু বকর জাফর ইবনুল খাইয়্যাত (রহ:) বলেন, স্বপ্নে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বসা দেখতে পেলাম। তাঁর সাথে গরীব মুসলমানদের এক জামাত ছিল, যাদেরকে সুফী নামে অভিহিত করা হত। হঠাৎ দেখতে পেলাম যে, আসমান ফেটে গিয়েছে। হযরত জিবরাঈল (আ:) এবং তার সাথে আরো বহু ফেরেশতা অবতরণ করেছেন। তাদের হাতে চিলুমচি এবং জগ ছিল, আর ঐ গরীব লোকদের হাতে পায়ে পানি ঢালতে ছিলেন এবং ধোয়াতে ছিলেন। যখন তারা আমার নিকট পৌঁছলেন, আমিও তখন ধোয়াব জন্য হাত বাড়িয়ে দিলাম।

ফেরেশতাগণ একে অপরকে বলতে লাগলেন, তার হাতে পানি ঢেলো না, কেননা সে সুফীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যদিও আমি তাদের অন্তভূক্ত নই, তথাপি আমি তাদেরকে ভালবাসি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মু'মিনের হাশর তারই সাথে হবে, যাকে সে ভালবাসবে। অত:পর ফেরেশতাগণ (এটা শুনে) আমার হাতে পানি ঢেলে দিলেন। আমি আমার হাত ধুয়ে নিলাম।

উস্তাদ আবু সা'আদ বলেন, ফেরেশতাদিগকে স্বপ্নে দেখা, যদি তারা পরিচিত এবং সুসংবাদ বাহক হয়, তবে স্বপ্নদ্রষ্টার নিকট কোন আশ্চর্য বিষয় প্রকাশের এবং জুলুম : অত্যাচারের পর মহান আল্লাহর সাহায্য, মান-সম্মান এবং শুভসংবাদের অথবা অসুস্থতার পর রোগমুক্তির, অথবা ভয়-ভীতির পর শান্তি ও নিরাপত্তার, অথবা দারিদ্র্য ও অভাব-অনটনের পর ধনাঢ্য ও সুখভোগের অথবা দুর্ভিক্ষের পর স্বচ্ছলতার, অথবা দু:খ-দুশ্চিন্তার পর নিষ্কৃতি লাভের অথবা হজ্জ পালন বা জিহাদে শহীদ হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে।

হযরত জিবরাঈল (আ:) কে স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে হযরত জিবরাঈল (আ:) কে দু:খিত ও চিন্তিত দেখে, তবে তাহার উপর কঠোরতা এবং শাস্তি আরোপিত হবে, কেননা হযরত জিবরাঈল (আ:) হলেন শাস্তিদানের (জন্য নিযুক্ত) ফেরেশতা।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে হযরত জিবরাঈল (আ:) এর নিকট হতে খাদ্য গ্রহণ করতে দেখে, তবে সে ইনশাআল্লাহ্ জান্নাতীদের মধ্যে শামিল হবে।

হযরত মিকাঈল (আ:) কে স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি হযরত মিকাঈল (আ:) কে কোন শহর বা গ্রামে দেখে, তবে সেখানে প্রচুর বৃষ্টি হবে এবং জিনিসপত্রের দাম সস্তা হবে। যদি স্বপ্নদ্রষ্টার সাথে হযরত মিকাঈল (আ:) কথা বলেন বা তাকে কোন কিছু দান করেন, তবে সে আনন্দ ও নিয়ামত লাভ করবে, কেননা হযরত মিকাঈল (আ:) হলেন রহমতের তথা বৃষ্টি ও জীবিকা বন্টনের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশেতা।

যদি কোন পরহেজগার খোদাভীরু লোক হযরত মিকাঈল (আ:)-কে স্বপ্নে দেখে, তবে তাহার ইহ-পরকালের আশা-আকাংখা পূর্ণ হবে। আর যদি সে খোদাভীরু না হয়, তবে তার সাবধান ও সতর্ক হওয়া উচিত।

হযরত ইস্রাফির (আ:) কে স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে হযরত ইস্রাফিল (আ:) কে চিন্তিত অবস্থায় শিঙ্গা ফুঁক দিতে দেখে এবং তার ধারণা সে একাই তা শুনেছে, অন্য কেউ শুনে নাই তবে স্বপ্নদ্রষ্টা মারা যাবে। আর যদি তার ধারণা হয় যে, উক্ত এলাকার সকলেই তা শুনেছে, তবে সেখানে মহামারী দেখা দিবে।

কেউ বলেন, এ ধরনের স্বপ্ন উক্ত এলাকায় জুলুম ছড়িয়ে যাওয়ার পর ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হইবার এবং জালেমদের নিপাত যাবার প্রতি ইঙ্গিত করে।

হযরত আজরাঈল (আ:) কে স্বপ্নে দেখা

বর্ণিত আছে, হামজাতুজ জাইয়্যাত নামক এক ব্যক্তি হযরত আজরাঈল (আ:) কে স্বপ্নে দেখলেন এবং বললেন, তোমাকে আমি মহান আল্লাহর কসম দিয়ে বলতেছি, মহান আল্লাহর নিকট আমার জন্য কোন মঙ্গল নিহিত আছে কি ? আজরাঈল (আ:) বললেন, হাঁ, এবং তার প্রমাণ হল যে, তুমি হালওয়ান নামক স্থানে মারা যাবে। ফলত: তিনি সেখানেই মারা গিয়েছেন।

যদি কোন ব্যক্তি হযরত আজরাঈল (আ:) কে আনন্দিত দেখে, তবে সে

শহীদি মৃত্যুবরণ করবে, আর যদি তাকে রাগান্বিত ও দু:শ্চিন্তাগ্রস্ত দেখে, তবে সে তওবা করা ছাড়াই মারা যাবে।

যদি কোন ব্যক্তি হযরত আজরাঈল (আ:) কে ধরাশায়ী করতে এবং আজরাঈলও তাকে ধরাশায়ী করতে দেখে, তবে সে মারা যাবে, আর যদি হযরত আজরাঈল (আ:) তাকে ধরাশায়ী করতে না পারে, তবে সে মৃত্যুর কাছাকাছি পৌছার পর মহান আল্লাহ তাআলা তাকে আরোগ্য দান করবেন।

কেউ বলেন, ব্যেক্তি আজরাঈল (আ:) কে স্বপ্নে দেখবে, তবে সে দীর্ঘজীবি হবে।

যদি স্বপ্নে দেখে যে, কোন ফেরেশতা তাকে পুত্র সন্তানের শুভসংবাদ দিতেছে, তবে সে দায়িত্বশীল, মর্যাদাসম্পন্ন, আলেম পুত্রসন্তান লাভ করবে। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন :

قال انما انا رسول ربك لامبلك غلاما زكيا ـ

অর্থাৎ : "আমি তো (জিব্রাঈল) শুধু তোমার (হে মরিয়ম) রবের রাসূল বা দূত, যাতে তোমাকে যোগ্য ও পবিত্র পুত্রসন্তান দান করে যাব, সে জন্যই আসছি।" (সূরা : মারইয়াম, আয়াত : ১৯)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে ফেরেশতাদের হাতে বড় বড় রেকাবী ভর্তি ফল্-ফলারী দেখে, তবে সে দুনিয়া হতে শহীদ হয়ে মারা যাবে। আর যদি ফেরেশতাদের দল হতে কোন ফেরেশতাকে তার ঘরে প্রবেশ করতে দেখে, তবে তার সতর্ক হওয়া উচিত যে, ঘরে চোর প্রবেশ করতে পারে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে ফেরেশতাদিগকে কোন এক স্থানে জমায়েত দেখে ভয় পায়, তবে সেখানে বিপদাপদ এবং যুদ্ধবিগ্রহ দেখা দিবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, ফেরেশতারা স্বয়ং যুদ্ধ ক্ষেত্রে (যুদ্ধরত) রয়েছেন, তবে সে শত্রুদের উপর বিজয় লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে ফেরেশতাদিগকে তার সামনে রুকু-সেজদা করতে দেখে, তবে তার সকল আশা-আকাংখা পুরা হবে, এবং তার সুনাম ছড়িয়ে পড়বে।

যদি স্বপ্নে দেখে যে, কোন ফেরেশতা তার হাতিয়ার বা অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে গিয়েছে, তবে তার ক্ষমতা এবং নিয়ামত হ্রাস পাবে, আর কখনও এটা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন ফেরেশতাগণকে ধরাশায়ী বা পরাস্ত করতে দেখে, তবে সে ইজ্জত-সম্মানের পর অপমানিত হবে।

যদি কোন রুগ্ন ব্যক্তি কেউ স্বপ্নে দেখে যে, এক ফেরেশতা অন্য ফেরেশতার উপর পতিত হচ্ছে, তবে তার মৃত্যু সন্নিকটে মনে করতে হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে ফেরেশতাদিগকে স্বাভাবিক অবস্থায় আকাশ হতে জমিনে অবতরণ করতে দেখে, তবে ইহা মুজাহেদীনদের সাহায্য, বাতেল পন্থীদের পরাজয় ও অপমান এবং হকপন্থীদের বিজয় ও মান-সম্মানের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

যদি ফেরেশতাদিগকে মহিলারদের আকৃতিতে দেখে, তবে সে মহান আল্লাহর উপর কোন মিথ্যা অপবাদ রটাবে, যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন :

افاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملئكة انث ا انكم لتقولون قولا عظيما -

অর্থাৎ : "তোমাদের পালনকর্তা কি তোমাদের জন্য পুত্রসন্তান নির্ধারিত করেছেন এবং নিজের জন্য ফেরেশতাদিগকে কন্যাস্বরূপ গ্রহণ করেছেন, নিশ্চয়ই তোমরা মারাত্মক গর্হিত কথাবার্তা বলতেছ।"

(সূরা : বনী ইসলাঈন, আয়াত : ৪০)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে ফেরেশতাদের সাথে উড়তে অথবা আকাশে চড়তে দেখে, কিন্তু আকাশ হতে ফিরতে না দেখে, তবে সে দুনিয়াতে মান-মর্যাদা লাভ করবে এবং পরবর্তীতে শাহাদত বরণ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে ফেরেশতার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে, তবে সে বিপদে পতিত হবে। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন :

يوم يرون المائكة لابشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا -

অর্থাৎ : "যেদিন তারা ফেরেশতাদিগকে দেখবে, সেদিন কিন্তু অপরাধীদের জন্য কোন সুসংবাদ থাকবে না।" (সূরা : ফুরকান, আয়াত : ২২)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, ফেরেশতারা তাকে লা'নত বা তিরস্কার করতেছে, তবে এটা তার দ্বীন : ধর্মের দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, ফেরেশতারা পরস্পর গোলমাল করতেছে বা ঝগড়ায় লিপ্ত হচ্ছে, তবে তার বাড়ীঘর ধ্বংস ও বিরান হয়ে যাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে যে, ফেরেশতার কোন দল কোন শহরে, মহল্লায় বা গ্রামে অবস্থান করছে, তবে সেখানে কোন আলেম সংসারত্যাগী লোক মারা যাবে, অথবা কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে, অথবা কোন সম্প্রদায়ের উপর কোন বাড়ী-ঘর ধ্বসে পড়বে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, ফেরেশতারা তার মতই কোন কাজকর্ম করছে, তবে এটা তার পেশার (পর্যায়ক্রমে) উন্নতির দিকে ইঙ্গিত বহন করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে ফেরেশতাদিগকে কোন জায়গায় ঘোড়া সওয়ার দেখে, তবে সেখানকার কোন অত্যাচারী-প্রতাপশালী ধ্বংস হয়ে যাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, পাখীরা উড়তেছে, কিন্তু পাখীদের প্রকার বা জাতি চিনা যাচ্ছে না, তবে এরা ফেরেশতা হবে।

যদি কোন জায়গায় ফেরেশতাদিগকে জমায়েত বা দলবদ্ধভাবে স্বপ্নে দেখে, তবে মজলুমদের সাহায্য করা এবং জালেমদের নিকট হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করার প্রতি ইঙ্গিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন ফেরেশতাকে বলতে দেখে যে, 'মহান আল্লাহর কিতাব পড়' তবে সে যদি সৎ হয়, তাহলে সে খায়ের-মঙ্গল লাভ করবে। আর যদি সৎ না হয়, তবে তার সতর্ক বা সাবধান হওয়া উচিত। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন :

অর্থাৎ : "তুমি তোমার কিতাব বা আমলনামা পাঠ কর, আজ তোমার হিসাবের জন্য তুমিই যথেষ্ট।"(সূরা বনী ইস্রাঈল, আয়াত : ১৪)

কিরামান-কাতেবীন লেখকদেরকে স্বপ্নে দেখা

বর্ণিত আছে, সফরের অবস্থায় ব্যবসায়ী সোমওয়াইল নামক এক ইয়াহুদী স্বপ্নে দেখল যে, ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করতেছে, সে কোন স্বপ্ন রহস্য বৃত্তান্তকারীর নিকট এর ফলাফল জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তুমি মহান আল্লাহর দ্বীন এবং তার রাসুলের শরীয়ত তথা ইসলাম গ্রহণ কর। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন :

هو الذى يصلى عليكم وملئكته ليخرجكم من الظلمت الى
النور ـ وكان با لمؤ منين رحيما ـ

অর্থাৎ : "তিনিই তোমাদের প্রতি তার রহমত বর্ষণ করেন এবং তার ফেরেশতারাও রহমতের দোয়া করেন, যেন তিনি তোমাদিগকে অন্ধকার (কুফর) হতে আলোর (ঈমান) দিকে বের করে নিয়ে আসেন।"

(সূরা : আল আহযাব, আয়াত : ৪৩)

কিরামান-কাতেবীনকে স্বপ্নে দেখলে, ইহ-পরকালে আনন্দ ও প্রফুল্লতা লাভ করবে, এবং সৎ ও নেক হলে, ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করবে। অন্যথায় তার জন্য ভয়ের কারণ রয়েছে। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন :

كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ـ

অর্থাৎ : "তোমরা যা কিছু কর কিরামান : কাতেবীন তাহা জানে।"

(সূরা : আল ইনফেতার, আয়াত : ১১-১২)

স্বপ্নরহস্য বিদ্যায় যারা পারদর্শী, তাদের মধ্য হতে কেউ বলেন, ফেরেশতাদিগকে বৃদ্ধ ও বয়স্ক লোকের আকৃতিতে দেখা, অতীতকালের প্রতি ইঙ্গিত করে, আর যুবকদের আকৃতিতে দেখা, বর্তমান কালের প্রতি ইঙ্গিত করে, আর বাচ্চাদের আকৃতিতে দেখা, ভবিষ্যতকালের প্রতি ইঙ্গিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজেকে ফেরেশতার আকৃতি ধারণ করতে দেখে, তবে সে দু:খ-কষ্টে থাকলে তা দূর হয়ে যাবে ও প্রসন্নতা লাভ করবে। গোলাম বা বন্দী থাকলে স্বাধীনতা লাভ করবে। শরীফ ভদ্র হলে সর্দারী লাভ করবে, রোগাক্রান্ত থাকলে তার মৃত্যুর প্রতি ইঙ্গিত করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, ফেরেশতারা তাকে সালাম করতেছে, তবে মহান আল্লাহ তাকে জীবদ্দশায় প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টি দান করবেন এবং তার খাতেমা বিল খায়ের নসীব করবেন।

স্বপ্নের ফলাফল শুনে সে ইসলাম গ্রহণ করল, মহান আল্লাহ তাকে হেদায়েত দান করলেন। তার ইসলাম গ্রহণের কারণ ছিল, তিনি একজন দরিদ্র ঋণগ্রহিতাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, যাকে ঋণদাতা তালাশ করতেছিল।

সাহাবা এবং তাবেয়ীন (রা:) গণকে স্বপ্নে দেখা

হযরত হাসান বসরী (রহ:) একবার স্বপ্নে দেখলেন, তিনি পশমী পোশাক (সূফীদের লেবাস) পরিধান করেছেন। তার কোমরে কোমরবন্ধনী (বেল্ট), দুই পায়ে বেড়ী, গায়ে মধুর দুটি চাদর রয়েছে এবং তিনি গোবরের ঠিলাতে দাঁড়িয়ে আছেন, এবং তার হাতে একটি ঢোল রয়েছে, যা তিনি বাজাইতেছেন এবং তিনি

কা'বার সাথে হেলান দিয়ে বসে আছেন। ইবনে সীরিন (রহ:)-এর নিকট স্বপ্নের ঘটনা বর্ণনা করা হলে তিনি এর ব্যাখ্যায় বললেন : পশমী চাঁদর। এটা তার পবিত্রতা : কৃচ্ছলতা এবং দুনিয়া বিমুখীতার ইঙ্গিত। কোমরের বন্ধনী বা বেল্ট : এটা তার দ্বীন : ধর্মে শক্তি সামর্থের ইঙ্গিত। মধুর চাদর, এটা তার কুরআনের প্রতি ভালবাসা এবং মানুষকে কুরঅনের তফসীর বা ব্যাখ্যা দানের ইঙ্গিত। পায়ে বেড়ী : এটা তাহার তাকওয়া পরহেজগারীর উপর অটল থাকার ইঙ্গিত। গোবরের টিলায় দাঁড়ানো : এটা তার দুনিয়া, যা মহান আল্লাহ তার পায়ের নীচে ঢেলে দিয়াছেন। আর ঢোল বাজানো : এটা তার প্রজ্ঞা ও তত্ত্ব জ্ঞান, যাহা তিনি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়াছেন। আর কা'বার সাথে হেলান দেয়া : এটা তার মহান আল্লাহর আশ্রয় লাভের ইঙ্গিত।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে সাহাবা বা তাবেয়ীনগণের কোন একজনকে বা সকলকে জীবিত স্বপ্নে দেখে, তবে এটা তার এবং তার পরিবারের ধর্মীয় শক্তি ও যোগ্যতা বুঝাবে এবং স্বপ্নদ্রষ্টা মান-সম্মান, ইজ্জত-সম্মান লাভ করবে এবং তার কাজ উঁচু এবং প্রশংসিত হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা:) কে জীবিত অবস্থায় দেখে, তবে মহান আল্লাহর বান্দাদের প্রতি দয়া ও মমতার গুণে তাকে গুণান্বিত করা হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে হযরত উসমান (রা:) কে জীবিতাবস্থায় দেখে, তবে লজ্জা, ভয়-ভীতির (যা ব্যক্তিত্বের প্রভাবের কারণে হয়ে থাকে) গুণে ভূষিত হবে এবং তার হিংসুকের সংখ্যা বেড়ে যাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন মৃত সালেহ বা সৎ লোককে কোন শহরে জীবিত দেখে, তবে উক্ত শহরবাসীরা প্রাচুর্য ও স্বচ্ছলতা লাভ করবে এবং শাসকদের পক্ষ হতে ন্যায় বিচার পাবে এবং রঈস বা প্রতাপশালীদের অবস্থার সংশোধন হবে।

আযান-একামত সম্পর্কে স্বপ্ন দেখা

বর্ণিত আছে, একজন লোক ইমাম ইবনে শিরীন (রহ:) এর নিকট এসে বলল, স্বপ্নে অমি আযান দিতে দেখছি। উত্তরে তিনি বললেন, তুমি হজ্জ করবে। লোকটি কিছুদিন পর পুনরায় এসে বলল, আমি আযান দিতে দেখেছি। উত্তরে ইমাম (রহ:) বললেন, তোমার হাত কাটা যাবে। লোকটি বলল, আপনি একই স্বপ্নের দু'ধররেনর তা'বীর বা ব্যাখ্যা দিলেন কেন ? উত্তরে ইমাম ইবনে শিরীন (রহ:) বললেন, ১ম বার তোমার চেহারা উজ্জ্বল ও জ্যোতিময় দেখেছি, সুতরাং কুরআনের এ আয়াতে রয়েছে : "হে ইবরাহীম! তুমি লোকদের মধ্যে হজ্জের

ঘোষণা প্রচার করে দাও।" (সুরা : হজ্জ, আয়াত : ২৭) আমি এ আয়াত হতে স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়েছি এবং ২য় বার তোমার চেহারা মলিন দেখেছি। সুতরাং কুরআনের এ আয়াতে রয়েছে :"কোন ঘোষণাকারী ঘোষণা করল, হে কাফেলার লোক সকল, তোমরা চোর।" (সূরা : ইউসুফ, আয়াত : ৭০) এ আয়াত হতে স্বপ্নের তা'বীর বা ব্যাখ্যা দিয়েছি।

আবদুল্লাহ বিন জায়েদ আনসারী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আযান সম্পর্কে স্বেপ্ন দেখেছিলাম, তা বর্ণনা করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : এ স্বপ্ন সত্য, দাঁড়াও এবং বেলালকে তা শিক্ষা দাও, কেননা, বেলালের আওয়াজ তোমার চেয়ে উচ্চ। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তা করলাম (আর বেলাল উচ্চস্বরে আযান দিতে লাগলেন) বেলালের আযান শুনে হযরত ওমর (রা:) তাড়াহুড়া করে তার চাদর (লুংগী) হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আবদুল্লাহ বিন জায়েদ স্বেপ্ন দেখেছে, আমিও তা দেখেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : এটা তো আরও অকাট্য ও জোরালোভাবে প্রমাণিত হল।

আবদুল্লাহ বিন জায়েদ আনসারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (আযানের জন্য) ঘণ্টা (বাজানের) চিন্তা-ভাবনা করলেন এবং বিউগল খরিদের আদেশ দিলেন। সে রাত্রেই আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম, একজন লোক দু'টি সবুজ চাদর পরে একটি বিউগল হাতে নিয়া যাচ্ছিল। জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর বান্দা, তুমি কি বিউগলটি বিক্রি করবে ? লোকটি বলল, তুমি এর দ্বারা কি করবে ? আমি বললাম, নামাযের জন্য আহ্বান করব। লোকটি বলল, আমি কি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম জিনিস শিক্ষা দিব না ? আমি বললাম, হাঁ, অবশ্যই। লোকটি বলল, (আযানের জন্য) আল্লাহু আকবার 'মহান আল্লাহ আকবার' বলবে এবং আযানের শব্দগুলো আমাকে শিখিয়ে দিল। কিছুক্ষণ বিরতির পর আবার একামতের শব্দগুলো শিখাল। ঘুম হতে উঠে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে পৌঁছলাম এবং সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের ভাই (সাহাবদেরকে লক্ষ্য করে) একটি স্বপ্ন দেখেছে, (এ বলে তিনি আমাকে বললেন) তুমি বেলালের সাথে মসজিদে যাও এবং শব্দগুলো বেলালকে শুনাও এবং বেলাল যেন উচ্চস্বরে এ শব্দগুলো বলে, কেননা বেলালের আওয়াজ তোমার আওয়াজের চেয়ে অনেক উচ্চ। অত:পর বেলালের সাথে আমি মসজিদে পৌঁছলাম এবং শব্দগুলো বেলালকে শুনাতে লাগলাম, আর বেলাল উচ্চস্বরে

আযান দিতে লাগল, আজানের আওয়াজ শুনে হযরত উমর (রা:) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমিও এরূপ স্বপ্ন দেখেছি যেরূপ আবদুল্লাহ বিন জায়েদ আনসারী স্বপ্নে দেখেছে।

উস্তাদ আবু সাআদ বলেন, ব্যেক্তি স্বপ্নে একবার বা দুইবার আযান একামত দিতে এবং ফরনামাআদায় করতে দেখবে, তার হজ্জ এবং ওমরা নসীব হবে। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন :

بالـحج ـ:واذن فى الـنا

অর্থাৎ : "হে ইবরাহীম(আ:)! মানুষের মধ্যে তুমি হজ্জের এলান বা ঘোষণা শুনিয়ে দাও!" (সূরা : হজ্জ, আয়াত : ২৭)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মিনারায় উঠে আযান দিতে দেখে, তবে সে হকের দিকে মানুষকে আহ্বানকারী হবে, এবং তাহার হজ্জ নসীবেরও সম্ভাবনা রয়েছে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কুয়ার মধ্যে আযান দিতে দেখে, তবে সে মানুষকে এক দূরের সফরের জন্য উদ্বুদ্ধ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে আযান দিতে দেখে, অথচ সে মুয়াজ্জিন নয়, তবে সে যদি বাদশাহ হওয়ার যোগ্যতা রাখে, তবে পের্যন্ত তার আজানের আওয়াজ পৌছিবে, সে পর্যন্ত রাজত্ব ও বাদশাহী লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি কোন টিলার উপর দাঁড়িয়ে আযান দিতে দেখে, তবে কোন আজমী (আনারবী) লোকের নিকট হতে রাজত্ব লাভ করবে, আর যদি রাজত্ব করার যোগ্যতা না রাখে, তবে কোন লাভবান ব্যবসা বা কোন মন:পুত পেশা হাতে আসবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে আযানে কোন কিছু বাড়িয়ে বা কমিয়ে দিতে বা কোন শব্দ পরিবর্তন করে দিতে দেখে, তবে সে বাড়ানো কমানো হিসাবে মানুষের উপর জুলুম করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে রাজপথে আযান দিতে দেখে আর লোকটি যদি সৎ হয়, তবে সে মানুষকে সৎ কাজে আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে। আর যদি ফাসাদী বা অনিষ্টকারী হয়, তবে তাকে হত্যা করা হবে।

যদি কোন ব্যক্তি দেয়ালে দাঁড়িয়ে আযান দিতে দেখে, তবে সে কোন ব্যক্তিকে সন্ধির দিকে ডাকবে, আর যদি ঘরের ছাদের উপর দাঁড়িয়ে আযান দিতে দেখে, তাবে তার স্ত্রী মারা যাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কা'বা শরীফের ছাদের উপর দাঁড়িয়ে আযান দিতে দেখে, তবে তার দ্বারা কোন বেদআতী কাজ প্রকাশ পাবে, আর কা'বা শরীফের ভিতরে আযান দিতে দেখা, কোন প্রশংসনীয় বা মঙ্গলজনক কাজ নয়।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার পড়শীর ছাদে উঠে আযান দিতে দেখে, তবে সে তার পড়শীর স্ত্রী বা পরিবারের সাথে খিয়ানত করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন সম্প্রদায় বা দলে আযান দিতে দেখে, আর তারা যদি তার আযানের উত্তর না দেয়, তবে সে কোন জালেম সম্প্রদায়ের মধ্যে বসবাস করছে, কেননা মহান আল্লাহ্ বলেন :

فاذن مؤذن بينهم ان لعنة الله على الظالمين ـ

অর্থাৎ : "উভয়ের মধ্যে মুয়াজ্জেন বা ঘোষণকারী ঘোষণা করবে যে, মহান আল্লাহর লা'নত জালেমদের উপর।' (সূরা : আল-আ'রাফ, আয়াত : ৪৪)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে আযান-একামত দিতে দেখে, তবে সে সুন্নত জীবিত করবে এবং বেদআত ধ্বংস করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন বাচ্চাকে আযান দিতে দেখে, তবে এটা তার মাতাপিতার প্রতি মিথ্যা অপবাদ রটানো হয়েছিল, তা হতে সে মুক্তি ও অব্যাহতির ইঙ্গিত বহন করে, যেহেতু স্বয়ং হযরত ঈসা (আ:) এর ঘটনা এর সাক্ষ্য দেয়।

যদি কোন ব্যক্তি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (ঠাণ্ডা) গোসলখানায় আযান দিতে দেখে, তবে প্রবল জ্বর হবে, আর যদি গরম গোসলখানায় আযান দিতে দেখে, তবে সামান্য জ্বর হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে বাদশার গেটে (দরজায়) আযান দিতে দেখে, তবে সে হক্ব কথা বলবে।

ইমাম ইবনে সীরিন (রহ:) বলেন : আযান ঘনিষ্ঠ লোকের বিচ্ছেদের প্রতিধ্বনি, তার প্রমাণ কুরআনে পাকের এ আয়াত :

واذان من الله ورسوله الى النا :. يوم الحج الاكبر

অর্থাৎ : "মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ হতে মুশরেকদের সাথে মহান হজ্জের দিন সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা করে দেয়া হচ্ছে যে, মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুশরেকদের হতে দায়িত্বমুক্ত। (সূরা : আত-তাওবাহ, আয়াত : ৩)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কাফেলা বা যাত্রীদলে আযান দিতে দেখে, তবে সে চুরি করবে, যেহেতু মহান আল্লাহ্ বলেন :

ايتها اعير انكم لسارقون -

অর্থাৎ : "হে কাফেলার লোকজন! তোমরা অবশ্যই চুরি করেছ।"

(সূরা : ইউসুফ, আয়াত : ৭০)

সেনা ছাউনি অথবা মরুভূমিতে আযান দেওয়া, চোরদের গুপ্তচর বুঝাইবে।

যদি কোন বন্দীকে দাঁড়িয়ে আযান-একামত দিতে দেখে, তবে সে মুক্তি পাবে। আর যদি সে বন্দী না হয়ে বরং নামাযের জন্য একামত দিতে দেখে, তবে সে কোন উঁচু ধরনের কাজ প্রতিষ্ঠিত করবে, যার দ্বারা সে উত্তম প্রশংসার যোগ্য হবে।যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে খাটে দাঁড়িয়ে ঘরের দরজায় একমত দিতে দেখে, তবে সে মারা যাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে খেলাধুলার মানসে (তুচ্ছ তাচ্ছিল্যে) আযান দিতে দেখে, তবে তার বিবেক ও জ্ঞান-বুদ্ধি নষ্ট হবে (পাগল হবে), যেহেতু মহান আল্লাহ্ বলেন :

واذا ناديتم الى الصلوة اتخذوها هزوا ولعبا بانهم قوم لا يعقلون -

অর্থাৎ : "যখন তোমরা তাকে নামাজের দিকে আহ্বান কর, তখন তারা একে হাসি তামাশা এবং খেলাধুলা মনে করে, এটা এ জন্যই যে, তারা বোকা ও নির্বোধ।" (সুরা : আল-মায়েদা, আয়াতে : ৫৮)

দানিয়াল সগীর হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : যদি কোন ব্যক্তি আযান : একামত দিতে এবং নামাপড়তে দেখে, তবে বুঝতে হবে, তার আমল বা কাজ-কর্ম পূর্ণ হয়েছে, আর এটাই তার মৃত্যুর দলীল বা আলামত।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন বাজারে আযান শুনতে দেখে, তবে ঐ বাজারের কোন লোকের মৃত্যু হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে আযান শুনতে দেখে, কিন্তু এটাকে সে অপছন্দ করে, তবে সে কোন খারাপ কাজের দিকে মানুষকে আহ্বান করবে।

উস্তাদ আবু সা'আদ বলেন, আযান-একামত স্বপ্নে দেখার ব্যাপারে উসুল বা নিয়ম হচ্ছে : যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে সঠিক স্থানে যোগ্য লোককে আযান দিতে দেখে, তবে এটা তার জন্য প্রশংসানীয় হবে, আর যদি অযোগ্য লোককে বেঠিক

স্থানে আযান দিতে দেখে, তবে এটা খারাপ এবং অপছন্দনীয় হবে। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি পুঁতিগন্ধময় স্থানে আযান দিতে দেখে, তবে সে কোন বোকাকে আপোষের জন্য ডাকবে কিন্তু সে এটা গ্রহণ করবে না।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিরুপায় হয়ে আযান দিতে দেখে, তবে সে স্ত্রীসহবাস করবে।

কুরআনে কারীমের সূরা বা অংশ স্বপ্নে দেখা

বর্ণিত আছে, কোন এক কারী সাহেব স্বপ্নে দেখতে পেলেন যে, সে যেন কুরআন শরীফের একটি একটি করে পাতা ছিড়ছে এবং আগুনে ফেলছে, যার ফলে অগ্নিশিখা শান্ত (স্থির) রয়েছে। কোন এক স্বপ্ন ব্যাখ্যাদাতার নিকট জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, শীঘ্রই বাদশাহর পক্ষ হতে এক বিরাট ফিতনা দেখা দিবে এবং তোমার কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে তা দমন করা হবে। স্বপ্নের ফলাফল তা-ই হল, যা তিনি বর্ণনা করেছেন।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কুরআন শরীফের তিলাওয়াত শুনতে দেখে, তবে তার রাজত্ব বা যুক্তিতর্ক মজবুত হবে, তার পরিণামফল ভাল হবে, চক্রান্তকারীদের চক্রান্ত হ'তে নিরাপদে থাকবে।

হযরত কাতাদাহ (রা:) ইমাম হাসান (রা:) হতে বর্ণনা করেন : একজন লোক মৃত্যুবরণ করলে তার ভাই তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কোন আমল সবচেয়ে উত্তম এবং উপকারী পায়েছেন ? উত্তরে তিনি বললেন, পবিত্র কুরআন। আবার জিজ্ঞেস করলেন, কুরআনের কোন অংশ ? তিনি বললেন, আয়াতুল কুরসী। জিজ্ঞেস করলেন, মানুষ কি (মুক্তির) আশা করতে পারে ? উত্তরে তিনি বললেন,, হাঁ। তোমরা আমল কর কিন্তু তার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য জান না, আর আমরা তার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য জানি কিন্তু আমল করতে পারি না।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে সূরা ফাতেহা বা তার কিছু অংশ পড়তে দেখে, তবে তার জন্য সমস্ত মঙ্গলের দরজা খুলে দেয়া হবে এবং সমস্ত অমঙ্গলের দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে এবং কোন দোয়া করবে, মহান আল্লাহ তা কবুল করবনে। আর পর্যায়ক্রমে ৭ জন মহিলার সাথে তার বিবাহ হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে সূরা বাকারাহ বা তার কিছু অংশ পড়তে দেখে, তবে তার দ্বীন ধর্ম উত্তম হবে এবং সে দীর্ঘজীবী হবে, অথবা সে এক জায়গা হতে অন্র জায়গায় স্থানান্তরিত হবে এবং তথায় মানসম্মান লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে সূরা আল-ইমরান বা তার কিছু অংশ পড়তে দেখে, তবে তার জেহেনাশক্তি পরিচ্ছন্ন ও তীক্ষ্ণ হবে এবং মন পবিত্র হবে এবং বাতেল

পন্থীদের সাথে মুনাজেরা বা তর্কযুদ্ধ করবে এবং গোটা পরিবারে সে হতভাগা হবে এবং অত্যধিক সফর করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে সূরা আন-নিসা বা তার কিছু অংশ পড়তে দেখে, তবে সে উত্তরাধিকার-সম্পদ বন্টন করবে এবং দাসী বা স্বাধীন মহিলার মালিক (স্বামী) হবে। কেউ বলেন, শেষ বয়সে কোন সুন্দরী মহিলার সাথে তার বিবাহ হবে কিন্তু ঘর সংসারে কোন বনিবনা হবে না। লোকটি স্পষ্টভাষী এবং প্রতিবাদমুখী হবে এবং দীর্ঘজীবি হওয়ার পর উত্তরাধিকার সম্পদ রেখে যাবে।

ব্যেক্তি সূরা আল-মায়েদা পড়তে দেখবে, তার শান-শওকত উঁচু হবে, ইয়াকীন বা দৃঢ়বিশ্বাসী হবে, উত্তম তাকওয়া বিশিষ্ট এবং পরহেজগার হবে, মানুষকে খাওয়ানো পরানোর ব্যাপারে অত্যন্ত উদার ও ভদ্র হবে, তবে সে কোন জালেম সম্প্রদায়ের দ্বারা কষ্ট পাবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আল-আনআম পড়তে দেখবে, তার জীব জানোয়ার ়তুষ্পদ জন্তু এবং সওয়ারী অধিক হবে এবং দাতার গুণে গুণান্বিত হবে, এবং ়ত্তম জীবিকা লাভ করবে, দ্বীনের রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং ইহ-পরকাল সৌভাগ্যশালী হবে।

ব্যেক্তি সূরা আল-আরাফ পড়তে দেখবে, তাহলে সে সীনাই পাহাড়ে আরোহণ না করা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না। এবং কোন ইলমের কিছু অংশ পাবে ও তার দ্বারা উপকৃত হবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আল-আনফাল পড়তে দেখবে, মহান আল্লাহ তাকে শত্রুদের উপর জয়ী করবেন। মালে গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ দান করবেন এবং তার মাথায় ইজ্জতের টুপি পরানো হবে, এবং দ্বীনের ব্যাপারে শান্তি ও নিরাপদ থাকবে।

ব্যেক্তি সূরা আত-তাওবা বা তার কিছু অংশ পড়তে দেখবে, সে প্রশংসনীয় জীবন যাপন করবে এবং তওবার উপর মৃত্যুবরণ করবে এবং নেক লোকদেরকে ভালবাসবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা ইউনুস পড়তে দেখবে, তার ইবাদত বন্দেগী উত্তম হবে এবং কোন যাদুমন্ত্র বা চক্রান্ত তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। সম্পদের কিছু ক্ষতি হবে, সর্বদা মানুষের উপকার করা এবং সুসংবাদ শোনানোর জন্য তৈরী থাকবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা ইউসুফ বা তার কিছু অংশ পড়তে দেখবে, প্রথমে অত্যাচারিত হবে, কিন্তু পরবর্তীতে সে বাদশাহ হবে, সফরের সম্মুখীন হবে এবং

সেখানেরই স্থায়ী বাসিন্দা হবে। পরিবারের লোকেরাই তার শত্রু হবে এবং বিদেশ সফরে লাভবান হবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আর রাআ'দ তিলাওয়াত করতে দেখবে, দ্বীনের দাওয়াতের রক্ষণাবেক্ষণকারী হবে এবং তাড়াতাড়ি বৃদ্ধ হবে। কেউ বলেন, তাড়াতাড়ি তার মৃত্যু হবে এবং দারিদ্রতা লেগেই থাকবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা ইব্রাহিম পড়তে দেখবে, মহান আল্লাহর নিকট তার দ্বীন ধর্ম এবং কার্যকলাপ অত্যন্ত পছনদনীয় হবে। তওবাকারী ও তসবিহ পাঠকারীদের মধ্যে শামিল হবে।

ব্যেক্তি সূরা আল-হিজর পড়তে দেখবে, মেহান আল্লাহর নিকট এবং মানুষের নিকট প্রশংসনীয় হবে। বাদশাহ পড়লে, তার সময় শেষ হয়েছে বলে মনে করতে হবে। কাজী পড়লে তার চরিত্র উত্তম হবে, আলেম পড়লে সসম্মানে মৃত্যুবরণ করবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আন-নাহল পড়তে দেখবে, সে ইলম বা জ্ঞান লাভ করবে। অসুস্থ হলে আরোগ্য লাভ করবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যশীল হবে এবং তার রিজিক সংরক্ষিত থাকবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা বনি ইসরাঈল পড়তে দেখবে, সে মহান আল্লাহর নিকট মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হবে এবং শক্রুদের উপর বিজয়ী হবে। বাদশাহ তার উপর জুলুম করবে। কোন সম্প্রদায়ের দুরভিসন্ধি ও চক্রান্ত হতে বেঁচে থাকবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আল-কাহাফ পড়তে দেখবে, তার আশা-আকাংখা পূর্ণ হবে, অবস্থা ভাল হবে এবং এত দীর্ঘ হায়াত লাভ জরবে যে. জীবনের প্রতি বিরক্ত হয়ে যাবে এবং মৃত্যুর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হবে। এবং সেম্প্রদায়ে আশ্রয় নিবে, তাদের দ্বারা উপকৃত হবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা মরিয়ম পড়তে দেখবে, রাসূলের সুন্নত জীবিত করবে এবং তার উপর মিথ্যা অপবাদ রটানো হবে কিন্তু পরবর্তীতে সে পবিত্র ও নির্দোষ প্রমাণিত হবে। সংকীর্ণতার শিকার হবে কিন্তু মহান আল্লাহ তাকে প্রশস্ততা দান করবেন।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা ত্বা'হা পড়তে দেখবে, যাদুকরের যাদুমন্ত্র তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। সে সৎ কাজ করবে, সৎলোকদের সাথে জীবন-যাপন করবে এবং তাহাজ্জুদ নামাযকে অত্যন্ত পছন্দ করবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আল-আম্বিয়া পড়তে দেখবে, সে কাঠিন্যের পর নম্রতা এবং দু:খ-দারিদ্রের পর প্রাচুর্য লাভ করবে এবং তাকে ইলম ও বিনয় গুণ দেয়া হবে এবং মানুষের প্রতি সৎ ধারণা রাখবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আল-হাজ্জ পড়তে দেখবে, ইনশা আল্লাহ বার বার হজ্জ ও ওমরা পালন করার নসীব হবে আর তার কোন বিমার থাকলে তা থেকে মুক্তি লাভ করবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আল-মু'মিনুন পড়তে দেখবে, তার ঈমান মজবুত হবে এবং ঈমানের উপরই সে মৃত্যুবরণ করবে। রাত্রে দীর্ঘ সময় দণ্ডায়মান থেকে এবাদত বন্দেগী করা পছন্দ করবে। আর সে মহান আল্লাহর নিকট বিনীয় হবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আন-নূর পড়তে দেখবে, মহান আল্লাহ তার দিল এবং কবরকে নূরান্বিত করে দিবেন এবং সে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করবে। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই মানুষের সাথে তার দুস্তি অথবা দুশমনী হবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আল-ফুরকান পড়তে দেখবে, সে হক্ক এবং বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে এবং হক্ক ও সত্যকে পছন্দ এবং বাতেল বা মিথ্যাকে অপছন্দ করবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আল-কাসাস পড়তে দেখবে, সে ব্যক্তি হালাল সম্পদ ও ধনভাণ্ডার লাভ করতে পারবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আল-আনকাবুত পড়তে দেখবে, মৃত্যু পর্যন্ত মহান আল্লাহর নিরাপত্তা এবং হেফাজতে থাকবে, এবং কখনও মহান আল্লাহ তাকে নির্জনতা বা একাকীত্বে ফেলবেন না।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা রুম পড়তে দেখবে, মহান আল্লাহ তার হাতে মুশরিকদের কোন শহর বিজিত করবেন এবং তার মাধ্যমে কোন সম্প্রদায়কে হেদায়েত দান করবেন। স্বপ্নদ্রষ্টা যদি বাদশাহ হয়, তবে আলেম হবে। আর যদি ব্যবসায়ী বা কাজী হয়, তবে অধিক লাভবান হবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা লোকমান পাঠ করতে দেখবে, তাকে হস্তরেখার হেকমত, প্রজ্ঞা ও তত্ত্ব জ্ঞান দান করবেন।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা সিজদাহ পড়তে দেখবে, সে সিজদার অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে এবং মহান আল্লাহর নিকট সফলকামদের মধ্যে গণ্য হবে, তার বিশ্বাস অত্যন্ত দৃঢ় এবং পাক্কা তাওহীদবাদী হবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আন-নামল পড়তে দেখবে, সে ব্যক্তি রাজত্ব ও সর্দারী লাভ করবেএবং সত্যকে পছন্দ ও মিথ্যাকে অপছন্দ করবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আল-আহযাব পাঠ করতে দেখবে, সে হকের অনুসারী ও পরহেজগারদের অন্তর্ভূক্ত হবে। কেউ বলেন, সে দীর্ঘজীবি এবং বন্ধুদের সাথে চক্রান্তকারী হবে এবং নিজ বংশের খুব প্রশংসা করবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আস-সাবা পড়তে দেখবে, তাহলে দুনিয়ার প্রতি তার অনাসক্তি সৃষ্টি হবে এবং নির্জনতা বা একাকী থাকাকে অগ্রাধিকার দিবে। কেউ বলেন : ব্যক্তিগতভাবে সে অত্যন্ত বাহাদুর হবে এবং অস্ত্র বহন করাকে সে পছন্দ করবে।

সে ব্যক্তি স্বপ্নে সূরা ফাতের পড়বে, মহান আল্লাহ তার উপর নিয়ামতের দরজা খুলে দিবেন। কেউ বলেন : সে মহান আল্লাহর দিদার লাভ করবে এবং মহান আল্লাহর অলীগণের মধ্যে পরিগণিত হবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা ইয়াসীন পড়তে দেখবে, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্মমের পরিবারের মহব্বত লাভ হবে এবং তারর দ্বীন অত্যন্ত মজবুত হবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আস-সাফফাত পড়তে দেখবে, মহান আল্লাহ তাকে আনুগত্যশীল, দৃঢ়বিশ্বাসী পুত্রসন্তান দান করবেন এবং সে হালাল রুজি লাভ করবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা সাদ পড়তে দেখবে, তার সম্পদ অধিক হবে এবং পেশায় দক্ষ হবে এবং আত্ম মর্যাদাশীল হবে।

ব্যেক্তি সূরা আয-যুমার পড়তে দেখবে, তার দ্বীনধর্ম খাঁটি হবে এবং পরিণাম ফর ভাল হবে। কেউ বলেন, সে এত দীর্ঘায়ু লাভ করবে যে, পুত্র, প্রপৌত্র দেখতে পাবে। এরও সম্ভাবনা রয়েছে যে, সে সফর করবে কিন্তু দেশে আর ফিরে আসবে না।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আল মু'মিন পড়তে দেখবে, ইহ-পরকালে সে উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে এবং তার হাতে ভাল কাজ জারী হবে এবং তার বিশ্বাস সঠিক হবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা হা-মীম সেজদা পড়তে দেখবে, সে হকের দিকে মানুষকে আহ্বান করবে এবং অধিক লোক তাকে ভালবাসবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা হা-মীম আইন সীন ক্বাফ পড়তে দেখবে, সে অনেক দীর্ঘ হায়াত লাভ করবে এবং ইলম ও আমলের দ্বারা উপকৃত হবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আয-যুখরূফ পড়তে দেখবে, সে কথায় সত্য হবে এবং দু:খ কষ্টে জীবিকা নির্বাহ হবে, এবং তার অবস্থা সংকীর্ণ হবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আদ-দুখান পড়তে দেখবে, সে ধন-সম্পদ লাভ করবে এবং বিশ্বাসের দুর্বলতা, কবর আযাব, দোযখের আযাব এবং জালেমদের প্রতাপ হতে সে বেঁচে থাকবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আল-জাছিয়া পড়তে দেখবে, যতদিন সে জীবিত থাকবে, ততদিন সে মহান আল্লাহর সম্মুখে বিনয়ী থাকবে এবং সে দুনিয়াত্যাগী হবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আল-আহক্বাফ পড়তে দেখবে, সে দুনিয়াতে আশ্চর্যজনক ঘটনাবলী অবলোকন করতে পারবে। মাতা-পিতার অবাধ্য হবে, এবং শেষ জীবনে খাঁটি তওবা করতে সক্ষম হবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আল-কেতাল বা সূরা মুহাম্মদ (সা:) পড়তে দেখবে, তার চরিত্র উত্তম হবে এবং ফেরেশতারা সুন্দর আকৃতিতে তার নিকট আগমন করবেন।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আল-ফাতাহ পড়তে দেখবে, তাকে জিহাদের তওফীক দেয়া হবে এবং সে মহান আল্লাহর প্রিয়তম হতে পারবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আল-হুজুরাত পড়তে দেখবে, আত্মীয়দের সাথে সে সৎ ব্যবহার করবে এবং মানুষের দিলে ভালবাসা সৃষ্টি করতে পারবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা ক্বাফ পড়তে দেখবে, তার রিজিক প্রশস্ত হবে, সে আলেম হবে, লোকজন তার মুখাপেক্ষী থাকবে, শেষ জীবন তার প্রথম জীবনের চেয়ে উত্তম হবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আয-যারিয়াত পড়তে দেখবে, ক্ষেত-খামারের মাধ্যমে সে জীবিকা লাভ করবে বা কোন ধর্মের প্রতি সে ঝুকিয়ে পড়বে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আত-তুর পড়তে দেখবে, তার স্বপ্ন এই ইঙ্গিত করে যে, সে মক্কার পড়শি (বাসিন্দা) হবে এবং তার দ্বীন মহান আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় হবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা-আন-নাজম পড়তে দেখবে, সে মর্যাদা সম্পন্ন সুন্দর (সুদর্শন) পুত্র সন্তান লাভ করবে।

কেউ বলেন : তার সন্তানাদি বেশী হবে, এবং ইলম ও তাকওয়ার অধিকারী হবে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভেই সে মৃত্যুবরণ করবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আল-ক্বামার পড়তে দেখবে, তাকে যাদু করা হবে কিন্তু কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আর-রাহমান পড়তে দেখবে, দুনিয়াতে সে মহান আল্লাহর নিয়ামত এবং আখেরাতে মহান আল্লাহর রহমত লাভ করতে পারবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আল-ওয়াক্বেয়া পড়তে দেখবে, সে নেক কাজে অগ্রগামী হবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আল-হাদীদ পড়তে দেখবে, সে সুঠাম দেহ, সম্পদশালী জ্ঞানের উত্তরাধিকারী এবং প্রশংসিত হবে এবং প্রত্যেক কাজে ভাল ফলাফল লাভ করতে পারবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আল-মুজাদেলা পড়তে দেখবে, সে বাতেলপন্থীদের পক্ষ অবলম্বন করে তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং তাদের পক্ষে জোরালো যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নযোগে সূরা হাশর পড়তে দেখবে, মহান আল্লাহ তার দুশমনদের নিপাত করবেন। হাশরের মাঠে তাকে ডাকবেন এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আল-মুমতাহেনা পড়তে দেখবে, সে ব্যক্তি বিপদাপদ এবং পরিশ্রমে লিপ্ত হবে, তবে এর বিনিময় সে পুরস্কার লাভ করবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আস-সাফ পড়বে, সে শাহাদত বরণ করবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আল-জুমআ পড়তে দেখবে, মহান আল্লাহ তার জন্য ইহ-পরকালের সমস্ত মঙ্গল একত্রিত করে দিবেন।

ব্যেক্তি সূরা আল-মুনাফেকুন পড়তে দেখবে, সে নেফাক বা কুটিলতার বিমার হতে মুক্তি লাভ করতে পারবে।

ব্যেক্তি সূরা আত-ত্যাগাবুন পড়তে দেখবে, সে হেদায়াতের উপর অটল থাকবে এবং ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আত-ত্বালাক পড়তে দেখবে, এটা স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া অবশেষে বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাকের প্রতি ইঙ্গিত করবে এবং সে স্ত্রীর মোহরানা আদায় করবে।

ব্যেক্তি স্বপযোগ্নে সূরা আত-তাহরীম পড়তে দেখবে, সে হারাম জিনিস কামাই হতে বেঁচে থাকবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আল-মুলক পড়তে দেখবে, তার ধন-সম্পদ অধিক হবে এবং ইহ-পরকালের মঙ্গল লাভ করতে পারবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সুরা নুন পড়তে দেখবে, হস্তরেখা এবং বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলায় পারদর্শিতা লাভ করবে। তার প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ হবে, সে সফলকাম হবে এবং কাজী বা বিচারক নিযুক্ত হবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আল-হা'ক্বাহ পড়তে দেখবে, সে হক্কের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তাকে মারপিট করা বা তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কর্তন করার সম্ভাবনাও রয়েছে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আল-মাআ'রেজ পড়তে দেখবে, সে নিরাপত্তা ও সাহায্য লাভ করবে এবং বিজয়ী হবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা নূহ পড়তে দেখবে, সে সৎ কাজে আদেশ দাতা এবং অসৎ কাজে নিষেধকারী হবে এবং শক্রুদের উপর বিজয়ী হবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা জ্বীন পড়তে দেখবে, সে জ্বীনের অনিষ্ট, অত্যাচার হতে হেফাজতে থাকবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা মুজ্জাম্মেল পড়তে দেখবে, তাকে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ার তওফীক দেওয়া হবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা মুদ্দাসসের পড়তে দেখবে, তার জ্ঞান-বুদ্ধি ও অভ্যন্তরীন চরিত্র উত্তম হবে এবং অত্যন্ত ধৈর্য্যশীল ও কৃতজ্ঞ হবে। রিজিকের সংকীর্ণতা দেখা দিবে, তবে মহান আল্লাহ তাহা দূর করে দিবেন।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা ক্বিয়ামাহ পড়তে দেখবে, সে কসম খাওয়া বা মিথ্যা শপথ গ্রহণ করা হতে বেঁচে থাকবে এবং কখনও সে শপথ গ্রহণ করবে না।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা গাশিয়াহ পড়তে দেখবে, তার জীবন আনন্দময় হবে, কৃতজ্ঞতা ও দান খয়রাতের তওফিক হবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আল-মুরসালাত পড়তে দেখবে, তার রিজিক প্রশস্ত হবে এবং শক্রুদের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আন-নারা পড়তে দেখবে, তার শান-শওকত বৃদ্ধি পাবে এবং তার সুনাম ছড়িয়ে পড়বে এবং মনের সমস্ত পেরেশানী দূর হয়ে যাবে।

ব্যেক্তি সূরা আন-না'যেআত পড়তে দেখবে, তার দিল হতে চিন্তা-ফিকির এবং খিয়ানত দূর হয়ে যাবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আবাসা পড়তে দেখবে, সে বেশী বেশী সদকা দিতে পারবে এবং মালের যাকাত আদায় করবে এবং তার উপর বিভিন্ন খাতের যাকাত ফরজ হবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আত-তাকবীর পড়তে দেখবে, সে পূর্বদিকের সফর বেশী করবে এবং সফরে অত্যন্ত লাভবান হবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আল : ইনফেতার পড়তে দেখবে, সে রাজা-বাদশাহদের নৈকট্য লাভ করবে এবং রাজা-বাদশাহগণ তার ইজ্জত ও সম্মান করবেন।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আল : মুতাফফেফীন পড়তে দেখবে, সে আমানতদার, ন্যায় বিচারক হবে এবং বন্ধুত্ব ও দায়িত্ব পালন করার তওফীক লাভ করবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আল : ইনশেক্বাক পড়তে দেখবে, তার অধিক সন্তান হবে এবং বংশবৃদ্ধি পাবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আল : বুরুজ পড়তে দেখবে, সে যাবতীয় চিন্তুমুক্ত হবে এবং বিশেষ ধরনের এলেমের দ্বারা তার সম্মান বৃদ্ধি পাবে। কেউ বলেন : জ্যোতি বিজ্ঞানের মাধ্যমে তার সুনাম বৃদ্ধি পাবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আত : ত্বারেক পড়তে দেখবে, তার দিলে বেশী বেশী মহান আল্লাহর জিকির এবং তাসবীহ্ পড়ার প্রেরণা সৃষ্টি হবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আল : আ'লা পড়তে দেখবে, তার যাবতীয় কাজ সহজ হবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আল : গাশিয়াহ্ পড়তে দেখবে, তার মান-সম্মান বৃদ্ধি পাবে এবং তার ইলম ও সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আল : বালাদ পড়তে দেখবে, তাকে ইয়াতীমদিগকে খানা খাওয়ানো, দু:খিত এবং দুর্বল মানুষের প্রতি দয়ার তওফীক দেয়া হবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আশ্ : শামছ পড়তে দেখবে, প্রত্যেক বিষয়ে তাকে জ্ঞান-বুদ্ধি করবেন এবং তীক্ষ্ণ ধীশক্তি প্রদান করা হবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সুরা আল-লাইল পড়তে দেখবে, তার রাত্রি জাগরণের তাওফীক হবে এবং মান : মর্যাদা হানির হাত হতে বেঁচে থাকবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আদ্ : দোহা পড়তে দেখবে, সে ইয়াতীম মিসকীনদের সম্মান করবে।

বর্ণিত আছে : হযরত আলী (রা:) এর বংশীয় কোন এক লোক স্বপ্নে দেখলেন, তার কপালে সূরা আদ-দোহা লিখিত আছে। হযরত ইবনে মুসাইয়্যাব (রা:) কে এটা জানানো হলে তিনি বললেন যে, তার মৃত্যু ঘনাইয়া আসছে। ফলত: পরবর্তী রাত্রেই তিনি মৃত্যুবরণ করলেন।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আলাম : নাশরাহ্ পড়তে দেখবে, ইসলামের জন্য মহান আল্লাহ তার দিল খুলে দিবেন এবং তার যাবতীয় কাজ-কর্ম সহজ করে দিবেন এবং চিন্তা-ফিকির দূর করে দিবেন।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আত : ত্বীন পড়তে দেখবে, তাড়াতাড়িই মহান আল্লাহ তার আশা-আকাংখা পূর্ণ করে দিবেন এবং তার জীবিকা অন্বেষণ সহজ করে দিবেন।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আল্-ইক্বরা : পড়তে দেখবে, সে বিনয় ও নম্রতা, ভাষার বিশুদ্ধতা এবং হস্তলেখায় সৌন্দর্যতা লাভ করবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা ক্বাদর পড়তে দেখবে, সে দীর্ঘজীবি হবে এবং তার সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আল : বাইয়্যেনা পড়তে দেখবে, মহান আল্লাহ তার হাতে এক পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করবেন।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আয-যিলযাল পড়বে, মহান আল্লাহ তার দ্বারা কাফেরদের অন্তরে ও পায়ে কম্পন সৃষ্টি করে দিবেন।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আল : আদিয়াত পড়তে দেখবে, সে উৎকৃষ্ট ও উন্নতমানের ঘোড়া লাভ করবে, যা দ্বারা সে উপকৃত হবে এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আল : ক্বারেআহ পড়তে দেখবে, তাকওয়া এবং ইবাদতের কারণে তার সম্মান বৃদ্ধি করা হবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আত্-তাকাসুর পড়তে দেখবে, সে সম্পদের প্রতি অনাসক্ত হবে এবং সম্পদ জমা করা পরিত্যাগ করবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আল : আসর পড়তে দেখবে, তাকে ধৈর্যের তওফীক দেয়া হবে এবং হক্কের উপর চলার সাহায্য করা হবে, ব্যবসা-বাণিজ্যে লোকসান দেখা দিবে কিন্তু পরবর্তীতে অধিক লাভবান হবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আল-হুমাযাহ পড়তে দেখবে, সে এমন মাল সঞ্চয় করবে, যা নেক কাজে উপকারে আসবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা ফীল পাঠ করতে দেখবে, সে শত্রুদের বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করা হবে এবং তার হাতে ইসলামের বিজয় হাসিল হবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা কুরাইশ পড়তে দেখবে, সে ফকীর মিসকীন দেরকে খানা খাওয়াবে, মহান আল্লাহ উক্ত ব্যক্তি ও তার বান্দাদের মাঝে পারস্পরিক মহব্বত সৃষ্টি করে দিবেন।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা মাউন পড়তে দেখবে, সে তার বিরোদ্ধবাদী এবং শত্রুদের উপর জয়ী হবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা কাউসার পড়তে দেখবে, ইহ-পরকাল তার অধিক কল্যাণ লাভ হবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা আল : কাফেরুন পড়তে দেখবে, সে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার শক্তি সামর্থ লাভ করবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা নাসর পড়তে দেখবে, শত্রুদের উপর মহান আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন, আর এটাও ইঙ্গিত বহন করে যে, স্বপ্নদ্রষ্টার মৃত্যু অতি সন্নিকটে। আর এ সূরাতেই স্বয়ং রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের ইঙ্গিত রয়েছে।

বর্ণিত আছে : একজন লোক ইমাম ইবনে সীরিন (রহ:) এর নিকট এসে বললেন, আমি স্বপ্নে সূরা নাসর পড়তে দেখেছি । ইবনে সীরিন (রহ:) বললেন : তোমার অবশ্যই অসিয়ত করে যাওয়া দরকার, কেননা তোমার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। লোকটি জিজ্ঞেস করলেন, কেন ? উত্তরে ইবনে সীরিন (রহ:) বললেন, কেননা, এটাই শেষ সূরা, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ হয়েছে।

ব্যেক্তি সূরা নাসর পড়তে সূরা লাহাব পড়তে দেখবে, কোন কোন মোনাফেক তার দোষ অন্বেষণ এবং শত্রুতার জন্য কোমর বেঁধে লেগে যাবে, কিন্তু অবশেষে মহান আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন। স্বপ্ন দ্রষ্টা বিজয় লাভ করবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা এখলাস পড়তে দেখবে, তার আশা-আকাংখা পূর্ণ হবে এবং সুনাম ও সুখ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে এবং তাওহীদ বা মহান আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে ভুল-ত্রুটি হতে বেঁচে থাকবে।

কেউ বলেন : স্বপ্নে সুরা এখলাস পড়তে দেখা, তার মৃত্যু ঘনিয়ে আসার প্রতিও ইঙ্গিত বহন করে।

বর্ণিত আছে : কোন এক নেক লোক স্বপ্নে দেখলেন যে, তার কপালে সূরা এখলাস লিখিত রয়েছে। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রা:) এর নিকট উক্ত ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বললেন, তোমার স্বপ্ন যদি সত্য হয়, তবে তোমার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। ফলাফল তাই হল, যা তিনি বর্ণনা করেছেন।

কেউ বলেন : ব্যেক্তি সূরা নাসর এবং সূরা এখলাস পড়তে দেখবে, তার তওবার তওফীক হবে এবং এমন এক পুত্র সন্তান লাভ করবে যে, পরিবারের সবাইকে দাফন করার পর অবশেষে তার মৃত্যু হবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা ফালাক পড়তে দেখবে, সে মানুষ, জ্বিন, জীব-জানোয়ার, কীট-পতঙ্গ এবং হিংসুকের অমঙ্গল হতে বেঁচে থাকবে।

ব্যেক্তি স্বপ্নে সূরা নাস পড়তে দেখবে, সে বিপদাপদ হতে রক্ষা পাবে এবং বিতাড়িত শয়তান ও তার দলবল এবং ধোকা প্রবঞ্চনা ও ওয়াসওয়াসা হতে রক্ষা পাবে।

মন্তব্য : উস্তাদ আবু সা'আদ বলেন, কুরআনে কারীম স্বপ্নে দেখার তা'বিলের উসুল বা নিয়ম হচ্ছে : স্বপ্ন বর্ণনাকারীর স্বপ্ন শুনে মুআব্বের বা স্বপ্ন ব্যাখ্যাকারীকে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে যে, আয়াতগুলো সে স্বপ্নে তেলাওয়াত করেছে বা দেখেছে, সেগুলো মহান আল্লাহর রহমত, নিয়ামত, শান্তি, নিরাপত্তা বা গিবতার সুসংবাদ প্রদান করবে। আর যদি আয়াতগুলো শাস্তি ও আযাবের হয়, তবে তাকে ঐ সমস্ত গুনাহগুলো পরিত্যাগ করার পরামর্শ দিবে, যেগুলো আয়াতে উল্লেখ রয়েছে বা যেগুলো করার সে সংকল্প করেছে। অন্যথায় তাকে পরিনামফল ভয়াবহ বলে সতর্ক করে দিবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে উচ্চস্বরে কুরআন শরীফ মুখস্ত পড়তে দেখে, তবে আমানত আদায়কালী হবে এবং দ্বীনের উপর অটল থাকবে, সৎকাজে আদেশ করবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নযোগে কুরআন শরীফ দেখে পড়তে দেখে, তবে হিকমত, ইজ্জত, মান-সম্মান ও সুখ্যাতি লাভ করবে। কুরআন শরীফ স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা সাধারণত: হিকমত-ই হয়ে থাকে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কুরআন শরীফ বিক্রি করতে দেখে, তবে সে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কুরআন শরীফ জ্বালিয়ে ফেলতে দেখে, তবে তার দ্বীন-ধর্ম বিনষ্ট হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কুরআন শরীফ চুরি করতে দেখে, তবে সে নামাভুলে যাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার নিজের হাতে কুরআন শরীফ বা কিতাব রয়েছে দেখে, কিন্তু খোলার পর তাতে কোন লেখা বা অক্ষর দেখতে না পায়, তবে বুঝতে হবে, তার জাহের : বাতেনের খেলাফ রয়েছে অর্থাৎ তার প্রকাশ্য তার অভ্যন্তরের বিপরীত রয়েছে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কুরআন শরীফের পাতা খেতে দেখে, তবে সে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কুরআন শরীফ লিখবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কুরআন শরীফ চুম্বন করতে দেখে, তবে সে ফরয, ওয়াজিব আদায়ের দায়িত্ব পালনে কোন ত্রুটি করবে না।

যদি ঝিনুক বা মাটির পাত্রে কুরআন শরীফ লিখতে দেখে, তবে সে কুরআন শরীফ অনুযায়ী নিজের রায় বা যুক্তি পেশ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মাটিতে কুরআন শরীফ লিখতে দেখে, তবে সে অবিশ্বাসী ও ধর্মত্যাগী মুলহেদ হবে।

বর্ণিত আছে : হযরত হাসান বসরী (রহ:) নিজেকে চাদরে কুরআন শরীফ লিখতে দেখলেন এবং হযরত ইবনে সীরিন (রহ:) এর নিকট স্বপ্ন বর্ণনা করলেন। ইমাম ইবনে শিরীন বললেন, সাবধান হয়ে যাও, নিজের রায় বা যুক্তির মাধ্যমে কুরআনের তাফসীর (ব্যাখ্যা) করো না, কেননা তোমার স্বপ্ন এটাই ইঙ্গিত বহন করছে।

বিবস্ত্র অবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কুরআন শরীফ পড়তে দেখে, তবে সে নফস ও খাহেশের পূজারী হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কুরআন শরীফ খেতে দেখে, তবে সে কুরআনকেই জীবিকার উসিলা বানাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কুরআন শরীফকে বালিশ বানাতে দেখে, তবে সে কুরআনের যা কিছু জানে, তার উপর আমল করছে না বুঝাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কুরআন শরীফ হেফজ (মুখস্ত) করতে দেখে, কিন্তু ইতিপূর্বে সে মুখস্ত করে নি, তবে সে রাজত্ব লাভ করতে পারবে। যদি কুরআন শুনতে দেখে, তবে তার রাজত্ব স্থায়ী ও মজবুত হবে, এবং তার খাতেমা বিল খায়ের নসীব হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কুরআন শরীফ তার হাত হতে নিয়া নেওয়া হয়েছে দেখে, তবে তার ইলম (দ্বীন) ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং দুনিয়ায়ই তার ইলম শেষ হয়ে যাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, তার উপর কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা হচ্ছে, কিন্তু সে কিছুই বুঝতে পারছে না, তবে বাদশাহর পক্ষ হতে বা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে তার ক্ষতি সাধিত হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে রহমতের আয়াত পড়তে দেখে, অর অযাবের আয়াত পর্যন্ত পৌছামাত্রই তার জন্য কুরআন শরীফ পড়া কঠিন হয়ে দাড়ায়, তবে তার দু:খ-দুশ্চিন্তা দূর হবে এবং স্বাচ্ছন্দ লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে আযাবের আয়াত পড়তে দেখে, আর রহমতের আয়াতে পৌছার পর আগ্রহ চিত্তে তা পড়তে প্রস্তুত না হয়, তবে বিপদাপদ এবং দু:খ-কষ্ট থেকে যাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কুরআন শরীফ পড়তে পড়তে খতম করতে দেখে, তবে তার উদ্দেশ্য সফল হবে এবং অধিক মঙ্গল লাভ করবে।

বর্ণিত আছে, কোন এক মহিলা স্বপ্নে দেখল, তার কোলে একখানা কুরআন শরীফ রয়েছে এবং সে তা পড়তেছে, আর দু'টি মুরগীর বাচ্চা এসে সমস্ত লেখাগুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে খেয়ে ফেলছে। ইমাম ইবনে শিরীন (রহ:) এর নিকট ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বললেন, শীঘ্রই তুমি দু'টি পুত্র সন্তান জন্ম দিবে, তারা কুরআন শরীফ হেফজ (মুখস্ত) করবে। স্বপ্নের ফলাফল তাই হল, যা তিনি বর্ণনা করেছেন।

ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে স্বপ্ন দেখা

যদি কোন মুশরিক স্বপ্নে দেখে যে, সে মারা গিয়েছিল, কিন্তু পুনরায় জীবিত হয়েছে, তবে সে ইসলাম গ্রহণ করবে। এমনিভাবে যদি সে তার বুকে কোন আলো বা জ্যোতি দেখে, তবে সে ইসলাম গ্রহণ করবে।

যদি কোন মুশরিক নিজেকে সামুদ্রিক জাহাজে সওয়ার হতে দেখে, তবে সে ইসলাম গ্রহণ করবে।

উস্তাদ আবু সা'আদ বলেন, যদি কোন মুশরেক বা কোন বিধর্মী স্বপ্নে নিজেকে বেহেশতে দেখে, অথবা রূপার কাকন বা চুড়ি পারতে দেখে, অথবা অন্য কোন লোক তাকে বেহেশতে দেখে, তবে সে ইসলাম গ্রহণ করবে। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন : "জান্নাতীদেরকে রূপার কাঁকন : চুড়ি পরানো হবে।"

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দূর্গে প্রবেশ করতে দেখে, তবে সে মুসলমান হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন , মহান আল্লাহ হাদীসে কুদসীতে এরশাদ করেন : "আমি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই, আমার দূর্গ অতি উঁচু ও মজবুত, ব্যেক্তি তাতে প্রবেশ করবে, সে আমার আযাব হতে রক্ষা পাবে।"

যদি কোন মুশরেক স্বপ্নে নিজেকে ইসলাম গ্রহণ করতে দেখে, অথবা কেবলার দিকে ফিরে নামাপড়তে দেখে, অথবা মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে দেখে, তবে সে ইসলাম গ্রহণ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি অমুসলিম দেশে বসবাস করে, কিন্তু স্বপ্নে নিজেকে মুসলিম দেশে চলে আসতে দেখে, তবে সে তাড়াতাড়ি মারা যাবে, কেননা দারুল ইসলাম হল দারুল হক্ক বা সত্যের ঘর।

যদি কোন মুসলমান স্বপ্নে নিজেকে "ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি" বলতে দেখে, তবে তার যাবতীয় কাজ কর্ম সঠিক হবে এবং তার এখলাস বা সততা আরও মজবুত হবে।

যদি কোন মুসলমান স্বপ্নে পুনরায় নিজেকে ইসলাম গ্রহণ করতে দেখে, তবে সমস্ত বিপদ আপদ হ'তে সে নিরাপদ থাকবে।

সালাম-মুসাফাহা করা স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কারো নিকট বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে থাকে, আর স্বপ্নে দেখে যে, সে তাকে সালাম দিচ্ছে এবং সেও তার সালামের জওয়াব দিচ্ছে, তবে সে তার নিকট বিয়ে দিবে। আর যদি সালামের উত্তর না দেয়, তবে সে তার নিকট বিয়ে দিবে না। এমনিভাবে যদি দু'জন লোকের মধ্যে ব্যবসা : বাণিজ্যের সম্পর্ক থাকে এবং স্বপ্নে একজন অপরজনকে সালাম দিতে এবং সেও তার সালামের উত্তর দিতে দেখে, তবে উভয়ের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক মজবুত হবে।স্বপ্নে যদি শক্রর সাথে মুসাফাহা এবং আলিঙ্গন করতে দেখে, তবে তাদের পরস্পরের শক্রতা দূরীভূত হয়ে বন্ধুত্ব এবং ভালবাসা সৃষ্টি হবে, কেননা রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন : "পরস্পর মুসাফাহা করা, উভয়ের মধ্যে মহব্বত বা ভালবাসা বাড়িয়ে দেয়।"

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার দুশমন তাকে সালাম দিতে দেখে, তবে সে তার সাথে বন্ধুত্ব ও সন্ধি স্থাপন করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে অপরিচিত বয়োবৃদ্ধ লোককে সালাম দিতে দেখে, তবে এটা মহান আল্লাহর আযাব হতে নিরাপত্তার প্রাপ্তি হবে, আর যদি পরিচিত বয়োবৃদ্ধ লোককে সালাম করতে দেখে, তবে সুন্দরী মহিলাকে বিবাহ করবে এবং বিভিন্ন ধরণের ফলমূল লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন অপরিচিত যুবক তাকে সালাম দিতে দেখে, তবে সে তার শক্রদের অমঙ্গল হতে নিরাপদে থাকবে।

আর যদি সালামের উত্তর দিতে না দেখে, তবে তাদের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে এমন লোককে সালাম দিতে দেখে, যার সাথে তার কোন শক্রতা নেই, তবে সালামদাতার পক্ষ হতে সালামকৃত ব্যক্তি আনন্দলাভ করবে। আর যদি তাদের মধ্যে পরস্পর শক্রতা থাকে, তবে সালামকৃত ব্যক্তি সালামদাতার উপর জয়ী হবে এবং তার অনিষ্ঠ হতে সে নিরাপদ থাকবে।

পাক-পবিত্রতা সম্পর্কে স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, তার পুরুষাঙ্গের মুখ আবরণে ঢেকে গেছে (কেননা অবরণে ঢেকে যাওয়া অধিক মাল এবং দ্বীন ধর্মের দুর্বলতা বুঝায়) তবে উক্ত স্বপ্নদ্রষ্টার দুনিয়ার স্বার্থে ধর্ম পরিত্যাগ করার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে খতনা করতে এবং অনেক রক্ত ঝরতে দেখে, তবে সে গুনাহ হতে ফিরে আসবে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত প্রতিষ্ঠার দিকে মনোনিবেশ করবে।

উস্তাদ আবু সা'আদ বলেন, পাক-পবিত্রতার (পরিচ্ছন্নতার) মধ্যে খতনাকেই সর্বাগ্রে আলোচনা করা উচিত। কেননা এটা মানুষের সহজাত বা জন্মগত অভ্যাস। অতএব, যদি কোন ব্যক্তি খতনা বা মুসলমানী করতে দেখে, তবে সে এমন কোন সৎকাজ করবে, যার দ্বারা মহান আল্লাহ তাকে অনেক গুনাহ হতে পাক পবিত্র করবেন এবং উত্তমরূপে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করার তওফীক দান করবেন। কেউ এর ব্যাখ্যায় বলেন, সে চিন্তামুক্ত হবে।

মেসওয়াক করা সম্পর্কে স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নাপাক কোন বস্তু দ্বারা মেসওয়াক করতে দেখে, তবে সে নেক ও সৎ কাজে হারাম মাল খরচ করবে।

মেসওয়াক করা মানুষের সহজাত-স্বভাব ধর্ম, স্বপ্নে মেসওয়াক করতে দেখা এটা আহলে সুন্নাতের স্বপ্ন।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মেসওয়াক করতে দেখে, তবে সে নিকটাত্মীয়ের প্রতি সহৃদয় ও সুসম্পর্ক স্থাপনকারী হিসেবে পরিগণিত হবে।

অজু সম্পর্কে স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজেকে জুনুবী অবস্থায় দেখে, তবে সে সফর করবে এবং এমন কোন প্রয়োজনের পিছনে পড়বে, যা ব্যতীত তার কোন গত্যন্তর থাকবে না।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নামাযের জন্য অজু করতে দেখে, তবে এটা তার জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ হতে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা হবে।

গোসল সম্পর্কে স্বপ্নে দেখা

বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন , আমি আমার এক উম্মতকে স্বপ্নে দেখিয়াছি, কবরে তাকে আযাব বেষ্টন করে নিয়েছে, তার অজু এসে তাকে উক্ত আযাব হতে মুক্ত করেছে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তায়াম্মুম করতে দেখে, তবে তার জন্য প্রশস্ততা, আনন্দ ও শান্তি সন্নিকটে রয়েছে, কেননা তায়াম্মুম মহান আল্লাহর পক্ষ হতে প্রশস্ততার দলীল।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে গোসল করতে দেখে, তবে তার আশা পূর্ণ হবে। সে চিন্তামুক্ত হবে এবং তার গুনাহ মাফ করে তাকে পাক সাফ করে দেয়া হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে গোসল করে নতুন কাপড় পরতে দেখে আর সে যদি চাকুরীচ্যুত হয়, তবে পুনরায় সে চাকুরি লাভ করবে। আর যদি ফকীর বা দরিদ্র হয়, তবে ধনী ও সম্পদশালী হবে। আর যদি বন্দী হয়, তবে সে মুক্তি পাবে। আর যদি বিমারগ্রস্ত হয়, তবে আরোগ্য লাভ করবে। আর যদি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী হয় বা অচল পেশাদার হয়, তবে তার পেশা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সচল হবে এবং প্রচুর টাকা-পয়সা ও ধন-দৌলত উপার্জনের ব্যবস্থা হবে। আর ধনী হলে হজ্জ করবে। চিন্তিত হলে, চিন্তা দূর হবে। ঋণী হলে, ঋণ পরিশোধ হবে। কেননা, হযরত আইয়ুব (আ:) যখন গোসল করে নতুন কাপড় পরিধান করলেন, মহান আল্লাহ তখন তাকে পরিবার-পরিজন এবং তৎসমতূল্য আরও সম্পদ দান করলেন এবং তিনি চিন্তামুক্ত হলেন এবং সুস্থতা লাভ করলেন।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে গোসল করে পুরাতন কাপড় পরতে দেখে, তবে সে চিন্তামুক্ত হবে ঠিক কিন্তু দরিদ্র থেকে যাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে গোসল করতে দেখে, কিন্তু এখনও তার গোসল পূর্ণ হতে দেখে নাই, তবে তার কাজকর্ম পূর্ণ হবে না, এবং মনের আশা ও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে প্রবাহিত পানিতে অজু বা গোসল করতে দেখে, তবে তার চুরি যাওয়া সম্পদ ফেরৎ পাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে অজু করে নামাশুরু করতে দেখে, তবে যাবতীয় চিন্তামুক্ত হবে এবং মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া আদায় করবে।

যদি কোন ব্যক্তি এমন পানি দ্বারা অজু করতে দেখে, যার দ্বারা অজু করা জায়েনয়, তাহলে সে এমন কোন চিন্তায় পতিত আছে, যা হতে উদ্ধারের চেষ্টা করছে কিন্তু উদ্ধার হতে পারছে না।

যদি কোন ব্যবসায়ী স্বপ্নে বিনা অজুতে নামাপড়তে দেখে, তবে সে পুঁজি ছাড়া ব্যবসা করবে, আর যদি কোন আমীর বা সেনাপতি উক্ত স্বপ্ন দেখে, তবে সেনাবাহিনী তার কথা শুনবে না বা তার আদেশ মানবে না।

যদি কোন পেশাদার উক্ত স্বপ্ন দেখে, তবে সে তার পেশায় কোন স্থায়ীত্ব লাভ করতে পারবে না।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে বিনা অজুতে এমন স্থানে নামাপড়তে দেখে, যেখানে নামাপড়া জায়েনয়, তবে সে এমন কোন কাজে দ্বিধাগ্রস্ত রয়েছে, যেখান হতে উদ্ধারের কোন পথ খুঁজে পাবে না।

কেউ বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে অজু করতে দেখে, তাহলে সে আমানত আদায় করবে অথবা ঋণ পরিশোধ করবে অথবা কারো পক্ষে সত্য স্বাক্ষী প্রদান করবে।

নামা এবং তার রুকুন সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

সুন্নত নামায মহান আল্লাহর বান্দা ও সৃষ্টিকুলের প্রতি দয়া এবং অধীনস্ত ও পরিবার পরিজনের প্রতি সদ্ভাব ও সম্মান প্রদর্শন এবং উপরস্থ লোকদের পক্ষ হতেও তার প্রতি সদ্ব্যবহারের প্রতি ইঙ্গিত করে। সুন্নত নামাস্বপ্নে দেখা, পরিবার পরিজন এবং অধীনস্তদের ভরণ-পোষণ এবং বন্ধু-বান্ধবের প্রয়োজনে আপ্রাণ চেষ্টার প্রতিও ইঙ্গিত করে। ফলত: এর কারণে সে সম্মানের উত্তরাধিকারী হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে সুন্নত নামাআদায় করতে দেখে, তবে তার পবিত্রতা, বিপদে ধৈর্য ধারণ এবং সুনাম ও সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার ইঙ্গিত করে। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন : "অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।" (সূরা : অহযাব, আয়াত : ২১)

উস্তাদ আবু সা'আদ (রহ:) বলেন, নামাস্বপ্নে দেখার ব্যাপারে উসূল বা নিয়ম হচ্ছে, ইহ-পরকাল উভয় দিক দিয়ে উত্তম, নামাস্বপ্নে দেখা বেলায়েত বা অলির পদমর্যাদা লাভ, ঋণ পরিশোধ, আমানত আদায় বা মহান আল্লাহর ফরজসমূহ হতে কোন ফরআদায় করার প্রতিও ইঙ্গিত বহন করে।

নামাআদায়ের স্বপ্ন তিন ধরনের হতে পারে, ফরয, সুন্নত ও নফল।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে ফরনামাআদায় করতে দেখে, তবে স্বপ্নদ্রষ্টার হজ্জ নসীব হবে এবং সে অশ্লীল কাজ হতে বিরত থাকবে। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন : "অবশ্যই নামাখারাপ এবং অশ্লীল কাজ হতে বিরত রাখে।"

(সূরা : আনকাবুত, আয়াত : ৪৫)

যোহরের নামায আদায় করাতে স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে উজ্জ্বল দিনে যোহরের ফরয নামায পড়তে দেখে, তবে সে যে কোন কাজে মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে এবং দিনের উজ্জ্বলতা হিসাবে এটা তার সম্মান বাড়িয়ে দিবে, আর দিন যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তবে এটা তার জন্য চিন্তা ও পেরেশানী আনয়ন করবে।

আসরের নামায আদায় করাতে স্বপ্নে দেখা

যদি স্বপ্নে দেখে যে, যোহর ও আসরের নামাযের কোন একটি সামাছুটে গেছে, তবে সে অর্ধেক ঋণ বা মোহর আদায় করতে পারবে। যেহেতু মহান

আল্লাহ বলেন : "যা (যোহর) তোমরা নির্ধারিত করেছ,তার অর্ধেক আদায় করেতে হবে।" (সূরা : আল-বাকারা, আয়াত : ২৩৭)

যদি কোন ব্যক্তি আসরের ফরয পড়তে দেখে, তবে কোজে সে নিয়োজিত রয়েছে তার সামান্যই বাকী রয়েছে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে আসরের সময় জুহরের নামায পড়তে দেখে, তবে সে তার ঋণ পরিশোধ করবে।

মাগরিবের নামায আদায় করাতে স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মাগরিবের ফরয নামায পড়তে দেখে, তবে পরিবার পরিজনের দোয়িত্ব তার উপর বর্তিয়েছে, তা সে সঠিকভাবে আদায় করবে।

ফজরের নামায আদায় করাতে স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, সোজা কাতারে দাঁড়িয়ে জামাতের সাথে নামায আদায় করছে, তবে সে বেশী বেশী তাসবিহ-তাহলীল আদায় করবে, যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন : অর্থাৎ : "আমরা (ফেরেশতারা) অবশ্যই কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াই এবং মহান আল্লাহ্র তাসবীহ আদায় করি।"

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে, সে যে কোন ফরয নামায ছেড়ে দিয়াছে, তবে সে শরীয়তের কোন হুকুম-আহকামকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে ফজরের ফরয নামায পড়তে দেখে, তবে সে এমন কোন কাজ শুরু করবে, যা তার ও তার পরিবারের জীবিকার সুরাহা করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে যোহর, আসর বা এশার নামাযদুই রাকআত পড়তে দেখে, তবে সে সফর করবে, আর এ স্বপ্নই যদি কোন মহিলা দেখে, তবে ঐ দিন হতেই তার হায়েজ বা মাসিক আরম্ভ হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে বিনা ওজরে বসিয়া নামায পড়তে দেখে, তবে তার (কোন) আমল কবুল হবে না।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নাপাক অবস্থায় নামায পড়তে দেখে, তবে সে বিমারগ্রস্ত হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে সওয়ার অবস্থায় নামায পড়তে দেখে, তবে সে অত্যাধিক ভয়-ভীতির সম্মুখীন হবে।

যুদ্ধকালীন সময়ে যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, ইমাম সাহেব আরোহী অবস্থায় মুসল্লীদের নামায পড়াতে দেখেন এবং মুসল্লীরাও আরোহী অবস্থায় নামাপড়ছে, তবে সে যুদ্ধে জয়ী হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে বাগানে নামায পড়তে দেখে, তবে সে মহান আল্লাহর নিকট তওবা করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে আবাদী জমীনে নামায পড়তে দেখে, তবে তার ঐ জমীনের ঋণ পরিশোধ হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে গোসলখানায় নামায পড়তে দেখে, তবে এটা ঐ ফাসাদের প্রতি ইঙ্গিত করে, যা সে নিজেই সূচনা করেছে। কেউ বলেন যে, সে ছেলেদের সাথে সমকামে লিপ্ত হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে তোর ফরয নামায ছুটে গেছে , আর এমন কোন স্থানও পাচ্ছে না যেখানে সে তা কাজা আদায় করবে, তবে তার আশা পূর্ণ হওয়া কঠিন হবে।

সিজদাহ্ করাতে স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নামাশেষ করে মহান আল্লাহর নিকট এস্তেগফার করতে এবং তার চেহারা কেবলার দিকে থাকতে দেখে, তবে তার দোয়া কবুল করা হবে, আর যদি চেহারা কেবলার দিক ছাড়া অন্যদিকে থাকতে দেখে, তবে সে কোন গোনাহ করবে এবং সেই গুনাহর কারণেই সে মৃত্যুবরণ করবে, আর যদি এসব হতে বিরত থাকতে দেখে, তবে এটা তার মুনাফিকির প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

যদি কোন মহিলাকে স্বপ্নে বলা হতে দেখে, তুমি তোমার গুনাহের জন্য মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তবে তাকে কোন গুনাহ্ বা অশালীন কাজের জন্য অপবাদ দেয়া হবে, জুলাইখার ঘটনা তার প্রমাণ বহন করে।

কেউ বলেন, যদি কোন ব্যক্তি আল হামিদুলিল্লাহ বলতে দেখে, তবে সে পুত্র সন্তান লাভ করবে, যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন : হযরত ইবরাহীম (আ:) বলেন, "সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহরই, যিনি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে ইসমাঈল ও ইসহাক নামক পুত্র দান করেছেন।" (সূরা : ইবরাহীম, আয়াত : ৩৯)

স্বপ্নে সিজদা করতে দেখা, সফলতার নিদর্শন এবং সে ঐ গোনাহ হতে তওবার ইঙ্গিত করে, গুেনাহে সে লিপ্ত রয়েছে। এমনিভাবে মারাত্মক বিপদ হতে উদ্ধার, দীর্ঘ জীবন হাসীল এবং সম্পদে সফলতা লাভেরও ইঙ্গিত বহন করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন পাহাড়ে মহান আল্লাহকে সিজদাহ করতে দেখে, তবে সে এমন লোকের উপর সফলতা লাভ করবে, অেত্যন্ত কৃপণ ও শক্তিশালী।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে গায়রুল্লাহকে (মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে)

সিজদাহ করতে দেখে, তবে তার প্রয়োজন কখনও মিটিবে না, আর যুদ্ধরত থাকলে পরাজয় বরণ করবে, ব্যবসায়ী হলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নামাযে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু রুকু না করতেই নামাযের সময় শেষ হয়ে গিয়াছে দেখে, তবে সে ফরযাকাত আদায় করবে না বরং এতে সে আরো বাধার সৃষ্টি করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, নামায পড়ছে আর মধুপান করছে, তবে সে রোজা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে বেসে তাশাহহুদ পড়ছে, তবে তার চিন্তা দূর হবে এবং আশা পূর্ণ হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, নামাযপূর্ণ করে সালাম ফিরিয়ে নামাহতে বের হয়ে গেছে, তবে সে সমস্ত চিন্তা হতে নিষ্কৃতি পাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে বাম দিক বাদে শুধু ডান দিকে সালাম ফিরাতে দেখে, তবে তার কোন কোন কাজ পূর্ণ ও কল্যাণকর হবে। আর যদি ডানদিক বাদে শুধু বাম দিকে সালাম ফিরাতে দেখে, তবে তার কোন কোন অবস্থা তার জন্য দ্বিধাগ্রস্থ এবং চিন্তার কারণ হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, কেবলার দিকে নামায পড়ছে, তবে এটা তার দ্বীন ধর্ম মজবুত হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে. আর যদি কেবলা বাদ দিয়ে শুধু পশ্চিম দিকে নামাপড়তে দেখে, তবে এটা তার গুনাহর উপর দু:সাহস, এবং দ্বীন-ধর্ম দূর্বল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে, কেননা কেবলা বাদে শুধু পশ্চিম (দিক) হল ইহুদিদের কেবলা, আর তারা শনিবারেও মাছ ধরার মত অন্যায় কাজে দু:সাহস দেখিয়েছিল।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে পূর্ব দিকে নামায পড়তে দেখে, তবে এটা তার বেদআতী হওয়া এবং অন্যায় কাজে ব্যস্ত থাকার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে, কেননা পূর্বদিক হল খৃষ্টানদের কিবলা।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কেবলার দিকে পিঠ দিয়া নামায পড়তে দেখে, তবে এটা তার কোন কবিরা গুনাহর কারণে ইসলামকে পশ্চাতে ফেলে দেওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে সাদা কাপড় পরিধান করে কেবলা ব্যতীত অন্য দিকে নামাপড়তে দেখে এবং কুরআন যেভাবে পড়া ফরয, সেভাবেই পড়তে দেখে, তবে তার হজ্জ নসীব হবে, যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন : "যে দিকেই তুমি মুখ ফিরাওনা কেন, সে দিকেই মহান আল্লাহ বিদ্যমান আছেন।"

ব্যেক্তি বাস্তবে ইমাম নয়, সে যদি স্বপ্নে নামাযের ইমামতি করতে দেখে, আর লোকটি যদি প্রশাসক বা বেলায়েত লাভের যোগ্য হয়, তবে সে একজন যোগ্য প্রশাসক এবং মর্যাদাশীল বেলায়েতের অধিকারী হবে, এবং মানুষের অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় ব্যক্তি হবে।

ইমামতির সময় যদি কেবলার দিকে ফিরে ইমামতি করতে এবং মুসল্লীদের নিয়া পূর্ণ নামাআদায় করতে দেখে, তবে সে তার প্রশাসন বা বেলায়েত আদল ইনসাফ কায়েম করবে। আর যদি মুসল্লীদের নামাযে কম-বেশী বা ত্রুটিবিচ্যুতি দেখে, বা নামাযে কোন পরিবর্তন দেখে, তবে সে তার প্রশাসন বা বেলায়েতে জুলুম-অবিচার করবে এবং দারিদ্র ও চোর-ডাকুদের পক্ষ হতে দু:খ-কষ্টের সম্মুখীন হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দাঁড়িয়ে ইমামতি করতে আর মুসল্লীদিগকে বসে নামাপড়তে দেখে, তবে সে মুসল্লীদের হক আদায়ের ব্যাপারে কোন ত্রুটি করবে না কিন্তু মুসল্লীরা তার হক আদায়ের ব্যাপারে ত্রুটি করবে, অথবা কোন রুগ্ন সম্প্রদায়ের প্রতি (তার এই স্বপ্ন) সমবেদনা প্রকাশের ইঙ্গিত বহন করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে বসে ইমামতি করতে আর মুসল্লীদিগকে দাঁড়ায়ে নামাপড়তে দেখে, তবে কোজের দায়িত্ব তাকে দেয়া হয়েছে, তাতে সে ত্রুটি করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কিছু বসা এবং কিছু দাঁড়ানো লোকের ইমামতি করতে দেখে, তবে সে ধনী গরীব উভয় শ্রেণীর কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কিছু বসা মুসল্লী নিয়ে বসে ইমামতি করতে দেখে, তবে তারা কাপড় চুরি করে, পানিতে ডোবা, বা দারিদ্রের মত পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে।

যদি যে কেউ স্বপ্নে মহিলাদের ইমামতি করতে দেখে, তবে সে কোন দূর্বল সম্প্রদায়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে জুনুবী বা নাপাকী অবস্থায় ইমামতি করতে, বা সাদা কাপড় পরে শুয়ে নামাপড়তে দেখে কিন্তু জায়গা চিনতে না পারে এবং নামাযে কেরাআত পড়তে ও তকবীর দিতে না দেখে, সে মারা যাবে এবং লোকেরা তার জানাযার নামাপড়বে। এমনিভাবে যদি কোন মহিলা কোন পুরুষদের ইমামতি করতে দেখে, তবে সে মারা যাবে। কেননা মহিলারা (শরীয়াতের দৃষ্টিতে) পুরুষদের আগে বাড়িতে পারে না, তবে মৃত্যুর পর জানাজার নামাযের সময়ে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন প্রশাসক বা সরকারী কর্মচারী লোকদের ইমামতি করতে দেখে, তবে সে পদচ্যুত হবে এবং তার ধনসম্পদ শেষ হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে পুরুষ ও মহিলাদের ইমামতি করতে দেখে, তবে সে বিচারকের পদ লাভ করবে যদি সে ইহার যোগ্যতা রাখে, নতুবা মানুষের ঝগড়াবিবাদে মধ্যস্থতাকারী ও মীমাংসাকারী হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে ইমামতি করে লোকদের নামাযপূর্ণ করতে দেখে, তবে তার বেলায়েত (শাসন ক্ষমতা) পূর্ণতা লাভ করবে, আর যদি তার নামাঅসম্পূণ থেকে যায়, তবে তার বেলায়েত বা প্রশাসন অসম্পূর্ণ থাকে যাবে এবং তার কোন হুকুম-আদেশ জারী হবে না।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজে একা একা নামাযপড়তে দেখে, এবং অন্যান্য লোকদিগকেও একা একা নামাপড়তে দেখে, তবে তারা খারেজী সম্প্রদায়ের লোক হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে লোকদিগকে নিয়া নফল নামাযে ইমামতি করতে দেখে, তবে সে নিরাপত্তায় প্রবেশ করবে, যেখানে তার কোন ক্ষতি হবে না।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে লোকেরা তাকে ইমাম বানাইয়াছে, তবে সে ওয়ারেসী বা উত্তরাধিকারী সম্পদ লাভ করবে। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন :

ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين -

অর্থাৎ : "আমি তাদিগকে ইমাম বা নেতা বানাইব এবং দেশের উত্তরাধিকারী করব।" (সূরা : আল-কাসাস, আয়াত : ৫)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, সে লোকদের ইমামতি করতেছে কিন্তু ভালভাবে কেরআত পড়তে পারতেছে না, তবে সে ঐ জিনিস তালাশ করতেছে, যাহা সে হাসিল করতে পারতেছে না।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে ছাদের উপর লোকদেরকে নিয়ে ইমামতি করতে দেখে, তবে করজ বা দান : খয়রাতের দ্বারা কোন সম্প্রদায়ের উপকার করবে, যা দ্বারা তার সুনাম হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন নির্দিষ্ট দোয়া পড়তে দেখে, তবে সে ফরনামাআদায় করবে। আর যদি এমন কোন দোয়া পড়ে, যাতে মহান আল্লাহর নাম না থাকে, তবে সে লোক দেখানোর নামাপড়বে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, শুধু নিজের জন্যই দোয়া করছে, তবে সে পুত্র সন্তান লাভ করবে, যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন :

اذنادى ربه نداء خفيا -

অর্থাৎ : "যখন সে তার রবকে অনুচ্চস্বরে বা নিভৃতে ডাকল।"

(সূরা : মারয়াম, আয়াত : ৩)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে অন্ধকারে মহান আল্লাহকে ডাকতে দেখে, তবে সে দু:খ কষ্ট হতে মুক্তি পাবে, যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন :

فنادى فى الظلمت -

অর্থাৎ : "এবং সে (ইউনুস (আ:) অন্ধকারে থাকিয়া তার রবকে ডাকল।" (সূরা : আম্বিয়া, আয়াত : ৮৭)

স্বপ্নে শ্রেষ্ঠ দোয়া পড়তে দেখা, শ্রেষ্ঠ দ্বীন ধর্মের আলামত, এবং দোয়া কুনুত পড়তে দেখা, মহান আল্লাহর বলেন দারীর আলামত, এবং বেশী বেশী মহান আল্লাহর যিকির করতে দেখা, মহান আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্তির আলামত, যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন :

وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا -

অর্থাৎ : "এবং তারা বেশী বেশী মহান আল্লাহকে স্মরণ করে এবং অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে।"

(সূরা : আশ-শোআরা, আয়াত : ২২৭)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মহান আল্লাহর নিকট এস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করতে দেখে, তবে হালাল জীবিকা এবং পুত্র সন্তান লাভ করবে, যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন : "এবং তোমরা তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল।" (সূরা : নুহ, আয়াত : ১০)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে সেবাহানাল্লাহ বলতে দেখে, তবে তার চিন্তাফিকির এমনভাবে দূর হবে যে, কল্পনাও করতে পারবে না।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তাসবিহ ভুলে যেতে দেখে, তবে সে চিন্তা ফিকিরে পতিত হবে অথবা বন্দী হবে। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন :

অর্থাৎ : "যদি সে (হযরত ইউনুস আ :) তাসবিহ পাঠ না করত, তবে কিয়ামত পর্যন্ত মাছের পেটেই থাকতে হত।" (সূরা : আস সাফফাত, আয়াত : ১৪৩)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" পড়তে দেখে, তবে সে দু:শ্চিন্তা মুক্ত হবে যাতে সে লিপ্ত আছে এবং অবশেষে শাহাদাতের দরজা লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে "আল্লাহু আকবার" (মহান আল্লাহর বড়ত্ব) বলতে দেখে, তবে মনের আশা আকাংখা পুরা হবে এবং শত্রুদের উপর বিজয় লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে "আল হামদুলিল্লাহ" (মহান আল্লাহর প্রশংসা) বলতে দেখে, তবে সে নূর লাভ করবে এবং দ্বীন ধর্মের হেদায়েত লাভ করবে।

উল্লেখিত স্বপ্নগুলোর স্বপ্নদ্রষ্টা যদি কোন প্রশাসক হয়, তবে সে কোন আবাদি ও স্বচ্ছল-সজীব এলাকার শাসক হবে, যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন :

واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور -

অর্থাৎ : "মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় কর, স্বাস্থ্যকর শহর ও ক্ষমাশীল পালনকর্তা।" (সূরা : সাবা, আয়াত : ১৫)

মসজিদ, মেহরাব, মিনার, যিকিরের মজলিস স্বপ্নে দেখা

বর্ণিত আছে, একজন লোক স্বপ্নে দেখল যে, সে মেহরাবে পেশাব করে দিয়াছে, কোন এক স্বপ্ন রহস্য বৃত্তান্তকারীর নিকট এর তা'বীর জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তোমার একটি পুত্রসন্তান হবে, সে ইমাম হবে এবং লোকেরা তার এক্তেদা করবে।

আবদুল আজীজ ইবনে আবু দাউদ বলেন, একজন লোক গ্রামে বসবাস করত এবং সে একটি মসজিদ তৈরী করেছিল এবং মসজিদের মধ্যে সাতটি পাথর রেখেছিল। যখনই সে নামাশেষ করত, তখনই বলত, হে পাথর! তোমাদেরকে আমি সাক্ষী রেখে বলছি যে, মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ বা উপাস্য নাই।

লোকটি অসুস্থ হয়ে একদিন মারা গেল, আমি তাকে স্বপ্নে দেখতে পেলাম, সে বলছিল, আমার সম্পর্কে জাহান্নামের ফয়সালা হইয়াছিল। আমি দেখতে পেলাম যে, উক্ত পাথরগুলো হতে একটি পাথর বড় হয়ে জাহান্নামের একটি দরজা বন্ধ করে দিয়াছে। এমনিভাবে অন্যান্য পাথরগুলোও বড় হয়ে দোযখের সমস্ত দরজাগুলো বন্ধ করে দিল।

উস্তাদ আবু সা'আদ বলেন, ব্যেক্তি স্বপ্নে আবাদী ও মজবুত মসজিদ দেখবে, তার ব্যাখ্যা হল ; একজন বড় আলেম, যার নিকট লোকেরা খায়ের-বরকত এবং মহান আল্লাহর যিকিরের জন্য জমায়েত হবে, যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন :

ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا -

অর্থাৎ : "এবং মসজিদসমূহ যেখানে মহান আল্লাহর নাম বেশী বেশী স্মরণ করা হয়।" (সূরা : হজ্জ, আয়াত : ৪০)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, মসজিদ বিধ্বস্ত হয়ে গিয়াছে, তবে সে এলাকার কোন দ্বীনদার সর্দার মারা যাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, সে মসজিদ তৈরী করছে, তবে সে নিকটাত্মীয়ের সাথে সদ্ব্যবহার করবে এবং মানুষকে খায়ের ও বরকতের উপর একত্রিত করবে। মসজিদ নির্মাণ শত্রুদের উপর বিজয়ের ইঙ্গিত বহন করে, যেহেতু মহান আল্লাহ্ বলেন :

قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا ـ

অর্থাৎ : "যারা তাদের সিদ্ধান্তে জয়ী হল, তারা বলল, আমরা অবশ্যই তাদের স্থানে মসজিদ করব।" (সূরা : কাহফ, আয়াত : ২১)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে কোন অপরিচিত লোক মসজিদে ইমামতি করছে, আর ঐ মসজিদের ইমাম যদি অসুস্থ থাকে, তবে সে মারা যাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, মসজিদ গোসলখানায় রূপান্তরিত হয়েছে, তবে সে একজন দুরাচারী লোক হবে, গোপনে মহান আল্লাহর নাফরমানী করতেছে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, তার ঘর মসজিদে রূপান্তরিত হয়েছে, তবে সে ইজ্জত ও মানসম্মান লাভ করবে এবং মানুষকে অন্যায় ও বাতেল হতে সত্য ও হকের দিকে আহ্বান করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, সে কিছু লোকের সাথে মসজিদে প্রবেশ করেছে এবং লোকেরা তার জন্য একটি গর্ত খনন করেছে, তবে সে বিয়ে-শাদী করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, মেহরাবে নামাপড়েছে, তবে এটা তার জন্য শুভসংবাদ বহন করবে, যেহেতু মহান আল্লাহ্ বলেন :

فنادته الملئكة وهم قائم يصلى فى المحراب ـ

অর্থাৎ : "ফেরেশতা তাকে (হযরত যাকারিয়া (আ:) ডেকে বলল, যখন তিনি মেহরাবে দাঁড়িয়ে নামাপড়ছিলেন।" (সূরা : আল-ইমরান, আয়াত : ৩৯)

যদি উক্ত স্বপ্নদ্রষ্টা মহিলা হয়, তবে তার একটি পুত্রসন্তান জন্ম গ্রহণ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মেহরাবে অসময়ে নামাপড়তে দেখে, তবে এটা একটি খায়ের বা মঙ্গল, যা তার উত্তরাধিকারীগণ তার পরবর্তীতে লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মসজিদের মেহরাবে এক-দুই ফোটা বা তিন ফোটা পেশাব করতে দেখে, তবে প্রত্যেকটি ফোটাই তার জন্য একটি সচ্চরিত্রবান মর্যাদাসম্পন্ন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণের ইঙ্গিত বহন করবে।

মসজিদের মিনারা সম্পর্কে স্বপ্ন

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, সে মিনারা হতে কুঁয়ায় পড়ে গিয়েছে, তবে তার ধন-সম্পদ নষ্ট হবে এবং এটাও ইঙ্গিত করে যে, তার একজন সুন্দরী ধার্মিকা স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও সে একজন জবানদরাজ (ধৃষ্টা) মহিলাকে বিবাহ করবে।

একজন গণিতকার বা জ্যামিতিকার স্বপ্নে দেখল যে, সে কাঠের এক বিরাট মিনারায় আরোহণ করেছে এবং আযান দিয়েছে, একজন মুআব্বেরের নিকট স্বপ্ন ঘটনা বর্ণনা করলে উত্তরে তিনি বললেন, বালাখের লুবিয়ে (এক ধরনের তরকারী) বা চানাবুট দান করে প্রশাসনিক ক্ষমতা ও সুখ্যাতি লাভ করবে।

বর্ণিত আছে যে, কা'কআ (রহ:) দশ হাজার দেরহাম ঋণগ্রস্থ হয়ে খুব চিন্তিত ছিলেন। স্বপ্নে তিনি তার পিতাকে একটি উঁচু মিনারায় দেখতে পেলেন, তথায় তিনি তাসবিহ-তাহলীল পড়ছিলেন। যখন তিনি তাকে দেখতে পেলেন, ডাকলেন এবং ঘুম হতে জাগ্রত হয়ে গেলেন। কোন এক মুআব্বেরের নিকট স্বপ্ন রহস্য জিজ্ঞেস করলে উত্তরে তিনি বললেন, মিনারা হল উচ্চ পদমর্যাদা ও সম্মান, যা তোমার পিতা লাভ করবে। তিনি বললেন, আমার পিতা তো মারা গিয়াছেন। মুআব্বের বললেন, তুমি কি তার ছেলে নও? তিনি বললেন, হাঁ। তিনি বললেন, সম্ভবত: তুমি আলেম বা আমীর হবে। আর তোমার পিতার তাসবিহ-তাহলীল পড়া, হয়ত তুমি চিন্তা ও পেরেশানিতে আছ, মহান আল্লাহ তাহা দূরে করে দিবেন। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন : "হযরত ইউনুস (আ:) গভীর অন্ধকারে থেকে ডেকে বললেন, তুমি ব্যতীত আর কেউ উপাস্য (মুক্তিদাতা) নাই। তুমি পাক-পবিত্র, আমিই একমাত্র গোমরাহ বা অপরাধী।"

(সূরা : আম্বিয়া, আয়াত : ৮৭)

কিছুক্ষণ অতিবাহিত না হতেই একজন লোক কা'কাআর হাত ধরে বলল, তুমি কি কা'কাআ? কা'কাআ মনে মনে বললেন, এ আর কেউ নয়, এ-ত নাছোড় বান্দা ঋণদাতাই হবে। লোকটি কা'কাআকে বলল, সু'দানা একজন অসুস্থ মহিলা, সে তোমার জন্য অছিয়াত করিয়াছে এবং তোমাকে যাওয়ার জন্য ডেকে

পাঠিয়েছে। আমি তার সাথে সেখানে পৌঁছে একদল বয়োবৃদ্ধ লোককে দেখতে পাইলাম এবং একটি অছিয়ত নামার লেখা ছিল যে, "সু'দানা তার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ কা'কার জন্য ওসিয়ত করে যাচ্ছে।" এর তিনদিন পর সু'দানা মারা যায় এবং ওসিয়ত মুতাবেক আমি উক্ত সম্পদের ওয়ারিশ হই।

মিনারা স্বপ্নে দেখা, এমন একজন লোক বুঝায়, মোনুষকে খায়ের এবং মঙ্গলের উপর একত্রিত করবে।

মসজিদের মিনারা ধ্বংস হতে দেখা, তার মৃত্যু ঘটবে এবং সে নাম-গোত্রহীন হয়ে পড়বে এবং উক্ত মসজিদের জামায়াত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

জামে মসজিদের মিনারা স্বপ্নে দেখা, সংবাদবাহক বা ডাক পিয়নের আলামত, অথবা সে মানুষকে মহান আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহ্বান করবে।

জুমআ' সম্পর্কে স্বপ্ন দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে জুমআর দিন নামাপড়তে দেখে, তবে সে লাভজনক সফর করবে, যাতে সে রিজিক লাভ করবে এবং মঙ্গল ও সুনাম অর্জন করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে জুমআর নামাপড়তে দেখে, তবে তার বিচ্ছিন্ন কাজগুলির সম্মিলন ঘটবে এবং জটিলতার পর সফলতা লাভ করবে। কেউ এর ব্যাখ্যায় বলেন, হয়ত সে কোন কাজকে ভাল মনে করবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ভাল হবে না।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, নামাপূর্ণ করে নামাহতে বের হয়েছে, তবে সে মহান আল্লাহর ফজল এবং প্রশস্ত রিজিক লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, লোকেরা জামে মসজিদে জুমআর নামাপড়ছে, আর সে একা একা তার ঘরে বা দোকানে বা গ্রামে পড়ছে আর রুকু, সেজদাহ, সেজদার তকবীর, তাশাহহুদ ইত্যাদি শুনছে এবং মনে মনে ধারণা করছে যে, মুসল্লিরা (নামাশেষ করে) প্রত্যাবর্তন করেছে, আর সে যদি ঐ শহর বা পরগনার প্রশাসক হয়, তবে তার পদচ্যুতি হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে সঠিকভাবে নামাআদায় করতে ও তার হেফাজত করতে দেখে, তবে সে মর্যাদা ও সম্মান লাভ করবে, যেহেতু মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন :

والذين هم على صلاتهم يحافظون -

অর্থাৎ : "যারা তাদের নামাযের হেফাযতকারী।"

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে নোমাপড়ে মসজিদ হতে বের হয়ে গিয়েছে, তবে সে কল্যাণ ও রিযিক লাভ করবে, যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন :

فاذا قضيت الصلوة فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون -

অর্থাৎ : "যখন নামাসমাপ্ত হবে, তখন তোমরা জমিনে ছড়াইয়া পড়, এবং মহান আল্লাহর ফজল বা অনুগ্রহ তালাশ কর, এবং বেশী বেশী মহান আল্লাহকে স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" (আল-জুমআহ, আয়াত : ১০)

বাইতুল মুকাদ্দাস স্বপ্নে দেখা

স্বপ্নে বাইতুল মুকাদ্দাস হতে বের হতে দেখা, সফরের ইঙ্গিত করে আর ওয়ারেশী সম্পদ যদি তার হাতে থাকে, তবে তা হাত ছাড়া হওয়ারও ইঙ্গিত করে।

যদি বাইতুল মুকাদ্দাসে বাতি জ্বালাতে দেখে, তবে তার ছেলের উপর বিপদ আসবে, অথবা ছেলের মোন্নত তার উপর ওয়াজিব ছিল, তা পুরা করা এখন অত্যাবশ্যকীয় বুঝাচ্ছে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, বাইতুল মুকাদ্দাসে নামাপড়তেছে, তবে সে উত্তরাধিকার সূত্রে কোন সম্পদের মালিক হবে, অথবা কোন সৎ ও মহৎ কাজ শক্ত করে আকড়িয়ে ধরবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজেকে মুসাল্লায় বসা দেখে, তবে হজ্জ নসীব হবে এবং নিরাপত্তা লাভ করবে, যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন :

واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى -

অর্থাৎ : "আর তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে মুসাল্লা বা নামাযের জায়গা বানাও।" (সূরা : আল-বাকারা, আয়াত : ২৫)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, বাইতুল মুকাদ্দাসকে কেবলা ছাড়া অন্য দিকে ফিরে নামাপড়ছে, তবে সে হজ্জ করতে পারবে।

আলেমকে স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে হিকমাত বা জ্ঞানগর্ভ কথাবার্তা বলতে দেখে, তবে বিমার থাকলে আরোগ্য লাভ করবে, ঋণ থাকলে ঋণ পরিশোধ হবে, এবং

অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। আর যদি অশ্লীল কথাবার্তা বলতে দেখে, তবে তার কাজকর্ম খুবই কঠিন হবে এবং মানুষের নিকট হাসির পাত্র হবে এবং মানুষ তাকে গুরুত্বহীন মনে করবে।

স্বপ্নে গাল্পিক বা কাহিনীকার হতে দেখা, (লোকটি) দরবারের শোভা বর্ধক হবে, যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন : "আমি আপনার নিকট উত্তম কিবলা) কাহিনী শুনাচ্ছি।" (সূরা : ইউসুফ, আয়াত : ৩)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, সে কিচ্ছা -কাহিনী বলছে, তবে সে ভয়মুক্ত হবে, যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন :

فلما جاءه وقص عليه القصص قال لاتخف ـ

অর্থাৎ : "যখন তিনি (হযরত মুসা (আ:) তার নিকট (শোয়েব আ: এর নিকট) আসলেন এবং ঘটনা বর্ণনা করলেন, তখন তিনি (শোয়েব) বললেন, তুমি ভয় করো না।" (সূরা : আল কাসাস, আয়াত : ২৫)

আলেমকে স্বপ্নে দেখার অর্থই হল, দ্বীনের তবীব বা ডাক্তার এবং উপদেশদানকারী ও মঙ্গল কামনাকারী, যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন :

وذكر فان الذكرى تنفع المؤ منين ـ

অর্থাৎ : "মানুষকে উপদেশ দিন বা বুঝাইতে থাকুন, কেননা উপদেশ দেওয়া বা বুঝানো মু'মেনের উপকারে আসিবে।"(সূরা : আয-যারিয়াত, আয়াত : ৫)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, সে মানুষকে উপদেশ দিচ্ছে, অথচ সে উপদেশ দেয়ার যোগ্য নয়, তবে সে চিন্তা-ফিকির এবং রোগব্যাধিতে লিপ্ত এবং মহান আল্লাহর নিকট মুক্তির জন্য দোয়া করছে।

ব্যবসায়ী সংক্রান্ত স্বপ্ন

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে সেখানে প্রেমালাপের কবিতা পাঠ করতে দেখে, তবে এটা বাতেল বা গোমরাহীর প্রাধান্য বুঝাইবে।

উক্ত স্বপ্ন যদি কোন ব্যবসায়ী দেখে, তবে সে লোকসান হতে বেঁচে যাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, কোন স্থানে যিকিরের মজলিস হচ্ছে বা কুরআনের তেলাওয়াত ও দোয়া হচ্ছে অথবা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তিমূলক কবিতা আবৃত্তি হতেছে, তবে উক্ত স্থানে তেলাওয়াত ধেরনের ছহীহ শুদ্ধ হবে, ঠিক সে ধরনের মজবুত ইমারত নির্মাণ হবে বা আবাদীর উপযোগী হবে। আর যদি তেলাওয়াতে ভুলভ্রাতি হয়, তবে তা পূর্ণতা ও স্থায়ীত্ব লাভ করবে না।

যাকাত, সদকা, খানা খাওয়ানো, ঈদের ফিতরা সম্পর্কে স্বপ্নে দেখা

স্বপ্নে দান-খয়রাত করতে দেখার ফলাফল দর্শকবৃন্দের তারতম্যের কারণে বিভিন্ন হতে পারে।

সুতরাং যদি কোন আলেম স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি দান খয়রাত করছেন, তবে তিনি তার ইলম মানুষের উপকারের জন্য দান করবেন।

বাদশাহ যদি স্বপ্নে দান-খয়রাত করতে দেখেন, তবে তিনি (বিভিন্ন সম্প্রদায়ের) প্রশাসক নিযুক্ত হবেন।

যদি কোন ব্যবসায়ী স্বপ্নে দানখয়রাত করতে দেখে, তবে তার ব্যবসার দ্বারা বহু লোক উপকৃত হবে।

যদি কোন পেশাজীবি স্বপ্নে দান-খয়রাত করতে দেখে, তবে যাতে তার পেশা টিকে থাকতে পারে, সে বিদ্যাই শিক্ষা দিবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন মিসকীনকে খানা খাওয়াতে দেখে, তবে সে যাবতীয় চিন্তামুক্ত হবে এবং ভয়ভীতি থাকলে তা হতে নিরাপত্তা লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন কাফেরকে খানা খাওয়াইতে দেখে, তবে সে দুশমনকে শক্তিশালী করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে ঈদুল ফিতরের যাকাৎ (ফিতরা) আদায় করতে দেখে, তবে সে বেশী বেশী নামাপড়বে এবং তাসবিহ পাঠ করবে। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন : "নিশ্চয় সফলকাম হয়েছে তারা, যারা যাকাত দিয়েছে বা পরিশুদ্ধ হয়েছে এবং মহান আল্লাহকে স্মরণ করেছে ও নামাপড়েছে।"

(সূরা : আল-আলা, আয়াত : ১৪)

আর যদি তার উপর ঋণ থেকে থাকে, তবে পরিশোধ করবে এবং ঐ বৎসর তার কোন রোগ-ব্যধি দেখা দিবে না।

হযরত উমর (রা:) স্বপ্নে দেখলেন যে, তাকে বলা হচ্ছিল, তুমি 'সামাগ' নামক স্থানের জায়গা মহান আল্লাহর রাস্তায় দান কর। স্বপ্নে এটা তিনবার বলা হল। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে স্বপ্নের ঘটনা বর্ণনা করলেন এবং বললেন, হে মহান আল্লাহর রাসূল! পেরিচয় আমাকে দেয়া হয়েছে এ ধরনের কোন সম্পদ আমার নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন , শর্তের সাথে তা তুমি দান কর।

উস্তাদ আবু সা'আদ বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, সম্পদের যাকাত শর্ত মুতাবেক সে পুরাপুরি আদায় করেছে, তবে সে পর্যাপ্ত ধন-সম্পদ লাভ করবে, যেহেতু মহান আল্লাহ্ বলেন : "আর যাহা কিছু তোমরা যাকাত দিয়া থাক মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, তবে তাহাদিগকে দ্বিগুণ সওয়াব দেয়া হবে।" (সূরা : আর-রূম, আয়াত : ৩৯)

রোজা এবং ইফতার সম্পর্কে স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে রমযান মাসে জেনে শুনে রোযা ভঙ্গ করতে দেখে, তবে সে শরীয়তের কোন হুকুমকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য এবং গুরুত্বহীন মনে করবে।

আর যদি রোযার মর্মার্থ স্বীকার করে তা কাজা করার ইচ্ছা করতে দেখে, তবে এটা এমন জায়গা হতে তাৎক্ষণিক রিজিক লাভের ইঙ্গিত করে, যেখান হতে তার কোন ধারণাই ছিল না।

কেউ বলেন, রোজার মধ্যে দিনের বেলায় ইফতার করতে দেখলে, সে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে সফর করবে, যেহেতু মহান আল্লাহ্ বলেন : "তোমাদের মধ্যে যারা বিমার অথবা সফরে রয়েছে, তারা অন্য সময়ে তাহা পুরণ করবে।" (আল : বাকারা, আয়াত : ১৮৪)

কেউ বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে রমযানের দিনের বেলায় ইচ্ছাকৃতভাবে ইফতার করতে দেখে, তবে সে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মানুষ হত্যা করবে।

আর যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমেনকে হত্যা করতে দেখে, তবে সে রমজান মাসে ইচ্ছাকৃতভাবে দিনের বেলায় ইফতার করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কাফ্‌ফারার জন্য দুই মাস একাধিকক্রমে রোযা রাখতে দেখে, তবে সে ঐ গুনাহ হতে তওবা করবে, গুনাহে সে লিপ্ত রয়েছে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে রমযান মাস চলে যাওয়ার পর তাহা কাজা করতে দেখে, তবে সে বিমার অসুস্থ হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নফল রোযা রাখতে দেখে, তবে সে ঐ বৎসর আর বিমার হবে না। কেননা হাদীস শরীফে আছে, তোমরা রোযা রাখ, স্বাস্থ্য ভাল থাকবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে সদা-সর্বদা রোযা রাখতে দেখে, তবে সে অন্যায় অপরাধ এবং গুনাহ্ হতে বিরত থাকবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে গাইরুল্লাহর জন্য বা লোক দেখানো বা সুনাম-সুখ্যাতির জন্য রোযা রাখতে দেখে, তবে সে উদ্দেশ্যের পিছনে পড়েছে, তা হাসিল করতে পারবে না।

ব্যেক্তি সর্বদাই রোযা রাখতে অভ্যস্ত, সে যদি রোযার দিনে ইফতার করতে দেখে, তবে সে কোন মানুষের গীবত বা পরনিন্দা করবে, অথবা কঠিন বিমারে পতিত হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে রোযা রাখতে দেখে, কিন্তু এটা কি ফরনা নফল, তা বুঝতে পারছে না, তবে এটা তার উপর মান্নতী রোযার কাজা ওয়াজেব রয়েছে মনে করতে হবে, যেহেতু মহান আল্লাহ্ বলেন :

অর্থাৎ : "আমি মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে রোযা মানত করেছি, সুতরাং আজ কাহারও সাথে কিছুতেই কথা বলব না।" (সূরা : মারয়াম, আয়াত : ২৬)

কখনও রোযার ব্যাখ্যা চুপ থাকার দ্বারাও করা হয়। কেননা রোযার মূলেই রয়েছে চুপ থাকা অর্থাৎ অহেতুক কথা-বার্তা এবং কাজ-কর্ম পরিত্যাগ করা।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে ঈদ পালন করতে দেখে, তবে সে চিন্তামুক্ত হবে এবং আনন্দ ও প্রাচুর্য্য ফিরে পাবে।

উস্তাদ আবু সা'আদ বলেন, স্বপ্নে রোজা দেখার ব্যাখ্যার ব্যাখ্যার ব্যাপারে ব্যাখ্যা দাতারা মতবিরোধ করেছেন।

কেউ বলেন যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজেকে রমযান মাসে রোযা রত দেখে, তবে এটা খাদ্য ঘাটতি এবং চড়া মূল্যের ইঙ্গিত করে। আবার কেউ বলেন, উক্ত স্বপ্ন স্বপ্নদ্রষ্টার ঋণ পরিশোধ, বিমার হতে আরোগ্য, চিন্তা দূর এবং দ্বীন ধর্ম সহীহ শুদ্ধ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে পূর্ণ রমযান মাস রোযা রাখতে দেখে, আর সে যদি কোন সন্দেহের মধ্যে পড়ে থাকে, তবে তার ব্যাখ্যা আসবে এবং উক্ত সন্দেহ দূর হবে।

যদি কোন উম্মী লোক (লেখা পড়া জানে না) স্বপ্নে রমযান মাসের রোযা রাখতে এবং তা পুর্ণ করতে দেখে, তবে সে কুরআন শরীফ হেফজ (মুখস্ত) করতে পারবে।

হজ্জ, ওমরা, কা'বা শরীফ, হাজরে আসওয়াদ, মাকামে ইবরাহীম, জমজম, কুরবানী এবং মহান আল্লাহর নৈকট্যলাভের কাজগুলো স্বপ্নে দেখা

যদি স্বপ্নে দেখে যে, হজ্জ বা উমরা আদায় করেছে, তবে দীর্ঘজীবি হবে ও তার কাজগুলি সফল হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে বাইতুল্লাহর তওয়াফ করতে দেখে, তবে কোন ইমামের পক্ষ হতে কোন সম্মানজনক কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে হেরেমের মধ্যে তালবিয়া পাঠ করতে দেখে, তবে শত্রুর উপর জয়লাভ করবে এবং তাদের বিজয়ের ভয় হতে নিরাপদ থাকবে, আর যদি হেরেমের বাইরে তলবিয়া পাঠ করতে দেখে, তবে কেউ তার উপর বিজয় লভ করবে এবং তাকে ভয় দেখাবে।

যদি স্বপ্নে দেখে যে, তার উপর হজ্জ ফরহয়েছে, কিন্তু সে হজ্জ আদায় করছে না, তবে এটা তার আমানতে খিয়ানত করা এবং মহান আল্লাহর নিয়ামতের নাশুকরি করার প্রতি ইঙ্গিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজেকে আরাফার দিনে মাঠে উপস্থিত দেখে, তবে সে আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করবে এবং ঐ ব্যক্তির সাথে আপোস রফা করবে, তোর সাথে ঝগড়া করেছে। অর যদি তার কোন লোক নিরুদ্দেশ থাকে, তবে সপরিবারে তার নিকট ফিরে আসবে। কেননাা মহান আল্লাহ এই দিনই আদম ও হাওয়া (আ:) কে একত্রিত করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে পরিচয় করে দিয়েছিলেন।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, কা'বা শরীফে নামাপড়ছে, তবে কোন শরীফ শাসক হতে ক্ষমা লাভ করবে এবং খায়েব-বরকত এবং নিরাপত্তা হাসিল করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কা'বা শরীফ হতে কোন কিছু লইতে দেখে, তবে সে খলিফার পক্ষ হতে দু:খ কষ্টের সম্মুখীন হবে।

কা'বা শরীফ স্বপ্নে দেখা, খলিফা, আমীর বা উজিরের অর্থে ব্যবহৃত হয়, সুতরাং কা'বার কোন দেয়াল পড়তে দেখলে খলিফার মৃত্যুর প্রতি ইঙ্গিত করে এবং কা'বা শরীফ স্বপ্নে দেখা ঐ খায়ের ও বরকতের সুসংবাদ বুঝায়, যা সে ভবিষ্যতে লাভ করবে অথবা ঐ অমঙ্গল হতে সতর্ক করার ইঙ্গিত করে, যার ইচ্ছা সে পোষণ করিয়াছে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, কা'বাই যেন তার ঘর, তবে সর্বদাই সে উচ্চ মর্যাদা, রাজত্ব ও খেদমতের অধিকারী হবে এবং মানুষের মধ্যে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়বে। আর যদি কা'বার অবস্থা রদ্দি ও নিম্নমানের (আকৃতি বিশিষ্ট) দেখে, তবে এটাতে তার জন্য কোন খায়ের ও মঙ্গল নিহিত থাকবে না।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, তার ঘর-ই কা'বা, তবে ইমাম বা খলিফা তার সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন এবং তাকে মর্যাদা ও সম্মান দান করবেন।

কেউ বলেন যদি দেখে যে, কা'বায় প্রবেশ করেছে, তবে মহান আল্লাহ তাআলা চাহে তো কা'বায় প্রবেশ করতে পারবে, কেউ বলেন যে, সে খলিফার দরবারে প্রবেশ করতে পারবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, মক্কা হতে আনার (ডালিম) চুরি করেছে, তবে সে কোন মোহরেম মহিলার সাথে (যাদের সাথে বিবাহ হারাম) অবৈধ কাজে লিপ্ত হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, তাকে মক্কার কোন কাজের প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়েছে, তবে খলিফা তাকে কোন কাজের দায়িত্ব প্রদান করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, কা'বায় কোন দুর্ঘটনা ঘটাইয়াছে বা অজু নষ্ট করেছে, তবে এটা ঐ বিপদের সংকেত, যাহা খলিফা বা প্রশাসকের উপর পতিত হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজেকে মক্কায় অবস্থানকারী বা মক্কার পড়শি দেখে, তবে সে দীর্ঘ হায়াত লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মৃতদের সাথে মক্কায় অবস্থান করতে দেখে এবং মৃতেরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেছে দেখে, তবে সে শহীদ হয়ে মারা যাবে।

বর্ণিত আছে, একজন লোক ইমাম ইবনে শিরীন (রহ:) এর নিকট এসে বলল, আমি কা'বার ছাদে নামাপড়তে দেখিয়াছি। ইমাম ইবনে সিরীন (রহ:) বললেন, সাবধান! আমি তো দেখতেছি তুমি ইসলাম হতে বের হয়ে গিয়াছ।

একজন জ্যামিতিকার স্বপ্নে দেখল যে, সে হেরেম শরীফে প্রবেশ করে কা'বার ছাদে নামাপড়েছে। কোন মুআব্বেবের নিকট উক্ত স্বপ্ন বর্ণনা করলে, উত্তরে তিনি বললেন, তুমি নিরাপত্তা এবং বেলায়েত লাভ করবে বা তুমি প্রশাসক নিযুক্ত হবে। তোমার মাযহাব বাতেল এবং সুন্নতের বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়া তোমার নিকট জমায়েত হবে। ফলাফল তাই হল, যা তিনি বর্ণনা করেছেন।

একজন লোক স্বপ্নে দেখল যে, সে কা'বা পা দিয়া মাড়াইয়াছে বা কা'বা ভুলে ফেলেছে। উক্ত ঘটনা ইমাম ইবনে শিরীন (রহ:) এর নিকট বর্ণনা করা হলে উত্তরে তিনি বললেন, লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নতের বিরোধিতা করিয়াছে এবং নিজের খাহেশের পিছনে পড়েছে। তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে, সে কেবলা ভুলে গিয়াছে, ফলাফল তাই হল যা তুমি বর্ণনা করেছিলেন।

উস্তাদ আবু সাআদ বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে হজ্জের মৌসুমে হজ্জ করার জন্য বের হতে দেখে, আর সে যদি হজ্জ না করে থাকে, তাহলে তার হজ্জ

নসীব হবে। বিমার থাকলে, আরোগ্যলাভ হবে। ঋণী থাকলে, ঋণ আদায় হবে। ভীত থাকলে, ভয় দূর হবে। দরিদ্র থাকলে, ধনলাভ করবে। সফরে থাকলে, নিরাপদ থাকবে। ব্যবসায়ী হলে, ব্যবসায় লাভবান হবে। চাকুরীচ্যুত বা শাসন ক্ষমতা হারিয়ে থাকলে, তা ফিরে পাবে। পথহারা হলে, পথ পাবে। চিন্তিত থাকলে চিন্তা দূর হবে।

যদি স্বপ্নে দেখে যে, হজ্জের জন্য বের হয়েছে কিন্তু হজ্জ করতে পারে নি, তবে শাসক হলে ক্ষমতা হারাবে বা চাকুরীচ্যুত হবে। ব্যবসায়ী হলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মুসাফির হলে তার উপর ডাকাতি হবে। সুস্থ থাকলে অসুস্থ হবে।

হাজরে আস্ওয়াদ সম্পর্কে স্বপ্ন দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, লোকেরা হাজরে আসওয়াদ হারিয়ে ফেলার পর সে নিজেই একা তা পেয়েছে এবং যথাস্থানে রেখেছে, তবে এটার ফলাফল এই যে, সে নিজেকেই একমাত্র হেদায়েতের উপর মনে করবে এবং অন্য সমস্ত লোককে গোমরাহ্ মনে করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, সে হজরে আসওয়াদ সপর্শ করেছে, তবে তার তা'বীর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সে হেজাজবাসী কোন ইমামের (খলিফার) অনুকরণ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি হাজারে আসওয়াদ সমুলে উৎপাটন করে নিজের জন্যই তা নির্ধারিত করে নিতে দেখে, তবে সে একাকীভাবে দ্বীনের মধ্যে কোন বেদআতের প্রচলন করবে।

যমযম সম্পর্কে স্বপ্ন দেখা

ব্যেক্তি স্বপ্নে যমযমের পানি পান করতে দেখবে, সে খায়ের-বরকত লাভ করবে এবং সেৎ কাজের ইচ্ছা করেছে তা পূর্ণ হবে।

মাকামে ইবরাহীম সম্পর্কে স্বপ্ন দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে উত্তমভাবে খুতবা পাঠ করতে এবং লোকেরা মনোযোগসহ তা শুনতে এবং সুন্দরভাবে লোকদিগকে নিয়ে নামাআদায় করতে দেখে, তবে সে একজন অনুসরণীয় প্রশাসক হবে। আর যদি নামাও খুতবা পূর্ণ করতে না পারে, তবে তার প্রশাসন ক্ষমতা পূর্ণতা লাভ করবে না বরং সে বরখাস্ত হবে।

যদি কোন অমুসলিম স্বপ্নে দেখে যে,-সে খুতবা দিচ্ছে, তবে সে ইসলাম গ্রহণ করবে অথবা তাড়াতাড়ি মারা যাবে।

যদি কোন মহিলা স্বপ্নে খুতবা দিতে বা ওয়াজ নসিহত করতে দেখে, তবে এটা তার অভিভাবকের (স্বামীর) যোগ্যতা : দক্ষতা বুঝাবে। আর যদি তার খুতবার কথাগুলো জ্ঞানগর্ভ এবং নসিহতপূর্ণ না হয়, তবে সে অপমানিত হবে এবং মহিলাদের কোজগুলো অপছন্দনীয, সেগুলো প্রকাশ পাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, মাকামে ইবরাহীমে হাজির হয়েছে, অথবা সে দিকে ফিরে নামাপড়ছে, তবে সে শরীয়তের হুকুম আহকামগুলো প্রতিষ্ঠিত করবে এবং তার রক্ষণাবেক্ষণ করবে। হজ্জ নসীব হবে ও নিরাপত্তা লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, হজ্জের মৌসুমে খুতবা দিতেছে অথচ খুতবা দেওয়ার যোগ্যতা তার বা তার পরিবারের মধ্যে কারো নেই, তবে এটার ফলাফল তার সমান বা সমকক্ষ লোকের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে, অথবা সৎকর্মের মাধ্যমে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে, অথবা হালকা বিপদের সম্মুখীন হবে।

মিম্বার সম্পর্কে স্বপ্ন দেখা

উক্ত স্বপ্নদ্রষ্টা যদি প্রশাসক বা বাদশাহ না হয়, তবে স্বপ্নের ফলাফল সম্মনী লোকের দিকে অথবা পিতৃবংশীয় কোন বাদশাহর দিকে ইঙ্গিত করবে।

বর্ণিত আছে, একজন লোক ইমাম জাফর সাদেক (রা:) এর নিকট এসে বলল, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছি। ইমাম জাফর সাদেক (রা:) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পেশা কি? লোকটি বলল, হাম্মাম বা শৌচাগার পরিচালনা করা। ইমাম বললেন, তোমার বিরুদ্ধে বাদশার নিকট অভিযোগ আনা হবে (চোগলখুরী করা হবে) এবং তোমাকে শূলে চড়ানো হবে, ফলাফল তাই হল, যা তিনি ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন।

বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিদ্রা হতে জেগে মুচকি হাসলেন এবং বললেন, স্বপ্নে আমি মারওয়ান বংশের লোকদেরকে পরপর আমার মিম্বারে চড়তে দেখেছি, ফলাফল তাই হয়েছিল, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখেছিলেন।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, মিম্বারে দাঁড়িয়ে সৎ উপদেশ দিতেছে, আর সে যদি এটার যোগ্য হয়, তবে উচ্চমর্যাদা এবং বাদশাহী লাভ করবে, এবং তার সুনাম ছড়াইয়া পড়বে। আর যদি মিম্বারে দাঁড়াইয়া যোগ্য না হওয়া সত্বেও মিম্বারে দাঁড়িয়ে কোন কথা না বলে, অথবা খারা তবে এটা তাকে শুলে চড়ানোর প্রতি ইঙ্গিত করে। মিম্বারকে কখনও খেজুরের কাণ্ডের সাথে তুলনা করা হয়। সুতরাং যদি কোন শাসক বা বাদশাহ স্বপ্নে দেখে যে, সে মিম্বারে উপরে দাঁড়িয়েছে, আর মিম্বারটি ভেঙ্গে গিয়াছে বা মিম্বারটি সরে গিয়েছে, বা জোরপুর্বক

তাকে মিম্বার হতে নামিয়ে দেয়া হয়েছে, তবে সে ক্ষমতাচ্যুত হবে অথবা মৃত্যু বা কোন কারণে তার রাজত্ব চলে যাবে।

কুরবানী সম্পর্কে স্বপ্ন দেখা

স্বপ্নে যদি স্বয়ং কোন গোলাম কুরবানী করতে দেখে, তবে সে মুক্তি পাবে।

যদি কোন কয়েদী কুরবাণী করতে দেখে, তবে সে মুক্তি পাবে। ঋণী দেখলে ঋণ পরিশোধ হবে। ফকীর দেখলে ধনী হবে। ভীতু দেখলে ভয় দূর হবে, নিরাপত্তা পাবে। হেজ্জ করে নাই এমন ব্যক্তি দেখলে হজ্জ করবে। যোদ্ধাদার দেখলে সাহায্যপ্রাপ্ত (বিজয়ী) হবে। চিন্তিত দেখলে চিন্তা দূর হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে লোকদের মধ্যে কুরবানীর মাংস বণ্টন করতে দেখে, তবে সে যাবতীয় চিন্তা মুক্ত হবে এবং ইজ্জত সম্মান লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কুরবানী (জানেয়ার) হতে কোন কিছু চুরি করতে দেখে, তবেসে মহান আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ রটাবে।

কেউ বলেন, যদি কোন রোগী স্বপ্নে কুরবানী করতে দেখে, তবে এটা তার মৃত্যুর প্রতি ইঙ্গিত করে, আবার কেউ বলেন যে, সে আরোগ্য লাভ করবে।

ঈদুল আদ্বহা বা কুরবানীর দিন স্বপ্নে দেখা, অতীত আনন্দ ফিরে আসা এবং ধ্বংসের হাত হতে বেঁচে যাওয়ার আলামত। কেননা এই দিন-ই জবহর হাতে হতে ইসমাঈল (আ :) মুক্তি পন বা তার ফিদয়া দেয়া হয়।

এটা যাবতীয় চিন্তা মুক্তি এবং বরকত প্রকাশের সুসংবাদ, যেহেতু মহান আল্লাহ্ বলেন :

অর্থাৎ : “আমি ইবরাহীম (আ:) কে সুসংবাদ দিয়াছি ইসহাকের, যিনি সৎকর্মীদের মধ্যে একজন নবী ছিলেন, এবং তাকে ও এসহাককে বরকত দান করেছি।” (সূরা : আস-সাফফাত, আদাত : ১১২)

স্বপ্নে কুরবানীকারীর স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয়, তবে তার নেক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে।

জেহাদ সম্পর্কে স্বপ্ন দেখা

সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, মহান আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করছে, তবে সে সন্তানাদির ভরণপোষণের জন্য কঠোর পরিশ্রম করবে এবং প্রাচুর্য্য ও খায়ের-বরকত লাভ করবে। যেহেতু মহান আল্লাহ্ বলেন : “সে মহান আল্লাহর যমীনে পলায়নের স্থান এবং প্রাচুর্য্য লাভ করবে।” (নিসা, : ১০০)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে গজওয়াহ বা জিহাদে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধ বিগ্রহ করা হতে চেহারা ফিরে রাখতে দেখে, তবে সে সন্তানাদির ভরণপোষণের চেষ্টা তদবীর ছেড়ে দিবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্কছেদ করবে, আর তার দ্বীনধর্ম নষ্ট হবে। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন : "তবে কি তোমরা নাফরমানী করলে? পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে?" (সূরা : মুহাম্মদ, আয়াত : ২২)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে জিহাদে যেতে দেখে, তবে সে উচ্চ মর্যাদা, সুনাম, মহান আল্লাহর ফজল-অনুগ্রহ এবং বিজয় লাভ করবে। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন :

وفضل الله المجهدين على القاعدين اجرا عظيما ـ

অর্থাৎ : "যারা জিহাদ করে না তাদের উপর জিাদকারীদের তিনি অধিক ফযীলত এবং মহান পুরস্কার দান করেছেন।" (সূরা : নিসা, আয়াত : ৯৫)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, লোকেরা জিহাদের জন্য বাহির হয়েছে, তবে তারা ইজ্জত-সম্মান, শক্তি-সামর্থ এবং বিজয় লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, সে একাই কাফেরদের সাথে তলোয়ার নিয়া জিহাদ করতেছে এবং ডানে বামে আঘাত করতেছে, তবে তাকে শত্রুদের উপর সাহায্য করা হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, জিহাদে তাকে সাহায্য করা হয়েছে, তবে সে ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করবে।

যদি কোন গাজী স্বপ্নে লুটপাট করতে দেখে, তবে সে গণিমতের মাল হাসিল করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মহান আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হতে দেখে, তবে উচ্চ মর্যাদা, রিজিক বা আনন্দ লাভ করবে। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন :

بل احياء عند ربهم يرزقون ـ فرحين بما اتاهم الله من فضله ـ

অর্থাৎ : "বরং তারা মহান আল্লাহর নিকট জীবিত, তাদিগকে রিজিক দেওয়া হতেছে মহান আল্লাহর ফজল ও অনুগ্রহ হতে, যা কিছু তাদেরকে দেয়া হয়, তাতে তারা সন্তুষ্ট রয়েছে।" (সূরা : আল-ইমরান, আয়াত : ১৭০)

হযরত আতা (রহ:) বলেন,আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! একটি মাসাআলা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন , তা কি বল। আমি বললাম, জিহাদ উত্তম না রিবাত? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন , রিবাত। এক রাত্র-দিন সীমান্ত পাহারা দেওয়া এক হাজার বৎসর ইবাদতের চেয়ে উত্তম।

উস্তাদ আবু সাআদ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে আমরা জানতে পেরেছি যে, তিনি বলেন, সন্তান-সন্ততির জন্য পরিশ্রমকারী মহান আল্লাহর রাস্তায় জেহাদকারীর সমতুল্য।

কবরস্থান, দাফন-কাফন, মৃত্যু, কান্নকাটি ইত্যাদি সম্পর্কে স্বপ্ন দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, রোগব্যাধি অথবা মৃত্যুর কোন আলামত প্রকাশ ছাড়াই সে মৃত্যুবরণ করেছে, তবে তার হায়াত দীর্ঘ হবে।

কেউ স্বপ্নে দেখে যে, সে মৃত্যুবরণ করবে না, তার মৃত্যু ঘনাইয়া আসিয়াছে।

স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্নের মধ্যে যদি এই ধারণায় উপনীত হয় যে, সে কখনও মরবে না, তবে সে মহান আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, সে মারা গিয়াছে এবং তার মৃত্যুর কারণে কান্নাকাটি, দাফন : কাফন এবং লোকজন জমা হয়েছে, তবে তার দুনিয়া নিরাপদ থাকবে কিন্তু আখেরাতে বরবাদ হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে ইমাম (খলিফা বা বাদশা) মারা গিয়াছে, তবে ঐ শহর বিরান বা ধ্বংস হবে। আর শহর বিরান বা উজাড় হতে দেখা, সেখানকার ইমামের মৃত্যুর আলামত বুঝাবে।

যদি কোন পরিচিত মৃত ব্যক্তিকে পুনরায় মৃত্যুবরণ করতে দেখে এবং লোকেরা তার উপর কান্নাকটি করতেছে, কিন্তু সেখানে কোন চিল্লাচিল্লি বা বিলাপ করে নাই, তবে তার বংশের কেউ বিবাহ শাদী করবে। আর এই কান্নাকাটি তাদের পরস্পরের মধ্যে আনন্দের ইঙ্গিত বহন করে।

কেউ বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন মৃত ব্যক্তিকে পুনরায় (নতুনভাবে) মৃত্যুবরণ করতে দেখে, তবে এটা তার বংশের কোন নিকটাত্মীয়ের মৃত্যু বুঝাইবে। আর এটাই মৃত ব্যক্তির পুনরায় মৃত্যুবরণ বলে গণ্য হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে সে মারা গিয়াছে, কিন্তু মৃত্যুর কোন পরিবেশ (আলামত) সেখানে দেখে নাই যেমন দাফন-কাফন, গোসল, কান্নাকাটি ইত্যাদি, তবে তার ঘরের দেযাল বা বাড়ীর কোন বংশ বিধ্বস্ত হবে।

উল্লেখিত স্বপ্নে যদি কান্নাকাটি করা, জানাযার পিছনে যাওয়া, কাফন পরানো ইত্যাদি ছাড়াই যদি মৃত্যুকে দাফন করতে দেখে,তবে ঐ ঘরের মালিকানা হস্তান্তরের পূর্ব পর্যন্ত পুন:নির্মান করা হবে না।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, কোন স্থানে আকস্মিক মৃত্যু (মহামারী) দেখা দিয়াছে, তবে সেখানে অগ্নিকাণ্ডের সম্ভাবনা রয়েছে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, সে মারা গিয়াছে এবং বিবস্ত্র মাটিতে পড়ে রহিয়াছে, তবে সে ফকীর বা দরিদ্র হবে, আর যদি বিছানায় পড়ে থাকতে দেখে, তবে তার জন্য দুনিয়া বিছাইয়া দেওয়া হবে (ধনী হবে)। আর যদি খাটে বা সোফাসেটে পড়িয়া থাকতে দেখে, তবে উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। আর যদি চাটাই : সতরঞ্জির উপর (সাধারণ বিছানার উপর) পড়িয়া থাকতে দেখে, তবে পরিবারের পক্ষ হতে সদ্ব্যবহার বা মঙ্গল লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মৃত লাশ পেতে দেখে, তবে সে দুনিয়ার সম্পদ লাভ করবে। কেননা হাদিস শরীফে দুনিয়াকে মুর্দারের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন গায়েব বা হারানো ব্যক্তি মৃত্যুর সংবাদ পৌছিতে দেখে, তবে তার দ্বীনধর্ম বরবাদ হবে এবং দুনিয়ার উন্নতির খবর পৌছবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, একজন আর একজনকে বলছে, অমুক তো আকস্মিক (অপ্রত্যাশিত) মারা গিয়াছে, তবে আকস্মিক কোন দু:সংবাদ পৌছবে। অথবা কখনও হয় তো সে নিজেই মারা যাতে পারে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন গর্ভবতী মহিলা দেখে যে, সে মৃত্যুবরণ করিয়াছে ও তার লাশবহন করা হইতেছে, আর লোকেরা বিলাপ ছাড়াই তার জন্য কান্নাকাটি করতেছে, তবে সে পুত্র সন্তান জন্ম দিবে এবং তাতে আনন্দিত হবে।

কেউ বলেন, অবিবাহিত লোক যদি মৃত্যু স্বপ্নে দেখে, তবে এটা তার বিবাহের প্রতি ইঙ্গিত করে। আর বিবাহিত লোক যদি মৃত্যু স্বপ্নে দেখে, তবে এটা তার স্ত্রীর তালাকে প্রতি ইঙ্গিত করে। কেননা মৃত্যুই বিচ্ছেদের সৃষ্টি করে।

দুই শরীকের একজনকে যদি কোন ব্যক্তি মৃত স্বপ্নে দেখে, তবে এটা তার শরীকের বিচ্ছেদের প্রতি ইঙ্গিত করে।

ওমর ইবনে সুবাইহি সাআদী কবলেন, আমি আবদুল আজীজ ইবনে সুলাইমান আবেদনকে স্বপ্নে দেখিয়ছি। তিনি সবুজ কাপড় পরিহিত ছিলেম এবং তার মাথায় মতির মুকুট ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবু মুহাম্মদ! মৃত্যুর

পরবর্তী অবস্থা কেমন ছিল? এবং মৃত্যুর স্বাদ-ই বা কেমন বললেন, মৃত্যুর কষ্ট আর কঠিন যন্ত্রণা ও শাস্তির কথা জিজ্ঞাসা করিও না। তবে মহান আল্লাহর রহমত আমার সমস্ত দোষত্রুটি ঢেকে নিয়াছে। আর এই ফযীলত শুধুমাত্র তার অনুগ্রহেই লাভ করেছে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, সে মারা গিয়াছে আবার জীবিত হয়েছে, তবে সে কোন (বড় ধরনের) গুনাহ করবে, পরে আবার তওবা করবে। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন :

قالو ربنا امتنا اثنتين واحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوتنا ـ

অর্থাৎ : "কাফেররা বলবে, হে রব! তুমি আমাদিগকে দুইবার মৃত্যু দান করেছ, আবার দুইবার জীবিত করিয়াছ। আমরা আমাদের অন্যায় অপরাধ স্বীকার করে নিয়াছি।" (সূরা : আল-মুমেন, আয়াত : ১১)

বিলাপ বা মাতম সম্পর্কে স্বপ্ন দেখা

কেউ বলেন, স্বপ্নে বিলাপ বা মাতমের ব্যাখ্যা বাদ্যযন্ত্র, আর বাদ্যযন্ত্রের ব্যাখ্যা বিলাপ বা মাতম।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, কোন স্থানে বিলাপ বা মাতম করা হচ্ছে, তবে সেখানে কোন অশুভ দৃষ্টি পতিত হবে, যার কারণে সেখানকার বাসিন্দারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

কান্নাকাটি সম্পর্কে স্বপ্ন দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, কোন শাসক মারা গিয়াছে, আর লোকেরা অনুচ্চস্বরে তার জানাযার পিছন কাঁদতেছে, তবে তারা উক্ত শাসকের পক্ষ হতে শান্তি ও আনন্দ লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, সে কিছু মৃত লোকের দলে অবস্থান করতেছে, তবে সে কিছু মুনাফেক লোকের জমাতে রহিয়াছে এবং তাদিগকে সৎকাজের আদেশ দিতেছে, কিন্তু তারা তাহা পালন করতেছে না। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন : "আপনি মৃতদিগকে সৎ উপদেশ শুনাইতে পারবেন না এবং বধিকদিগকে কও আহ্বান শুনাইতে পারবেন না, যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে।"

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজেকে মৃতদের দলে মৃত থাকতে দেখে, তবে সে বেদআতের উপর মারা যাবে। অথবা এমন এক সফর করবে, যেখান হতে আর ফিরে আসবে না।

যদি দেখে যে, মৃতদের সাথে মেলামেশা করিয়াছে বা তাদিগকে স্পর্শ করিয়াছে, তবে সে ইতর-অসভ্য লোকদের দ্বারা কষ্ট পাবে।

কেউ বলেন, যদি দেখে যে, সে মৃতদের সাহচর্য গ্রহন করিয়াছে, তবে সে অনেক দূরের সফর করে উক্ত সফরে অধিক লাভবান হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, মুর্দাকে ঘাড়ে বহন করিয়াছে, তবে সে অনেক ধনসম্পদ এবং খায়ের বরকত লাভ করবে, আর মৃতদের সাথে খাইতে দেখলে দীর্ঘায়ু লাভ করবে।

ইমাম ইবনে সীরিন হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, স্বপ্নে কান্নাকাটি দেখার ফলাফল চক্ষু জুড়ানো ও অন্তরের শান্তি বুঝায়, হাঁ যদ কান্নার সাথে বিলাপ জড়িত হয়, তবে এটা কিছুতেই ভাল হিসাবে গণ্য হবে না।

যদি দেখে যে, কোন পরিচিত লোক মারা গিয়াছে এং সে তার উপর বিলাপ করে কাঁদতেছে ও শোক প্রকাশ করতেছে, তবে সে নিজেই উহাতে পতিত হবে, যাতে সে মৃত ব্যক্তিকে দেখিয়াছে অথবা তার নিকটাত্মীয়ের উপর কোন বিপদ দেখা দিবে। অথবা তার উপর কোন জঘন্য ধরনের অপবাদ রটবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, কোন শাসকের মৃত্যুর উপর তারা বিলাপ করে কাঁদতেছে, কাপড় ফাড়িতেছে এবং মাথায় মাটি নিক্ষেপ করতেছে, তবে উক্ত শাসক তার জুলুম অত্যাচার করবে।

মৃতের গোসল সম্পর্কে স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি নিজেকে গোসল দাতার হাতে অর্পিত দেখে, তবে সে উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে এবং চিন্তামুক্ত হবে।

যদি কোন মুর্দাকে তার (মুর্দার) কাপড় ধূইয়ে দেয়ার জন্য লোক তালাশ করতে দেখে, তবে এটা তার (মুর্দার) দোয়া, দান খয়রাত, ঋণ পরিশোধ, বিবাদীকে রাজী করা, বা অসিয়ত জারী করা ইত্যাদির প্রতি মোহতাজ হওয়ার ইঙ্গিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন মুর্দারের কাপড় ধুইয়ে দিতে দেখে, তবে এটা তার (ধৌতকারীর) পক্ষ হতে মুর্দারের জন্য কিছু নেক কাজ বা সওয়াব পৌঁছিবে।

যদি কোন মৃতকে নিজে নিজেই গোসল করাতে দেখে, তবে এটা তার নিকট আত্মীয়দের দু:শ্চিন্তা মুক্ত হওয়া এবং তাদের ধনদৌত বৃদ্ধি পাওয়ার ইঙ্গিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মৃতকে গোসল দিতে দেখে, তবে উক্ত লোকের হাতে এমন এক ব্যক্তি তওবা করবে, যাহার ধর্মীয় কাজে ত্রুটি বা ফাসাদ রয়েছে।

গোসলকারী দেখা, আসলে অত্যাধিক লাভবান ব্যবসায়ীর সাথে তুল্য। যার দ্বারা অনেক লোক চিন্তামুক্ত হবে। অথবা শরিফ : মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির সাথে তুল্য। যার হাতে অনেক ফাসাদী লোক তওবা করবে।

কাফন সম্পর্কে স্বপ্ন দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, মুর্দার মত তাকে কাফন পরানো হয়েছে, তবে এটা তার মৃত্যুর প্রতি দ্বীনের (ধর্মীয়) ফাসাদের প্রতি ইঙ্গিত করে।

মুর্দার কাফনের কাপড় যতই কম দেখবে, ততই তওবার বেশী কাছাকাছি হবে। আর যতই বেশী দেখবে, ততই তওবা হতে দূর থাকবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, কিছু অপরিচিত লোক আনন্দ উৎসব ছাড়াই (যেমন ঈদ, বিবাহ-শাদী ইত্যাদি) তাকে উৎকৃষ্ট ও নতুন পোশাক পরাইয়া : সাজাইয়া গোছাইয়া নির্জন ঘরে একাকী রেখে দিয়াছে, তবে এটা তার মৃত্যুর ইঙ্গিত করে।

কেউ বলেন, কাফন দেখা, এটা জিনা বা ব্যভিচারের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, সে মুর্দার কাফন (পরানো) পূর্ণ করতে পারে নাই, তবে তাকে যেনার দিকে ডাকা হবে। কিন্তু সে এটাতে সাড়া দিবে না।

মাথা স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মৃত ব্যক্তিকে মাথার অভিযোগ করতে দেখে, তবে সে পিতা-মাতার হকের ব্যাপারে বা তার প্রশাসকের হকের (খলিফা বা আমীর) ব্যাপারে ক্রেটি-বিচ্যুতি করেছে, সে সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

পায়ের গোছা স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, মৃত ব্যক্তির পিছনে পিছনে চলে এক অপরিচিত ঘরে প্রবেশ করেছে এবং সেখান হতে আর বের হচ্ছে না, তবে সে মারা যাবে।

যদি দেখে যে, মৃত ব্যক্তি তাকে বলতেছে, তুমি অমুক সময় মারা যাবে, তবে তার কথা সত্য। কেননা সে দারুল হক বা সত্যের ঘরে পৌঁছেছে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, মৃত ব্যক্তির পিছনে পিছনে চলেছে, কিন্তু তার সাথে কোন ঘরে প্রবেশ করে নেই, বা প্রবেশ করলেও সাথে সাথে বের হয়ে চলে আসছে, তবে সে মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছেও বেঁচে যাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, মৃত ব্যক্তির সাথে সফর করতেছে, তবে সে তার কাজ সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত এবং সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, মৃত ব্যক্তি তাকে দুনিয়ার কোন প্রিয় বস্তু পান করেছে, তবে যেখান হতে তার কোন আশা ছিল না সেখান হতে মঙ্গল ও বরকত লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, মৃত ব্যক্তি তাকে নতুন বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জামা দিয়েছে, তবে মৃত ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় রেকম জীবিকা লাভ করেছিল, সেও ঐ রকম জীবিকা লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, মৃত ব্যক্তি তাকে চাদর দিয়েছে, তবে সে মৃত ব্যক্তির মত পদমর্যদা ও সম্মান লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে পুরাতন ছেঁড়া ফাটা কাপড় দিতে দেখে, তবে সে দরিদ্র হবে। আর ময়লা কাপড় দিতে দেখলে, গুনাহে লিপ্ত হবে। খাদ্য দিতে দেখলে এমন স্থান হতে ইজ্জত সম্মানের রুজি লাভ করবে, যেখান হতে তার পাওয়ার ধারণাও ছিল না।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কেউ স্বপ্নে মৃতের পক্ষ হতে মধু দিতে দেখলে, যেখান হতে কোন আশা ছিল না, সেখান হতে মালে গণিমত লাভ করবে।

মৃত ব্যক্তিকে ওয়াজ নসিহত করতে বা কোন ইল্‌ম শিখাতে দেখলে, সে পরিমাণ ধর্মীয় কল্যাণ লাভ করবে, পেরিমাণ সে তাকে নসিহত করেছে বা ইল্‌ম শিখায়েছে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মৃত ব্যক্তিকে কাপড় দিতে দেখে, কিন্তু সে তা খুলেও নাই বা পরিধানও করে নাই, তবে তার সম্পদের ক্ষতি হবে অথবা সে বিমার হবে, কিন্তু অবশেষে আরোগ্য লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মৃতকে পরিধান করাবার জন্য কাপড় ছুড়ে মারতে দেখে, তবে সে মারা যাবে এবং কাপড়ের মালিকানা জীবিতের হাত হতে চলে যাবে।

জীবিতের পক্ষ হতে মৃতকে কোন কিছু দেয়া উত্তম নয়, তবে দুটি ক্ষেত্রে এর ব্যক্তিক্রম রয়েছে।

১ম : স্বপ্নে মৃতকে খরবুজা বা বাঙ্গি দিতে দেখে, তবে ধারণাতীতভাবে তার চিন্তা দূর হবে।

২য় : স্বপ্নে মৃত চাচা বা ফুফুকে কোন কিছু দিতে দেখলে তার ঋণ পরিশোধ হবে।

যদি দেখে যে, মৃত ব্যক্তি তাকে সালাম দিয়েছে, তবে তা মহান আল্লাহর নিকট তার ভাল অবস্থা বা সম্মানের প্রতি ইংগিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, মৃত ব্যক্তি তার হাত ধরেছে, তবে যেদিক হতে সে নিরাশ হয়েছিল, সেদিক হতে সম্পদ হাতে আসবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, মৃত ব্যক্তি তার সাথে মহব্বত বা ভালবাসার আলিঙ্গন করেছে, তবে তার হায়াত বৃদ্ধি পাবে। আর যদি ঝগড়া-বিবাদে নাছোড়বান্দার মত জড়িয়ে ধরতে দেখে, তবে এটা কোন ভাল স্বপ্ন বলে গণ্য হবে না।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মৃত ব্যক্তির সাথে কথা বলতে দেখে, তবে সে দীর্ঘায়ু লাভ করবে এবং এ ইঙ্গিতও করে যে, স্বপ্নদ্রষ্টা কোন সম্প্রদায়ের সাথে ঝগড়া বিবাদের পর আপোস রফা করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন অপরিচিত মৃত ব্যক্তিকে চুম্বন করতে দেখে, তবে ধারণাতীতভাবে সম্পদ লাভ করবে, আর যদি পরিচিত মৃতকে চুম্বন করতে দেখে, তবে মৃতের সম্পদ বা ইল্‌ম দ্বারা উপকৃত হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, পরিচিত মৃত ব্যক্তি তাকে চুম্বন করেছে, তবে সে মৃতের নিকটাত্মীয় হতে লাভবান হবে। আর যদি অপরিচিত মৃত ব্যক্তি তাকে চুম্বন করেছে দেখে, তবে সে এমন জায়গা হতে কল্যাণ লাভ করবে, যার সে আশা করে নেই।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, মৃত ব্যক্তি কোন খাদ্য ক্রয় করেছে, তবে এর মূল্য বৃদ্ধি পাবে বা দুষ্প্রাপ্য হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, মৃতরা কোন খাদ্য বা আসবাপত্র বেচাকেনা করতেছে, তবে এর মূল্য কমে যাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কেউ খাদ্যে বা আসবাবপত্রে মৃত মানুষ, ইঁদুর বা মৃত কোন প্রাণী পেতে দেখে, তবে তা নষ্ট হয়ে যাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কবরে কোন অপরিচিত লোকের সাথে সহবাস করতে দেখে, তবে সে জেনা করবে।

আর যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে অপরিচিত মৃতের সাথে সহবাস করতে এবং বীর্যপাত করতে দেখে, তবে সে কোন দুষ্ট মুনাফেকের সাথে উঠাবসা করবে এবং এর কারণে সে সম্পদের জরিমানা বা ভর্তুকি দিবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন পরিচিত মৃত পুরুষ বা মহিলার সাথে সহবাস করতে দেখে, তবে তার ঐ আশা পূর্ণ হবে, যা হতে সে নিরাশ হয়ে গিয়েছিল।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কেউ স্বপ্নে বন্ধুর সাথে সহবাস করতে দেখে, (বাস্তবে কিন্তু এটা হারাম) তবে বন্ধুর নিকটাত্মীয়রা সহবাসকারীর পক্ষ হতে মঙ্গল লাভ করবে। আর যদি সহবাসকৃত ব্যক্তি তার শত্রু হয়, তবে সহবাসকারী মৃতের নিকটাত্মীয়ের উপর বিজয় লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, মৃত ব্যক্তির কোন মোহরেমের (যার সহিত বিবাহ হারাম) সাথে সহবাস করতেছে, তবে সহবাসকারীর পক্ষ হতে সহবাসকৃত ব্যক্তির উপর দান-খয়রাত বা দোয়ার সওয়াব পৌঁছবে অথবা সহবাসকারীর পক্ষ হতে মৃতের নিকটাত্মীয়েরা কল্যাণ লাভ করবে। কেউ বলেন যে, সহবাসকারী কোন হারাম কাজে লিপ্ত হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, কোন পরিচিত মৃত ব্যক্তি তার সাথে সহবাস করেছে, তবে সে তার সম্পদ বা ইল্‌ম দ্বারা উপকৃত হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন মৃত মহিলাকে জীবিত হতে ও তার সাথে সহবাস করতে এবং মহিলার বীর্য তার গায়ে লাগতে দেখে, তবে তার উদ্দেশ্য সফল হবে এবং মনের খুশীতে প্রয়োজনের পিছনে সম্পদ খরচ করবে এবং নিত্য নতুন প্রশাসন ক্ষমতা এবং মুনাফার ব্যবসা হাতে আসবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন মৃত মহিলাকে জীবিত দেখে তাকে বিবাহ করে নিজ বাড়ীতে নিয়ে আসতে দেখে, তবে সে এমন কোন কাজ করবে, যাতে লজ্জিত হবে। আর যদি মহিলার সাথে সহবাস করতে এবং তার (মহিলার) শুক্র দ্বারা সিক্ত হতে দেখে, তবে সে ক্ষতি ও চিন্তাযুক্ত কোন কাজ করে লজ্জিত হবে। কিন্তু অবশেষে ঐ পরিমাণ প্রশংসা এবং মঙ্গল লাভ করবে, পেরিমাণ মহিলার শুক্রবিন্দু দ্বারা সিক্ত হতে দেখেছিল।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন মৃত মহিলাকে জীবিত দেখে তাকে বিবাহ করতে ও তার সাথে সহবাস করতে দেখে, কিন্তু তাকে নিজ বাড়ীতে না এনে বরং নিজেই তার বাড়ীতে চলে যেতে এবং সেখানে বসবাস করতে দেখে, তবে উক্ত স্বপ্ন তার মৃত্যুর ইঙ্গিত বহন করে।

উল্লেখিত স্বপ্নগুলো যদি কোন মহিলা দেখে, তবে এর ফলাফল তাই হবে, যা কোন পুরুষ দেখলে হয়ে থাকে।

উস্তাদ আবু সাআদ বলেন, মৃতকে স্বপ্নে দেখার উসুল বা নিয়ম এটাই, (মহান আল্লাহ্ তাআলাই সর্বজ্ঞাত) যদি কোন ব্যক্তি কোন মৃতকে কোন সৎ কাজ করতে দেখে, তবে সে তাকে ঐ সৎ কাজ করতে উৎসাহিত করেছে। আর যদি তাকে কোন খারাপ কাজ করতে দেখে, তবে সে তাকে ঐ খারাপ কাজ হতে বারণ করতেছে এবং এটা পরিত্যাগ করার ইংগিত করতেছে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কবর খনন করে কোন কিছু বের করতে দেখে, তার সে তার চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার জন্য যা ছিল ধর্ম বা দুনিয়ার দিক দিয়ে মৃত ব্যক্তির তা অনুসন্ধান করছে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মৃতকে কবরে জীবিত দেখে, তবে সে হালাল মাল, হিকমত এবং সৎ কাজের তৌফিক লাভ করবে। আর যদি কবরে তাকে মৃতই দেখে, তবে উক্ত মাল পরিচ্ছন্ন বা হালাল হবে না। কেউ বলেন, যদি কোন ব্যক্তি কবরস্থানে এসে কবর খনন করে তাদিগকে মৃত বা জীবিত পায়, তবে উক্ত এলাকা বা শহরে মহামারী দেখা দেয়ার ইংগিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মৃতকে পায়ের গোছা সম্পর্কে অভিযোগ করতে দেখে, তবে তাকে বাতেল বা অন্যায় পথে জীবন ধ্বংসের করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, মৃত ব্যক্তি তাকে এমন জায়গা হতে ডাকছে যে, সে তাকে দেখতেছে না, কিন্তু তার ডাকে সাড়া দিয়ে এভাবে বের হয়েছে যে, নিজেকে ফিরায়ে রাখতে পারছে না। তবে মৃত ব্যক্তি রোগে বা কারণে মারা গিয়েছে, সেও ঐ রোগে বা কারণে মারা যাবে। যেমন দেয়াল ধ্বসে, পানিতে ডুবে বা আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটে ইত্যাদি।

সুগন্ধি-আতর স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি নিজের জন্য সুগন্ধি করতে অন্য কারোও সাহায্য নিতে দেখে, তবে সে মজলিসের সুনামের জন্য তার সাহায্য নিবে। কেননা সুগন্ধি দুর্গন্ধ দূরীভূত করে।

আতর-সুগন্ধি দেখা, এটা দুরাচারীর তওবার আলামত এবং চিন্তিতের চিন্তামুক্তি এবং সুনামের ইংগিত করে।

মওতের খাটিয়া স্বপ্নে দেখা

কেউ বলেন, জানাযা দেখা বন্ধুভাবাপন্ন ও সমমনা লোক হবে। যার হাতে নিচুমানের ও রদ্দি ধরনের লোকেরাও তওবা করবে।

যদি দেখে যে, তাকে খাটিয়ার উপর রাখা হয়েছে, কিন্তু উঠাবার মত কোন লোক পাওয়া যাচ্ছেনা, তবে সে কারাবন্দী হবে।

যদি দেখে যে, তাকে খাটে বহন করা হচ্ছে, তবে সে কোন রাজকীয় (প্রতাপশালী) লোকের অনুসরণ করবে এবং তার সম্পদের দ্বারা উপকৃত হবে।

যদি দেখে যে, তাকে উঠায়ে খাটিয়ায় রাখে লোকেরা তাকে তাদের কাঁধে বহন করতেছে, তবে সে রাজত্ব এবং উচ্চমর্যাদা লাভ করবে। আর মানুষ তার অধীনস্থ হবে এবং পেরিমাণ লোক তার জানাযার পিছনে পিছনে চলেছিল, সে পরিমাণ লোক তার রাজত্বে আনুগত্যশীল হবে। আর যদি দেখে যে, লোকেরা তার জানাযার পিছনে পিছনে কাঁদতেছে, অথবা তার সুনাম গাইছে, অথবা তার জন্য দোয়া করতেছে, তবে তার পরিণাম ফল খুব ভাল এবং প্রশংসনীয় হবে।

যদি দেখে যে, লোকেরা তার জন্য কাঁদতেছে না বরং দুর্নাম করেতেছে, তবে তার পরিণাম ফল ভাল হবে না।

যদি দেখে যে, কোন জানাযার পিছনে পিছনে চলতেছে, তবে সে কোন ধর্ম নষ্ট বাদশার অনুসরণ করবে।

যদি বাজারে কোন জানাযা দেখে, তবে এটা ঐ বাজারের লোকদের মুনাফেকীর আলামত বুঝাবে।

যদি দেখে যে, কোন জানাশুনা কবরস্থানের দিকে জানাযা বহন করা হচ্ছে, তবে এটা ঐ হকের প্রতি ইংগিত করে, যা হকওয়ালাদের নিকট পৌছবে।

যদি দেখে যে, কোন জানাযা (খাট) হওয়ায় উড়তেছে, তবে বিদেশে কোন সম্ভ্রান্ত বা উঁচু পর্যায়ের লোক মারা যাবে, অথবা কোন রইস বা সর্দার অথবা আত্মপরিচয় গোপনকারী কোন উচ্চ পর্যায়ের আলেম মারা যাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজেকে খাটিয়ায় আর খাটিয়াটি মাটিতে চলতে দেখে, তবে সে কোন জাহাজে সফর করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে অনেক জানাযা (লাশ) কোন একস্থানে রাখা দেখে, তবে উক্ত স্থানের লোকেরা অধিক মাত্রায় অশ্লীল কাজে লিপ্ত হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন মহিলা দেখে যে, সে মারা গিয়েছে এবং তার জানাযা খাটে বহন করা হচ্ছে, তবে সে যদি অবিবাহিতা হয়, বিবাহ করবে। আর যদি বিবাহিতা হয়, তবে তার দ্বীন ধর্ম নষ্ট হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মৃত লাশ মাটিতে টানতে-হেঁচড়াতে দেখে, তবে সে হারাম সম্পদ কামাই করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন মৃতকে কবরস্থানে স্থানান্তরিত (বহন) করতে দেখে, তবে সে সত্য ও ন্যায়ের উপর আমল করবে। আর যদি বাজারে স্থানান্তরিত (বহন) করতে দেখে, তবে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে এবং ব্যবসায় লাভবান হবে।

যদি কোন ব্যক্তি তাকে খাটে বহন করতে দেখে, তবে তার সুখ্যাতি ছড়ায়ে পড়বে এবং সম্পদ অধিক হবে।

যদি কোন ব্যক্তি নিজেকে খাটিয়ার উপরে দেখে, তবে সে মহান আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হবে, যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন : অর্থাৎ : "তাদের অন্তরে ক্রোধ ছিল, তা আমি দূর করে দিব এবং তারা পরস্পর ভাই ভাইয়ের মত সামনা-সামনি খাটের উপরে (আসনে) বসবে।"

(সূরা : হিজর, আয়াত : ৪৭)

জানাযার নামাসম্পর্কে স্বপ্ন দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, কোন মৃতের জানাযার নামাপড়াবার জন্য তাকেই ইমাম নিযুক্ত করা হয়েছে, তবে সে কোন মুনাফেক বাদশার পক্ষ হতে কোন শাসন ক্ষমতা লাভ করবে।

মৃতের জানাযার নামাপড়তে দেখা, এটা তার জন্য মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা বুঝায়।

দাফন সম্পর্কে স্বপ্নে দেখা

কেউ বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কবরে দাফন হতে দেখে, তবে তার ধর্ম নষ্ট হবে। আর যদি দাফন হওয়ার পর কবর হতে বের হয়ে আসতে দেখে, তবে আশা করা যায় যে, সে তওবা করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন লোকের উপর মাটি ঢালতে অথবা তাকে কবরের গর্তে সোপর্দ করতে দেখে, তবে সে তাকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, তাকে বগলী কবরে রাখা হয়েছে, তবে সে বাড়ী-ঘর পাবে। আর যদি তার উপর মাটি (সমান করে) বিছায়ে দিতে দেখে, তবে মাটির পরিমাণ হিসেবে সম্পদ লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, সে মারা গিয়েছে এবং তাকে দাফন করা হয়েছে, তবে সে অনেক দূরের সফর করবে এবং ধন-সম্পদ অর্জন করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, মৃত্যু ছাড়াই তাকে কবরে দাফন করা হয়েছে, তবে এ ইংগিত করে যে, দাফনকারী তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে বা তাকে বন্দী করবে বা তাকে হত্যা করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, দাফনের পর সে কবরে মারা গিয়েছে, তবে সে চিন্তায় মারা যাবে। আর যদি কবরে মারা যেতে না দেখে, তবে বন্দী ও জুলুম হতে মুক্তি পাবে।

খোদাই করা কবর স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কবরে বৃষ্টি হতে দেখে, তবে সেখানকার লোকেরা মহান আল্লাহ তাআলার রহমত লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন অপরিচিত জায়গায় একটি মাত্র কবর দেখে, তবে সে কোন মুনাফেক লোকের সাথে মেলামেশা করবে।

জানাশোনা ও পরিচিত কররস্থান দেখা, এটা হক এবং সত্যের ইংগিত করে। অথচ সে এটা হতে গাফেল রয়েছে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজের জন্য কবর খনন করতে দেখে, তবে সে নিজের জন্য বাড়ী তৈরী করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, কোন মৃত ব্যক্তির কবর তার বাড়ীতে বা মহল্লায় বা শহরে স্থানান্তরিত হয়েছে, তবে তার সন্তানেরা বা নিকটাত্মীয়রা সেখানে বাড়ী তৈয়ার করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে খাটিয়া থাকা বা শয়ন করা ছাড়াই কোন কবরে প্রবেশ করতে দেখে, তবে সে সেখানে কোন খালি বাড়ী খরিদ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কবরের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, তবে সে মহান আল্লাহর নাফরমানী ও গুনাহর কাজ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন ধনী ব্যক্তিকে কবরস্থানে ঘোরাঘুরি করতে এবং কবরবাসীদিগকে সালাম করতে দেখে, তবে কেউ বলেন, সে গরীব হয়ে যাবে এবং মানুষের কাছে সওয়াল করে ফিরবে। কেননা কবর হল মুফলেস বা কপর্দকহীনদের স্থান।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন মুর্দাকে পুনরায় জীবিত দেখে, তবে তাহার কাজকর্ম নষ্ট হবার পর ঠিকঠাক হবে এবং দু:খ কষ্টের পর এমন জায়গা হতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসবে, যা সে ধারণাও করতে পারবে না।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে জীবিতকে মৃত দেখে, তবে তার কাজকর্ম খুব কঠিন হবে। কেননা জীবন সহজ এবং মৃত্যু কঠিন হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মৃতদেরকে সুসংবাদ দিতে দেখে, তবে মহান আল্লাহর নিকট তার অবস্থা (মর্যাদা) ভালোর প্রতি ইংগিত করে। কেননা, তারা সত্যের ঘরে রয়েছে। আর যদি তাদেরকে সুসংবাদ না দিতে অথবা মুখ ফিরিয়ে নিতে দেখে, তবে এটা মহান আল্লাহ নিকট তার অবস্থা খারাপের প্রতি ইংগিত করে। যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন : "স্বপ্নে উপদেশ গ্রহণ করাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট।"

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন জানাশুনা মৃত ব্যক্তিকে কবরে দেখে যে, আমি মরি নাই, তবে এটা মৃত ব্যক্তির আখেরাতের অবস্থা ভালোর প্রতি ইংগিত করছে। যেহেতু মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেন : "বরং তারা মহান আল্লাহর নিকট জীবিত এবং জীবিকাপ্রাপ্ত।" (সূরা : আল-ইমরান, আয়াত : ১৬৯)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মৃত ব্যক্তির মাথায় মুকুট বা হাতে আংটি অথবা তাকে মসনদে বসা দেখে, তবে এটাও মৃত ব্যক্তির ভাল অবস্থার প্রতি ইংগিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন মৃত ব্যক্তির গায়ে সবুজ কাপড় দেখে, তবে এটা তার (যে কোন ধরনের) শাহাদতের মৃত্যুর প্রতি ইংগিত করে।

উল্লেখিত স্বপ্নগুলো যেমন মৃত ব্যক্তির আখেরাতের ভাল অবস্থার প্রতি ইংগিত করে, ঠিক তেমনিভাবে তার নিকটাত্মীয়দের দুনিয়ার ভাল অবস্থার প্রতিও ইংগিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন মৃতকে হাসতে দেখে, তবে এটা তার মাগফুর বা ক্ষমাপ্রাপ্তির প্রতি ইংগিত করে, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলা বলেন :

অর্থাৎ : "অনেক চেহারা সে দিন হাস্যউজ্জ্বল এবং প্রফুল্ল হবে।"

(সূরা : আবাসা, আয়াত : ৩৮-৩৯)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন মৃতকে হাস্য উজ্জ্বল দেখে, কিন্তু তাকে স্পর্শ করতে বা তার সাথে কথা বলতে না পারে, তবে তার মৃত্যুর পর স্বপ্নদ্রষ্টার পক্ষ হতে সেমস্ত নেক কাজের সওয়াব পৌঁছেছে, সেজন্য সে তার প্রতি সন্তুষ্ট রয়েছে। আর যদি মুখ ফিরায়ে নিতে বা তার সাথে চরম ঝগড়া করতে দেখে, যেন সে তাকে মারবে, তবে এটা তার (স্বপ্নদ্রষ্টার) কোন গুনাহের কাজ করার প্রতি ইংগিত করে।

কেউ বলেন, যদি দেখে যে, মৃত ব্যক্তি তাকে মারছে তবে সে তার (মৃতের) ঋণ পরিশোধ করে দিবে।

যদি কোন মৃতকে ধনী দেখে, জীবদ্দশায় যতটুকু ধনী ছিল, তার চেয়ে বেশী, তবে এটা তার আখেরাতের ভাল অবস্থার প্রতি ইংগিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন মৃতকে ফকীর দেখে, তবে এটা তার নেকী ও সওয়াবের মোহতাজ হওয়ার প্রতি ইংগিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন মৃতকে উলঙ্গ দেখে, তবে এটা তার সওয়াব ও নেকী হতে খালি হাতে যাওয়ার প্রতি ইংগিত করে।

কেউ বলেন, মৃতকে উলঙ্গ দেখা এটা তার শান্তির আলামত বুঝায়।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে পরিচিত কিছু লোককে হাসি-খুশি নতুন কাপড় পরে কোন জায়গা হতে বের হতে বা ড়াঁড়াতে দেখে, তবে তাদের বা তাদের নিকটাত্মীস্বজনের কোন কাজ জীবিত হবে এবং তাদের ধন-দৌলত ও সৌভাগ্য নতুনভাবে ফিরে আসবে। আর যদি তাগিকে চিন্তিত দেখে, বা তাদের কাপড় চোপড় ময়লা দেখে, তবে তারা গরীব হয়ে যাবে এবং ফাহেশা কাজে লিপ্ত হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন পরিচিত কবরস্থান হতে মৃতদিগকে উঠতে দেখে, তবে উক্ত এলাকার লোকেরা বিপদ ও দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হবে এবং সেখানে মুনাফেকদের প্রকাশ ও আধিপত্য বিস্তার লাভ করবে।

কেউ বলেন, খোদাই করা কবর দেখার ব্যাখ্যা হচ্ছে-জেলখানা, যেমন-জেলখানা স্বপেন দেখার ব্যাখ্যা হচ্ছে- কবর।

অতএব যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কবরস্থান জিয়ারত করার ইচ্ছা করে, তবে সে কয়েদীদের সাথে দেখা করবে।

অপরিচিত জায়গায় অনেক কবর একত্রে স্বপ্নে দেখা, (সেখানে) অনেক মুনাফেক লোকের বসবাসের প্রতি ইংগিত বহন করে।

মৃত কাফের স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন মৃতকে হাসতে ও পরে কাঁদতে দেখে, তবে এই ইংগিত করে যে, সে মুসলমান হিসেবে মৃত্যুবরণ করে নেই। আর যদি মৃতের চেহারা কাল দেখে, তবে এটাও তার কুফুরীর অবস্থায় মৃত্যুর ইঙ্গিত করে। যেহেতু মহান আল্লাহ্ তাআলা বলেন : "বস্তুত যাদের চেহারা কাল হবে, তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা কি ঈমান আনার পর কুফুরী করেছিলে?"

(সূরা : আল-ইমরান, আয়াত : ১০৬)

মৃত কাফেরকে যদি ভাল অবস্থায় দেখা যায়, তবে এটা তার সন্তানাদির উঁচু মর্যাদা বুঝাবে। কিন্তু মহান আল্লাহর নিকট তার অবস্থা ভার বুঝাবে না।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মৃতকে বিমার বা তার গায়ে ময়লাযুক্ত কাপড় দেখে, তবে বান্দার হক ছাড়া মহান আল্লাহ তাআলা ও তার মধ্যে দ্বীনের সেমস্ত হক রয়েছে, সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মৃতকে ব্যস্ত বা ক্লান্ত দেখে, তবে এটা ঐ ব্যস্ততা বা ক্লান্তির আলামত, যাতে সে লিপ্ত রয়েছে।

দাদা-দাদী, নানা-নানী, বাপ-মা ইত্যাদি স্বপ্নে দেখা

এমনিভাবে যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার পিতাকে মৃত্যুর পর জীবিত দেখে, তবে উল্লেখিত ফলাফল লাভ করবে এবং এটা আরও বেশী ফলপ্রসূ হবে। কেননা বাপ মায়ের তুলনায় বেশী সক্রিয় ও শক্তিশালী।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার দাদা-দাদীকে মৃত্যুর পর জীবিত দেখে, তবে এটা তার সৌভাগ্যের জীবন ও সফলতার প্রতি ইংগিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার মাকে মৃত্যুর পর জীবিত দেখে, তবে সে চিন্তা ও দু:খ-কষ্টে লিপ্ত আছে, তা দূরীভূত হয়ে আনন্দ ও সফলতা আসবে।

ছেলেমেয়েদেরকে স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার মৃত মেয়েকে জীবিত দেখে, তবে দু:খ কষ্ট দূর হবে এবং আনন্দ ও সফলতা লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার মৃত ছেলেকে জীবিত দেখে, তবে এমন দিক হতে তার শত্রু পয়দা হবে, যা সে ধারণাও করতে পারবে না।

ভাই বোনদেরকে স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার মৃত বোনকে জীবিত দেখে, তবে তার কোন হারানো লোক বিদেশ (সফর) হতে ফিরে আসবে এবং আনন্দ লাভ করবে।

যেহেতু মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেন :

وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لايشعرون -

অর্থাৎ : "মূসার আম্মা মূসা (আ:)-এর বোনকে বললেন, তুমি তার পিছনে পিছনে যাও, ফলে সে দূর হতে তাদের অজ্ঞাতসারে অপরিচিতা হয়ে তাকে দেখতে লাগল।" (সূরা আল-কাসাস, আয়াত : ১১)

যদি কোন ব্যক্তি তার মৃত ভাইকে জীবিত দেখে, তবে দুর্বলতার পর শক্তি অর্জন করবে। যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলা বলেন :

اشدد به ازرى و اشركه فى امرى -

অর্থাৎ : "মূসা (আ:) বলেন, আমার ভাই হারুনকে আমার সাহায্যকারী বানান এবং তার মাধ্যমে আমার কোমর মজবুত করেন এবং তাকে আমার কাজে শরীক করেন।" (সূরা : ত্বোহা, আয়াত : ৩০-৩১)

মামা-খালাদেরকে স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মহিলাদের কাপড় সাদা দেখে, তবে ধর্মীয় বিষয়ে আশা-আকাংখা পূর্ণ হবে। আর যদি কাল দেখে, তবে গানবাদ্য জাতীয় আশা পূরণ হবে। আর যদি পুরাতন, ছেঁড়া-ফাটা দেখে, তবে দরিদ্রতা ও চিন্তা ফিকিরে পতিত হবে। আর যদি ময়লাযুক্ত দেখে, তবে গুনাহে লিপ্ত হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মৃতকে নিদ্রিত বা ঘুমন্ত দেখে, তবে এটা তার পরকালের আরাম-আয়েশের প্রতি ইংগিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মৃত ব্যক্তির সাথে (একই বিছানায়) নিদ্রা যেতে দেখে, তবে সে দীর্ঘজীবি হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মৃতকে জীবদ্দশায় যেখানে নামাপড়তে দেখত, সে জায়গা ছাড়া অন্য কোথাও নামাপড়তে দেখে, তবে এটার তা'বীর এটাই যে, জীবদ্দশায় সে নেক্ক আমল করেছিল, বা সেমস্ত ওয়াকফ বা দান-খয়রাত করেছিল, তার সওয়াব তার নিকট পৌছেছে। আর যদি মৃত ব্যক্তি কোন প্রশাসক হয়, তবে তার বংশধরেরা তার মত প্রশাসন ক্ষমতা লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মৃত ব্যক্তিকে এমন জায়গায় নামাপড়তে দেখে, যেখানে সে জীবদ্দশায় নামাপড়ত, তবে এটা তার উত্তরাধিকারীদের দ্বীন ধর্ম ঠিক আছে বলে ইংগিত করে, কেননা মৃত্যুর কারণে সরাসরি আমল করা হতে সে বঞ্চিত হয়েছে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন মৃত ব্যক্তিকে জীবিতদের ইমামতি করতে দেখে, তবে তাদের হায়াত কমে যাবে, কেননা তারা মৃতের অনুসরণ (এক্তেদা) করেছে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন কাজকর্মে মৃত ব্যক্তির পদাংক অনুসরণ করতে দেখে, তবে সে ভালমন্দ কোন কাজকর্মে মৃত ব্যক্তির অনুসরণ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার মৃত মামা বা খালাকে জীবিত দেখে, তবে যা কিছু তার হাত ছাড়া হয়েছিল, তা আবার তার হাতে ফিরে আসবে।

যদি কোন ব্যক্তি মুর্দাকে জিন্দা করতে দেখে, তবে তার হাতে কোন কাফের মুসলমান হবে, অথবা কোন ফাসেক তওবা করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার মহল্লার কিছু পরিচিতা মৃত মহিলাকে সেজে-গুজে জীবিত হয়ে উঠতে দেখে, তবে ঐ মহিলাদের সাজ-সজ্জা, বেশ-ভূষা হিসেবে স্বপ্নদ্রষ্টা এবং মহিলাদের নিকটাত্মীয়দের কাজকর্ম বা আশা-আকাংখা পূর্ণ হবে বা জীবিত হবে।

ইমাম আবু হানিফার ঘটনা

ইমাম আবু হানিফা (রহ:) স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা শরীফে হাজির হয়েছেন এবং কবর মোবারক খনন করছেন। উক্ত স্বপ্ন স্বীয় উস্তাদ ইমাম জাফর সাদেক (রা:) এর নিকট বর্ণনা করলেন। ইমাম আবু হানিফা তখন শৈশবে ছিলেন এবং মক্তবে লেখাপড়া করতেন। ঘটনা শুনে উস্তাদ বললেন, হে আমার প্রিয় ছেলে! যদি তোমার এ স্বপ্ন সত্য হয়, তবে তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নকশে কদমে (পদাংক অনুসরণ করে) চলবে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়তের খুব তাহকীক বা যাঁচাই করবে। স্বপ্নের ফলাফল তাই হয়েছিল যা উস্তাদ বলেছিলেন। ইমাম আবু হানিফা সেম্মান এবং আজমত লাভ করেছিলেন তা সর্বজনবিদিত।

কিয়ামত, হিসাব-নিকাশ, মিযান, পুলছিরাত, আমলনামা ইত্যাদি স্বপ্নে দেখা

আমাদ ইবনে মাসরুক বলেন, স্বপ্নে দেখলাম যে, কিয়ামত কায়েম হয়েছে। বান্দারা একত্রিত হয়েছে। হঠাৎ ঘোষণাকারী ঘোষণা করল, নামাযের সময় হয়েছে, লোকেরা কাতারবন্দী, যার মুখমণ্ডল দৈর্ঘ্য প্রস্থে প্রায় এক মাইলের মত ছিল। আমাকে বললেন, আগে যাও এবং লোকদের নামাপড়াও। আমি তার চেহারার দিকে গভীরভাবে তাকালাম। হঠাৎ তার কপালে লেখা দেখতে পেলাম 'জীবরাঈল আমীনুল্লাহ'। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায়? জিবরাঈল বললেন, তিনি সুফীদের (আল্লাহর বিশেষ বান্দাদের) খাওয়ানো-দাওয়ানোতে ব্যস্ত আছেন।

উস্তাদ আবু সা'আদ বলেন, মহান আল্লাহ কিয়ামত সম্পর্কে বলেন : অর্থাৎ :

"আমি কিয়ামতের দিন ইনসাফের পাল্লা কায়েম করব। সুতরাং সেদিন কিন্তু কারোও প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম বা অবিচার করা হবে না।"

(সূরা : আম্বিয়া, আয়াত : ৪৭)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন স্থানে কিয়ামত কায়েম হতে দেখে, তবে উক্ত স্থানের অধিবাসীদের জন্য ইনসাফ বা সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তথাকার জালেমদের নিকট হতে প্রতিশোধ নেয়া হবে এবং মজলুমদের সাহায্য করা হবে। কেননা কিয়ামত হল ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ও ফায়সালার দিন।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন স্থানে কিয়ামতের কোন আলামত প্রকাশ পেতে দেখে, যেমন পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হওয়া, মাটির নিচ হতে প্রাণী বের হওয়া, দাজ্জাল বা ইয়াজুজ-মাজুজ ইত্যাদির প্রকাশ ঘটা। আর লোকটি যদি সৎ ও নেক্কার হয়, তবে উক্ত স্বপ্ন তার জন্য সুসংবাদ বাহক হবে। আর যদি অসৎ এবং বদকার হয়, অথবা খারাপ কাজের এরাদাকারী হয়, তবে উক্ত স্বপ্ন তার জন্য সতর্ক ও হুশিয়ারী হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, কিয়ামত কায়েম হয়েছে এবং সে মহান আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান রয়েছে, তবে উক্ত স্বপ্ন ধ্রুব সত্য এবং সেখানে অতি তাড়াতাড়ি ন্যায় ও ইনসাফের প্রকাশ ঘটবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, কবর ফেটে গিয়েছে এবং মৃতরা কবর হতে বের হচ্ছে, তবে উক্ত স্বপ্নও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ইংগিত বহন করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, সে কিয়ামতের ময়দানে অবস্থান করতেছে, তবে উক্ত স্বপ্ন তার জন্য সফর (ভ্রমণ) অপরিহার্য করে তুলবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, তার একা বা অন্য আর একজনের সাথে হাশর হয়েছে, তবে উক্ত স্বপ্ন এ ইংগিত করে যে, সে একজন জারেম বা অত্যাচারী লোক। যেহেতু মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেন :

احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون ـ

অর্থাৎ : "জালেমদিগকে (গুনাহগারদিগকে) এবং তাদের দোসরদিগকে একত্রিত কর।" (সূরা : আস সাফ্ফাত, আয়াত : ২২)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, শুধুমাত্র তার উপরেই কিয়ামত কায়েম হয়েছে, তবে উক্ত স্বপ্ন তার মৃত্যুর ইংগিত বহন করে। কেননা হাদীস শরীফে আছে, ব্যেক্তি মৃত্যুবরণ করল, তার কিয়ামত কায়েম হল।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, কিয়ামত কায়েম হয়েছে এবং তার ভয়াবহ অবস্থা স্বচক্ষে দেখার পর পুনরায় দেখতে পেল যে, তা শান্ত হয়েছে এবং পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসছে, তবে এটা এমন লোকের পক্ষ হতে আদল ইনসাফের আশা পরেই জুলুম-অত্যাচারের ইংগিত করে, যাদের পক্ষ হতে জুলুমের আশা করা যায় নেই। কেউ বলেন এ ধরনের স্বপ্ন এ ইংগিত করে যে, স্বপ্নদ্রষ্টা গুনাহের ভিতরে লিপ্ত রয়েছে, অথবা বরাবর মিথ্যার উপর অটল রয়েছে। যেহেতু মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেন :

ولوردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون -

অর্থাৎ : "যদি তারা পুনরায় প্রেরিত হয় (দুনিয়ার দিকে) তবুও তারা তাই করবে, যা হতে তাদিগকে নিষেধ করা হয়েছিল, অবশ্যই তারা মিথ্যাবাদী।" (সূরা : আল-আনআ'ম, আয়াত : ২৮)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, সে হিসাব কিতাবের সন্নিকট হয়েছে, তবে এটা তার নেক কাজ হতে অমনোযোগী (গাফেল) এবং হক বা সত্য হতে বিমুখ হওয়ার প্রতি ইংগিত করে। যেহেতু মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেন :

অর্থাৎ : "মানুষের হিসাব কিতাবের সময় (কিয়ামত) অতি নিকটবর্তী অথচ তারা বেখবর হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।" (সূরা : আম্বিয়া, আয়াত : ১)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, তার হিসাব কিতাব খুব সহজ করে নেয়া হয়েছে, তবে এটা তার স্ত্রীর যোগ্যতাসম্পন্না হওয়া এবং স্বামীর প্রতি স্নেহ মমতাশীলা এবং দ্বীন ধর্মেও উত্তমা হওয়ার প্রতি ইংগিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, তার হিসাব খুব কঠোর নেয়া হয়েছে, তবে এটা ঐ ক্ষতির দিকে ইংগিত করে, যাতে সে পতিত হবে। যেহেতু মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেন : "আমি তার হিসাব নিয়েছি কঠোর হিসাব।"

(সূরা : আত-তালাক, আয়াত : ৮)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে স্বেয়ং মহান আল্লাহ তার হিসাব নিতেছেন এবং তার আমলনামা পাল্লায় বা মিজানে রাখা হয়েছে, আর তার নেকীগুলো বদীর উপর ভারী হয়েছে। তবে সে এক বড় ধরনের এবাদতে লিপ্ত আছে, যার বিনিময়ে সে মহান আল্লাহর নিকট মহান পুরস্কার লাভ করবে। আর যদি তার বদীগুলো ভারী হয়, তবে তার ধর্মীয় দিকটা খুবই ভয়ের সম্মুখীন রয়েছে। আর যদি দেখে যে, মিযানের পাল্লা তার হাতে রয়েছে, তবে সে সরল সঠিক পথে রয়েছে। যেহেতু মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেন :

وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ـ

অর্থাৎ : "আমি তাদের (রাসূলদের) সাথে কিতাব এবং ন্যায়নীতি (মিযান) অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

(সূরা : আল-হাদীদ, আয়াত : ২৫)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, 'কোন ফেরেশতা তাকে কিতাব বা আমলনামা হাতে দিয়ে বলেছে যে, তুমি এটা পড়। তবে সে যদি সৎ ও যোগ্য হয়, আনন্দ লাভ করবে। আর যদি অযোগ্য এবং অসৎ হয়, তবে তার অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ হবে, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেন :

অর্থাৎ : "তুমি তোমার কিতাব (আমলনাম) পড়, আজ তোমার হিসাবের জন্য তুমিই যথেষ্ট।" (সূরা : আল এসরা, আয়াত : ১৪)

যদি দেখে যে, সে পুলসেরাতের উপর (দণ্ডায়মান) রয়েছে, তবে সে দ্বীনের উপর সঠিকভাবে কায়েম রয়েছে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, হিসাব-কিতাব, মিজান এবং পুলসেরাত হতে তার পতন হয়েছে এবং সে কাঁদতেছে, (যদি মহান আল্লাহ চাহেন) তবে আশা করা যায় যে, তার আখেরাতের কাজ সহজ হবে।

আবু উবাইদ আত-তাসতরী বলেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি যেন কিয়ামত কায়েম হয়েছে আর লোকেরা একত্রিত হয়েছে। এদিকে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করল, হে লোক সকল! যারা দুনিয়ার জগতে ক্ষুধার্ত ছিল, তারা যেন খানা খাওয়ার জন্য তৈরী হয়ে যায়। লোকেরা একের পর এক খানার জন্য তৈরী হতে লাগল। অত:পর আমাকেও ডাকা হল, হে আবু উবাইদ! তুমি তৈরী হও। আমিও খানার জন্য তৈরী হলাম। এদিকে দস্তরখানা বিছানো হল। আমি মনে মনে বললাম, কতই না আনন্দের বিষয়, আমিও এখানে (শামিল হতে পারলাম)

জাহান্নাম স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিকট হতে দোযখের আগুন দেখে, তবে সে পরিরশ্রম ও কষ্টে পতিত হবে, যা হতে মুক্তি পাবে না যেহেতু মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেন :

ورالمجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها و لم يجدوا عنها مصرفا ـ

অর্থাৎ : "আর পাপীরা দোযখের আগুন দেখে বুঝে নিবে (বিশ্বাস করে

নিবে) যে, অবশ্যই তাদের এতে পতিত হতে হবে এবং এটা হতে বের হবার বা রাস্তা পরিবর্তন করার কোন স্থান পাবে না।" (সূরা : কাহাফ, আয়াত : ৩৩)

আর সে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যেহেতু মহান আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন :

ان عذابها كان غراما ـ

অর্থাৎ : "নিশ্চয়ই জাহান্নামের আযাব অত্যন্ত নাছোরবান্দা বা নিশ্চিত বিনাশকারী।" (সূরা : আল ফুরকান, আয়াত : ৬৫)

এবং উক্ত স্বপ্ন তার জন্য সতর্ককারী। সে যেন ঐ সমস্ত গুনাহ্ হতে তওবা করে, যাতে সে লিপ্ত রয়েছে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে জাহান্নামে প্রবেশ করতে দেখে, তবে সে ফাহেশা বা কবিরা গুনাহে লিপ্ত হবে। যাতে সে শাস্তির যোগ্য হবে। কেউ বলেন, সে বিচারক নিযুক্ত হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, তাকে দোযখে প্রবেশ করানো হয়েছে, তবে ব্যেক্তি তাকে প্রবেশ করিয়েছে, সে তাকে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট করবে এবং অশ্লীল কাজে উদ্বুদ্ধ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, দোযখ হতে বিনা কষ্টে ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া ছাড়াই বের হয়েছে, তবে সে দুনিয়ার চিন্তা ফিকিরে পতিত হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, দোযখের গরম পানি পান করতেছে অথবা যাককুম বৃক্ষ (দোযখের এক প্রকার কাটা ও বিষাক্ত আঁটা জাতীয় খাদ্য) হতে খেতেছে, তবে সে এমন ধরনের ইল্‌ম শিক্ষায় লিপ্ত হবে, যা তার জন্য ধ্বংস ও বিপদের কারণ হবে। কেউ বলেন, তার কাজগুলো কঠিন হবে এবং উক্ত স্বপ্ন এটাও ইংগিত করে যে, সে খুন খারাবী করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, দোযখে তার চেহারা কাল হয়ে গিয়েছে, তবে এ ইংগিত করে যে, সে এমন লোকের সাথে উঠাবসা করবে যারা মহান আল্লাহর দুশমন এবং যারা তার খারাপ কাজের প্রতি সন্তুষ্ট রয়েছে। ফলত: মানুষের সম্মুখে সে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে এবং তার চেহারা কাল হবে আর তার শেষ পরিণাম ভাল হবে না।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, সে সদাসর্বদা দোযখে বন্দী রয়েছে এবং বুঝতে পারতেছে না কখন সেখানে প্রবেশ করেছে। তবে সে দুনিয়াতে সদাসর্বদা ফকীর, চিন্তিত, বঞ্চিত থাকবে এবং নামায, রোযা ও সমস্ত এবাদত-বন্দেগী পরিত্যাগ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, সে কয়লা বা অগ্নিস্ফুলিংগের উপর দিয়ে অতিক্রম করতেছে, তবে সে ইচ্ছাকৃতভাবে মজলিস-মাহফিলে মানুষের ঘাড় মাড়িয়ে চলবে।

কোন স্বপ্নে (দোযখের) আগুন দেখলে, এটা তাড়াতাড়ি ফেতনা ফাসাদে পতিত হওয়ার ইংগিত করে, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেন :

ذوقوا فتنكم هذا الذى كنتم به تستعجلون -

অর্থাৎ : "তোমরা তোমাদের ফেতনা বা আজাবের স্বাদ গ্রহণ কর, এটা উহাই যার সম্পর্কে তোমরা তাড়াহুড়া করতেছিল।"

(সূরা : আয-যারিয়াত, আয়াত : ১৪)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, তলোয়ার উত্তোলন করে দোযখে প্রবেশ করেছে, তবে সে ফাহেশা এবং অশ্লীল কথাবার্তা বলবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, হাসতে হাসতে দোযখে প্রবেশ করেছে, তবে সে পাপাচারে লিপ্ত হবে এবং দুনিয়ার নিয়ামতের প্রতি খুশি থাকবে।

(মহান আল্লাহ আমাদিগকে পানাহ দান করুন)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, তাকে আগুনে জ্বালানো হচ্ছে, তবে সে দোযখে যাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, ফেরেশতা তার কপালের চুল ধরে দোযখে নিক্ষেপ করেছে, তবে উক্ত স্বপ্ন তার জন্য অপমান এবং লাঞ্ছনা আনয়ন করবে।

বেহেশত এবং তার খাজাঞ্চী, হুর-গেলমান বালাখানা, নদ-নদী, ফলমূল স্বপ্নে দেখা

উম্মে আব্দিল্লাহ (যিনি বসরার মহিলাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা ছিলেন) বলেন, স্বপ্নে দেখেছি, যেন আমি একটি উত্তম বাড়ীতে প্রবেশ করেছি। অত:পর একটি বাগানে গিয়েছি। মা'শাআল্লাহ বাগানটি কতই না সুন্দর। হঠাৎ আমি একজন লোককে দেখতে পেলাম। যিনি সোনার খাঁটের উপর হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। তার চতুর্দিকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকেরা পরিবেষ্টন করে রেখেছিল। যাদের হাতে পানপাত্র ছিল। আমি এ সমস্ত সৌন্দর্য দেখে আশ্চর্য হচ্ছিলাম। হঠাৎ একজন লোককে অভ্যর্থনা করে আনা হল। জিজ্ঞাসা করা হল ইনি কে? তিনি বললেন, ইনি মারওয়ান মুহলামী আগমন করেছেন এবং তিনি সোনার খাঁটের উপর

মান-শওকতে বসে গেলেন। উম্মে আব্দিল্লাহ বলেন, তৎক্ষণাৎ আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল, আর এই মুহূর্তেই আমি দেখতে পেলাম যে, মারওয়ান মুহলামরি জানাযা বহন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

ইব্‌রাহীম ইবনে সাররী মুফলেস বলেন, আমি আমার আব্বাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : একদিন আমি আসরের নামাযের পর একাকী মসজিদে বসা ছিলাম এবং ইফতারের জন্য পানি ঠাণ্ডা করার উদ্দেশ্যে মসজিদের জানালায় একটি কলসী রেখে দিয়েছিলাম। হঠাৎ আমি ঘুমিয়ে পড়লাম এবং স্বপ্নে দেখতে পেলাম একদল হুরে ঈন (ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট হুর) মসজিদে প্রবেশ করেছে এবং তারা হাতে তালি বাজাচ্ছে। তাদের একজনকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কার? উত্তরে সে বলল, আমি সাবেত বুনানী (রহ:)-এর।

আর একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কার? সে বলল, আমি আবদুর রহমান বিন যায়েদ (রহ:) এর। আর একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কার? সে বলল, আমি উতবা (রহ:) এর। আর একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কার? সে বলল, আমি ফারকাদ (রহ:) এর। অবশেষে একজন বাকী রইল, আমি জিজ্ঞেস করলাম তুমি কার? সে বলল, আমি ঐ ব্যক্তির যার ইফতারের পানি এখনও ঠাণ্ডা হয় নেই। আমি বললাম, তুমি যদি সত্য হও, তবে কলসী ভেঙ্গে ফেল। তৎক্ষণাৎ কলসীটি জানালা হতে উল্টে পড়ে ভেঙ্গে গেল এবং ভাঙ্গা কলসীর আওয়াজ শুনে আমি ঘুম হতে জেগে উঠলাম।

উস্তাদ আবু সা'আদ বলেন, ব্যেক্তি জান্নাত দেখল কিন্তু জান্নাতে প্রবেশ করতে দেখল না, তবে এটা তার জন্য নেক আমলের অথবা নেক আমলের ইচ্ছা পোষণের শুভ সংবাদ বহন করে। আর এই ধরনের স্বপ্ন মুনসেফ বা ন্যায় পরায়ণ লোকের হয়ে থাকে, জালেম বা অত্যাচারীর নয়।

কেউ বলেন, ব্যেক্তি সরাসরি (স্বপ্নে) জান্নাত দেখবে, তার মনের আশা পূর্ণ হবে এবং চিন্তা ফিকির দূর হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, জান্নাতে প্রবেশ করতে চাচ্ছে কিন্তু বাঁধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, তবে সে হজ্জ এবং জিহাদের ইচ্ছা করার পর বাঁধাপ্রাপ্ত হবে, অথবা হঠকারীভাবে বরাবর গুনাহ করে আসছে, তা হতে তওবার ইচ্ছা করার পর বাঁধাপ্রাপ্ত হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, জান্নাতের দরজা হতে কোন একটি দরজা তার জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, তবে মাতাপিতার কোন একজন মারা যাবে। আর যদি দুটি দরজাই বন্ধ করে দিতে দেখে, তবে উভয়েই মারা যাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, (জান্নাতের) সমস্ত দরজাই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, কোন একটি দরজাও খোলা হচ্ছে না। তখন বুঝতে হবে যে, মাতাপিতা তার প্রতি অসন্তুষ্ট রয়েছেন।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, কোন দরজা দিয়েই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারতেছে, তবে বুঝতে হবে যে, মাতাপিতা তার প্রতি সন্তুষ্ট রয়েছেন।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে জান্নাতে প্রবেশ করতে দেখে, তবে সে ইহ-পরকালে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবে। যেহেতু মহান আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন :

অর্থাৎ : "তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে।"

(সূরা : আল-হিজ্‌র)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে, তবে তার আয়ু শেষ হয়েছে এবং মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। কেউ বলেন, স্বপ্নদ্রষ্টা ওয়াজ নসিহত হাসিল করবে এবং গুনাহ্ হতে এমন লোকের হাতে তওবা করবে, যিনি তাকে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিবেন।

কেউ বলেন, ব্যেক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে দেখল, দু:খ কষ্টের পর তার মনের আশা আকাংখা পুরো হবে। কেননা, জাহান্নাম দু:খ কষ্টের দ্বারাই পরিবেষ্টিত রয়েছে।

কেউ বলেন, উক্ত স্বপ্নদ্রষ্টা সম্মানী ও মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের সাথে উঠাবসা করবে এবং সামাজিকভাবে মানুষের সাথে সুন্দর সদ্ব্যবহার করবে এবং মহান আল্লাহর ফরায়েজসমূহ কায়েম করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য বলা হচ্ছে, কিন্তু সে প্রবেশ করছে না। তবে উক্ত স্বপ্ন তার দ্বীন পরিত্যাগ করার প্রতি ইংগিত করে। যেহেতু মহান আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন :

অর্থাৎ : "তারা কস্মিনকালেও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না উট সুইয়ের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করতে পারে।" (সূরা : আল আরাফ, আয়াত : ৪০)

যদি দেখে যে, তাকে বলা হচ্ছে, তুমি জান্নাতে প্রবেশ করবে, তবে সে মিরাস বা ওয়ারেসী সম্পত্তি লাভ করবে। যেহেতু মহান আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন :

وتلك الجنة التى اورثتموها بما كنتم تعملون -

অর্থাৎ : "এ তো সেই জান্নাত, তোমরা যার উত্তরাধিকারী হয়েছ কর্মের বিনিময়ে।" (সূরা : আয-যুখরূফ, আয়াত : ৭২)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজেকে জান্নাতুল ফেরদাউসে দেখে, তবে সে ইল্‌ম ও হেদোয়াত লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, মুচকী হাসতে হাসতে জান্নাতে প্রবেশ করছে, তবে সে অত্যধিক পরিমাণে মহান আল্লাহর ফিকির করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, তরবারী কোষমুক্ত করে জান্নাতে প্রবেশ করেছে, তবে সে সৎ কাজের আদেশ কাজের আদেশ এবং খারাপ কাজের নিষেধ করবে এবং সে নিয়ামত, সুনাম, সুখ্যাতি এবং পুরস্কার করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, জান্নাতে তো'বা নামক বৃক্ষের নীচে বসেছে, তবে সে ইহ-পরকালের মঙ্গল লাভ করবে, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেন : "তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে এবং মনোরম প্রত্যাবর্তন স্থান।"

(সূরা : আর রা'আদ, আয়াত : ২৯)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজেকে জান্নাতের বাগানে দেখে, তবে সে এখলাস এবং দ্বীনের পূর্ণতা লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে জান্নাতের ফল খেতে দেখে, তবে পেরিমাণ ফল খাবে, সে পরিমাণ ইল্‌ম হাসিল করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে জান্নাতের পানি, শরাব বা দুধপান করতে দেখে, তবে ইল্‌ম, হেকমত এবং ধন-সম্পদ লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে জান্নাতের বিছানায় হেলান দিয়ে বসতে দেখে, তবে এটা তার স্ত্রীর সৎকর্ম এবং নৈতিক পবিত্রতার প্রতি ইংগিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে জান্নাতে প্রবেশ করেছে দেখে কিন্তু কখন প্রবেশ করেছে তা জানা নেই দুনিয়াতে যত দিন জীবিত থাকবে, ত তদিন ইজ্জত সম্মান এবং নিয়ামত থাকবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, জান্নাতের ফল তার জন্য নিষেধ করা হয়েছে, তবে এটা তার ধর্ম নষ্ট হওয়ার প্রতি ইংগিত করে। যেহেতু মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেন :

من يشرك با الله فقد حرم الله عليه الجنة وماه النار -

অর্থাৎ : "নিশ্চয়ই কেেউ মহান আল্লাহর সাথে অংশীদার বা শরীক স্থির করবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম।" (সূরা : আল-মায়েদাহ, আয়াত : ৭২)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, জান্নাতের ফল কুড়াচ্ছে এবং অন্যকে খাওয়াচ্ছে, তবে তার ইল্‌ম দ্বারা অন্যে উপকৃত হবে এবং আমল করবে কিন্তু সে তার আমল করবে না এবং উপকৃত হবে না।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, জান্নাতকে দোযখে নিক্ষেপ করেছে, তবে সে বাগান বিক্রি করবে এবং তার মূল্য বা টাকা খাবে।

যদি দেখে যে, হাউজে কাউসারের পানি পান করছে, তার সে নেতৃত্ব এবং শত্রুর উপর বিজয় লাভ করবে, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেন :

انا اعطيناك الكوثر - فصل لربك وانحر -

অর্থাৎ : "অবশ্যই আমি আপনাকে হাউজে কাউসার দিয়েছি, সুতরাং আপনার রবের উদ্দেশ্যে নামাপড়ুন এবং কুরবানী করুন।"

(সূরা : আল-কাউসার)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজেকে জান্নাতের কোন প্রসাদে দেখে, তবে সে নেতৃত্ব লাভ করবে বা কোন সুন্দরী মহিলাকে বিবাহ করবে। যেহেতু মহান আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন :

حور مقصورات فى الخيام -

অর্থাৎ : "তাহাদের জন্য রয়েছে তাঁবুতে অবস্থাকারিণী পর্দানশীন হুরগণ।" (সূরা : আর-রাহমান, আয়াত : ৭২)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, জান্নাতী মহিলাকে বিবাহ করেছে এবং গেলমান বা বালকেরা চতুর্দিকে ছুটাছুটি করছে, তবে রাজত্ব এবং নিয়ামত লাভ করবে, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেন :

ويطوف عليهم ولدان مخلدون -

অর্থাৎ : "এবং তাদের চারদিকে ঘোরাফেরা করবে চিরকুমার বালকেরা এবং তারা সেখানে চিরদিন থাকবে।" (সূরা : আদ-দাহার, আয়াত : ১৯)

বর্ণিত আছে, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ স্বপ্নে দেখলেন যে, হুরে ঈন-এর দুজন বালিকা আকাশ হতে অবতরণ করেছে এবং তিনি এ দুজনের একজনকে ধরে ফেললেন, আর অপরজন আকাশে চলে গিয়েছে। ইমাম ইবনে সীরিন (রহ:) এর নিকট স্বপ্ন বর্ণনা করা হলে, উত্তরে তিনি বললেন, এরা দুটি ফিতনা। এদের

একটি হাজ্জাজকে পাবে কিন্তু অপরটি পাবে না। ফলত: তিনি ইবনুল আসআসের ফিতনা পেয়েছিলেন কিন্তু ইবনুল মুহাল্লাবের ফিতনা পান নি।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে জান্নাতের রেজওয়ান বা খাজাঞ্চিকে স্বপ্নে দেখে, তবে মহান আল্লাহর নিয়ামত ও শান্তি লাভ করবে, আর যতদিন জীবিত থাকবে, আনন্দদায়ক জীবন লাভ করবে এবং বিপদাপদ হতে মুক্ত থাকবে। যেহেতু মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেন :

অর্থাৎ : "এবং জান্নাতের খাজাঞ্চি তাদিগকে বলবে, তোমাদের উপর সালাম ও শান্তি।" (সূরা : যুমার, আয়াত : ৭৩)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, জান্নাতে ফেরেশতারা তার নিকট আসছে এবং সালাম দিচ্ছে, তবে সে এমন কোন কাজের উপর অটর থাকবে, যা তাকে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিবে, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেন :

والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ـ

অর্থাৎ : "এবং ফেরেশতারা তাদের নিকট প্রবে করবে প্রত্যেক দরজা দিয়া।" আর তার খাতেমা বিল খাইর হবে।" (সূরা : আর-আদ, আয়াত : ২৩)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে জান্নাতে প্রবেশ করতে দেখে, তবে (ইনশাআল্লাহ) সে জান্নাতে যাবে, এটা তার জন্য আগাম শুভসংবাদ এবং তার নেক আমলগুলো আল্লাহ তাআ'লার নিকট কবুল হবার ইংগিত বহন করে।

জান্নাতের ফলমূল দেখা, মানুষের নেক কলমা বা নেক কথাগুলোর মত, অর্থাৎ ব্যেক্তি রেকম জান্নাতের ফলমূল দেখবে, তার নেক আমল এবং নেক কথাগুলোও তদ্রূপ হবে।

জান্নাতের বাগান, জান্নাতের হুর গেলমান, জান্নাতের ঝরণা ইত্যাদি দেখা, ঐ নেক কাজগুলোর দিকে ইংগিত করে, যেগুলো সে তাকওয়া-পরহেজগারীর মাধ্যমে হাছিল করতে পারবে।

হাফ্সা বিনতে রাশেদ বলেন, মারওয়ান মুহলামী আমাদের পড়শী ছিলেন। তিনি মহান আল্লাহর রাহে অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং ইবাদত গোজার ছিলেন। তিনি ইন্তেকাল করলেন, এতে আমি অত্যন্ত কষ্ট পেলাম। লোকেরা যেমন স্বপ্ন দেখে, আমিও তাকে স্বপ্নে দেখতে পেলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবু আবদিল্লাহ! আপনার রব আপনার সাথে কি ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন, মহান আল্লাহ আমাকে বেহেশত দান করেছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর কি? তিনি বললেন,

আমাকে আসহাবে ইয়ামীনের নিকট নিয়া যাওয়া হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর কি? তিনি বললেন, আমাকে মোকাররাবীনদের নিকট নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম, সেখানে আপনার পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে কার সাথে সাক্ষাত হয়েছে? তিনি বললেন, সেখানে আমি হাসান (বসরী), ইবনে সীরিন এবং মাইমুনকে দেখেছি।

বালক বা ছোট ছেলে স্বপ্নে দেখা

বর্ণিত আছে, একজন লোক ইমাম ইবনে সীরিনের (রহ:) নিকট এসে বলল, স্বপ্নে দেখেছি যে, একটি বাচ্চা আমার কোলে কাঁদছে, উত্তরে তিনি বললেন, সাবধান! মহান আল্লাহকে ভয় কর। লাঠির দ্বারা তাকে মারিও না।

কেউ বলেন, ছোট বাচ্চাদিগকে স্বপ্নে দেখা, হালকা ধরনের চিন্তা ফিকিরের প্রতি ইংগিত করে।

ছেলে বা বালক স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা হল দূর্বল শত্রু, যার সূচনা হবে বন্ধুত্বের মাধ্যমে এবং পূর্ণতা লাভ করবে শত্রুতার মাধ্যমে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন পুরুষ নিজেকে বালক হতে দেখে, তবে তার চক্ষলজ্জা বা আত্মমর্যদাবোধ লোপ পাবে। আর উক্ত স্বপ্ন এ ইংগিতও করে যে, সে চিন্তা ফিকিরে লিপ্ত আছে, তা হতে মুক্তি পাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, কোন বাচ্চাকে কোলে উঠাচ্ছে, তবে রাজত্ব বা সরকারী কাজের তদবীর বা চিন্তা ফিকির করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, সে কোরআন বা আদব সম্পর্কীয় কিতাবাদি পড়ছে, তবে সে গুনাহ হতে তওবা করবে। (পূর্বাপর সম্পর্কহীন : অনুবাদক)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, তার কয়েকটি সন্তানাদি হয়েছে, তবে এটা তার চিন্তা ফিকিরের প্রতি ইংগিত করে, কেননা সন্তানাদির তরবিয়ত বা লালন-পালন দু:খ-কষ্ট ছাড়া সম্ভব নয়।

বালিকা বা ছোট মেয়েকে স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নাবালক গোলাম নিজেকে সাবালক দেখে, তবে সে আজাদ ও মুক্ত হবে। আর যদি সাবালক হতে এবং তাকে সাদা চাদর পরিধান করতে দেখে, তবে সে স্বাধীন মহিলাকে বিবাহ করবে। আর যদি তাকে কাল চাদর পরিধান করতে দেখে, তবে সে তার মালিকাকে বিবাহ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তাকে উরযুয়ানী বা লাল চাদর পরাতে দেখে, তবে সে কেন সম্ভ্রান্ত বংশীয়া মহিলাকে বিবাহ করবে।

উক্ত স্বপ্ন যদি কোন স্বাধীন লোক দেখে, তবে তার ছেলে সাবালক হওয়ার ইংগিত করে।

আর এ স্বপ্নই যদি কোন বৃদ্ধ লোক দেখে, তবে এটা তার মৃত্যুর ইংগিত করে। আর উক্ত স্বপ্ন যদি কোন গোপন গুনাহকারী দেখে, তবে সে লজ্জিত হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে বালেগ (সাবালগ) সন্তান লাভ করতে দেখে, তবে এটা তার জন্য ইজ্জত সম্মান এবং শক্তির প্রতীক হবে।

ছোট মেয়ে স্বপ্নে দেখা, প্রাচুর্য, শষ্য-শ্যামলা, দু:শ্চিন্তা মুক্ত হওয়া, কঠিন ও জটিলতার পর সহজতা দেখা দিবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে গোলাম খরিদ করতে দেখে, তবে চিন্তা ফিকিরে পতিত হবে। আর যদি দাসী-বাঁদী খরিদ করতে দেখে, তবে খায়ের ও বরকত (মঙ্গল ও কল্যাণ) লাভ করবে। আর অপ্রাপ্তা বয়স্কা বালিকা স্বপ্নে দেখার মধ্যে মঙ্গল ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে এবং সুনাম ও ভবিষ্যত মঙ্গলের আশা করা যায়।

জ্বিন-শয়তান স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, বিচরণকারী শয়তানের দল তাকে স্পর্শ করেছে, অথচ সে মহান আল্লাহর জিকিরে লিপ্ত রয়েছে তবে এ ইংগিত করে যে, তার অনেক শত্রু রয়েছে, যারা তাকে ধ্বংস করতে চায়। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না। যেহেতু মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেন :

অর্থাৎ : "যাদের অন্তরে মহান আল্লাহর ভয় রয়েছে, যখনই তাদের উপর ময়তানের আগমন ঘটে, তখনই তারা সতর্ক হয়ে যায় বা মহান আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাদের বিবেচনা শক্তি জাগ্রত হয়ে উঠে।"

(সূরা : আল আরাফ, আয়াত : ২০১)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, উৎক্ষিপ্ত অগ্নিগোলক শয়তানকে ধাওয়া করছে, তবে এটা তার দ্বীন ধর্ম ঠিক আছে বলে ইংগিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, শয়তান তাকে ভয় দেখাচ্ছে, তবে এটা তার দ্বীনের ব্যাপারে এখলাসের ইংগিত করে এবং ভেয়ের আশংকায় সে রয়েছে তা হতে নিরাপত্তার ইংগিত করে। যেহেতু মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেন :

فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين -

অর্থাৎ: "তোমরা তাদিগকে ভয় করো না বরং আমাকেই ভয় কর যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক।" (সূরা : আল ইমরান, আয়াত : ১৭৫)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে শয়তানকে আনন্দিত ও সন্তুষ্ট দেখে, তবে সে শাহওয়াতের (কামোত্তেজক) কাজে লিপ্ত রয়েছে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, শয়তান তার পোশাক ছিনিয়ে নিয়েছে, আর সে যদি অলি বা প্রশাসক হয়, তবে তার বেলায়েত বা প্রশাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়া হবে, আর যদি ভূ-সম্পত্তির মালিক হয়, তবে তার সম্পত্তি নষ্ট হবে। যেহেতু মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেন :

يا بنى ادم لا يفتننكم الشيطان -

অর্থাৎ: "হে আদম সন্তান, শয়তান যেন তোমাদিগকে পরীক্ষায় লিপ্ত না করে।" (সূরা : আল আরাফ, আয়াত : ২৭)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, শয়তান তাকে স্পর্শ করেছে বা ঘা মারছে, তবে তার এমন শত্রু রয়েছে, তোর স্ত্রীর উপর যেনার অপবাদ রটাবে ও ধোকায় ফেলবে।

কেউ বলেন, উক্ত স্বপ্ন তার বিমার হতে শেফা লাভ করা এবং চিন্তামুক্ত হওয়ার ইংগিত করে। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন :

অর্থাৎ: "আমার বান্দা আইয়ুবের (আ:) কথা স্মরণ কর, যখন সে তার প্রভুকে ডেকে বলল, হে রব! শয়তান আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্ট পৌঁছিয়েছে।"

(সূরা : ছোয়াদ, আয়াত : ৪১)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, শয়তান তার পিছনে পিছনে ধাওয়া করতেছে, তবে তার শত্রু রয়েছে। তোকে ধোকা প্রবঞ্চনায় ফেলবে এবং তার আমল ও মান মর্যদার ক্ষতি করবে। যেহেতু মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেন :

فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين -

অর্থাৎ: "আর শয়তান তার পিছনে পিছনে লাগছে, ফলে সে পথ ভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে।" (সূরা : আল আ'রাফ, আয়াত : ১৭৫)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, সে শয়তানের মালিক বা বাদশা হয়েছে

এবং শয়তানরা তার আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করেছে, তবে সে নেতৃত্ব ও সরদারী লাভ করবে। তার ব্যক্তিত্বের প্রভাব ছড়ায়ে পড়বে এবং শত্রুদিগকে পরাস্ত করতে পারবে।

যেহেতু মহান আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন : "এবং শয়তানদের মধ্যে অনেককে আমি তার অধীন করেছি, যারা তার (হযরত সোলাইমান (আ:) এর) জন্য সমুদ্রে ডুবুরির কাজ করত এবং এটা ছাড়া আরো অনেক কাজ করত।"

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, শয়তানকে বন্দী করেছে, তবে মহান আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত হবে। যেহেতু মহান আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন :

مقرنين فى الاصفاد -

অর্থাৎ : "আর তুমি ঐ দিন পাপীদিগকে পরস্পর শৃংখলাবদ্ধ বা হাতে পায়ে বেড়ী পরা দেখবে।" (সূরা : ইব্‌রাহীম, আয়াত : ৪৯)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, শয়তান তার উপর অবতরণ করেছে (সওয়ার হয়েছে), তবে সে গুনাহে লিপ্ত হবে এবং মিথ্যা কথা বলবে। যেহেতু মহান আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন :

تنزل على كل افاك اثيم -

অর্থাৎ : "শয়তান অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক মিথ্যাবাদী গুনাহগারের উপর।"

(সূরা : আশ্ শোআরা, আয়াত : ২২২)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, শয়তানের সাথে কানে কানে কথা বলছে, তবে সে তার দুশমনদের সাথে পরামর্শ করবে এবং সৎ লোকদের বিরুদ্ধে তাদিগকে সাহায্য করবে। কিন্তু কামিয়াব (সফলকাম) হবে না। যেহেতু মহান আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন :

انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا -

অর্থাৎ : "শয়তানের পক্ষ হতে এ কানাঘুষা বা গোপন পরামর্শ, মুমেনদেরকে চিন্তায় ফেলা এবং কষ্ট দেয়ার জন্য।"

(সূরা : আল মুজাদালাহ্, আয়াত : ১০)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, শয়তান তাকে কোন কালাম শিক্ষা দিচ্ছে, তবে সে মিথ্যা অপবাদকারীদের মত কথা বলবে। অথবা মানুষকে ধোকা দিবে। অথবা মিথ্যা কবিতা আবৃত্তি করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, সে ইবলিসকে হত্যা করেছে, তবে সে ধোকা প্রবঞ্চনা করবে।

উস্তাদ আবু সা'আদ বলেন, যদি কোন ব্যক্তি নিজেকে জ্বিনে রূপান্তরিত হতে দেখে, তবে তার চক্রান্ত অত্যন্ত শক্তিশালী হবে। জ্বিনের যাদুমন্ত্র স্বপ্নে দেখা, ধোকা প্রবঞ্চনার ইংগিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে বাড়ী ঘরের নিকটে জ্বিন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, তবে তার এ স্বপ্ন তিনটির কোন একটির প্রতি ইংগিত করে : (১) ক্ষতি ও অনিষ্টের প্রতি, (২) অপমান ও লাঞ্ছনার প্রতি, (৩) অথবা ঐ ওয়াজেব মান্নতের প্রতি, যা সে এখনও আদায় করে নি।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, জ্বিনকে কুরআন শিখাচ্ছে বা জ্বিনেরা তার নিকট হতে কুরআন শুনছে, তবে সে নেতৃত্ব এবং বেলায়েত লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, জ্বিনেরা তার ঘরে প্রবেশ করে কোন কাজ করেছে, তবে তার ঘরে চোর প্রবেশ করবে এবং ক্ষতিসাধন করবে। অথবা শত্রুরা তার ঘরে তার উপর হঠাৎ আক্রমণ করবে।

উল্লেখ্য : : জ্বিনকে স্বপ্নে দেখা, দুনিয়ার ব্যাপারে তারা অত্যন্ত চক্রান্তকারী এবং প্রতারক হবে। আর শয়তান, সে দ্বীন দুনিয়া উভয়ের দুশমন, ধোকাবাজ ফেরেকবাজ, প্রতারক ও ধূর্ত এবং উদাসীন, কারোও সে ধার ধারে না।

বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, পরিচিত-অপরিচিত, পুরুষ-মহিলা ইত্যাদি স্বপ্নে দেখা

যদি লোকটি বেলায়েতের অধিকারী বা প্রশাসক হয়, আর স্বপ্নে দেখে যে, তার নিকট হতে কেউ নতুন কাপড় নিয়েছে, তবে সে তাকে খেলাফত দান করবে বা প্রশাসক নিযুক্ত করবে। আর যদি তার নিকট হতে রশি নিতে দেখে, তবে এটা ওয়াদা-অঙ্গীকার বুঝাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, তার নিকট হতে কেউ পছন্দনীয় সম্পদ নিয়েছে, তবে সে তার নিকট হতে নিরাশ হবে এবং উভয়ের মধ্যে ঘৃণা ও শত্রুতা সৃষ্টি হবে।

উস্তাদ আবু সা'আদ বলেন, যদি কোন ব্যক্তি কোন পরিচিত লোককে স্বপ্নে দেখে, তবে এ ইংগিত করে যে, সে ঐ ব্যক্তি হতে বা তার সাথে সাদৃশ্য ও সাম স্যপূর্ণ বা সমনামিয় কোন ব্যক্তির নিকট হতে কোন কিছু হাসিল করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, কোন ব্যক্তির নিকট হতে পছন্দনীয় কোন জিনিস নিয়েছে, তবে তার নিকট হতে যা কিছু আশা করেছে, তা হাসিল করবে।

বৃদ্ধ স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন বৃদ্ধের পিছনে পিছনে চলতে দেখে, তবে কল্যাণ ও প্রাচুর্য লাভ করবে। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন গ্রাম্য বৃদ্ধ দেখে, তবে কঠোর স্বভাবের বন্ধু গ্রহণ করবে। যদি কোন তুর্কী বৃদ্ধ দেখে, তবে সে কোন বন্ধু গ্রহণ করবে। আর সে যদি মুসলমান হয়, তবে তার অনিষ্ট হতে বেঁচে যাবে।

অপরিচিত বৃদ্ধ বা মধ্য বয়সী লোক স্বপ্নে দেখা, তার সৌভাগ্যের প্রতি ইংগিত করে। যদি উভয়কে বা একজনকে দুর্বল দেখে, তবে এটা তার ভাগ্যের দুর্বলতার (দুর্ভাগ্যের) প্রতি ইংগিত করে।

আর যদি উভয়কে বা একজনকে শক্তিশালী দেখে, তবে এটা তার ভাগ্যের শক্তি বা উন্নত সৌভাগের দিকে ইংগিত করে। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন যুবককে বৃদ্ধ হতে দেখে, তবে সে ইল্ম (জ্ঞান-বিজ্ঞান) ও আদব-আখলাখ অর্জন করবে।

যুবক স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে বৃদ্ধকে যুবকে পরিণত হতে দেখে, তবে এর ব্যাখ্যায় মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, তার জন্য নিত্য-নতুন আনন্দ দেখা দিবে। কেউ বলেন, তার দ্বীন অথবা দুনিয়াতে মারাত্মক ক্ষতি দেখা দেবে। কেউ বলেন সে মারা যাবে। কেউ বলেন, উক্ত স্বপ্ন তার লোভের প্রতি ইংগিত করে। কেননা বৃদ্ধের দিল আশা-আকাংখা ও লোভের প্রতি যুবকের দিলের মতই ঝুকে পড়ে।

যদি কোন ব্যক্তি অপরিচিত যুবককে স্বপ্নে দেখে এবং তাকে শত্রু ভাবাপন্ন মনে করে, তবে সে তার ঘৃণ্য শত্রুতে পরিণত হবে আর যদি সে তাকে ভালবাসে, তবে তার বন্ধু শত্রুতে পরিণত হবে।

যুবক স্বপ্নে দেখার অর্থই হল ব্যক্তির শত্রু। যুবকের রং যদি সাদা বা উজ্জ্বল হয়, তবে গোপন শত্রু হবে। আর যদি কাল হয়, তবে প্রকাশ্য (ধনী) শত্রু হবে। আর যদি আকর্ষণীয় লাল ও হলদে রং হয়, তবে বৃদ্ধ শত্রু হবে। যদি কাঠিন্য হয়, তবে বিশ্বস্ত শত্রু হবে। যদি গ্রাম্য যুবক হয়, তবে কঠোর শত্রু হবে। যদি শক্তিশালী যুবক হয়, তবে শত্রুতার দিক দিয়েও শক্তিশালী হবে। যদি অপরিচিত বা পরিচিত হয়, তবে শত্রু হুবহু তাই হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে কোন যুবক তার পিছনে লাগছে, তবে সে তাকে কল্যাণ ও মঙ্গলে সমৃদ্ধ করতে পারে।

আর যদি কেউ স্বপ্নে দেখে যে, কোন যুবক তার দিকে তাকাচ্ছে, তবে সে নিজেই তার উপর শক্তিশালী হবে এবং জয়ী হবে।

দাসী-বাঁদী স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কুমারী দাসী-বাঁদীর সাথে সহবাস করতে দেখে, তবে অত্যন্ত মূল্যবান ভূ-সম্পত্তির মালিক হবে এবং লাভবান ব্যবসা-বাণিজ্য করবে। দাসী-বাঁদী (মেয়ে) স্বপ্নে দেখার ফলাফল মঙ্গলজনক, তবে এটা তাদের সৌন্দর্য, সুগন্ধি, পোশাক-পরিচ্ছেদের উপর নির্ভরশীল।

যদি তারা পর্দানশীন হয়, তবে দ্বীনদারীসহ কল্যাণ ও বরকত গোপনীয় ও অন্তর্নিহিত হবে। আর যদি বেপর্দা (আপন রূপ ও যৌবন অন্যকে দেখিয়ে বেড়ায়) হয়, তবে তার মঙ্গল ও কল্যাণও প্রকাশ্য হবে, আর যদি নেকাব পরিহিতা হয়, তবে তার কল্যাণ ও সন্দেহে আবর্তিত বা দ্বিধাগ্রস্ত হবোর যদি চেহারা খোলা হয় তবে মঙ্গল ও কল্যাণ ছড়িয়ে পড়িবে। আর উত্থিত স্তনবিশিষ্ট দাসী-বাঁদী দেখা, ঐ কল্যাণ ও মঙ্গলের প্রতি ইংগিত করে, সে যার আশায় ও অপেক্ষায় রয়েছে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন সুন্দরী মহিলাকে তার ঘরে প্রবেশ করতে দেখে, তবে শান্তি ও আনন্দ লাভ করবে।

স্বপ্নে সুন্দরী মহিলা দেখার ব্যাখ্যা হল ক্ষণস্থায়ী সম্পদ। কেননা রূপ লাবণ্য এটা ক্ষণস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, কোন যুবতী মহিলা সামনাসামনি তার দিকে এগিয়ে আসছে, তবে নিরাশ হওয়ার পর পুনরায় তার আশা (কাজ) পূর্ণ হবে।

স্বপ্নে সাজসজ্জা, গন্ধমী রংয়ের আরবী অপরিচিতা যুবতী মহিলা দেখার সুফল ও উপকারিতা অনেক দীর্ঘ।

মোটা তাজা মহিলা দেখার ফলাফল, বৎসরের প্রাচুর্য ও শস্য শ্যামলা বুঝায়। আর দুর্বল ও ক্ষীণকায় মহিলা দেখার ফলাফল, বৎসরের দুর্ভিক্ষ ও ফসলহানী বুঝায়।

স্বপ্নের ফলাফলের দিক দিয়ে উৎকৃষ্ট এবং উন্নত; আরবী গন্ধমী রংয়ের মহিলা। আর পরিচিতা মহিলার চেয়ে অপরিচিতা মহিলা উত্তম এবং দৃঢ়

ফলদায়ক। আর বেশভূষা এবং রূপ-লাবণ্যের দিক দিয়ে সুসজ্জিতা ও পরিপাটি মহিলা অন্যদের তুলনায় উত্তম।

গন্ধমী রংয়ের আরবী মহিলা, যারা আচার-ব্যবহার অত্যন্ত আনুগত্যশীলা হবে, স্বপ্নের ফলাফলের দিক দিয়ে তারা অধিক উত্তম হবে। কেননা অন্যান্য মহিলাদের তুলনায় তাদের একটি বিশেষ প্রধান্য রয়েছে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে বেশভুষায় সুসজ্জিতা মুসলমান দাসী-বাঁদী দেখে, তবে সে ধারণাতীতভাবে শুভ সংবাদ লাভ করবে। আর যদি তারা কাফের হয়, তবে আনন্দের সংবাদ লাভ করবে বটে, কিন্তু তাতে খিয়ানত মিশ্রিত থাকবে।

দাসী-বাঁদীর চেহারায় যদি বিরক্তিভাব ও ক্ষিপ্রতা প্রকাশ পেতে দেখে, তবে ভীতিকর সংবাদ শুনবে।

দাসী-বাঁদী যদি দূর্বল ও ক্ষীণকায় দেখে, তবে তার চিন্তা ও দরিদ্রতা দেখা দিবে। দাসী-বাঁদী যদি বিবস্ত্র দেখে, তবে ব্যবসা-বাণিজ্যে ক্ষতিগ্রস্ত এবং লজ্জিত হবে।

মহিলা সম্পর্কে স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন বৃদ্ধা মহিলাকে তার ঘরে প্রবেশ করতে দেখে, তবে দুনিয়া তার দিকে অগ্রগামী হবে বা দুনিয়া হাসিল করতে পারবে। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে বৃদ্ধাকে তার ঘর হতে বের হতে দেখে, তবে দুনিয়া তার হাত ছাড়া হবে।

বৃদ্ধা যদি অমুসলিম হয়, তবে এটা তার হারাম দুনিয়া বুঝাবে। আর যদি মুসলিম হয়, তবে এটা তার হালাল দুনিয়া বুঝাবে। আর বৃদ্ধা যদি বিশ্রী হয়, তবে এতে কোন মঙ্গল বা কল্যাণ নিহিত হবে না।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন যুবতী মহিলাকে স্বপ্নে বৃদ্ধা অবস্তায় দেখে, তবে এটা তার দ্বীন-ধর্ম উত্তম হওয়ার ইংগিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন বৃদ্ধা মহিলাকে অবাধ্য দেখে, অথচ, সে তার সাথে মিলিত হতে (সহবাস করতে) চাচ্ছে, তবে এটা তার দুনিয়া বুঝতে হবে। যা হাসিল করা তার জন্য খুবই কষ্টসাধ্য হবে। আর যদি সে তার আনুগত্য করে, তবে আনুগত্যের পরিমাণ হিসেবে দুনিযা হাসিল করা সম্ভব হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন যুবতী মহিলা দেখে, তবে সে তার শত্রু হবে। কোন অবস্থায়ই দেখুক না কেন।

আর যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে বৃদ্ধা মহিলা দেখে, তবে এটা তার দুনিয়া ও ভাগ্য বুঝাবে। মোটকথা বৃদ্ধা মহিলা দেখা, এটা দুনিয়া লাভের ইংগিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন বৃদ্ধাকে উন্মুক্তা (মুখ হাত ইত্যাদি খোলা) এবং সাজ-সজ্জিতা দেখে, তবে সে তাৎক্ষণিক সুসংবাদ সহ দুনিয়া লাভ করবে।

আর যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে বৃদ্ধাকে রুক্ষ্ম এবং ক্ষিপ্ত চেহারা বিশিষ্ট দেখে, তবে দুনিয়ার জন্যে তার মান-সম্মান ও পদমর্যাদা ভুলুণ্ঠিত হওয়ার ইংগিত করে। আর যদি বৃদ্ধাকে কুৎসিত ও বিশ্রী দেখে, তবে সমস্ত কাজেই সে নিরাশ হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন উলঙ্গ বা বিবস্ত্র বৃদ্ধা দেখে, তবে এটা তার জন্য লজ্জার কারণ হবে। আর যদি নেকাব পরিহিতা দেখে, তবে উদ্দেশ্য সফল হবে, কিন্তু লজ্জা পেতে হবে।

কিশোর স্বপ্নে দেখা

কখনও স্বপ্ন দেখার ব্যাপারে মানুষের স্বভাব ভিন্নমুখী হতে পারে, সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, তার একটি ছেলে সন্তান হয়েছে, তবে বাস্তবেও তাই হবে। অথবা যদি স্বপ্নে দেখে যে, তার একটি মেয়ে সন্তান হয়েছে, তবে বাস্তবেও মেয়ে হবে। সুতরাং মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেএবং মানুষের স্বভাব অনুসন্ধান করলে এ সততার সন্ধান পাওয়া যাবে।

বর্ণিত আছে, একজন মহিলা মক্কা শরীফে কোরআন পড়তেছিল। স্বপ্নে দেখতে পেল যে, কাবার চতুর্দিকে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকারা তাদের হাতে ফুল নিয়ে কুসুমী রংয়ের পরিধান করে রয়েছে। এ দৃশ্য দেখে (আশ্চর্যভাবে) বলল, সুবহানাল্লাহ! কাবার পাশে এ অবস্থা! উত্তরে বল হল, তুমি কি জাননা যে, গত রাত্রে আবদুল আজিজ ইবনে আবী দাউদ বিবাহ করেছেন? সাথে সাথে মহিলাটি জাগ্রত হল এবং জানতে পারল যে, ঐ মুহূর্তেই আবদুল আজিজ ইবনে আবী দাউদ ইন্তেকাল করেছেন।

অপরিচিত যুবক স্বপ্নে দেখা শত্রু, আর বৃদ্ধ দেখা সৌভাগ্য এবং ঐ চেষ্টা-তদবীরের ফলাফল বুঝায়, যা সে করছে। আর বৃদ্ধের পক্ষ হতে কোন কিছু দিতে দেখা বা কথা বলতে দেখা, এটা তার ভাগ্য বা নির্ধারিত অংম বা চেষ্টা-তদবীরের ফলাফল বুঝায়। আর এ সমস্ত কিছুই নির্ভর করে, বৃদ্ধের ভালমন্দ, সৌন্দর্য-অসৌন্দর্য পূর্ণতা-অপূর্ণতা, শক্তি ও দুর্বলতা ইত্যাদির উপর।

অপরিচিতা বৃদ্ধা মহিলা স্বপ্নে দেখার ফলাফল, বৎসরের শুভ-অশুভ এবং

ভালমন্দের দ্বারাই দেয়া হয়। সুতরাং বৃদ্ধার ভালমন্দ, পূর্ণতা-অপূর্ণতা ইত্যাদির উপরই বৎসরের ভাল-মন্দ ইত্যাদির ফলাফল নির্ভর করবে।

যদি কোন অপরিচিতা মেয়েকে তার সাথে কথা বলতে দেখে, বা তাকে কোন কিছু দিতে দেখে, বা কোন মেয়ের সাথে আলিঙ্গন করতে দেখে, বা তাকে আদর করতে দেখে, বা তার সাথে উঠাবসা করতে দেখে, বা তার সাথে শুক্রপাত করা ছাড়াই সহবাস করতে দেখে, তবে এর ব্যাখ্যা হল, বৎসর বা দিনকালের ভালমন্দ উক্ত মেয়ের ভাল-মন্দ অবস্থার উপর নির্ভরশীল হবে। অর্থাৎ মেয়ে যদি সুন্দরী মোটাতাজা হয়, তবে তার বৎসর ভাল যাবে (শুভ হবে) এবং উত্তম জীবিকা লাভ করবে। আর যদি মেয়ে এর বিপরীত হয়, তবে বৎসরও ঐ রকম যাবে, যেরকম সে স্বপ্নে দেখেছে।

স্বপ্নে ছেলে দেখা, চিন্তা ফিকির এবং কঠোর পরিশ্রম বুঝায়, আর মেয়ে দেখা, আনন্দ ও শান্তি বুঝায়। অপরিচিত নপুংষক বা খোজা দেখা ফেরেশতা বুঝাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন মহিলা কোন কিশোরকে স্বপ্নে দেখে, তবে সে ঐ কিশোরের রূপ সৌন্দর্য ও ভালমন্দ হিসেবে কল্যাণ ও মঙ্গল লাভ করবে।

কেউ বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার ছোট ছেলেকে সাবালক পুরুষ দেখে, তবে এটা তার মৃত্যুর ইংগিত করে।

কেউ বলেন, বাচ্চাদের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি নিজেকে সাবালক এবং পুরুষদের অন্তর্ভুক্ত দেখে, তবে এটা তার শক্তি-সামর্থ এবং পরস্পর সহযোগিতার প্রতি ইংগিত করে।

এমনও হতে পারে যে, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, তার একটি পুত্র সন্তান হয়েছে, অথচ তার স্ত্রী গর্ভবতী, তবে তার স্ত্রী মেয়ে সন্তান প্রসব করবে। আর এমনও হতে পারে যে, যদি স্বপ্নে দেখে যে, তার একটি মেয়ে সন্তান হয়েছে, তবে তার স্ত্রী পুত্র সন্তান জন্ম দিবে।

মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইত্যাদির স্বপ্নে দেখা

আমীরুল মুমেনীন মাহদী (রহ:) স্বপ্নে দেখলেন যে, তার চেহারা কাল হয়ে গিয়েছে, তিনি খুব ভীত হয়ে ঘুম হতে জাগ্রত হলেন এবং ইব্রাহীম ইবনে আবদিল্লাহ কিরমানীকে ডেকে পাঠালেন। তিনি সিরজান নামক স্থান হতে দ্রুত আমীরের নিকট পৌঁছলেন। মাহদীর স্বপ্নের ঘটনা শুনার পর তিনি বললেন, অচিরেই আপনার একটি মেয়ে জন্ম গ্রহণ করবে এবং এর সপক্ষে কোরআনে

পাকের উক্ত আয়াত তেলাওয়াত করলেন। ঐ রাত্রেই তার একটি মেয়ে সন্তান জন্মগ্রহণ করল। তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং তাকে উত্তম পুরস্কার দান করলেন।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার চেহারা কাল এবং কাপড় ময়লা দেখে, তবে সে আল্লাহ তাআ'লার উপর মিথ্যা রটনা করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার চেহারা কাল এবং ধূসর বর্ণের দেখে, তবে এটা তার মৃত্যুর ইংগিত করে।

বর্ণিত আছে, কোন এক ব্যক্তি ইমাম ইবনে সীরিনের (রহ:) নিকট এসে বলল, আমি একজন কাল মানুষকে মৃত এবং তার পার্শ্বে দাঁড়ানো আর একজন লোক তাকে গোসল দিতেছে দেখেছি। উত্তরে ইমাম বললেন, লোকটিকে মৃত দেখা, এটা তার কুফুরী এবং কাল দেখা, এটা তা সম্পদ বুঝায়। আর লোকটি তাকে গোসল দিতেছে, সে তাকে সম্পদ সম্পর্কে ধোকা দিতেছে।

বর্ণিত আছে, কোন এক লোক ইমাম ইবনে সীরিন (রহ:)-কে বলল, স্বপ্নে দেখেছি, যেন কোন এক লোককে জিঞ্জিরে বেঁধে আকাশে লটকানো হয়েছে এবং তার অর্ধেক শরীর কাল এবং অর্ধেক সাদা। আর গাধার লেজের মত তার একটি লেজ রয়েছে। উত্তরে ইমাম ইবনে সীরিন (রহ:) বললেন, আমিই সেই ব্যক্তি, যার অর্ধেক শরীর সাদা, তার অর্থ হল, আমার জীবনের অর্ধেকের উপর দিনের আগমন ঘটেছে। আর অর্ধেক কাল। তার অর্থ হল, আমার জীবনের অর্ধেকের উপর রাতের আগমন ঘটেছে। আর যে জিঞ্জিরে বেঁধে আকাশ হতে লটকানো হয়েছে, তার অর্থ হল, আমার যিকির আযকার, যা সর্বদা আকাশে উঠছে। আর লেজ! তার অর্থ হল ঐ ঋণ, যা আমার গাড়ে জমা হয়েছে এবং এতেই আমার মৃত্যু হবে। ফলাফল তাই হয়েছিল, যা তিনি বলেছিলেন।

কেউ বলেন, যদি কোন বাহাদুর বা বীরপুরুষ স্বপ্নে দেখে যে, তার চেহারা কাল, তবে এ ইংগিত করে যে, সে কাপুরুষ বা ভীরু হবে।

একজন লোক ইমাম ইবনে সীরিনের নিকট এসে বলল, আমি একজন মেয়ের নিকট বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছি, কিন্তু স্বপ্নে তাকে বেঁটে এবং কাল দেখিছি। উত্তরে তিনি বললেন, মহিলার কাল হওয়া, এটা তার সম্পদের প্রতি এবং বেঁটে হওয়া, এটা তার স্বল্প আয়ুর প্রতি ইংগিত করে। ফলত: অল্প কয়েক দিন পরেই মহিলাটি মারা গেল এবং লোকটি তার সম্পদের ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী হল।

বর্ণিত আছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে দেখলেন যে,

একজন কাল মহিলা যার মাথার চুলগুলো এলোমেলো ছিল, মদিনা হতে বের হয়ে জোহফা নামক স্থানের দিকে চলে গিয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাখ্যা প্রদান করলেন যে, মদীনার মহামারী জোহ্ফার দিকে চলে যাবে।

একজন লোক স্বপ্নে দেখল যে, তাকে একটি নাওবী (মিসরের একটি স্থানের নাম) গোলাম হাদিয়া দেয়া হয়েছে। যখন সকাল হল, তখন দেখতে পেল যে, সমপরিমাণ কয়লা তাকে হাদিয়া দেয়া হয়েছে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে হাবশী মহিলাদিগকে তার দিকে (ঝুঁকে) তাকাতে দেখে, তবে খায়ের এবং মঙ্গল লাভ করবে।

উলঙ্গ আবা সা'আদ বলেন, মানুষের চামড়া বা বহিরাবরণ স্বপ্নে দেখা, তার ভেদ বা লজ্জা বুঝায়। চামড়া কাল বর্ণের দেখা, দ্বীন পরিত্যাগ করার নেতৃত্ব বুঝায়।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন সাদা কাপড় পরিহিত ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, তার চেহারা কাল হয়ে গিয়েছে, তবে তার মেয়ে জন্ম গ্রহণের ইংগিত করে। যেহেতু মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেন :

অর্থাৎ : "আর যখন তাদের মধ্যে কাকেও কন্যা সন্তানের শুভসংবাদ দেয়া হয়, তখন তার চেহারা কাল হয়ে যায়।" (সূরা : আল-নাহল, আয়াত : ৫৭)

সাদা রং স্বপ্নে দেখা

বর্ণিত আছে যে, কোন এক যুবক মেয়েদের মত তার চেহারায় লাল রং বা সিঁদুর মেখে রঞ্জিত করে মেয়েদের মজলিসে বসতে দেখল। এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে বলা হল, সে যেনা করবে এবং সমাজে লজ্জিত হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার চেহারা যথাসম্ভব ধবধবে সাদা দেখে, তবে তার দ্বীন-ধর্ম উত্তম হবে এবং ঈমান মজবুত হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার গাল সাদা দেখে, তবে সে ইজ্জত সম্মান লাভ করবে এবং ভদ্রতা ও দানশীলতার অভ্যাস হবে।

মহিলার চুল স্বপ্নে দেখা

স্বপ্নে পুরুষের চুল (সম্মুখ ভাগের লম্বা চুল) দেখা যদি সে বিবাহিত হয়, তবে নেক-মোবারক সন্তান লাভ করবে। আর যদি অবিবাহিত হয়, তবে প্রতিটি জুলফী হিসেবে সুন্দরী দাসী-বাঁদী খরিদ করবে।

আর যদি মহিলা উক্ত (জুলফী) স্বপ্ন দেখে, তবে তার সর্দার বা দায়িত্বশীল ছেলে হবে। এবং এটা ঐ বৎসরের প্রাচুর্যতা এবং শষ্য শ্যামলের প্রতিও ইংগিত করে।

মহিলা যদি কাল চুল স্বপ্নে দেখে, তবে দুটি জিনিসের প্রতি ইংগিত করবে।

(১) স্বামীর পক্ষ হতে স্ত্রীকে অত্যধিক ভালবাসার প্রতি।

(২) অথবা স্বামীর কার্যকলাপ দৃঢ় ও মজবুত হওয়ার প্রতি।

মহিলা যদি স্বপ্নে তার চুল খুলে যেতে দেখে, তবে তার স্বামী গয়েব হবে বা বিদেশ পাড়ি দিবে।

যদি স্বপ্নে কোন বিবাহিতা মহিলা সদাসর্বদা তার মাথা খোলা থাকতে দেখে, তবে তার স্বামী আর কখনও তার নিকট ফিরে আসবে না। আর যদি সে অবিবাহিতা হয়, তবে কখনও তার বিবাহ হবে না।

মহিলা যদি স্বপ্নে তার চুলগুলো ঘন দেখে, আর লোকেরা তার চুলগুলো তাকিয়ে দেখতেছে দেখে, তবে সে কোন কাজে বা ব্যাপারে লজ্জিত ও অপমানিত হবে।

কোন মহিলা যদি তার মাথার সমস্ত চুল সাদা বা পাকা দেখে, তবে এটা তার স্বামীর পাপাচারের প্রতি ইংগিত করে।

আর যদি তার স্বামী সৎ হয়, তবে সে অন্য দাসী-বাঁদী বা মহিলার উপর তাকে নিয়ে গর্ববোধ করবে। আর যদি এটাও না হয়, তবে স্ত্রীর পক্ষ হতে স্বামীর জন্য চিন্তা ও পেরেশানী দেখা দিবে।

মাথা স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি তার মাথা উল্টিয়ে লটকায়ে রাখা হয়েছে দেখে, তবে সে ব্যবসা-বাণিজ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

যদি লোকালয়ে তার মাথা উল্টে কাত হয়ে রয়েছে দেখে, তবে সে কোন অন্যায় ও গুনাহ করেছে বা এর প্রতি লজ্জিত হয়ে তাওবা করবে।

সাধারণত: এ ধরনের স্বপ্নের ফলাফল দীর্ঘায়ু হওয়া বুঝায়, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেন :

অর্থাৎ : "যাকে আমি দীর্ঘায়ু দান করি, তাকে সৃষ্টিগতভাবে পূর্ব অবস্থায় ফিরায়ে দেই।" (সূরা : ইয়াসীন, আয়াত : ৬৮)

কেউ বলেন, যদি কোন ব্যক্তি তার মাথা উল্টানো দেখে, তবে উক্ত স্বপ্ন এ ইংগিত করে যে, সে ঐ ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, সেফরের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও সফরের ইচ্ছা করেছে এবং সে যা তাড়াতাড়ি পেতে চায়, তা দেরীতে পাবে এবং এ ইংগিতও করে যে, ব্যেক্তি বিদেশ সফরে রয়েছে, সে অনেক দেরীর পর নিজ শহর বা দেশে ফিরে আসবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মাথা ও ঘাড় স্বপ্নে দেখে এবং এতে ব্যথা ও ক্ষত দেখে, তবে এমন কোন রোগের প্রতি ইংগিত করে, যা সকল মানুষের মধ্যে সমানভাবে দেখা দিবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার মাথা ঘোড়া, গাধা, কুকুর বা অন্য কোন প্রাণীর মাথার মত হতে দেখে, তবে সে দু:খ কষ্ট, ক্লান্তি ও পেরেশানী এবং দাসত্ব ও গোলামীর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার মাথা সিংহ, বাঘ, চিতা বা হাতীর মাথায় পরিণত হতে দেখে, তবে সে এমন কোন কাজ শুরু করিবে যা তার ক্ষমতার ঊর্ধ্বে। কিন্তু এর দ্বারা সে উপকৃত হবে এবং নেতৃত্ব ও শক্রুদের উপর বিজয় লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার মাথা পাখীর মাথার মত দেখে, তবে সে অত্যাধিক সফর করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে সুগন্ধিত এবং তৈলাক্ত মাথা দেখে, তবে এটা উত্তম ভাগ্যের প্রতি ইংগিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কর্তিত অনেক মাথা দেখে, তবে এই ইংগিত করে যে, মানুষ তার আনুগত্য করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন মানুষের মাথা কাঁচা খেতে দেখে, তবে সে কোন সরদার প্রধানের গীবত (পরনিন্দা) করবে এবং কোন সর্দার হতে সম্পদ লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন পরিচিত লোকের মাথা পাকায়ে খেতে দেখে, তবে এটা উক্ত লোকের পুঁজি বা মূলধন বুঝাবে। আর যদি অপরিচিত হয়, তবে এটা তার নিজের সম্পদ বা পুঁজি বুঝাবে, যা সে খাবে।

যদি কোন ব্যক্তি মূলধন বা পুঁজি হাতে নিতে দেখে, তবে এটা ঐ সম্পদ বুঝাবে, যার অধিকাংশই রক্তপণ (নিহত ব্যক্তির রক্তমূল্য) হিসেবে হাতে আসবে এবং তার নিম্নপরিমাণ এক হাজার দিরহাম বা রৌপ্য মুদ্রা হবে। উক্ত স্বপ্ন এ ইংগিতও করে যে, তারও ঋণ গ্রহিতার মধ্যে সোলেহ বা আপোস রফা হবে,

যেহেতু মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেন : "যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমরা মূলধন পেয়ে যাবে।" (সূরা : আল-বাকারা, আয়াত : ২৭৯)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, হত্যা বা আঘাত করা ছাড়াই তার মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, তবে সে তার সর্দার (অভিভাবক) হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। অথবা তার মূলধন বা পুঁজি শেষ হয়ে যাবে। যদি উক্ত স্থান হতে তার মাথা উঠিয়ে নেয়া হয়, তবে তার নেতৃত্ব চলে যাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, তার মাথা কাটা হয়েছে এবং সে তা উঠিয়ে যথাস্থানে বসিয়ে দিয়েছে এবং পূর্বের অবস্থায় ফিরে গিয়েছে, তবে সে জিহাদে শহীদ হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে তোর মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে এবং সে তা রক্ষণাবেক্ষণ করছে, তবে সে ঋণের অনুপাত হারে সম্পদ পাবে। আর যদি বিমার থাকে, তবে আরোগ্য লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে বর্শা বা কাষ্ঠের আগায় মাথা দেখে, তবে উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন সর্দার বুঝাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে রক্তের পাত্রে কারোও মাথা দেখে, তবে সে একজন সর্দার বা নেত্রী স্থানীয় লোক হবে, যার উপর মিথ্যা রটানো হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, তার গর্দান কাটা হয়েছে এবং শরীর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, তবে বিমার থাকলে শেফা বা আরোগ্য লাভ করবে। ঋণী থাকলে ঋণ মুক্ত হজ্জ করলে হজ্জ করবে। যদি দু:খ-কষ্ট এবং যুদ্ধক্ষেত্রে থাকে, তবে দু:শ্চিন্তা দূর হবে এবং বিপদমুক্ত হবে।

যদি ঘাতক বা গর্দান কর্তনকারীকে বর্তাবে। ঘাতক যদি নাবালক ছেলে হয়, তবে এটা তার জন্য শান্তি বুঝাবে এবং রোগ-ব্যাধি ও বিপদাপদে আছে, তা হতে মুক্তি পাবে।

বিমার অবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, তার শিরচ্ছেদ করা হয়েছে, তবে তার বিমার দীর্ঘায়িত হবে এবং তার গুনাহ ঝরে যাবে। আর যদি সে নেক কাজে প্রসিদ্ধ হয়, তবে ভাল অবস্থায় মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে ও বিপদ দূর হবে।

সন্তান প্রসবা মহিলা, বা কলেরার রোগী, বা ঘোর শত্রুতায় নিমজ্জিত ব্যক্তি যদি দেখে যে, তার পরিচ্ছেদ করা হয়েছে, তবে এটা তাদের শাহাদাতের প্রতি ইংগিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, কোন বাদশা বা প্রশাসক তার গর্দান মারছে, বাদশা বা ওয়ালী বলতে এখানে মহান আল্লাহই উদ্দেশ্য, কাজেই তিনি তাকে চিন্তা মুক্ত করবেন এবং তার কাজে সাহায্য করবেন।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, কোন বাদশা তার প্রজাদের গর্দান মারছে, তবে সে অপরাধীদিগকে ক্ষমা করবে এবং গোলামদিগকে আজাদ করবে।

উল্লেখ্য যে, গোলাম বা অধীনস্থদের গর্দান কাটতে দেখা, এটা তাদের আজাদী বা স্বাধীনতা প্রাপ্তি বুঝায়।

কেউ বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে বোদশার আদেশে বা ডাকাতদের দ্বারা বা যুদ্ধক্ষেত্রে তার গর্দান মারা হচ্ছে, তবে এটা এ ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর, যার মাতাপিতা বা সন্তান জীবিত আছে। কেননা হায়াত বা জীবনের উসিলা হিসেবে মাতাপিতা মানুষের জন্য মাথার সমতুল্য (কেননা মস্তকবিহীন মানুষের জন্য বাঁচা অসম্ভব) আর গঠন প্রকৃতির দিক দিয়েও মাতাপিতার সাথে সন্তানাদির মিল রয়েছে।

যদি কোন ভীত লোক অথবা যার ফাঁসির হুকুম হয়েছে, এমন লোক স্বপ্নে দেখে যে, বাদশার আদেশে তার গর্দান মারা হচ্ছে, তবে এটা তার জন্য প্রশংসনীয় ও মঙ্গলময় হবে। কেননা সাধারণত: মানুষের উপর বিপদাপদ একবার-ই আসে দু'বার আসে না। উক্ত স্বপ্ন মুদ্রা ব্যবসায়ী, সম্পদশালী ও পুঁজিপতিদের জন্য এ ইংগিত করে যে, তাদের মূলধন বিনষ্ঠ হবে। আর মুসাফিরদের জন্য এ ইংগিত করে যে, তারা সফল হতে ফিরে আসবে। আর প্রতিদ্বন্দ্বী ও বাদী-বিবাদীরদের জন্য বিজয়ের ইংগিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজের মাথা নিজের হাতে দেখে, তবে এটা ঐ ব্যক্তির জন্য ভাল (স্বপ্ন), যার কোন সন্তানাদি নেই বা বিদেশ সফর করতেও সে সক্ষম নয়।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজের মাতা নিজের হাতে দেখে এবং স্বাভাবিক আরেকটি মাথা তার রয়েছে দেখে, তবে এ ইংগিত করে যে, বেিপদাপদ তাকে ঘেরাও করে রয়েছে, তা হতে কিছুটা মুক্তি পাবে এবং নিম্ন ধরনের কাজের জন্য চেষ্টা তদবীর করছে, তার কিছুটা সুরাহা হবে।

বর্ণিত আছে, একজন লোক হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি স্বপ্নে দেখেছি আমার মাথা কাটা হয়েছে এবং আমি যেন এক চক্ষু দিয়ে তা দেখছি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন চক্ষু দিয়ে দেখেছিলে? তারপর

কিছুদিন পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করলেন। এখানে মাথার দ্বারা ইমাম বা পেশুয়া বোঝানো হয়েছে, আর মাথার দিকে তাকাতে দেখা, সুন্নতের এত্তেবা বা পায়রবী বোঝানো হয়েছে।

ইবনে মারিয়াম স্বপ্নে দেখলেন যে, ষাট জন দাসী-বাঁদী তার ঘরে প্রবেশ করেছে, এবং প্রত্যেকের হাতে একটি করে রেকাবী রয়েছে, এবং প্রত্যেক রেকাবীতে একটি করে ধৌত এবং চুল আঁচড়ানো (বিন্যাসিত) মাথা রয়েছে এবং একজন তেলাওয়াতকারিণী এ আয়াত তেলাওয়াত করছিল :

ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب -

অর্থাৎ : "কোন মানুষের জন্য এরূপ হওয়ার নয় যে, মহান আল্লাহ সরাসরি তার সাথে কথা বলবেন, তবে ওহীর মাধ্যমে অথবা পর্দার আড়াল হতে।"

(সূরা : আশ্-শূরা, আয়াত : ৫১)

তিনি তার স্বপ্ন কোন মুআব্বেরের নিকট বর্ণনা করলেন, উত্তরে তিনি বললেন, খলিফা তোমাকে (দ্বার) রক্ষীর কাজে নিয়োজিত করবেন এবং তুমি ষাট হাজার স্বর্ণমুদ্রা লাভ করবে। ফলাফল তাই হল, যা বর্ণনা হয়েছিল।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, তার হাতে তার বাড়ীতে মানুষের মাথাগুলো কাটা হযেছে, তবে লোকেরা তার বাধ্য হবে ও আনুগত্য স্বীকার করবে এবং সেখানে আসতে শুরু করবে। এমনকি ককনও সেখানে মানুষের জমায়েত বা ভীড় দেখা দিবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন মাথার মালিক হতে দেখে, তবে এটা সম্পদ বুঝাবে, যা সে লাভ করবে এবং তার নিম্ন পর্যায় এক হাজার রৌপ্য মুদ্রা হতে উপরে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা হতে পারে।

যদি কোন ইমাম বা রাষ্ট্রনায়ক তার মাথায় হাড় দেখে, তবে এটা তার রাজত্বের সীমা বৃদ্ধি এবং শক্তি বুঝাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার মাথা কুকুরের মাথার মত দেখে, তবে সে জুলুম অত্যাচার করবে এবং প্রজাদের সাথে বোকার মত ব্যবহার করবে।

স্বপ্নে মাথা দেখার ব্যাখ্যা এটাই যে, সে অধিনস্থদের সর্দার বা কেন্দ্রীয় ব্যক্তি হবে (যেমন বাপ, ভাই, মনিব, স্বামী, বাদশা ইত্যাদি) অথবা এটা তার মূলধন এবং সৌভাগ্য বুঝাবে।

যদি কোন ব্যক্তি তার দুই বা তিনটি মাথা দেখে, আর সে যদি যোদ্ধা হয়, তবে শত্রুদের উপর বিজয় লাভ করবে। আর যদি ফকির বা দরিদ্র হয়, তবে ধনী

হবে। আর যদি ধনী হয়, তবে মাতাপিতার প্রতি অনুগত সন্তানাদি লাভ করবে। আর যদি অবিবাহিত হয়, তবে বিবাহ করবে এবং তার মনের আশা পূরণ হবে।

যদি কোন ব্যবসায়ী তার মাথা উল্টিয়ে দেয়া হয়েছে দেখে, তবে সে ব্যবসা-বাণিজ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

মাথার চুল স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার চুল কোকড়ানো, ঝুলন্ত ও লম্বা দেখে, তবে ইজ্জত সম্মান লাভ করবে। আর যদি তার চুল ঝুলন্ত লম্বা এবং বিচ্ছিন্ন দেখে, তবে তার সর্দার বা অভিভাবকের সম্পদ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আর যদি কোমল এবং নরম দেখে, তবে তার সর্দার বা অভিভাবকের সম্পদ বেড়ে যাবে।

কেউ বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার চুল লম্বা দেখে এবং এতে সে আনন্দ অনুভব করে, তবে এটা তার জন্য প্রশংসনীয় হবে, বিশেষ করে এটা মহিলাদের জন্য আরো বেশী প্রশংসনীয়। কেননা চুলের বিন্যাস তাদের নিক অতি প্রিয় মজ্জাগত। এমনকি সৌন্দর্যের জন্য তারা পরচুলাও ব্যবহার করে থাকে।

ইমাম শিরীন (রহ:) যুবকের জন্য সাদা চুল (দেখা) অপছন্দ করতেন এবং বলতেন, যুবকের জন্য সাদা দেখা, তার দরিদ্রতা এবং চিন্তার লক্ষণ বুঝায়।

যদি কোন ফকির বা দরিদ্র ব্যক্তি তার চুল সাদা ও লম্বা দেখে, তবে তার দরিদ্রতা সত্ত্বেও তার উপর আরো ঋণ সওয়ার হবে এমনকি কখনও সে বন্দী হতে পারে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে সাদা চুল উপড়াতে দেখে, তবে সে সুন্নতের বিরোধিতা করবে এবং মাশায়েখ-বুযুর্গদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করবে।

যদি কোন যুবক স্বপ্নে তার চুল কিছু সাদা দেখে, তবে তার কোন হারানো ব্যক্তি ফিরে আসবে। কেউ বলেন, সাদা চুল দেখার ব্যাখ্যা হল, ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং দ্বীন ধর্মের উন্নতি হবে। আবার কেউ বলেন, তার হায়াত বাড়বে। যেহেতু মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেন : "যাহাতে তোমরা শায়খ বা বার্ধক্য উপনীত হও।" (সূরা : আ-মুমেন, আয়াত : ৬৭)

কেউ বলেন, যদি দেখে যে, তার চুল সাদা হয়ে গিয়েছে, তবে তার সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। যেহেতু মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেন :

অর্থাৎ : "হযরত যাকারিয়া (আ:) বললেন, হে আমার রব! আমার অস্তি মজ্জা বয়সে ভারাবনত হয়েছে এবং বার্ধক্যে মস্তক শুভ্র হয়েছে, অর্থাৎ চুলে পাখ ধরেছে।" (সূরা : মারইয়াম, আয়াত : ৪)

মাথার চুল স্বপ্ন দেখা, এটা তার অথবা তার সর্দারের সম্পদ এবং দীর্ঘায়ু বুঝায়। দীর্ঘ চুল দেখা, স্বপ্নদ্রষ্টার প্রতি লক্ষ্য করে এর ফলাফল ভিন্ন হতে পারে।

যদি কোন অস্ত্র ধারণকারী বা যোদ্ধা তার মাথায় দীর্ঘ চুল দেখে, তবে তার ব্যক্তিত্বের প্রভাব এবং আরো বেড়ে যাবে। আর ধনী দেখলে এটা তার সম্পদ বুঝাবে। আর দরিদ্র দেখলে এটা তার গুনাহ্ বুঝাবে। হাশেমী বংশের লোক দেখলে সে বাদশা হবে বা তার প্রভাব বাড়বে। ব্যবসায়ী হলে সম্পদ বাড়বে। কৃষক হলে তার ক্ষেত এবং ফসলাদি পাবে।

যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে উল্লেখিত বিষয়গুলো না পাওয়া যায়, তবে তার চুলের ঘনত্ব এবং দৈর্ঘ্যের দিকে লক্ষ্য করে চিন্তা ফিকির বাড়বে।

চুলের সৌন্দর্য ও বিন্যাস, এ্যা তার ইজ্জত সম্মানের প্রতি ইংগিত করে।

মাথায় শিং বা বেনী স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার মাথার ডান দিকের চুলগুলো ইতস্তত:ভাবে ঝরে পড়তে দেখে, তবে এ ইংগিত করে যে, তার নিকটতম কোন পুরুষ আত্মীয় বিপদগ্রসত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর যদি তার বাম দিকের চুলগুলো ইতস্তত:ভাবে ঝরে পড়তে দেখে, তবে তার নিকটতম কোন মহিলা আত্মীয় ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপদগ্রস্ত হবে।

যদি তার নিকটতম কোন পুরুষ বা মহিলা আত্মীয় না থাকে, তবে উক্ত ক্ষতি তার নিজের দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে।

যদি কোন পুরুষ স্বপ্নে তার মাথায় শিং (বেনী) দেখে, তবে সে একজন প্রতাপশালী এবং অজেয় লোক হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার মাথার অগ্রভাগের চুলগুলো (বিক্ষিপ্তভাবে) ঝরে পড়তে দেখে, তবে সে তৎক্ষণাৎ অপমানিত হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার মাথার পিছনের চুলগুলো ইতস্তত: ভাবে ঝরে পড়তে দেখে, তবে ঐ লাঞ্ছনা ও কষ্টের প্রতি ইংগিত করে, যা বার্ধক্যের সময়ে দেখা দিবে।

মাথা মুণ্ডানো স্বপ্নে দেখা

হজ্জ ছাড়া অন্য সময়েও উক্ত স্বপ্ন দেখলে একই ফলাফল লাভ করবে, তবে হজ্জের মৌসুমে ফলাফল লাভের গ্যারাণ্টি বেশী।

উল্লেখ্য যে, উক্ত ফলাফল তখন-ই লাভ হবে, যখন স্বপ্নদ্রষ্টা রঈস বা সর্দার হবে না, আর সে সর্দার বা রঈস (প্রতাপশালী) হয় এবং হজ্জ ছাড়া অন্য

মাথা মুণ্ডাতে বা চুল ছাটাতে দেখে, তবে উক্ত স্বপ্ন তার দরিদ্রতা বা পদচ্যুতি বা পর্দা ফাঁস বা অপমানের প্রতি ইংগিত করে।

উক্ত স্বপ্ন যদি দরিদ্র ব্যক্তি দেখে, তবে তার ঋণ পরিশোধ হবে। আর যদি ধনী দেখে, তবে তার সম্পদের ক্ষতি হবে। আর যদি সে প্রশাসক বা যোগ্য লোক হয়, তবে তার ক্ষমতা হ্রাস পাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে স্বয়ং মাথা মুণ্ডায় নাই, কিন্তু মাতা মুণ্ডিত দেখল, তবে সে শত্রুদের উপর বিজয় লাভ করবে, এবং সম্মান ও শক্তি সঞ্চয় করবে।

কেউ বলেন, যাদের অভ্যাস মাথা মুণ্ডানো, তাদের জন্য উক্ত স্বপ্ন শুভ হবে। আর মাথা মুণ্ডানো যাদের অভ্যাস নয়, তাদের জন্য উক্ত স্বপ্ন শুভ হবে না।

কেউ বলেন, যোদ্ধাদের জন্য মাথা মুণ্ডাতে দেখা, অনিবার্য শাহদাতের ইংগিত করে।

বর্ণিত আছে, একজন লোক স্বপ্নে তার মাথা মুণ্ডিত দেখিল এবং তার মুখ হতে একটি পাখী বের তে এবং একজন মহিলার সাথে তার সাক্ষাত হতে এবং মহিলা তাকে তার লজ্জাস্থানে লুকায়ে রাখতে দেখল। আর তার পিতাকে উৎসাহ ভরে তাকে তালাশ করতে অত:পর বন্দী হতে দেখল। বন্ধু-বান্ধবদের নিকট উক্ত স্বপ্ন বর্ণনা করলে কেউ এ ব্যাখ্যা দিলেন যে, তোমার মাথা মুণ্ডানোর অর্থ : তোমার মাথা বিচ্ছিন্ন হওয়া। আর মুখ হতে পাখী বের হওয়ার অর্থ : তোমার রূহ বা আত্মা বের হওয়া। আর মহিলার সাথে সাক্ষাত ও তার লজ্জাস্থানে লুকায়িত হওয়ার অর্থ : জমিনে তোমার কবর খনন করা এবং তথায় তোমাকে কবরস্থ করে ফেলা। আর তোমাকে তোমার পিতার তালাশ করার অর্থ : তোমার পিতার শাহাদাত লাভের জন্য লালায়িত হওয়া। আর তার বন্দী হওয়ার অর্থ : তার শাহাদত লাভ করতে না পারা। ফলাফল তাই হয়েছিল যে, লোকটি শাহাদত বরণ করেছিল।

একজন লোক স্বপ্নে দেখল যে, সে নিজ হাতে তার মাথা মুণ্ডাতেছে, কোন এক ব্যাখ্যাদাতার নিকট তা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, তুমি তোমার ঋণ পরিশোধ করতে পারবে।

হজ্জের মৌসুমে পুরুষের জন্য মাথা মুণ্ডাতে বা চুল ছাটাতে দেখা, শান্তি, নিরাপত্তা, বিজয় ঋণ পরিশোধ এবং প্রশস্ততা বুঝায় যেহেতু মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেন : "অবশ্যই তোমরা মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে, মহান আল্লাহ যদি চাহেন নিরাপদে, তোমাদের মাথা মুণ্ডিত এবং চুল কর্তিত অবস্থা, তোমরা কাকেও ভয় করবে না।" (সূরা : আল-ফাতহাহ, আয়াত : ২৭)

মহিলার মাথা মুণ্ডানো স্বপ্নে দেখা

কেউ বলেন, স্বামীর হাতে স্ত্রীর মাথা মুণ্ডাতে দেখা, এ ইংগিত করে যে, সে তার স্ত্রীর পর্দা ফাঁস করে দিবে (অর্থাৎ তাকে অপমানিত করবে)।

যদি কোন মহিলা দেখে যে, কোন লোক তাকে তার চুল কেটে দেবার জন্য ডাকছে, তবে উক্ত লোকটি গোপনে মহিলার স্বামীকে পর স্ত্রীর দিকে ডেকে ডাকবে এবং উক্ত মহিলা ও লোকটির মাঝখানে শক্রতা ও আক্রোশ সৃষ্টি হবে।

কেউ বলেন, যদি কোন ব্যক্তি কোন মহিলার জুলফি কর্তিত দেখে, তবে উক্ত মহিলা আর কখনও (বাচ্চা) সন্তান জন্ম দিবে না। যদি কোন মহিলা স্বপ্নে তার মাথা মুণ্ডিত দেখে, তবে তার স্বামী তাকে ত্যাগ করবে, অথবা মহিলা মারা যাবে।

যদি দেখে যে, তার স্বামী তার মাথা হেরেমের ভিতর মুণ্ডায়ে দিয়েছে, অথবা হেরেমের মধ্যে চুল কেটে দিয়েছে, তবে উক্ত স্বপ্ন মহিলার ঋণ পরিরশোধের বা মহিলার নিকট গচ্ছিত আমানত আদায় করার ইংগিত করে। আর যদি হেরেমের বাহিরে তার স্বামীকে তার মাথা মুণ্ডাতে দেখে, তবে এ ইংগিত করে যে, তার স্বামী তাকে ঘরে বন্দী করে রাখবে।

মাথার মগজ বা মস্তিষ্ক স্বপ্নে দেখা

কেউ বলেন, মানুষের মগজ মস্তিষ্ক দেখা, এটা তার পবিত্র সম্পদ এবং ধন-ভান্ডার বুঝায়। এমনিভাবে কোন প্রাণীর মগজ মস্তিষ্ক দেখার এই ব্যাখ্যাই হবে। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার মগজ মস্তিষ্ক খেতে দেখে, অথবা কোন হাড়ের মজ্জা খেতে দেখে, তবে সে তাহার হালালভাবে উপার্জিত সম্পাদ খাবে। আর যদি অন্য মানুষের বা অন্য কোন প্রাণীর মগজ খেতে দেখে, তবে সে অন্যের কামাই বা উপার্জিত সম্পদ খাবে।

মানুষের মস্তিষ্ক বা মগজ স্বপ্নে দেখা, এটা তার জ্ঞান-বুদ্ধির প্রতি ইঙ্গিত করে। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার মস্তিষ্ক বা মগজ খুব বড় দেখে, তবে এটা অধিক জ্ঞান-বুদ্ধির প্রতি ইঙ্গিত করে। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, তার কোন মগজ-মস্তিষ্কই নেই, তবে এটা তার মূর্খতা এবং কম বুদ্ধির প্রতি ইঙ্গিত করে।

কোমর স্বপ্নে দেখা

আকর্ষণীয় কোমর দেখা, সম্পদ এবং ইজ্জত-সম্মান বুঝায়। কেউ বলেন, স্বপ্নদ্রষ্টা ঐ ধরনের সুন্দরী মহিলাকে বিবাহ করবে, ধেরণের সুন্দর আকর্ষণীয় কোমর দেখেছিল।

ললাট বা কপাল স্বপ্নে দেখা

কেউ বলেন, যদি কোন ব্যক্তি তার কপাল লোহার বা সীসার বা পাথরের দেখে, তবে এটা বাজারী বা নীচ লোকদের জন্য অথবা যারা ঝাল মসল্লা বা গম বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে, তাদের জন্য প্রশংসনীয় ও মঙ্গলজনক হবে। আর অন্যদের জন্য উক্ত স্বপ্ন মানুষের নিকট ঘৃণা ও শত্রুতা সৃষ্টি করে দেবে।

স্বপ্নে দুটি জুলফি বা কানপট্টি (চুলের বেনী) দেখা, দুটি ভদ্র মুবারক পুত্র সন্তান লাভের ইংগিত করে।

এটা মানুষের পদমর্যদা ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব বুঝায়। ললাটের দোষত্রুটি মানুষের মানমর্যদা এবং প্রভাবের দোষত্রুটি বুঝায়।

মানানসই বড় ললাট দেখা, এই ইংগিত বহন করে যে, তার এমন একটি পুত্র সন্তান হবে, তোর পরিবার-পরিজনের নেতৃত্ব দেবে।

চোখের ভ্রু স্বপ্নে দেখা

কেউ বলেন, চোখের ভ্রু স্বপ্নে দেখা, দ্বীন ধর্মের হেফাজত এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারী বুঝায়, এবং এদের কমী-বেশী বা সৌন্দর্য, তাদের দ্বীন ধর্ম এবং চরিত্রের কমী-বেশী বা সৌন্দর্য বুঝাবে।

কেউ বলেন, ভ্রুদ্বয়ের চুলগুলো ঘন এবং পুরু হওয়া প্রশংসনীয়। কেননা মহিলারা তাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ভ্রুতে কাজল ব্যবহার করে থাকে।

চোখের ভ্রু স্বপ্নে দেখা, মানুষের ভাল অবস্থা, উত্তম দ্বীন এবং পদমর্যাদার প্রতি ইংগিত করে। এদের ত্রুটি-বিচ্যুতি উল্লেখিত জিনিসের ত্রুটি-বিচ্যুতি বুঝায়।

চোখ স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, তার চক্ষু দুটি ভিনদেশী কোন অপরিচিত লোকের চক্ষু, তবে এ ইংগিত করে যে, তার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যাবে এবং অন্য লোক তাকে রাস্তা চলতে সাহায্য করবে। আর লোকটি যদি পরিচিত হয়, তবে সে (স্বপ্নদ্রষ্টা) তার (ভিনদেশীয়) মেয়েকে বিবাহ করবে এবং তার দ্বারা অনেক লাভবান হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, তার চক্ষু দুটিই নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তবে তার সন্তান সন্ততি মারা যাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজেকে বিদেশে থাকা অবস্থায় দেখে যে, তার চক্ষু

দুটি অন্ধ হয়ে গিয়েছে, তবে এ ইংগিত করে যে, তার বিদেশ সফর দীর্ঘায়িত হবে, এমনকি বিদেশে থাকা অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটত পারে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার চক্ষু দুটি লোহার দেখে, তবে কঠিন চিন্তায় পতিত হবে। এমনকি তার পর্দা ফাঁস (বে-ইজ্জতী) হওয়ার উপক্রম হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, কোন ব্যক্তির দিকে সে তার চক্ষু বিস্ফারিত করেছে বা তাকিয়েছে, তবে সে ঐ ব্যক্তির কাজ সম্পর্কে চিন্তা ফিকির করবে এবং তাকে সাহায্য করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, সে লোকটির প্রতি বাঁকা চোখে তাকিয়েছে, তবে সে তার প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, চোখ দ্বারা শুনছে এবং কান দ্বারা দেখছে, তবে সে তার স্ত্রী ও মেয়েকে গুনাহর প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার হাতের তালুতে কোন প্রাণী বা কোন মানুষের চোখ দেখে, তবে সে কোন নির্দিষ্ট সম্পদ লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে সে কোন চোখের দিকে তাকাচ্ছে আর চোখটি তাকে আশ্চর্যান্বিত করেছে এবং তার কাছে খুব ভাল লাগছে, তবে সে এমন কাজ করবে, যার দ্বারা দ্বীনের ক্ষতি হবে।

চোখ স্বপ্নে দেখা, এটা তার দ্বীন ধর্ম এবং প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টি বুঝায়। যার দ্বারা মানুষ হেদায়েত এবং গোমরাহী প্রত্যক্ষ করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার চোখ এবং বাছারত বা অন্তর্দৃষ্টির মধ্যে কমী-বেশী দেখে, (যেমন, অন্ধ হওয়া, চোখ ব্যথা, দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া ইত্যাদি) তবে এটা তার দ্বীন ধর্মের কমী-বেশী বুঝাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার শরীরে অনেক চক্ষু দেখে, তবে এটা তার দ্বীন ধর্মের পূর্ণতা এবং সৎকর্মের আধিক্য বুঝাবে।

যদি দেখে যে, তার পেট ফেঁটে গিয়েছে এবং তাতে অনেক চক্ষু দেখতে পাচ্ছে, তবে সে যিন্দিক বা ধর্মদ্রোহী বলে গণ্য হবে।

কাল চোখ স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার চোখ গন্ধমী বা ধানী রংয়ের দেখে, তবে সে কোন সত্যনিষ্ঠা মহিলাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখবে।

স্বপ্নে চক্ষু দেখা : দ্বীন বুঝায়। নীল বা কটা চোখ : বিদআত বুঝায়।

গোলাপী রংয়ের চোখ : দ্বীনের বিরুদ্ধাচরণ বুঝায়। সবুজ রংয়ের চোখ এমন দ্বীন ধর্ম বুঝায়, যা অন্যান্য সমস্ত ধর্মের বিরোধী হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, তার অন্তরের এক বা একাধিক চোখ রয়েছে, তবে তার চোখের জ্যোতি অনুযায়ী দ্বীন ধর্মের কল্যাণ বুঝাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, চোখের দ্বারা সে যেনা করছে, তবে সে মহিলাদের প্রতি কুনজরে তাকাবে।

দৃষ্টিশক্তি সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

বর্ণিত আছে যে, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ স্বপ্নে দেখলেন যে, তার চক্ষু দুটি তার কোলে পতিত হয়েছে, ফলত: তার ভাই মুহাম্মদ এবং ছেলে মুহাম্মদ, উভয়ের মৃত্যু সংবাদ তার নিকট পৌছল।

বর্ণিত আছে কোন ইহুদী আকাশে ঝরনা বা প্রবাহিত ঝরনা দেখল, বারহামীর নিকট ঘটনা বর্ণনা করলে উত্তরে তিনি বললেন, ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে তুমি সম্পদ লাভ করবে।

উক্ত স্বপ্ন যদি কোন কারিগর বা পেশাজীবি দেখে, তবে উক্ত পেশা বা কারিগরীর মাধ্যমে সম্পদ হাসিল করতে পারবে।

দৃষ্টিশক্তি প্রখরতা, এটা সকল মানুষের জন্য প্রশংসনীয়। আর দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা এ ইংগিত করে যে, সে অচিরেই মানুষের মুখাপেক্ষী হবে এবং দরিদ্র ও পরমুখাপেক্ষী হবে। কেননা মানুষের সম্পদ চোখের সমতুল্য।

যদি সন্তান-সন্ততিওয়ালা ব্যক্তি উক্ত স্বপ্ন দেখে, তবে এই ইংগিত করে সেন্তানেরা বিমার হবে। কেননা সন্তানেরা দু' চোখের মতই প্রিয়।

চোখের পাতা স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, সে তার চোখের পলকের ছায়ায় তলে বসেছে, আর লোকটি যদি দ্বীনদার এবং ইল্‌মওয়ালা হয়, তবে সে দ্বীনের ছায়াতলে জীবন যাপন করবে। আর যদি দুনিয়াদার হয়, তবে সে পরের সম্পদ লুটবে এবং তা লুকাবে বা আত্মসাৎ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, তার দু' চোখের কোন পাতা বা পলক-ই নেই, তবে সে দ্বীনের বিদানগুলোর ক্ষতি সাধন করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, কে তার পলকগুলো মূলসহ উপড়িয়ে ফেলেছে, তবে তার শত্রু তাকে ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, পলকের লোমগুলো সাদা হয়ে গিয়েছে, তবে এমন কোন রোগের ইংগিত করে, যা তার মাথা বা চোখ বা কান বা চোয়াল আক্রান্ত করবে।

চোখের পাতা (পলক) স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা দ্বীনের হেফাজত বুঝায়। কেননা এটা চোখের হেফাজতের জন্য ভ্রুর চেয়ে বেশী উপকারী।

কেউ বলেন, চোখের পাতার (পলকের) ভালমন্দ স্বপ্নে দেখা, এর ফলাফল সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিদের দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে।

অতএব যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার চোখের পাতার (পলকের) লোমগুলো খুব ঘন এবং সুন্দর দেখে, তবে তার ধর্মও খুব মজবুত এবং সুন্দর হবে।

চোখের সুরমা স্বপ্নে দেখা

স্বপ্নে মুখমণ্ডল বা চেহারা সুন্দর দেখা, আনন্দ ও প্রাচুর্যের ইংগিত বহন করে। পক্ষান্তরে বিশ্রী বা কুৎসিত চেহারা দেখা, রোগ ব্যাধি ও ক্ষয়-ক্ষতির ইংগিত করে।

মুখমণ্ডল বা মানুষের চেহারা তার আমলের রূপকার। অতএব যদি কোন ইমাম বা সরদার তার মুখমণ্ডল সম্ভাব্যের চেয়ে বেশি উজ্জ্বল বা জ্যোতির্ময় দেখে, তবে এটা তার ইজ্জত-সম্মান এবং উৎকৃষ্টতার ইংগিত বহন করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে চোখে সুরমা লাগাতে দেখে, তবে সে ধর্মের নেক কাজগুলোর হেফাযত করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে সৌন্দর্য লাভের উদ্দেশ্যে সুরমা লাগাতে দেখে, তবে সে এমন কোন কাজ করবে, যার দ্বারা লোকালয়ে তার দ্বীনদারীর সুনাম ও খ্যাতি ছড়াতে পড়বে।

কখনও চোখ স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা এটাও হতে পারে যে, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বেরাদর, পদমর্যাদা ও আমীরির মাধ্যমে চক্ষু জুড়াবে ও মনের প্রশান্তি লাভ করবে।

স্বপ্নে চোখের কমী-বেশী বা তার ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা, উল্লেখিত জিনিসগুলোর কমী-বেশী বা ত্রুটি-বিচ্যুতি বলে গণ্য হবে।

নাক স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, তার দুটি নাক রয়েছে, তবে ঐ মতবিরোধের প্রতি ইংগিত করে, যা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দেখা দিবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নাকের দ্বারা উত্তম গন্ধ শুকতে দেখে, তবে দু:খ কষ্ট ও দুশ্চিন্তা দূর হওয়া এবং আনন্দলাভের প্রতি ইংগিত করে। আর যদি গর্ভবতী মহিলা উক্ত স্বপ্ন দেখে, তবে আনন্দ বিধায়ক পুত্র সন্তান লাভ করবে।

স্বাভাবিক পমিাণের চেয়ে নাক বড় দেখা, অধিক সন্তানাদি, ধন-সম্পদ, মান-সম্মান এবং হায়াত লাভ করবে এবং খ্যাতিমান ব্যবসায়ী হিসেবে প্রসিদ্ধ হহবে।

নাক হতে রক্ত প্রবাহিত হতে দেখলে হারাম সম্পদ ও ধন-দৌলত লাভ করবে। বাদশা হলে অন্যায় অত্যাচার করবে, তবে (অবশেষে) তওবা করবে।

কেউ বলেন, নাক স্বপ্নে দেখার অর্থই হল পুত্র সন্তান। কেউ বলেন, পদমর্যাদা এবং সম্মানিত ও গণ্যমান্য হওয়া। কেউ বলেন, মাতাপিতা।

যদি কোন ব্যক্তি হাতীর শুঁড়ের মত তার নাক লম্বা দেখে, তবে এটা তার উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান বুঝাবে।

ভাল কোন কিছু নাকে প্রবেশ করতে দেখলে, তার ব্যাখ্যা এটাই হবে, যা নাকে ঔষধ প্রবেশ করতে দেখলে হয়ে থাকে।

নাকে খারাপ কোন কিছু প্রবেশ করতে দেখলে ঐ ক্রোধ বা গোস্বা বুঝাবে, যা সে হজম করছে। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার শুঁড় আছে বলে দেখে, তবে তার বংশ পরিক্রমা অটুট রয়েছে।

নাক স্বপ্নে ব্যাখ্যায় কেউ বলেন, এটা পুরুষের অহংকার, পদমর্যাদা, শান-শওকত ও শালীনতা বুঝায়। কেউ বলেন, এটা পুরুষের নিকটাত্মীয়দের প্রতি ইংগিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, তার নাক-ই নেই, তবে এটা তার নিকটাত্মীয় না থাকা বা তাদের সাথে সম্পর্ক না রাখার প্রতি ইঙ্গিত করে।

মুখ স্বপ্নে দেখা

কেউ বলেন, যদি ভাল কিছু বের হহতে দেখে, তবে সম্পদ হাসিল করবে, আর যদি মন্দ কিছু হহয়, তবে কথা বা গালমন্দ শুনবে।

আর স্বপ্নে মুখের ভিতর কোন কিছু প্রবেশ করতে দেখলে, রুজি হাসিলের আলামত বুঝবে এবং অপ্রত্যাশিত নিয়ামত লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি তার মুখ বন্ধ অথবা (মুখে) তালা লাগানো দেখে, তবে উক্ত স্বপ্ন তার কুফরির ইংগিত করে।

স্বাপ্নে মুখ দেখা, এতেই তার কাজের সূচনা ও সমাপ্তির ছাপ রয়েছে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মুখ হতে কোন কিছু বের হতে দেখে, তবে এটা রিযিক বুঝাবে, চাই তা ভাল হউক বা মন্দ হউক।

ঠোঁট স্বপ্নে দেখা

কেউ বলেন, স্বপ্নে ঠোঁট দেখার ব্যাখ্যা নিকটাত্মীয় এবং উপরের ঠোঁট দেখার ব্যাখ্যা তার ঐ বন্ধু বুঝাবে, সের্বক্ষেত্রে তার বিশ্বাসযোগ্য ও ভরসার স্থল হবে।

ঠোঁটে যদি কমী-বেশী বা নতুন কোন কিছু দেখে, তবে উল্লেখিত বিষয়গুলোতেই এর প্রভাব বর্তাবে।

যদি ঠোঁটে পানি ভর্তি দেখে, তবে বন্ধু-বান্ধবের কাজ-কর্ম ঐভাবে চলবে না, যেভাবে চলা উচিত ছিল।

ঠোঁট স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা : বন্ধু, সাহায্যকারী এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তি দ্বারা করা হয়। তবে ব্যাখ্যার দিক দিয়ে নিচের ঠোঁট উপরের ঠোঁটের চেয়ে বেশি ফলদায়ক।

জিহ্বা স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ বা যুক্তিতর্ক উপস্থাপন ব্যতীতই জিহ্বা লম্বা দেখে, তবে এটা নিন্দাবাদ করা ও অশ্লীলভাষী হওয়ার প্রতি ইংগিত করে। কখনও জিহ্বা লম্বা দেখা, যক্তি-তর্ক, ধৈর্য-সহ্য, কথাবার্তা ও সাহিত্যে বিজয় ও সফলতা বুঝায়।

যদি স্বপ্নে ইমাম বা সেনাপতি তার জিহ্বা লম্বা দেখে, তবে যুদ্ধাস্ত্র বেশী জমা করবে এবং জিহ্বার মাধ্যমে তরজমা বা ভাষান্তরিত করার কারণে সম্পদ হাসিল করবে।

জিহ্বা বাঁধা দেখলে রোগব্যাধি, বালা-মুসীবত, এবং দরিদ্রতার সম্মুখীন হবে। জিহ্বাতে কাল চুল গজাতে দেখলে তাড়াতাড়ি ক্ষয়ক্ষতির প্রতি, আর সাদা চুল গজাতে দেখলে দেরীতে ক্ষয়ক্ষতির প্রতি ইংগিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার দুটি জিহ্বা দেখে, তবে শত্রুর উপর বিজয়, যুক্তির পর যুক্তি (প্রাধান্য), ইলমের পর ইলম (প্রাধান্য) বুঝাবে। জিহ্বা মুখের বাইরে দেখলে, দু:খ-কষ্ঠ বহন করবে। বদনাম হবে ও বিপদাপদ পতিত হবে।

যদি কারোও সাথে ঝগড়া-বিবাদ বা তর্ক-বিতর্ক থাকে, আর এমতাবস্থায় জিহ্বা কাঁটা বা খাট বা অসম্পূর্ণ দেখে, তবে তার যুক্তিতর্ক এবং দলীল পরাস্ত

হবে। আর যদি ঝগড়া-ফাসাদ না থাকে, তবে এটা দ্বীন সম্বন্ধে তার যোগ্যতা বাড়াবে। আর জিহ্বা লম্বা হতে দেখলে, তর্কবিতর্কে তার দলীল খুব জোরালো হবে এবং বিপক্ষ বা বিবাদী দলের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত হবে। আর যদি তার কোন বিরোধী না থাকে, তবে সে বেহুদা ও অশ্লীল নিন্দাবাদকারী হবে।

কেউ বলেন, স্বাভাবিক জিহ্বা স্বাভাবিক অবস্থা সকল মানুষের জন্যই উত্তম। স্বপ্নে মহিলার জিহ্বা কাটতে দেখা সর্ব অবস্থায়ই ভাল।

জিহ্বা : এটা মানুষের ভাষ্যকার, মুখপত্র বা বার্তাবাহক। এবং অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভালমন্দ যা কিছু আছে, তার ব্যবস্থাপক ও কার্যনির্বাহক। কখনও জিহ্বাকে মানুষের পথপ্রদর্শক এবং দলীল প্রমাণ হিসেবেও ব্যাখ্যা করা হয়।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে লম্বালম্বীভাবে বা চওড়া-চওড়ীভাবে জিহ্বা বড় দেখে, অথবা যুক্তিতর্কসহহ কথাবার্তার সময় হাসিখুশি দেখে, তবে এটা শক্তি ও বিজয় বুঝাবে। শত্রুকে বশ করতে পারবে এবং অধিক কথা বলার অভ্যাস হবে।

দাঁত স্বপ্নে দেখা

ছানিইয়্যা বা সম্মুখভারেগর উপর নিচের চার দাঁতের ডান দিকের উপরের দাঁত স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা পিতার দ্বারা এবং বাম দিকের ছানিইয়্যা দেখার ব্যাখ্যা চাচার দ্বারা করা হয়। পিতা এবং চাচা না থাকলে ভাই ও ছেলে বুঝাবে। তারা না থাকলে অন্তরঙ্গ বন্ধু বুঝাবে।

রুবাইয়্যাত বা ছানিইয়্যার পার্শ্ববর্তী দু' দিকের উপর নীচের চারটি দাঁত স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা, চাচাত ভাইয়ের দ্বারা করা হয়।

দাওয়াহেক (হাসি দাঁত) অর্থাৎ আন্‌ইয়াবের পার্শ্ববর্তী উপর নীচের দু' দিকের চারটি দাঁত স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা, মামা-খালু এবং মামী-খালার দ্বারা করা হয়। আদরাস বা চোয়ালের দাঁত স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা বা ছোট ছেলের দ্বারা করা হয়, কেউ বলেন, উপরের চোয়ালের দাঁত দেখা পুরুষ জাতীয় আত্মীয় এবং নীচের চোয়ালের দাঁত দেখা মহিলা জাতীয় আত্মীয় বুঝায়।

সম্মুখ ভাগের ডান দিকের নিচের দাঁত দেখলে মা এবং বাম দিকের নিচের দাঁত দেখলে চাচী বুঝাবে। আর তাদের অবর্তমানে বোন বা মেয়ে বুঝাবে। নিচের রুবায়ী দাঁত দেখলে চাচাত এবং ফুফাত বোন বুঝাবে। নিচের আনইয়াব দাঁত দেখলে পরিবারের মালিকা বা সরদারনী বুঝাবে। নিচের দাওয়াহেক দেখলে খালাত ও মামাত বোন বুঝাবে। নিচের আদরাস দেখলে ঐ পরিবারের দূরবর্তী মহিলা বা ছোট মেয়ে বুঝাবে।

দাঁত পড়িতে বা হারাতে দেখা, তার মৃত্যু বা এমন নিরুদ্দেশ ব্যক্তির প্রতি ইংগিত করে, আর কখনও ফিরে আসবে না।

হারানোর পর যদি পুনরায় দাঁত পেতে দেখে, তবে গায়েব (নিরুদ্দেশ) ব্যক্তি ফিরে আসবে। দাঁত পোকায় খাওয়া দেখা, তার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কেউ শারীরিকভাবে বালা-মসিবতে পতিত হবে।

দাঁত নড়াচড়া করতে দেখা, পরিবার-পরিজনের মধ্যে ঝগড়ার ইংগিত করে। দাঁতের পুঁজ বা দাঁত ও হলদে বর্ণের দেখা, পরিবার-পরিজনের ঐ দোষের প্রতি ইংগিত করে, যার পরিণাম ফল তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে।

দাঁতের দুর্গন্ধ, পরিবার-পরিজনের দুর্নামের প্রতি ইংগিত করে।

দাঁতের পর্দা বা লাল দাগ, পরিবার-পরিজনের দুর্বলতার প্রতি ইংগিত করে।

দাঁদের দুর্গন্ধ বা হলদে দাগ দূর করতে দেখা, এ ইংগিত করে যে, তাদের চিন্তা-ফিকির দূর করার জন্য সম্পদ ব্যয় করবে।

মুক্তার মত সাদা, সুন্দর লম্বা দাঁত দেখা, পরিবারের পদমর্যাদা, ধন-সম্পদ এবং শক্তির প্রতি ইংগিত করে।

যদি ছানিইয়্যা বা সম্মুখ ভাগের দাঁতের সাথে সমপরিমাণ দাঁত গজাতে দেখে, তবে পরিবার-পরিজনের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। আর যদি সমপরিমাণ দাঁত পূর্ব হতেই যথাস্থানে গজানো দেখে, তবে এটা তার ও পরিবারের জন্য ক্ষতি ও লজ্জার কারণ হবে।

দাঁত কাটতে দেখলে সে আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদ করবে অথবা মনের চাহিদার বিরুদ্ধে সম্পদ খরচ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে জিহ্বা দ্বারা দাঁতগুলো নিক্ষেপ করতে দেখে, তবে তার কথার দ্বারা পারিবারিক সুসম্পর্ক ও কাজকর্মে ব্যাঘাত (বিঘ্ন) সৃষ্ট হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার দাঁতগুলো স্বর্নের দেখে, আর লোকটি যদি আহলে ইল্‌ম বা বিদ্বান ও জ্ঞানী হয়, তবে উক্ত স্বপ্ন তার জন্য প্রশংসনীয় হবে। আর যদি সে আহলে ইল্‌ম বা বিদ্বান না হয়, তবে রোগ-ব্যাধি বা আগুনে পোড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

যদি দাঁতগুলো রূপা বা দস্তার দেখে, তবে সম্পদের ক্ষতি হবে। কাষ্ঠ বহন করবে এবং বন্ধুদের সাথে তিক্ততার সৃষ্টি হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দাঁতগুলো কাঁচের বা কাঠের দেখে, তবে মৃত্যু বা কঠিন রোগের ইংগিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে সম্মুখের দাঁতগুলো পড়ে গিয়ে তদস্থলে নতুন দাঁত গজিয়েছে, তবে তার চেষ্টা তদবীর এবং অবস্থার পরিবর্তনের দিকে ইংগিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, উপরের দাঁতগুলো তার হাতে পড়ে গিয়েছে, তবে এটা ঐ সম্পদের প্রতি ইংগিত করে, যা তার হস্তগত হবে। আর যদি দাঁতগুলো তার কোলে পড়তে দেখে, তবে এটা পুত্র সন্তানের দিকে ইংগিত করে, যা তার কোলে আসবে। আর যদি মাটিতে পড়তে দেখে, তবে এটা তার মৃত্যুর ইংগিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে ঝরা বা পতিত দাঁতগুলোকে মাটিতে পোতা ব্যতীত আটকিয়ে রাখতে দেখে, তবে সে দয়া ও পরহিতৈষীর দিক দিয়ে তার সমকক্ষ লোকদের নিকট হতে উপকৃত হবে।

উল্লেখ্য, মানুষের জরা-জীর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যতক্ষণ পর্যন্ত তা মাটিতে পুঁতে ফেলা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত উপরোল্লিখিত ব্যাখ্যাই প্রযোজ্য হবে। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার দিলে দাঁত গজাতে দেখে, তবে এটা তার মৃত্যুর ইংগিত করে।

কেউ বলেন, দাঁত পতিত হতে দেখা, তার সাথে টালবাহানা বা বিঘ্ন সৃষ্টিকারীর পক্ষ হতে টালবাহানা বা বিঘ্ন সৃষ্টি করার প্রতি ইংগিত করে। আবার কেউ বলেন, এেটা ঋণ পরিশোধের প্রতি ইংগিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, তার সমস্ত দাঁত পড়ে গিয়েছে এবং সে তা আস্তিনে বা কোলে উঠিয়ে নিয়েছে, তবে সে দীর্ঘ হায়াত পাবে। এমন কি তার দাঁতগুলোও পড়ে যাবে। আর তার পরিবারের লোক সংখ্যা অধিক হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে সমস্ত দাঁতগুলো পড়ে যেতে এবং দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতে দেখে, তবে পরিবারের সকলেই তার পূর্বে মারা যাবে এবং সে সর্বশেষ মৃত্যুবরণ করবে। কখনও এটা (এলাকার) বয়োবৃদ্ধ বা সমবয়স্ক লোকদের মৃত্যুর প্রতি ইংগিত করে।

বর্ধিত : বর্ণিত আছে, আমীরুল মু'মেনীন মানসুর স্বপ্নে দেখলেন যে, তার সমস্ত দাঁত পড়ে গিয়েছে। সকালে কোন এক খাদেমকে বললেন যাও, কোন একজন মু'আব্বের বা স্বপ্ন ব্যাখ্যাদাতাকে নিয়ে আস; মু'আব্বের উপস্থিত হলে তিনি স্বপ্নের ঘটনা বর্ণনা করলেন। মু'আব্বের বললেন, হে আমীরুল মু'মেনীন। আপনার সমস্ত আত্মীয়-স্বজন মারা যাবে। মানসুর এটা শুনে বললেন, মহান আল্লাহ তোমার মুখ বন্ধ করুক, তোমার ব্যাখ্যা ফলদায়ক না হউক, মহান

আল্লাহ্ তোমার মুখ কাল করুক এখান হতে বের হয়ে যাও। তাকে বিদায় দেয়ার পর মানসুর বললেন, যাও আর একজন মু'আব্বের নিয়ে আস। লোকেরা এমন একজন মু'আব্বের নিয়ে আসল, শোহী আদাব সম্পর্কে অবগত ছিল। আমীরুল মুমেনীন তাকে স্বপ্নের ঘটনা শুনালেন। মু'আব্বের বললেন, হে আমীরুল মুমেনীন! আপনি বড় দীর্ঘ হায়াত লাভ করবেন এবং আপনার পরিবারের মধ্যে আপনিই সর্বশেষ ইন্তেকাল করবেন। এটা শুনে আমীরুল মুমেনীন বললেন, স্বপ্নের ব্যাখাত এক-ই। তবে প্রথম জনের চেয়ে তোমার বর্ণনাভঙ্গি উন্নত, এ বলে তাকে দশ হাজার দিরহাম পুরস্কার দান করলেন।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, লোকেরা তাকে মাড়ীর দাঁত দ্বারা চিবাতেছে, তবে তাকে মানুষের সম্মুখে বিনয়ী হওয়ার সুযোগ দেয়া হচ্ছে, কিন্তু সে বিনয়ী হচ্ছেনা। কেউ বলেন, স্বপ্নের ব্যাখ্যার ব্যাপারে মুখমণ্ডলকে বাড়ী এবং দাঁতগুলোকে বাড়ীর বাসিন্দার মত মনে করতে হবে। সুতরাং দোঁতগুলো ডান দিকে রয়েছে, সেগুলো পুরুষ এবং যেগুলো বাম দিকে রয়েছে, সেগুলো মহিলা বুঝাবে। সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ লোকের বেলায় এ ব্যাখ্যাই প্রয়োজ্য হবে।

কেউ বলেন, যদি কোন ব্যক্তি তার দাঁতগুলো ভেঙ্গে যেতে দেখে, তবে সে কিছু কিছু করে ঋণ পরিশোধ করবে। আর যদি ব্যথা ছাড়া দাঁতগুলো পড়ে যেতে দেখে, তবে তার আশা নিরাশায় পরিণত হবে। আর যদি ব্যথা সহ দাঁতগুলো পড়ে যেতে দেখে, তবে ঘরের জিনিসপত্র হাতছাড়া হবে।

সম্মুখের দাঁতগুলো যদি পড়ে যায়, তবে মানুষ কথাবার্তা জাতীয় কাজকর্ম হতে অক্ষম হয়ে যায়। অতএব যদি কোন ব্যক্তি বেদনা সহ, বা রক্ত সহ বা মাংস সহ দাঁত পড়ে যেতে দেখে, তবে সে কোজের ইচ্ছা বা এরাদা করেছে, তা বাতেল বা নষ্ট হবে।

যদি কোন সুস্থ সবল মানুষ বা মুসাফের ব্যক্তি দেখে যে, তার সমস্ত দাঁত পড়ে গিয়েছে, তবে মৃত্যু ব্যতীত দীর্ঘ মেয়াদের জটিল রোগব্যাধি, যথা যক্ষা, টি, বি ইত্যাদি আক্রমণের ইংগিত করে।

যদি কোন রোগী স্বপ্নে তার সমস্ত দাঁত পড়ে যেতে দেখে, তবে তাড়াতাড়ি রোগ ব্যাধি হতে মুক্তি পাওয়ার ইংগিত করে।

মুসাফির ব্যবসায়ী যদি সমস্ত দাঁত পড়ে যেতে দেখে, তবে সফরের কষ্ট লাঘব এবং বোঝা হালকা পাতলা হওয়ার প্রতি ইংগিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, কোন কোন দাঁত লম্বা হয়েছে ও তার হাড় বেড়ে গিয়েছে, তবে এটা বাড়ীর ঝগড়া : ঝাঁটির প্রতি ইংগিত করে।

যদি কেউ স্বপ্নে তার বাঁকা, কাল, খোক্‌লা (ফাঁকা বা গর্তযুক্ত) দাঁত পড়ে যেতে দেখে, তবে সে যাবতীয় দু:খ কষ্ট হতে মুক্তি পাবে।

যদি কেউ স্বপ্নে দেখে যে, তার দাঁতগুলো পড়ে যাচ্ছে, আর সে তা হাতে উঠাতেছে বা কোলে রাখতেছে, তবে এ ইংগিত করে যে, তার সন্তান-সন্ততি মারা যাবে। সুতরাং তার কোন সন্তান জন্মিবে না, আর জন্মিলে বাঁচবে না।

স্বপ্নে দাঁত দেখার ব্যাখ্যা, ব্যক্তির পরিবার-পরিজন এবং বিছানাপত্রের দ্বারা করা হয়। উপরের দাঁত পরিবারের পুরুষ এবং নিচের দাঁত, পরিবারের মহিলা বুঝায়। আন্‌ইয়াব বা তীক্ষ্ণ প্রান্ত ও চক্ষুবিশিষ্ট দাঁত স্বপ্ন দেখা, বাড়ীর মালিক বা সরদার বুঝায়, যিনি সবার বিশ্বস্ত হবেন।

কান স্বপ্নে দেখা

বর্ণিত আছে যে, একজন লোক স্বপ্নে বারটি বা তার চেয়ে বেশী কান দেখল। মু'আব্বেবের নিকট জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, লোকটি যদি গোলাম-নওকরের মালিক, মর্যাদাবান এবং প্রতাপশালী হয়, তবে অধিক কল্যাণ ও মঙ্গল লাভ করবে। আর যদি ধনী হয়, তবে কানের সংখ্যা হিসেবে বিভিন্ন শহর হতে জীবিকার উৎসের খবর আসবে। আর যদি অধীনস্থ বা গোলাম হয়, তবে চিন্তিত এবং অপমানিত হবে। আর যদি তার কোন বিরোধী বা প্রতিদ্বন্দ্বী থেকে থাকে, তবে বিচারক (কাজী) তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন হুকুম আহকাম জারী করবে এবং বাজে কথাবার্তা শুনতে পাবে। আর যদি সে কোন মুকদ্দমা বা ঝগড়া ফাসাদে লিপ্ত থাকে, তবে শত্রুদের উপর বিজয় লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার কান বিচ্ছিন্ন হতে দেখে, তবে সে তাহার স্ত্রীকে তালাক দিবে অথবা তার মেয়ে মারা যাবে। অথবা কষ্টে পতিত হবে এবং আত্মীয়-স্বজন হতে বিচ্ছিন্ন হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার একটি মাত্র কান দেখে, তবে তার কোন নিকটাত্মীয় জীবিত থাকবে না।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার অর্ধেক কান দেখে, তবে এ ইংগিত করে যে, তার স্ত্রী মারা যাবে এবং সে দ্বিতীয় বিবাহ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার কানে আংটি বা বালা লটকানো দেখে, তবে সে তার মেয়েকে নিবাহ দিবে এবং তার কেটি পুত্র সন্তান হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার দু'টি কান কোন কিছুর দ্বারা ভরে দিতে দেখে, তবে এটা তার কুফরির প্রতি ইংগিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার অনেক কান দেখে, তবে সে হক্ব হতে বিরত থাকবে এবং সে তা কবু করবে না। যেহেতু মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেন : "তবে কি তাদের অনেক কান আছে? যার দ্বারা তারা শুনতে পায়?"

(সূরা : আল-আ'রাফ, আয়াত : ১৯৫)

কেউ বলেন, যদি কোন ধনী ব্যক্তি এক-ই আকার আকৃতির অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর কান দেখে, আনন্দদায়ক সুন্দর সুন্দর খবরাখবর শুনতে পারবে। আর যদি একই-ই আকৃতির সুন্দর সুন্দর না হয়, তবে দু:খজনক লড়াই ঝগড়ার খবরাখবর শুনতে পারবে।

যদি কেউ স্বপ্নে তার কানে দু'টি চোখ দেখে, তবে সে অন্ধ হয়ে যাবে, এবং যা কিছু চোখের ধ্বারা দেখত, শ্রবণ শক্তির দ্বারা তা অনুভব করবে।

কেউ বলেন, অধিক কান দেখা, ঐ ব্যক্তির জন্য শোভনীয়, যার ইচ্ছা যে, মানুষ তার আনুগত্য করুক, যেমন বাপের জন্য ছেলে মেয়ে, স্বামীর জন্য স্ত্রী, মালিকের জন্য শ্রমিক-চাকর, শিক্ষকের জন্য ছাত্র ইত্যাদি।

যদি চাকর-বাকর, গোলাম-নওকর ও অধীনস্থ্ লোক স্বপ্নে অনেক কান দেখে, তবে এ ইংগিত করে যে, তাদের সদাসর্বদা অধীনস্থ্ থাকতে হবে। চাকরী, নওকরী গোলামী করতে হবে। আনুগত্য স্বীকার করে ও কথা মেনে চলতে হবে। হাকীমের ফয়সালা বিবাদীর বিরুদ্ধে এবং বাদীর পক্ষে যাবে।

কান পরিষ্কার করতে দেখলে, ভাল ও সৎ কথা শুনবে, ভাল ও সৎসঙ্গ তালাশ করবে, সফরে ব্যস্ত থাকবে।

কান বড় দেখা বা অলংকারাদি ও মানিমানিক্য দ্বারা সাজ-সজ্জিত দেখা, মেয়ে ও স্ত্রীর আরাম আয়েশী জিন্দেগীর প্রতি ইংগিত করে।

কান স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা স্ত্রী বা মেয়ে বুঝায়। যদি দেখে যে, তার তিনটি কান রয়েছে, তবে এ ইংগিত করে যে, তার একজন স্ত্রী ও দু'জন মেয়ে রয়েছে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার চারটি কান দেখে, তবে চার স্ত্রী অথবা মার্তহীনা চার মেয়ের প্রতি ইংগিত করে।

দাড়ি সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

দাড়ি লম্বা হয়ে যদি পেটের সাথে মিশে (লেপ্টে) যেতে দেখে, তবে মান সম্মান, পদমর্যাদা, ধন-সম্পদ লাভ করবে। তবে পেরিমাণ পেটের উপর লটকিয়ে থাকবে। সেই পরিমাণ কষ্ট সহ্য ও পরিশ্রম করতে হবে।

দাড়ি যদি স্বাভাবিক সুন্দর নিয়ম মাফিক লম্বা দেখে, তবে আয়েশী জিন্দেগী, সম্পদ এবং সম্মান লাভ করবে। কেউ বলেন, দাড়ি লম্বা হয়ে যদি নাভী পর্যন্ত পৌছে যেতে দেখে, তবে এ ইংগিত করে যে, সে মহান আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত রয়েছে।

একজন লোক ইমাম ইবনে সীরিনের (রহ:) নিকট এসে বলল, স্বপ্নে দেখেছি যে, আমার দাড়ি লম্বা হয়ে নাভী পর্যন্ত পৌছেছে এবং আমি তা তাকিয়ে দেখতেছি ও চিন্তা-ফিকির করতেছি। ইবনে সীরিন বললেন, তুমি একজন মুয়াজ্জিন এবং তুমি পড়শীদের বাড়ী ঘরে তাকাও (যা অবৈধ বা নিষিদ্ধ)।

স্বপ্নে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেদের জন্য দাড়ি দেখা ভাল বা প্রশংসনীয় নয়। কেউ বলেন, বরং সে মারা যাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, সে অন্যের দাড়ি ধরে টানছে, তবে সে ঐ ব্যক্তির সম্পদের ওয়ারিশ হবে এবং তা ভোগ করবে।

দাড়ি যদি বেশী খাঁটো না হয়, তবে এটা আনন্দ-উৎফুল্ল, ঋণ পরিশোধ এবং প্রাচুর্যের প্রতি ইংগিত করে। আর যদি বেশী ছোট ও খাঁটো দেখে, তবে এটা মান-মর্যাদা ও সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি এবং অপমানের প্রতি ইংগিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, মাকুন্দা বা নেহায়তে স্বল্প দাড়ি বিশিষ্ট (শুধু থুতনীতে দাড়ি) লোক তার স্ত্রীর সাথে কথা বলতেছে, তবে তার কাজকর্মে জটিলতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে এবং বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে বিরোধ ও বিচ্ছেদ ঘটবে। কেননা ইবলিস লাঈন (অভিশপ্ত) স্বল্প দাড়ি বিশিষ্ট লোকের আকৃতিতে হযরত হাওয়া (আ:)-এর সাথে বলেছিল এবং ধোকা দিয়েছিল।

দাড়ি যদি ঘোর কাল বর্ণ দেখে, তবে সম্মান, সৌভাগ্য এবং আত্মনির্ভরশীলতার প্রতি ইংগিত করবে। আর যদি কাল আভা মিশ্রিত সবুজ রং দেখে, তবে রাজত্ব ও অধিক সম্পদ লাভ করবে, কিন্তু সে অবাধ্য ও অত্যাচারী হবে। কেননা এটা ফেরআউনের দাড়ির লক্ষণ ছিল।

দাড়ি হলদে বা পাণ্ডুবর্ণ দেখা, এটা দারিদ্রতা এবং সম্পদের স্বল্পতার প্রতি ইংগিত করে।

দাড়ি লাল দেখা, এটা পরহেজগারীর আলামত বা লক্ষণ বুঝায়।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার দাড়িগুলো নিক্ষেপ না করে এবং মুষ্টিবদ্ধ করতে এবং হাতের মধ্যেই ছড়ায়ে পড়িতে দেখে, তবে তার সম্পদ চলে যাবে, কিন্তু পুনরায় ফিরে আসবে। আর যদি নিক্ষেপ করতে দেখে, তবে সম্পদ হাত ছাড়া হবে, কিন্তু আর ফিরে আসবে না।

গরীব যদি দাড়ি উপড়াতে দেখে, তবে দ্বিগুণ দু:খ-কষ্ট এবং চিন্তা ফিকির কমা হবে এবং একজনের নিকট হতে করজ নিয়ে অপরজনকে দিবে।

দাড়ি ছাড়া যদি শুধু মাথায় খেজাব করতে দেখে, তবে সে রঈস বা নেতা প্রধানের ভেদ-রহস্যের হেফাজত করবে। কেউ বলেন, যা সে গোপন রাখার ইচ্ছা করেছে, আল্লাহ তাআলা তা গোপন রাখবেন।

আর খেজাব যদি পাকা পোক্তা বা টেকসই না হয়, তবে মহান আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিবেন।

মহিলার দাড়ি সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

মহিলাদের দাড়ি দেখা, এ ইংগিত করে যে, সে আর কখনও বাচ্চা দিবে না। কেউ বলেন, এটা তার বিমারের ইংগিত করে। কেউ বলেন, তার ছেলে ও স্বামীর সম্পদ বাড়বে এবং ছেলের সম্মান বৃদ্ধি পাবে। কেউ বলেন, সে বিবাহিতা হয়, তবে স্বামী গায়েব বা নিখোঁজ হবে। যদি গর্ভবতী হয়, তবে পুত্র সন্তান জন্ম দিবে এবং আশা পূর্ণ হবে।

কেউ বলেন, সময় আসার পূর্বেই যা কিছুর প্রকাশ ঘটে, তা খারাপের দিকেই ইংগিত করে। যেমন অল্প বয়সী ছেলেদের দাড়ি দেখা বা তা পাকা ও সাদা দেখা, ছোট মেয়েদের বিবাহশাদী বা বাচ্চা হতে দেখা ইত্যাদি। তবে শুধুমাত্র সময়ের পূর্বে কথাবার্তা বলতে দেখলে এতে মঙ্গল নিহিত রয়েছে। যেমন হযরত ঈসা (আ:) এর মাতৃকালে কথাবার্তা বলা। মোটকথা যা কিছু সময়ের পূর্বে প্রকাশ পাবে, তা অমঙ্গলর ও খারাপের দিকে ইংগিত করবে।

সুতরাং যদি কোন নাবালক ছেলে দেখে যে, তার দাঁড়ি হয়েছে, তবে সে সাবালক হওয়ার পূর্বেই মারা যাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, এক সাথে তার দাড়ি ও মাথা মুণ্ডায়ে দেয়া হয়েছে এবং স্বপ্নে যদি কোন শুভ ইংগিত থাকে তবে তার ব্যাখ্যা এটাই, লোকটি যদি দু:খী হয়, মহান আল্লাহ তার দু:খ-কষ্ট দূর করে দিবেন। আর যদি ঋণী হয়, তবে ঋণ পরিশোধ করবেন। যদি বিমার হয়, তবে সুস্থতা দান করবেন।

বর্ণিত আছে, একজন লোক ইমাম ইবনে সীরিনের নিকট এসে বলল, স্বপ্নে দেখেছি যে, আমার দাড়ি লম্বা হয়েছে কিন্তু গোঁফ লম্বা হয় নেই। উত্তরে তিনি বললেন, তুমি এমন সম্পদ লাভ করবে, যার দ্বারা অন্যে উপকৃত হবে।

মানুষের চেহারা এবং দাড়ি স্বপ্নে দেখা, এটা তার শান শওকত, পদমর্যাদা এবং ব্যক্তিত্বের প্রভাব বুঝায়।

স্বাভাবিক নিয়মের চেয়ে দাড়ি যদি অধিক লম্বা (নাভীর নিচ পর্যন্ত) দেখে, তবে এটা পেরিমাণ লম্বা হবে, সে পরিমাণ চিন্তা ফিকির, দু:খ কষ্ট এবং ঋণ বুঝাবে। আর যদি লম্বা হতে হতে মাটিতে ঠেকতে দেখে, তবে এটা তার মৃত্যু বুঝাবে।

ছোট দাড়ি স্বপ্নে দেখা

বর্ণিত আছে, একজন লোক ইমাম ইবনে সীরিনের (রহ:) নিকট এসে বলল, স্বপ্নে আমি আমার চাচার দাড়ি শক্ত করে মুষ্টিবদ্ধ করতে এবং কাটতে কাটতে মূলসহ উঠিয়ে ফেলতে দেখেছি। উত্তরে তিনি বললেন, তুমি ব্যতীত তোমার চাচার কোন ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী হবে না এবং তুমিই তোমার চাচার সম্পদ ভোগ করবে। আর তোমার চাচার দাঁড়ি হতে যদি কিছু দাড়ি নিয়ে থাক, তবে সে পরিমাণ সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে।

যদি কোন ব্যক্তি দাড়ি শুভ্র-উজ্জ্বল দেখে, তবে সে ইজ্জত সম্মান লাভ করবে এবং তার সুনাম সুখ্যাতি দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়বে। কেননা হযরত ইব্রাহীম (আ:) এর দাড়ি সাদা-উজ্জ্বল ছিল।

ঠোঁট ও থুতনীর মধ্যবর্তী ছোট দাড়ি স্বপ্নে দেখা, এটা ব্যক্তির শক্তি সামর্থ বুঝায়। যার উপর সে গর্ববোধ করে ও জীবন পরিচালনা করে। এতে কমবেশী দেখার ফলাফল তাহাই হবে, যা দাড়িতে কমবেশী দেকার ফলাফল হয়ে থাকে

যদি কোন ব্যক্তি অর্ধেক দাড়ি মুণ্ডানো দেখে, তবে সে দরিদ্র হবে এবং তার ব্যক্তিত্বের প্রভাব নষ্ট হবে।

যদি কোন ব্যক্তি অপরিচিত কোন যুবককে তার দাড়ি মুণ্ডায়ে দিতে দেখে, তবে কোন সমনামীয় বা তার সাথে সাদৃশ্যযুক্ত বা পরিচিত শত্রুর হাতে তার মানসম্মান এবং প্রভাব নষ্ট হবে।

দাড়ি কাটা দেখলে, পেরিমাণ কাটা দেকবে, সে পরিমাণ সম্পদ এবং মানসম্মান নষ্ট হবে।

স্বাভাবিক এবং জাগ্রত অবস্থায় দাড়ি যার কাল ছিল, সে যদি স্বপ্নে তার দাড়ি ঘোর কাল এবং খুবই সুন্দর দেখে, তবে সে ইজ্জত সম্মান লাভ করবে এবং তার ব্যক্তিত্বের প্রভাব এবং সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পাবে।

কেউ স্বপ্নে দেখল যে, তার ঘাড় লম্বাও নয় এবং খাঁটও নয়। কোন মু'আব্বেরের নিকট জিজ্ঞেস করলে, তিনি বললেন, তুমি যদি খারাপ লোক (চরিত্রহীন) হও, তবে তোমার চরিত্র ভার হবে, আর যদি তুমি বাহাদুর হও,

তবে তোমার বীরত্ব আরও বেড়ে যাবে, আর যদি বাজে চরিত্রের লোক হও, তবে সম্মানের যোগ্য হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে দোড়িতে পাক ধরেছে কিন্তু এখনও কিছু কালোর আভা বাকী রয়েছে, তবে এটা তার পদমর্যাদা এবং গাম্ভীর্য বুঝাবে। আর যদি কালোর আভা কিছুই অবশিষ্ট না থাকে, তবে সে দরিদ্র ও পরমুখাপেক্ষী হবে এবং পদমর্যাদা ও গাম্ভীর্য নষ্ট হবে।

একজন লোক ইমাম ইবনে সীরিনের (রহ:) নিকট এসে বলল, স্বপ্নে আমার দাড়ি সাদা দেখেছি। আর আমি তাতে খেজাব লাগাইতেছি কিন্তু খোব ধরতেছে না অথচ লোকটি যুবক এবং তার দাড়ি কাল ছিল। উত্তরে তিনি বলেন, তোমার জন্য দাড়ি সাদা দেখা ক্ষতিকর এবং তুমি যা কিছু গোপন রাখতে চেষ্টা করতেছ, তা গোপন থাকবে না। লোকটি শুনে বলল, হ্যাঁ সত্যই বলেছেন।

ঘাড় স্বপ্নে দেখা, এটা আমানতের প্রতি ইংগিত করে। ঘাড় লম্বা ও মজবুত দেখা, এটা দ্বীনদারী এবং আমানতদারীর প্রতি ইংগিত করে। আর ছোট এবং দুর্বল দেখা, দ্বীনদারী ও আমানতদারীর ক্রটির প্রতি ইংগিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি তার গর্দানে সাপ পেঁচিয়ে রয়েছে দেখে, তবে এ ইংগিত করে যে, সে মালের যাকাত আদায় করতেছে না। যেহেতু মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেন :

অর্থাৎ : "বরং তা তাদের জন্য একান্তই ক্ষতিকর, অচিরেই যাতে তারা কার্পণ্য করে, সে সমস্ত ধন সম্পদ তাদের গলায় বেড়ী বানিয়ে পরায়ে দেয়া হবে।" (সূরা : আল ইমরান, আয়াত : ১৮০)

যদি কোন বাদশা বা খলিফা তার ঘাড় খুব শক্ত এবং মজবুত দেখে, তবে এটা তার শত্রুর উপর বিজয় এবং ন্যায় বিচারের উপর শক্তি-সামর্থের প্রতি ইংগিত করে।

ঘাড়ে পশ্চাৎদিক মোটা ও মজবুত দেখা, মহান আল্লাহ দোয়িত্ব দিয়েছেন, তার উপর সক্ষমতার ইংগিত করে। আর ঘাড় সুন্দর-সৌন্দর্য দেখা, (যুদ্ধ ও কাজ হতে) পলায়নের ইংগিত করে।

ঘাড়ে পশ্চাৎদিকে চুল দেখা, এ ইংগিত করে যে, তার অন্যের নিকট এবং অন্যের তার নিকট সম্পদের লেন-দেন রয়েছে। আর পশ্চাৎ দিক মুণ্ডানো দেখা, ঋণ পরিশোধ এবং আমানত আদায়ের ইংগিত করে। ঘাড়ের পশ্চাৎ দিক চুল শূন্য দেখা, তার দরিদ্রতার আলামত।

স্কন্ধদেশ স্বপ্নে দেখা

কেউ বলেন, স্কন্ধদেশ যদি মজবুত এবং মানানসই মাংসে পরিপূর্ণ দেখে, তবে এটা তার পৌরুষ এবং কাজের সক্ষমতার প্রতি ইংগিত করে। আর কয়েদীরা যদি উক্ত স্বপ্ন দেখে, তবে তাদের বন্দীদশা আরও দীর্ঘায়িত হওয়ার ইংগিত করে।

যদি বিমারের কারণে স্কন্ধদেশের দু' পার্শ্বের চামড়া শুকাতে দেখে, তবে এটা তার ভাইদের রোগব্যাধি অথবা মৃত্যু বুঝাবে। কেননা স্কন্ধদেশের দু' পার্শ্ব দু' ভাই বুঝায়।

স্কন্ধদেশ বা উভকাঁধের মধ্যবর্তী স্থান স্বপ্নে দেখা, বন্ধু শরীক বা পার্টনার এবং শ্রমিক বা মজদুর বুঝায়।

কাঁধ স্বপ্নে দেখা স্ত্রী বুঝায়, বাহু স্বপ্নে দেখা, তার সাজ-সজ্জা, সৌন্দর্য এবং কাজের দ্রুততা বুঝায়।

বাহু বা কাঁদের কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন দেখা, উক্ত লোকগুলোর অবস্থার পরিবর্তন-পরিবর্ধন বুঝাবে।

হাতের তালু স্বপ্নে দেখা

হাতের তালুতে চুল দেখা, ঋণ এবং চিন্তা ফিকির বুঝায়। কেউ বলেন, ঐ সম্পদ বুঝায়, যা হাতের দ্বারা অর্জন করা যায়।

হাতের তালুর পিঠের দিকে চুল দেখা, সম্পদ চলে যাওয়া এবং ধ্বংস বুঝায়।

প্রশস্ত হাতের তালু প্রশস্ত দুনিয়ার প্রতি এবং সংকীর্ণ হাতের তালু সংকীর্ণ দুনিয়ার প্রতি ইংগিত করে।

আঙ্গুল স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন লোকের আঙ্গুল (জোড়া) চিবাতে দেখে, তবে এটা তার (চর্বিত ব্যক্তির) অভদ্র আচরণ এবং তাকে ভদ্রতা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার জন্য তার (চর্বনকারীর) উৎসাহের প্রতি ইংগিত করে।

যদি বৃদ্ধ আঙ্গুল হতে দুধ এবং তর্জনী হতে রক্ত বের হতে এবং তা পান করতে দেখে, তবে শাশুড়ী বা শালিকার সাথে যেনা বা ব্যভিচারে লিপ্ত হবে।

যদি কোন ইমাম বা বাদশা (অতিরিক্ত) আঙ্গুলের বৃদ্ধি দেখে, তবে এটা তার অত্যাধিক লোভ, অত্যাচার এবং কিঞ্চিত ন্যায় বিচারের প্রতি ইংগিত করে।

বর্ণিত আছে খলিফা হারুন রশিদ আজরাঈল ফেরেশতাকে মানব আকৃতিতে তার সম্মুখে হাজির দেখতে পেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, হে মালাকুল মাউত! আমার হায়াত কত বাকী আছে? আজরাঈল হাতের তালু খোলা অবস্থা পাঁচ অঙ্গুলির ইশারা করলেন। তিনি ভীত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে জাগ্রত হলেন এবং স্বপ্ন ব্যাখ্যায় প্রসিদ্ধ একজন হাজ্জামের (শিংগার মাধ্যমে যারা দূষিত রক্ত বের করে) নিকটা ঘটনা বর্ণনা করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, হে আমীরুল মুমেনীন! ফেরেশতা তার হাতে ইশারা দ্বারা আপনাকে এ জানিয়ে দিয়েছেন যে, পাঁচটি জিনিসের ইল্‌ম একমাত্র মহান আল্লাহর নিকট সংরক্ষিত রয়েছে, তিনি ভিন্ন এ সম্পর্কে আর কেউ অবগত নয়, যা এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে : "নিশ্চয়ই মহান আল্লাহর নিকট কিয়ামতের ইল্‌ম রয়েছে।"

(সূরা : লোকমান, আয়াত : ৩৪)

আঙ্গুল বিচ্ছিন্ন দেখলে দরিদ্রতা দেখা দিবে এবং চিন্তা ফিকিরে অস্থির হবে।

আঙ্গুল ফুটাতে দেখা, নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বদনামের ইংগিত করে।

কেউ বলেন, স্বাভাবিক নিয়মের চেয়ে আঙ্গুল বেশি দেখা, উদ্দেশ্য হতে দূরে সরে পড়বে।

হাতের আঙ্গুল স্বপ্নে দেখা, ভাইবোনের সন্তানাদি বা কখনও পাঁচ ওয়াক্ত নামাবুঝায়।

যদি কোন ব্যক্তি আঙ্গুলের ত্রুটি-বিচ্যুতি বা কম-বেশী দেখে, তবে এটা ভাইবোনের সন্তানাদি বা নামাযের ত্রুটি-বিচ্যুতি বুঝাবে।

কেউ বলেন, ডান হাতে আঙ্গুল স্বপ্নে দেখা, পাঁচ ওয়াক্ত নামাবুঝায়। বৃদ্ধ আঙ্গুলী ফজরের নামায। শাহাদাত বা তর্জনী জোহরের নামায। মধ্যমা আসরের নামায। অনামিকা মাগরিবের নামাএবং কনিষ্ঠ আঙ্গুলি এশার নামাবুঝায়।

আঙ্গুল খাট দেখা, নামাযের ত্রুটি এবং নামাযে অলসতা বুঝায়।

যদি কোন আঙ্গুল অন্য আঙ্গুলের স্থানে দেখে, তবে এক ওয়াক্তের নামাঅন্য ওয়াক্তে পড়ার প্রতি ইংগিত করে।

নখ স্বপ্নে দেখা

নখ এত লম্বা দেখা, মনে হচ্ছে তো ভেঙ্গে যাবে, তবে এ ইংগিত করে যে, নিজের হাতের গড়া কাজকে নষ্ট করার জন্য অন্যকে দায়িত্ব দেয়া হবে।

নখ কাটতে বা ছাঁটিতে দেখলে, ইদুল ফিতরের ফেতরা আদায় করবে। ঋণ পরিশোধ হবে, রোগমুক্ত হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, কোন বৃদ্ধ তাকে নখ কাটতে আদেশ দিতেছে, তবে তার দাদা তাকে আত্মমর্যদা রক্ষায় এবং নিজ দায়িত্বে সচেতন হওয়ার জন্য আদেশ দিচ্ছেন।

নখ শক্ত এবং লম্বা দেখা, শত্রুর উপর বিজয় লাভ করবে এবং মনের আশা পূর্ণ হবে অথবা স্ত্রীর গোপন রহস্য ফাঁস হবে। লজ্জা এবং মনকষ্টের কারণ হবে।

নখ ভাঙ্গা দেখা, আশা পূরণে বাধা সৃষ্টি হবে এবং বন্ধু-বান্ধব হতে মনকষ্ট পাবে।

নখ স্বপ্নে দেখা, দুনিয়ার জীবনে মানুষের শক্তি সামর্থ বুঝায়। কেননা এটার দ্বারাই মানুষ তার শরীর চুলকায়ে থাকে এবং অন্যান্য কাজ আঞ্জাম দিয়ে থাকে।

নখ সাদা দেখা, মুখস্থ এবং ধীশক্তির প্রখরতা বুঝায়।

নখ স্বাভাবিক পরিমাণে দেখা, দ্বীন-দুনিয়ার উন্নতি বুঝায়।

নখের চিকিৎসা করতে দেখা, দুনিয়া হাসিলের (জমা করার) জন্য হিলা বাহানা বা কৌশল অবলম্বন করা বুঝায়।

সৌন্দর্য সহ নখ লম্বা দেখে, সম্পদ, পোশাক-পরিচ্ছদ শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি, যক্তিতর্ক, বা ঐ সম্পদ বুঝায়, যার দ্বারা শত্রুর অনিষ্ট হতে আত্মরক্ষা করা যায়।

হাতের খেজাব স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে উভয় হাত মেহদীর দ্বারা কারুকার্য খচিত দেখে, তবে তার কামাই রোজগার কম হওয়ার কারণে পরিবারের লোকদের সাথে এমন কৌশল বা চাল খাটাবে, যার দ্বারা নিজের ভরণ-পোষণে বাড়-ঘরের আসবাবপত্র খরচ করবে। এতে সে শত্রুকে খুশী করবে এবং নিজে অপমানিত হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন মহিলা (মেহদীতে) তার হাত কারুকার্য খচিত দেখে, তবে সে জায়েসাজ-সজ্জার জন্য কুটকৌশল অবলম্বন করবে।

আর যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কাঁদা মাটির দ্বারা তার হাতে নকসা খচিত দেখে, তবে এটা অধিক তসবিহর (পড়ার) প্রতি ইংগিত করে।

পুষের হাতের আঙ্গুলে মেহদীর খেজাব দিতে দেখলে, অধিক পরিমাণে তাসবিহ পড়াইংগিত করে। আর মহিলাদের আঙ্গুলে মেহদীর খেজাব দিতে দেখলে, স্বামীর পক্ষ হতে স্ত্রীর প্রতি সদ্ব্যবহারের ইংগিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, কোন মহিলা হাতে খেজাব লাগাতেছে কিন্তু খেজাব লাগতেছে না, তবে তার স্বামী তার ভালবাসা প্রকাশ করিবে না।

যদি কোন পুরুষ তার হাতের তালুতে ভীতিকর কোন খেজাব লাগান দেখে, তবে সে জীবিকা অর্জনে অত্যাধিক কষ্ট ভোগ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার ডান হাতে ভীতিকর কোন খেজাব লাগান দেখে, তবে সে কোন লোককে হত্যা করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে উভয় হাতে মেহদীর খেজাব লাগান দেখে, তবে তার হাতের কর্ম যা কিছু আছে, ভাল-মন্দ, সম্পদ, পেশা বা উপার্জন, তা প্রকাশ পাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন মহিলা তার হাতের নকসাগুলি পরস্পর মিলে-মিশে দেখে, তবে তার সন্তানাদির উপর বাল-মুসিবত আসবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন কোন মহিলা তার হাতে স্বর্গের খেজাব বা স্বর্ণের নকসা অংকিত দেখে, তবে সে স্বামীর পক্ষ হতে আনন্দ ও মান্তি লাভ করবে বা তার সম্পদ স্বামীকে প্রদান করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন পুরুষ তার হাতে স্বর্ণের খেজাব বা কারুকার্য খচিত দেখে, তবে সে এমন কোন বাহনা বা কৌশল অবলম্বন করবে, যাতে তার সম্পদ বা জীবিকা নষ্ট (শেষ) হবে।

হাত স্বপ্নে দেখা

কেউ বলেন, ইমাম বা উপরস্থ ব্যক্তির দু' হাত লম্বা এবং শক্তিশালী দেখা, তার দীর্ঘজীবন এবং সহযোগী ও বন্ধ-বান্ধবদের শক্তি ও ক্ষমতা বুঝায়। আর দু' বাহুর হাড় স্বপ্নে দেখা, সম্পদের আধিক্য বুঝায়।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার হাত দু'টি শ্বেত-মর্মর পাথরে পরিণত হতে দেখে, তবে শান্তি ও আনন্দের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ জীবন লাভ করবে।

কেউ বলেন, দু' হাত সুন্দর ও সুস্থ দেখা, লেন-দেনের ব্যাপারে উত্তম বুঝায়।

কেউ বলেন : ডান হাত স্বপ্নে দেখা, নিকট আত্মীয় পুরুষ এবং বাম হাত দেখা নিকটাত্মীয়া মহিলা বুঝায়।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে একটি হাত হারাতে দেখে, তবে মৃত্যু বা নিরুদ্দেশের মাধ্যমে তার কোন নিকটাত্মীয় হারিয়ে যাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে বগলের নীচে হাত দাবায়ে বের করতে এবং তা হতে নূর বা জ্যোতি ছড়াতে দেখে, তবে লোকটি যদি ইলম হাসিল করার যোগ্য হয়, তবে ইল্‌ম হাসিল করবে। আর যদি ব্যবসায়ী হয়, তবে ব্যবসায় মুনাফা লাভ করবে।

যদি হাত হতে আগুন ছড়াতে দেখে, তবে সে শকিত-সামর্থ ও বিজয় এবং কোজের ইচ্ছা করেছে, তাতে ইজ্জত-সম্মান লাভ করবে। আর যদি হাত বের করার পর তা হাতে পানি দেখে, তবে এটা সম্পদ বুঝাবে।

দু' হাতে সাথে অতিরিক্ত আরও একটি হাত দেখলে, অধিক ধন-সম্পদ ও শক্তি বুঝাবে। এমনিভাবে হারানো ব্যক্তির আগমন অথবা ভাই বা পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণেরও ইংগিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজেকে বাম হাত দেখে (বাম হাতে কাজকর্ম সম্পাদনকারী) তবে তার কাজকর্ম কঠিন হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে খুব কষ্টে বাম হাতে কাজকর্ম করতে দেখে, তবে শেষ পর্যায়ে তার আশা পূরণ হবে। হাত সুপ্রশস্ত দেখা, দান-খয়রাতের প্রতি ইংগিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি হাতে ভর দিয়ে চলতে দেখে, তবে সে তার কাজ কর্মে কোন নিকটাত্মীয়ের উপর ভরসা করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দু' হাতে ঐ রকমই দেখতে পায় রেকম চোখে দেখতে পায়, তবে সে মুহাররাম (যাদের সহিত বিবাহ হারাম) মহিলাদের সাথে বেশী মাখামাখি করতেছে বুঝায়।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার ডান হাতকে ভাল কথা বলতে দেখে, তবে তার জীবিকা ও জিন্দেগী উত্তম হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার বাম হাতকে ভাল কথা বলতে দেখে, তবে তার আত্মীয়-স্বজন তার কৃতজ্ঞতা আদায় করবে।

যদি উভয় হাত অথবা এক হাতকে ধমকের স্বরে কথা বলতে দেখে, তবে এটা তার মন্দ ও খারাপ কাজের প্রতি ইংগিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার ডান হাত স্বর্ণের দেখে, তবে তার স্ত্রী অথবা তার শরীক মারা যাবে।

আঙ্গুল দীর্ঘ দেখা উক্ত নামাছেড়ে দেয়ার প্রতি ইংগিত করে।

যদি দেখানো হয় যে, তার হাত বাদশার হাতে পরিণত হয়েছে, তবে সে রাজত্ব লাভ করবে। এবং যা কিছু আদল-ইনসাফ ও জুলুম-অত্যাচার বাদশার হাতে জারী হত, তাই তার হাতে জারী হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার দু'টি বাহু দেখে, তবে তার দু'টি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহন করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার হাত কর্তিত দেখে, কিন্তু উঠাতে দেখে নি, তবে তার ভাই-বন্ধু কেউ মারা যাবে। অথবা যদি তার কোন শরীক থেকে থাকে, তবে সে পৃথক হয়ে যাবে। আর যদি কর্তিত হাত উঠাতে দেখে, তবে তার ছেলে বা ভাই-বন্ধু হতে উপকৃত হবে।

হাত কাটার সময় যদি রক্ত বের হতে না দেখে, তবে হারাম কাজ এবং গুনাহ্ হতে বেঁচে থাকবে। আর এ ব্যাখ্যা ঐ ব্যক্তির জন্যও প্রযোজ্য হবে, তোর হাত ঘাড়ের সাথে বাধা দেখবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, বাদশা তার হাত কেটে দিয়েছে, তবে সে মহান আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ গ্রহণ করবে।

কেউ স্বপ্নে হাতে যদি নকশা বা চিত্রকলা দেখে, তবে পুরুষেরা জীবিকা অর্জনে কষ্টভোগ করবে। আর মহিলারা স্বামীর পক্ষ হতে শান্তি পাবে।

হাত ধৌত করতে দেখা, কোন কাজ হতে নিরাশ হয়ে যাওয়া এবং চেষ্টা-তদবীর বৃথা যাওয়ার ইংগিত করে।

শক্রর হাত ধরা বা হাতে চুমা দেয়া, ঝগড়া-বিবাদ মিটে যাওয়া এবং শান্তি লাভের ইংগিত করে।

হাতে আকাশ ছুতে দেখা, মানুষের নিকট প্রিয় পাত্র এবং সম্মানিত হবে। তার কথায় তাসীর হবে এবং কোন কাজ সহজেই সম্পাদন করতে পারবে।

হাতাহাতি করতে দেখা : যদি মহিলা সুন্দরী এবং যুবতী হয়, তবে বিবাহের ব্যবস্থা হবে। আর যদি মহিলা বয়স্কা, কুশ্রী এবং খারাপ আচরণের হয়, তবে পেরেশানীতে লিপ্ত হবে।

স্বপ্নে বাহু দেখা : ভাই বুঝায়। বাহু সুস্থ সবল দেখা, ভাই বা ছেলের কাজগুলোতে সাফল্যের ইংগিত রাখে। আর বাহুতে ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা ত্রুটি-বিচ্যুতির পরিমাণ হিসেবে তাদের ক্ষতি দেখা দিবে।

কেউ স্বপ্নে ত্রুটিপূর্ণ বাহু দেখে কোন মু'আব্বেরের নিকট তা বর্ণনা করলে, তিনি বললেন, তোমার জ্ঞান কম হবে। কিন্তু অংহাকার এবং জাঁক-জমক বেশী হবে।

দু' বাহু স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা দুই নিকটাত্মীয় (যেমন ছেলে বা ভাই) বা দুই বন্ধু বুঝাবে এবং তাদের দ্বারা উপকৃত হবে এবং তাদের উপর আস্থা রাখবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন মহিলাকে বাহু খোলা অবস্থায় দেখে, তবে এটা মেরাজের রাত্রের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দুনিয়া বুঝাবে।

হাত বা বাহু (আঙ্গুল হতে কনুই পর্যন্ত) যদি ব্যথা করতে দেখে, তবে চিন্তা ফিকিরের প্রতি এবং হাতের সাহায্যে সেমস্ত কাজগুলো করা হত, তা রহিত হওয়ার প্রতি ইংগিত করে।

বাহু কাটা দেখলে ভাই বন্ধুদের জন্য পেরেশানী হবে এবং কষ্টের সম্মুখীন হবে। বাহুতে চুল দেখা, ঋণ বুঝায়, বাহু প্রশস্ত ও সুঠাম দেখা, দুনিয়ার প্রশস্ততা এবং সংকীর্ণ ও দুর্বল দেখা, দুনিয়ার সংকীর্ণতা বুঝায়।

ডান বাজু বা বাহু দেখলে শান্তি লাভ করবে এবং ভাই-বন্ধু, সন্তানাদি বা বিশ্বস্তজনের সাক্ষাত লাভ করবে। বাম বাহু দেখলে স্ত্রী বা বোনের সাথে দেখা সাক্ষাৎ বা কথাবার্তা হবে।

ডান হাত স্বপ্নে দেখা, ব্যক্তির জীবিকার উসীলা, সম্পদ এবং পরোপকার বুঝায়।

কেউ বলেন : হাত লম্বা দেখা, প্রশাসকের জন্য বিজয় ও সফলতা, ব্যবসায়ীর জন্য মুনাফা, পুলিশ বা সেনাবাহিনীর জন্য পূর্ণ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বুঝায়।

বগলের চুল স্বপ্নে দেখা

মানুষের শরীরের যাবতীয় চুল স্বপ্নে দেখা, ধন-সম্পদ বুঝাবে, তবে শর্ত হল, লোকটি যদি ব্যবসায়ী, কৃষিজীবি বা সম্পদশালী হয়। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি তার চুলে কম-বেশী বা পরিবর্তন পরিবর্ধন দেখে, তবে এটা তার সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য বা কৃষিতে দেখা দিবে।

বগলের চুল লম্বা দেখা, আশা পুরা হওয়ার ইংগিত করে। এমনিভাবে তার দ্বীনদারী এবং দানশীলতার প্রতিও ইংগিত করে। কেউ বলেন, গোঁফ, বগল ও নাভীর নিচের চুল ছোট দেখা, দ্বীন এবং সুন্নতের মহব্বত বুঝায়।

বগলের অধিক চুল দেখা, এমন একজন লোক বুঝায়, ধৈর্য এবং পরিশ্রমের মাধ্যমে সম্পদ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রশাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির অনুসন্ধানে রয়েছে কিন্তু দ্বীন-ধর্ম এবং চক্ষু লজ্জার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে না।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে বগলের চুলে উকুন দেখে, তবে অধিক সংখ্যক পরিবার পরিজনের প্রতি ইঙ্গিত করে।

পিঠ স্বপ্নে দেখা

বৃদ্ধার পিঠ দেখা, দুনিয়ার পৃষ্ঠ প্রদর্শন ও পতনের ইংগিত। যুবতীর পিঠ দেখা আশা পূরণে সামান্য দেরীর ইংগিত। মধ্য বয়সী মহিলার পিঠ দেখা এমন

এক কঠিন কাজের পিছনে পড়ার ইংগিত, কোজ তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

কেউ বলেন, পিঠ স্বপ্নে দেখা, আনন্দ এবং গায়েব হতে মহান আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্তির ইংগিত করে।

পিঠ স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা : মানুষের সম্পদ, ভরসা, আশ্রয়স্থল, শক্তির কেন্দ্র, মর্যাদা মূল্যায়ন এবং সন্তান বুঝায়। যদি পিঠ বাঁকা দেখে, তবে বিপদাপদ দেখা দিবে, কেউ বলেন, এটা বার্ধক্যের আলামত।

বন্ধুর পিঠ দেখা, তার বিমুখতা এবং পরিত্যাগের আলামত। শত্রুর পিঠ দেখা তার অনিষ্ট হতে নিরাপত্তার আলামত।

মেরুদন্ড স্বপ্নে দেখা

মেরদন্ড : এটা সন্তানাদি, শক্তি-সামর্থ এবং ধীর-স্থিরতার কেন্দ্র। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি তার মেরুদণ্ড শক্ত ও মজবুত দেখে, তবে সে জ্ঞান-বুদ্ধি লাভ করবে। কেউ বলেন : সুস্থ সবল পুত্র সন্তান লাভ করবে। কেউ বলেন : তার ব্যাখ্যা হল, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সুস্থ-সবল মানুষ, যার উপর আস্থা বা ভরসা করা যেতে পারে।

পরিমাণ মত মেরুদণ্ড লম্বা দেখা ভাল। তবে সীমাতিরিক্ত লম্বা দেখা, মৃত্যু সন্নিকট বুঝায়। এমনিভাবে মেরুদণ্ড খাঁটি বা বেঁটে দেখা, তার স্বল্প আয়ু ও মান-সম্মানের প্রতি ইংগিত করে।

শরীর স্বপ্নে দেখা

নাম গোত্রহীন, যৎসামান্য সম্পদের মালিক কোন একব্যক্তি কোন মুআব্বেরের নিকট এসে বলল, স্বপ্নে দেখেছি, যেন আমার শরীর বাড়তে বাড়তে দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। আর শরীর হতে নূর বা জ্যোতি বের হচ্ছে আর আমি যেন দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি প্রকাশ করতেছি। উত্তরে মুআব্বের বললেন, অচিরেই তুমি রাজত্ব ও বাদশাহীর যোগ্য হবে এবং তা লাভ করবে এবং ইজ্জত সম্মান ও সম্পদের মালিক হবে। কিছুদিন পরেই লোকটি জিহাদে বের হল। সে অত্যন্ত সাহসী ছিল। মুশরিকদিগকে পরাস্তা করল এবং গণিমত ও সম্পদের মালিক হল।

শরীর মোটা এবং সুঠাম দেখা, দ্বীন এবং ঈমানের শক্তি বুঝায়।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার শরীর সাপের শরীরের মত দেখে, তবে সে শেত্রুতা বা দুশমনী গোপন করে আসছে, তা প্রকাশ পাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দুম্বার চাকতির মত (দুম্বার লেজের নিচের চর্বি খণ্ড) তার চাকতির দেখে, তবে তার সৌভাগ্যবান পুত্র হবে, তোর মৃত্যুর পরেও জীবিত থাকবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার শরীর পাথর বা লোহার দেখে, তবে সে মারা যাবে।

ক্ষতিকর কোন কিছু বাদে যদি কোন ব্যক্তি তার শরীর মানানসই মোটা তাজা দেখে, তবে এটা তার প্রতি মহান আল্লাহর নিয়ামত বেশী হওয়ার ইংগিত করে।

শরীরের লোম স্বপ্নে দেখা

ধনীর অধিক চুল দেখা সম্পদ, আর দরিদ্রের অধিক চুল দেখা, ঋণের উপর ঋণ বুঝায়।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন ধনী ব্যক্তির লোমনাশক (চুনা) ব্যবহার করতে দেখে, তবে তার সম্পূর্ণ সম্পদ নি:শেষ হবে। আর যদি দরিদ্র দেখে, তবে অনেক চেষ্টা-তদবীর ও দাবী-দাওয়ার মাধ্যমে ঋণ পরিশোধ করবে।

যদি কোন ধনী লোক শরীরের চুল সাদা দেখে, তবে সম্পদ নষ্ট হবে, এমনকি শেষ হওয়ার উপক্রম হবে। আর যদি গরীব দেখে, তবে ঋণ পরিশোধ করার সুযোগ পাবে।

শরীরের চুলগুলি যদি জীব-জানোয়ার বা হিংস্র জন্তুর লোমে পরিণত হতে দেখে, তবে সে কঠিন বিপদে পতিত হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন পুরুষ তার শরীরে চুল গজাতে দেখে, তবে তার স্ত্রী গর্ভবতী হওয়ার ইংগিত করে।

সুখী ব্যক্তির শরীরে অধিক চুল দেখা, অধিক সম্পদ এবং আনন্দ বুঝায় আর চুল পড়ে যেতে দেখা, সম্পদ চলে যাওয়ার ইংগিত করে। দু:খী ও ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির অধিক চুল দেখা, অধিক দু:খ-কষ্ট বুঝায়। কখনও চুল পড়ে যেতে দেখা, দু:খ-কষ্ট দূর হওয়ার ইঙ্গিত করে।

বক্ষ স্বপ্নে দেখা

একজন লোক ইমাম ইবনে সীরিন (রহ:) এর নিকট এসে বলল, স্বপ্নে দেখেছি যে, আমার বক্ষে অনেক চুল গজিয়েছে আর আমি তাতে গিরা লাগাতেছি। তিনি বললেন, তুমি আমানতের গিরা লাগায়েছ এবং তা আদায় করে দিয়াছ। প্রশস্ত বক্ষ দেখাও ধৈর্য সহ্য বুঝায়।

বক্ষ সংকীর্ণ দেখা, গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতার আলামত। যদি কোন জিম্মি বা অমুসলিম বক্ষ সংকীর্ণ দেখে, তবে তার সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

কেউ বলেন, বক্ষ প্রশস্ত দেখা দানশীলতা এবং সংকীর্ণ দেখা কৃপণতা বুঝায়। বুকে অধিক পশম দেখা, ঋণ সওয়ার হওয়ার ইংগিত করে।

বক্ষ যদি পাথরে পরিণত হতে দেখে, তবে সে পাষাণ দিল হবে। কেউ বলেন, প্রশস্ত বক্ষ দেখা বীরত্ব, উদারতা, দানশীলতা এবং জনপ্রিয়তা লাভের আলামত। আর বক্ষ সংকীর্ণ দেখা লজ্জা, অপমান, পথভ্রষ্টতা এবং সর্ব অবস্থায় উদ্বেগ উৎকণ্ঠা বুঝায়।

স্তন স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে স্তন বাধা অবস্থায় লটকানো দেখে, তবে উক্ত মহিলা যেনা করবে এবং এর দ্বারা অবৈধ সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। যেহেতু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি মে'রাজের রাত্রে এক মহিলাকে স্তন বাধা অবস্থায় লটকানো দেখেছি। আমি জিবরাঈল (আ:)-কে জিজ্ঞেস করলাম, সে কে ? এবং তার এ শাস্তি কেন ? জিবরাঈল (আ:) বললেন, সে যেনার (অবৈধ) সন্তান।

একজন লোক ইমাম ইবনে সীরিনের (রহ:) নিকট এসে বলল, স্বপ্নে দেখেছি, যেন আমার বিরাট স্তন রয়েছে এবং তা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। তিনি উত্তরে বললেন, তুমি মোহরাম বা যার সাথে বিবাহ হারাম, তার সাথে যেনা করবে, কেননা পুরুষ হতেই স্তনের সৃষ্ট।

কেউ বলেন, যদি কোন পুরুষ তার স্তনে দুধ দেখে, তবে অবিবাহিত হলে বিবাহ্ করবে এবং সন্তানাদি পয়দা হবে। ফকীর বা দরিদ্র হলে ধনী হবে। যুবক হলে দীর্ঘ হায়াত পাবে।

যদি কোন যুবতী তার স্তনে দুধ দেখে, তবে সে গর্ভবতী হবে এবং সন্তান জন্ম দিবে। বৃদ্ধা উক্ত স্বপ্ন দেখলে দরিদ্র হবে ও সম্পদ নষ্ট হবে। কুমারী দেখলে বিবাহ্ হবে। বালিকা দেখলে মৃত্যুবরণ করবে।

পুরুষ যদি তার স্তন এত লম্বা দেখে যে, বুকে গড়াগড়া করছে, তবে এ ইংগিত করে যে, তার খাহেশাত বা আকাংখা এমন জিনিসের প্রতি রয়েছে, যাতে মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টি রয়েছে। কেউ বলেন, এটা তার সন্তানাদির মৃত্যুর আলামত। আর যদি সন্তানাদি না থাকে, তবে দারিদ্রতা ও চিন্তার আলামত বুঝায়।

মহিলা যদি তার স্তন অস্বাভাবিক লম্বা দেখে, তবে এটা অত্যধিক চিন্তার আলামত হবে। কেননা মহিলারা যখন অত্যন্ত দু:খিত বা চিন্তিত হয়, তখন নিজেরাই নিজেদের স্তন টেনে ছিরে ফেলে।

যদি কোন ব্যক্তি কোন মহিলার দুধ পান করতে দেখে, তবে অসুস্থ বা বিমার হবে। হ্যাঁ : যদি তার স্ত্রীর গর্ভবতী হয়, তবে পুত্র সন্তান জন্ম দিবে। আর যদি কোন মহিলা উক্ত স্বপ্ন দেখে, তবে সে মেয়ে সন্তান জন্ম দিবে। কেউ বলেন, স্তন স্বপ্নে দেখলে স্ত্রী মিলবে, সন্তান হবে, দিল শান্তিতে ভরে উঠবে।

স্তন স্বপ্নে দেখা, ব্যক্তির স্ত্রীর বা মেয়ে বুঝাবে। ঋণের সৌন্দর্য : স্ত্রী বা মেয়ের সৌন্দর্য এবং তার অসৌন্দর্য : স্ত্রী বা মেয়ের অসৌন্দর্য বুঝাবে।

পেট স্বপ্নে দেখা

কেউ বলেন, পেট বড় দেখা সুদ ঘুষ খাওয়ার আলামত। পেটের উপর ভর দিয়ে হাঁটা, সম্পদের উপর ভরসা করা বুঝায়।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার পেট ছোট হতে দেখে, তবে সে অনেক আসবাবপত্রের মালিক হবে।

পেটের পরিতৃপ্তি, মালের প্রতি ত্যক্ত বিরক্তি বুঝায়। আর পিপাসিত দেখা, ব্যক্তির দ্বীন ধর্মের খারাবীর ইংগিত করে। আর তৃপ্ত বা পিপাসা নিবারণ দেখা, দ্বীন ধর্মের ভালোর ইংগিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি আঁতুরী-ভূড়ি, কলিজা বা উদরস্থ কোন কিছু খেতে বা নিতে দেখে, বা অন্যকে খেতে বা নিতে দেখে, তবে সে গুপ্তধন বা সঞ্চিত সম্পদ লাভ করবে।

মানুষের শরীরেই যা কিছুর জন্ম এবং শরীরেই যার খাদ্য যেমন, উকুন, ক্রিমি, পোকা ইত্যাদি, এগুলো স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা : ব্যক্তির পরিবার পরিজন বুঝাবে।

মানুষের শরীর বা অন্য কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হতে উকুন, কিড়া, পোকা ইত্যাদি করতে দেখা, বা গায়ে বা কাপড়ে অধিক পরিমাণে দেখা, অধিক সম্পদ বা দাস-দাসী হাতে আসার ইংগিত করে।

পেট যদি কাঁচের মত পরিস্কার বা স্বচ্ছ দেখে, তবে বিনা পরিশ্রমে সম্পদ লাভ করবে। সন্তানাদি এবং বংশের সৌন্দর্য ও গৌরব বৃদ্ধি হবে।

পেট যদি নাড়ী ভুড়িবিহীন দেখে, তবে বন্ধু-বান্ধব ও নিকটাত্মীয় হতে বিচ্ছেদ ঘটবে এবং ভীষণ কষ্ট দেখা দিবে।

ভিতর বাহির পেট স্বপ্নে দেখা, ব্যক্তির সম্পদ, সন্তানাদি, নিকটাত্মীয় ও তাদের আসাবস্থল, গোপন খাজনা বা ধন-ভাণ্ডার বুঝায়। পেট ছোট বড় দেখা, উল্লেখিত জিনিসগুলোর ছোট বড় বা অল্প-বেশী বুঝাবে।

ক্ষুধা ছাড়াই পেট ছোট দেখা, সম্পদ কমে যাওয়ার ইংগিত করে। যদি কোন ব্যক্তি নিজেকে ক্ষুধার্ত দেখে, তবে সে লোভী হবে এবং ক্ষুধার পরিমাণ হিসাবেই সম্পদ লাভ করবে।

দিল বা কলিজা স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি তার দিল টুকরা টুকরা হতে দেখে, সে যদি অসুস্থ বা বিমার থাকে, তবে সুস্থা লাভ করবে, রোগমুক্ত হবে এবং বিপদ দূর হবে।

কেউ বলেন, দিল স্বপ্নে দেখলে টাকা পয়সার অনুসন্ধানী হবে এবং কোন কিছু নিয়ে চিন্তা ফিকির করবে বা কোন্ কাজকর্মের নির্বাহী হবে।

কলব বা দিল স্বপ্নে দেখা, ব্যক্তির বীরত্ব ও দু:সাহস, উদারতা ও দানশীলতা, পরিশ্রম ও কষ্ট সহিষ্ণুতা, শত্রুর মুকাবিলায় কঠোরতা বুঝায়।

দিলের ভাল মন্দ, সব কিছুই মানুষের শরীরের দিকে প্রত্যাবর্তনশীল। কেননা দিল-ই শরীরের রাজা বা বাদশা এবং সব কিছুর নিয়ন্ত্রক।

পেট হতে দিল বের হতে দেখা, এটা এখলাস ও দ্বীনের সৌন্দর্য বুঝায়।

কেউ বলেন, দিল দেখা, এটা স্বপ্নদ্রষ্টার স্ত্রী বুঝায়। কেননা সে তার কাজ-কর্মের নিয়ন্ত্রক।

যকৃত বা হৃদপিণ্ড স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে অনেক যকৃত (কলিজা) পাকানো ভুনা করা বা কাঁচা দেখে, তবে সে গুপ্ত ধন-ভাণ্ডার হাসিল করবে বা তার জন্য তা খুলে দেয়া হবে।

ব্যাখ্যার দিক দিয়ে মানুষ বা জীব-জানোয়ারের যকৃত বা কলিজা দেখা, এক-ই ধরনের ফলাফল বুঝায়। কোন ব্যক্তি বিশেষের যকৃত (কলিজা) খেতে দেখা, তার সম্পদ খাওয়া বুঝাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে যকৃতে (কলিজাতে) দৃষ্টিপাত করে তার চেহারা দেখতে পায়, যেমন আয়নাতে দেখা যায়, তবে সে মারা যাবে।

যকৃত : এটা ঝগড়া-গোস্বা ও দয়ার কেন্দ্র। কেউ বলেন, যকৃত স্বপ্নে দেখা সুখী স্ত্রী, সন্তনাদি এবং হায়াতের প্রতি ইংগিত করে। পেট হতে যকৃত বের হতে দেখা, মাটিতে প্রোথিত সম্পদ বের হয়ে আসার ইংগিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কারোও যকৃত (কলিজা) খেতে বা পেতে দেখে, তবে সে তার প্রোথিত সম্পদ লাভ করবে এবং তা খাবে।

প্লীহা স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, একজন লোক অন্য একজন লোকের খাদ্যনালী দাঁত দিয়ে কেটেছে এবং এতে লোকটি মারা গিয়েছে, তবে কর্তনকারী তার উপর এত হিংসা-বিদ্বেষ রাখবে যে, সে এতে ধ্বংস হবে। আর যদি কাটার পর তা হতে রক্ত বের হয় এবং কর্তনকারী তা পান করে, তবে সে অন্যায় ও মূর্খতার দরুন তার (কর্তিত ব্যক্তির) সম্পাদ বৈধ করে নিবে।

প্লীহা শক্তিশালী দেখা আনন্দের লক্ষণ। কেননা এর উপর মানুষের শরীর নির্ভরশীল।

ফুসফুস স্বপ্নে দেখা

ফুসফুস : সুস্থ সবল দেখা, এটা দীর্ঘায়ুর লক্ষণ। আর ব্যাধিগ্রস্ত এবং দুর্বল দেখা, এটা স্বল্প আয়ুর লক্ষণ। কেননা এটাই আত্মার কেন্দ্রবিন্দু।

গুরদা স্বপ্নে দেখা

গুরদা : চর্বিযুক্ত ও মোটা তাজা দেখা, কথার পটুতা, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ধনের ইংগিত করে। আর চর্বিহীন এবং ক্ষীণকায় দেখা, দরিদ্রতা এবং সঠিক সিদ্ধান্তহীনতার ইংগিত করে।

কেউ বলেন, গুরদা স্বপ্নে দেখা, নিকটাত্মীয় স্বজন বুঝায়। এটা সুস্থ সবল অথবা রোগ্য ও ব্যাধিগ্রস্ত দেখা, নিকটাত্মীয়রে সুস্থ সবল বা রোগ ব্যাধি বুঝায়।

আতুর-ভুড়ি স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার পেট হতে কোন কিছু বের হতে দেখে, তবে তার নিকট কারোও অসিয়ত রয়েছে এবং অসিয়তকারীর একটি মেয়ে আছে এবং সে তাকে বিবাহ করার জন্য বাড়াবাড়ি করছে।

কেউ বলেন, পেট হতে কোন কিছু বের হতে দেখা, তার সম্মানহানীর ইংগিত করে। যদি কোন বাদশাহকে প্রজাদের পেট ফাঁড়তে দেখে, তবে প্রজারা একে অপরের দোষ অনুসন্ধান করে ফিরবে।

যদি বাদশাকে পেটে যা কিছু আছে, তা নিতে দেখে, তবে সে প্রজাদের ধন-সম্পদ কেড়ে নিবে।যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজের পেট ফাঁড়তে এবং

নাড়িভুড়ি যথাস্থানেই রয়েছে দেখে, তবে এটা দরিদ্র এবং সন্তানহীন লোকের জন্য শুভ হবে। কেননা দরিদ্র ব্যক্তি ধনী হবে এবং সন্তানহীন লোক সন্তান লাভ করবে। উল্লেখ্য সন্তানেরা পেটের নাড়িভুড়ি সমতুল্য। আর পেটের নাড়িভুড়ি ঘরের আসবাবপত্র তুল্য।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, অন্য লোক তার পেটের নাড়িভুড়ি বের করছে, তবে এটা খারাপ এবং অশুভ হবে। কেননা সে তার দুশমন হবে এবং গোপন ভেদগুলো প্রকাশ করে দিবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, তার পেট ফেটে গিয়েছে এবং তা শূন্য বা খালি রয়েছে, তবে এটা তার বাড়ীঘর বিরান ও শূন্য হওয়া, সন্তানাদি ধ্বংস হওয়া এবং রোগীদের মৃত্যু হওয়ার প্রতি ইংগিত করে।

পেটের আতুরী ভুঁড়ি বা পেটে যা কিছু আছে, তা প্রকাশ পেতে বা বের হতে দেখা, তার গোপন ধন-সম্পদ প্রকাশের ইংগিত করে, অথবা তার পরিবারের কারোও বা তার নিজের নেতা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজের আতুরী খেতে দেখে, তবে সে নিজের সম্পদ খাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে অন্যের আতুরী ভুঁড়ি অথবা পেটের কোন কিছু খেতে দেখে, তবে সে ঐ ব্যক্তির সঞ্চিত সম্পদ লাভ করবে এবং তা খাবে।

কেউ বলেন, পেটের আতুরী বের হতে দেখা, তার মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব (পয়গাম) আসবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার পেটের আতুরী ভুঁড়ি বা পেটে যা কিছু আছে, তা বের হতে এবং পেট পরিষ্কার করে পুনরায় তা যথাস্থানে স্থাপন করতে দেখে, তবে এ ইংগিত করে যে, সে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির মধ্যে মৃত্যুবরণ করবে।

নাভী স্বপ্নে দেখা

কেউ বলেন, যার পিতামাতা উভয়ে জীবিত আছেন, সে যদি তার নাভী রুগ্ন, অসুস্থ দেখে, তবে এটা তার মাতাপিতার রুগ্ন ও অসুস্থতা বুঝাবে। আর যদি মাতাপিতা জীবিত না থাকেন, তবে তার নিজ জন্মভূমি বুঝাবে। আর যদি কোন ব্যক্তি বিদেশে থাকে, তবে এটা তার দেশে প্রত্যাবর্তন বুঝাবে।

নাভী স্বপ্নে দেখা, তার সংকল্প এবং স্ত্রী ও দাসীবাদী হতে কোন প্রিয়পাত্রী বুঝাবে। নাভীর ভালমন্দ, সুন্দর-অসুন্দর ইত্যাদি উল্লেখিত লোকগুলোর ভাল, মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর বুঝাবে।

স্ত্রীলিঙ্গ বা যোনি স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার স্ত্রীর লিঙ্গ পুরুষের লিঙ্গের মত দেখে, আর তার কোন ছেলে থেকে থাকে, অথবা স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয়, তবে উক্ত ছেলে যৌবনে পদার্পন করবে এবং পরিবারের নেতা বা সর্দার হবে। আর যদি তার কোন সন্তান না থেকে থাকে, অথবা স্ত্রী যদি গর্ভবতী না হয়, তবে কখনও সে পুত্র সন্তান জন্ম দিবে না, আর জন্ম দিলেও সে সাবালক হওয়ার পূর্বেই মারা যাবে।

কখনও উক্ত স্বপ্নের ফলাফল মহিলার পরিবর্তে তার মালিক (যদি দাসী বাদী হয়) অথবা অভিভাবক (যেমন স্বামী, বাপ, ভাই, দাদা ইত্যাদি) এর প্রতি বর্তায়ে থাকে, তখন পুংলিঙ্গের ধরণ গঠনের পরিমাণ হিসেবে লোকালয়ে তার সম্মান ও সুখ্যাতি ছড়ায়ে পড়বে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন পুরুষের লজ্জাস্থান মহিলাদের লজ্জাস্থানের মত দেখে, তবে সে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে। আর যদি সে উক্ত লজ্জাস্থানে সহবাস করতে দেখে, তবে সে (সহবাসকারী) উক্ত লোকের নিকট হতে অথবা তার সমনামীয় কোন লোকের নিকট হতে তার প্রয়োজন মিটাতে পারবে ও আশা পূরণ করতে পারবে।

কেউ স্বপ্নে বলেন, মহিলার লিঙ্গ পুরুষেল লিঙ্গে রূপান্তরিত হতে দেখলে, উক্ত মহিলা অশ্লীল ভাষাভাষী হওয়া এবং বাকতর্কে স্বামীর উপর জয়ী হওয়ার প্রতি ইংগিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন মহিলার লজ্জাস্থান চুষতে দেখে, তবে সে হালকা ধরনের আন্দ ও তৃপ্তি লাভ করবে। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজের বা অন্যের স্ত্রীর লজ্জাস্থানের প্রতি কামোত্তেজনার দৃষ্টিতে তাকাতে বা স্পর্শ করতে দেখে, তবে ঘৃণ্য ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য করবে।

আনন্দ প্রশস্ততা বুঝায়। যদি কোন মহিলা তার স্ত্রীযোনীতে পানি ঢুকতে দেখে, তবে সে পুত্র সন্তান লাভ করবে, আর যদি সে তার স্ত্রীযোনী লোহা বা পিতলের দেখে, তবে তার আশা নিরাশায় পরিণত হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন মহিলার স্ত্রী যোনীতে পুংলিঙ্গ ছাড়া অন্য কোন কিছু প্রবেশ করাতে দেখে, তবে সে উক্ত মহিলার পক্ষ হতে হালকা ও সাময়িক আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন অপরিচিতা মহিলার স্ত্রীযোনী কাটতে দেখে তবে সে জাগতিক কাজ-কর্মে আনন্দ লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন বালিকা বা দাসী-বাঁদীর স্ত্রী যোনী দেখে, তবে সে কল্যাণ ও আনন্দ লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার স্ত্রীর যোনী স্পর্শ করিয়া তা পিতলের মত শক্ত ও কঠিন দেখে, তবে সে স্ত্রীর নিকট হতে শান্তি ও আনন্দ চেয়ে নিরাশ হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার স্ত্রীর যোনী পিছনের দিকে দেখে, তবে সে ভালবাসা ও কল্যাণের আশা করবে কিন্তু তা শত্রুতা ও দুশমনিতে পরিণত হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে স্ত্রী যোনী ছোট দেখে, তবে সে শত্রুর উপর বিজয়ী হবে, আর যদি বড় দেখে, তবে শত্রুরা তার উপর জয়ী হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তরিত হতে দেখে, তবে সে শক্তি সামর্থের পর অক্ষম অসামর্থে পরিণত হবে।

অণ্ডকোষ সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

কখনও অণ্ডকোষদ্বয়ের কর্তন দেখলে, সন্তানাদির মধ্যে মেয়েদের কর্তন বা মৃত্যু বুঝাবে। কেননা স্বপ্নের ব্যাখ্যা ক্ষেত্রে অণ্ডকোষদ্বয় মহিলা বুঝায়। বিশেষ করে বাম অণ্ডকোষ হতেই সন্তনাদির জন্ম হয়ে থাকে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার অণ্ডকোষ ছিনিয়ে দিতে দেখে, তবে তার সন্তান মারা যাবে, আর কখনও সন্তানাদি জন্মগ্রহণ করবে না।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে খুশী মনে অন্যকে তার অণ্ডকোষ দান করতে এবং তা তার শরীর হতে পৃথক হতে দেখে, তবে তার অবৈধ সন্তান হবে এবং উক্ত সন্তান অন্যের দিকে সম্বোধিত হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার অণ্ডকোষ দুটি কোন পরিচিত লোকের হাতে দেখে, তবে উক্ত লোকটি তার উপর জয়ী হবে। আর লোকটি যদি যুবক হয়, তবে সে তার শত্রু হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার অণ্ডকোষ ফুলে যেতে বা হানিয়া রোগে আক্রান্ত হতে দেখে, তবে সে সম্পদ লাভ করবে বটে, কিন্তু শত্রু হতে নিরাপত্তা লাভ করতে পারবে না।

একজন লোক স্বপ্নে দেখল যে, তার দশটি পুংলিঙ্গ রয়েছে, কিন্তু কোন অণ্ডকোষ নেই। কোন মুআব্বেরের নিকট ঘটনা বললে, তিনি বললেন, তোমার দশটি পুত্র হবে, কিন্তু কোন মেয়ে হবে না।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার অণ্ডকোষ দুটি কর্তিত দেখে, কিন্তু এতে কোন দুর্গন্ধ বা ফুলা দেখা যায়নি, বা অন্য কোন অসুবিধাও দেখা যায়নি, তবে

অণ্ডকোষদ্বয়ের যেই পরিমাণ কাটা দেখবে, সে পরিমাণ শত্রুরা তার উপর বিজয় ও সাফল্য লাভ করতে পারবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে অণ্ডকোষদ্বয় অনেক বড় অথবা স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে অনেক মজবুত ও শক্তিশালী দেখে, তবে সে অত্যন্ত পরাক্রমশালী হবে। শত্রুরা তার কোন ক্ষতি ও অমঙ্গল করতে পারিবে না।

নাভীর নিচের লোম স্বপ্নে দেখা

আর যদি তথায় অধিক চুল দেখে, এমনকি মাটি দিয়ে হেঁচড়াতেছে দেখে, তবে সে অধিক সম্পদ লাভ করবে, কিন্তু তার দ্বীন ধর্ম বিনষ্ট হবে, সুন্নত ধ্বংস হবে এবং চক্ষুলজ্জা শেষ হবে।

নিতম্ব স্বপ্নে দেখা, স্ত্রীর সম্পদ বুঝায় যদি নিতম্ব বড় হয়, তবে স্ত্রীর অধিক সম্পদ বুঝাবে। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজের নিতম্ব বড় দেখে, তবে সে স্ত্রীর সম্পদ দিয়ে মাতব্বরী বা সরদারী করবে এবং তার দ্বারা উপকৃত হবে।

যদি দেখে যে, কোন ব্যক্তি তার কাপড় খুলে ফেলেছে এমনকি তার নিতম্ব বের করিয়া ফেলেছে, তবে সে তাকে তার পরিবার-পরিজনের সম্মুখে অপমানিত করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন মহিলাকে তার নিতম্বের কাপড় খুলতে দেখে, এমনকি সে তার পাছা বা নিতম্ব দেখে ফেলে, তবে সে কোজে লিপ্ত আছে, তা মুখ থুবড়িয়ে পড়বে এবং পশ্চাদমুখী হবে, এবং ব্যবসা বাণিজ্যে ঋণগ্রস্ত হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন মহিলার সাথে পশ্চাৎদিক দিয়ে মেলামেশা (সহবাস) করতে দেখে, তবে সে নিয়ম নীতি বহির্ভূতভাবে কোন কিছু হাসিল করতে চাইবে, কিন্তু এর দ্বারা সে কোন উপকৃত হবে না। কেননা বাস্তবক্ষেত্রে পিছনের দিক দিয়া সহবাসে কোন ফলাফল লাভ হয় না (ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হতে এটা সম্পূর্ণ হারাম এবং গুনাহের কাজ)।

যদি দেখে যে, সে নিতম্ব বা পাছা হেচড়ায়ে চলতেছে, তবে সে পেরেশান হবে ও অস্থিরতায় ভুগবে।

গোঁফ, বগল এবং নাভীর নিচের চুল ছোট দেখা, দ্বীন এবং সুন্নতের উন্নতি এবং মহব্বত বুঝায়। আর নাভীর নিচের চুল বড় ও বেশী দেখা, সম্পদ এবং রাজত্ব বুঝায়, যাহা কোন আজমী লোকের পক্ষ হতে লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে আপন নাভীর নিম্নাংশের দিকে তাকিয়ে তথায় কোন চুল দেখতে না পায়, বরং মনে হয় যে, এখানে কখনও কোন চুল গজায় নি,

তাহলে এটা তার সম্পদপ্রাপ্তিতে বাধা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি অথবা সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতির প্রতি ইংগিত করে।

উরু বা রান স্বপ্নে দেখা

বর্ণিত আছে, একজন লোক ইমাম ইবনে সীরিন (রহ:) নিকট এসে বলল, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমার রান দুটি লাল এবং তাতে চুল গজিয়েছে। আমি একজন লোককে আদেশ দিয়েছি, সে উক্ত চুলগুলি কেটে ছেটে সাফ করে দিয়েছে। ইমাম ইবনে সীরিন (রহ:) বললেন, তুমি একজন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি। তোমার আত্মীয়-স্বজনের মধ্য হতে কেউ স্বপ্নে তোমার ঋণ পরিশোধ করে দিবে।

রান স্বপ্নে দেখা, ব্যক্তির পরিবার-পরিজন বা আত্মীয় স্বজন বুঝায়।

যদি দেখে যে, তার রান কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, তবে সে তার পরিবার-পরিজন হতে বিচ্ছিন্ন হবে। এমনকি তার মৃত্যু বিদেশে হবে। কেননা রান যখন কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন তা আর জোড়া লাগানো যায় না। এজন্যই সে আর নিজের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে আসবে না।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার রান দুটি তামার দেখে, তবে তার পরিবার পরিজনের লোকেরা অন্যায় এবং গুনাহর উপর দু:সাহসী হবে।

রগরেশা বা রক্তবাহী ধমনী স্বপ্নে দেখা

যদি চওড়াভাবে রগরেশা কাটিতে বা চিড়তে দেখে, তবে রগের গুরুত্ব হিসেবে নিকটাত্মীয় হতে কেউ স্বপ্নে মারা যাবে, বা রোগী হলে এবাদতে ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দিবে, বা সফরের কষ্ট ভোগ করবে বা কখনও সে নিজেই মৃত্যু বা অন্য কোন কারণে আত্মীয়-স্বজন হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আর যদি লম্বালম্বিভাবে চিড়তে দেখে, তবে এমন কিছু শুনবে, যার দ্বারা তার মন ভেঙ্গে যাবে। রগরেশা বা রক্তবাহী ধমনী স্বপ্নে দেখা, কওমের সরদার বা আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনকারী বুঝায়।

ধমনী বা শিরা উপশিরা : পরিবারের সদস্য বুঝায়। এদের ভাল-মন্দ বা সুন্দর অসুন্দর পরিবারের ভালমন্দ এবং সুন্দর অসুন্দর বুঝায়।

হাঁটু স্বপ্নে দেখা

কেউ স্বপ্ন দেখে বলেন, উভয় হাঁটু স্বপ্নে দেখা, তার শারীরিক শক্তি, কর্মচাঞ্চল্য এবং জ্ঞানের প্রখরতা বুঝায়। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে উভয়

হাঁটু সুস্থ সবল দেখে, তবে এটা তার বিদেশ সফল, অথবা স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থায় সেমস্ত কাজ কর্ম করিত, তদ্ভিন্ন অন্য কোন কাজ কর্ম করার প্রতি ইংগিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে উভয় হাঁটুতে ব্যথা বা যন্ত্রণা দেখে, তবে এটা কাজ-কর্মে (হাঁটুর) শিথিলতার প্রতি ইংগিত করে।

হাঁটু ভেঙ্গে যেতে দেখা বা পড়ে যেতে দেখা, বিপদাপদে লিপ্ত হওয়া এবং অন্যায়ে বিভ্রান্ত হওয়ার ইংগিত করে।

হাঁটু স্বপ্নে দেখা, জীবিকা অর্জনে মানুষের কষ্ট, শ্রম এবং আয়-উপার্জন বুঝায়, যার উপর মানুষ নির্ভরশীল।

হাঁটুতে কোন দুর্ঘটনা দেখা দিলে, উল্লেখিত জিনিসগুলোর দুর্ঘটনা বুঝাবে। হাঁটুর শক্তি আয়-উপার্জন এবং জীবিকার শক্তি বুঝায়।

হাঁটুর চামড়া খসিয়া পড়া, অধিক ক্লান্তি, কষ্ট ও শ্রম বুঝায়। হাঁটুর চামড়া মোটা বা পুরো হতে বা ফুলে যেতে দেখা, পরিশ্রমে সম্পদ লাভের ইংগিত করে।

কেউ স্বপ্নে বলেন, রোগী (ব্যক্তি) যদি হাঁটুতে পানি অথবা যন্ত্রণা দেখে, তবে এটা তার মৃত্যুর ইংগিত করে।

পেণ্ডলী বা পায়ের গোছা স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার পেণ্ডলী কাঁচের দেখে, তবে সে তাড়াতাড়ি মারা যাইবে এবং সম্পদের স্থায়িত্ব শেষ হবে। কেননা কাঁচের কোন স্থায়িত্ব নেই।

কখনও পায়ের পেণ্ডলী বা গোছা স্বপ্নে দেখা, স্বপ্নদ্রষ্টার হায়াত বুঝায়। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার পায়ের গোছা লোহার তৈরী দেখে, তবে সে দীর্ঘজীবি হবে এবং তার সম্পদ স্থায়িত্ব লাভ করবে।

পায়ে হাঁটা স্বপ্নে দেখা

পুরুষ যদি কোন মহিলার পায়ের গোছা বা নলা দেখে, তবে এটা তার বিবাহের ইংগিত করে।

মহিলা যদি তার পায়ের গোছা বা নলা খুলতে দেখে, তবে তার দ্বীনধর্ম সুন্দর ও উত্তম হবে এবং সে কোজে লিপ্ত আছে তাতে মঙ্গল লাভ করবে।

যদি খালি পায়ে হেঁটে যেতে দেখে, তবে এটা ক্লান্তি ও কষ্ট বুঝাবে।

যদি একটি পা উঠায়ে সম্মুখে বাড়াতে দেখে, কিন্তু পা দুটি পরস্পর জড়ায়ে দিয়েছে, তবে তার মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে এবং সে কষ্টদায়ক কাজের সম্মুখীন হবে। এবং এটা এ ইংগিতও করে যে, স্বপ্নদ্রষ্টা একজন মিথ্যুক ব্যক্তি হবে।

পায়ের জুড়া স্বপ্নে দেখা

পায়ের উপরিভাগের জুড়া (গিরা) স্বপ্নে দেখা-জয়ায়ু সন্তান বুঝায়। কেউ স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বলেন, পায়ের জুড়া ভেঙ্গে যেতে দেখা, মৃত্যু অথবা চিন্তা ফিকির বুঝায়। পায়ের গোড়ালী ভেঙ্গে যেতে দেখা, এমন কাজে চেষ্টা তদবীর করা বুঝায়, যা তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবে।

পা স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার অনেকগুলো পা রয়েছে দেখে, আর যদি সে মুসাফির হয়, তবে তার সফর সহজ হবে এবং খায়ের ও বরকত লাভ করবে। আর যদি গরীব হয়, তবে পর্যাপ্ত সম্পদ লাভ করবে। আর যদি ধনী হয়, তবে বিমার হবে।

যদি দেখে যে, তার অনেক পা রয়েছে, তবে এটা ধনীর জন্য রোগ ব্যাধি বুঝাবে। কেননা সে তখন অনেক পায়ের (মানুষের) মুখাপেক্ষী হবে। আর কখনও এটা চোখ অন্ধ হওয়ার প্রতিও ইংগিত করে। কেননা তখন সে চলার জন্য অন্য মানুষের মোহতাজ হবে। আর দুষ্ট ও মন্দ লোকদের বেলায় কয়েদ ও বন্দী বুঝাবে। কেননা তখনও তাদের জন্য অনেক কারারক্ষীর প্রয়োজন দেখা দিবে।

যদি একটি পা কাটা হয়েছে দেখে, তবে অর্ধেক সম্পদ শেষ হবে। আর যদি দেখে যে, দুটি পা কেটে পৃথক হয়ে গিয়েছে দেখে, তবে তার শক্তি সামর্থ বা সম্পদ শেষ হবে, অথবা সে মারা যাবে।

যদি কোন পুরুষের পা (দুটি) খেজাবকৃত এবং নকশা অংকিত দেখে, তবে স্ত্রীর মৃত্যু হবে। আর যদি মহিলার পা খেজাবকৃত ও নকশা অংকিত দেখে, তবে স্বামীর মৃত্যু হবে। কেউ স্বপ্নে বলেন, দুটি পা স্বপ্নে দেখার অর্থ, তার মাতা-পিতা। উভয় পায়ে চুল দেখা, ঋণে জর্জরিত হওয়া বুঝায়।

যদি দেখে যে, পা দুটি পৃথক হইয়া আকাশে উড়ে গিয়েছে, তবে দুটি ছেলে মারা যাবে। যদি দেখে যে, পায়ের দ্বারা যেনা করছে, তবে সে হারাম পথে মহিলার পিছনে ছুটবে।

একজন লোক স্বপ্নে দেখল যে, তার একটি পা পাথরে পরিণত হয়েছে। ফলত: তার ঐ পা'টিই শুকায়ে হাড্ডিসার হয়ে গেল। একজন লোক স্বপ্নে দেখল যে, সে বাদশাকে পায়ে লাথি মারছে। ফলত: সে চলার পথে পায়ের আঘাতে স্বর্ণমুদ্রা পেল, যাতে বাদশার ছবি অংকিত ছিল।

যদি দেখে যে, কোন আঙ্গুল আকাশে উড়ে গিয়েছে, তবে সন্তান-সন্ততি বা দাসী-বাঁদীদের মধ্যে হতে কেউ স্বপ্নে মারা যাবে।

বর্ণিত আছে, একজন লোক ইমাম ইবনে সীরিনের (রহ:) নিকট এসে বলল, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, একজন লোকের উভয় পায়ের পেণ্ডলী বা নলাতে অনেক চুল রয়েছে। ইমাম (রহ:) বললেন যে, লোকটি ঋণগ্রস্ত হবে এবং জেলখানায় মারা যাবে। লোকটি বলল যে, স্বপ্নে আমি আপনাকেই দেখেছি। এটা শুনে ইমাম ইবনে সীরিন (রহ:) ইন্নালিল্লাহ পড়লেন এবং তিনি চল্লিশ হাজার দিরহাম ঋণ রেখে জেলখানায় মারা গেলেন এবং তার মৃত্যুর পর লোকটি তার পক্ষ হতে ঋণ পরিশোধ করে দিলেন।

কেউ স্বপ্নে দেখল, যেন তার পায়ের গোছা বা নলা বাঁকা হয়ে গেছে। ব্যাখ্যাকারী তাকে এ ব্যাখ্যা দিলেন যে, তুমি যেনাকারী বা ব্যাভিচারী হবে। কিছুদিন পর তাকে কোন মহিলার সাথে কুকর্ম করছে এমতাবস্থায় পাকড়াও করা হল।

একজন লোক ইমাম ইবনে সীরিন (রহ:) এর নিকট এসে বলল, আমি স্বপ্নে দেখেছি যেন আমার আঙুলগুলো অগ্নিস্ফুলিংগের উপর রাখা। যখনই তার উপর পা রাখা হয়, তখনই তা নিভে যায়। আর যখনই সরানো হয়, তখনই তা পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। ইমাম ইবনে সীরিন (রহ:) বলেন, লোকটি নফস বা খাহেশাতের পূজারী। কোন দৃঢ় সংকল্পের লোক নয় এবং সে তকদীর সম্পর্কে (অভিযোগের সুরে) কথাবার্তা বলে। আর তকদীরের আলোচনার চেয়ে মারাত্মক জিনিস আর কি হতে পারে। (এটা আগুনের চেয়ে বেশী ভয়াবহ। হাদীসে তকদীর সম্পর্কে কথাবার্তা বলতে ও তর্কে যেতে নিষেধ করা হয়েছে)।

কোন এক মহিলা স্বপ্নে দেখল যে, তার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী কাটা হয়েছে। ইমাম ইবনে সীরিনের (রহ:) নিকট ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, যাদের সাথে তুমি সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলে, তাদের সাথে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপন করবে। পায়ের পাঙ্গুল স্বপ্নে দেখা, তার সম্পদের সৌন্দর্য এবং সৎ কাজ বুঝায় এবং জীবন নির্ভরশীল সম্পদের স্ফীতি বুঝায়।

পা স্বপ্নে দেখা, ব্যক্তির জীবন রক্ষাকারী বস্তু, সম্পদ এবং জীবিকা বুঝায়, যার উপর মানুষ নির্ভরশীল। এমনিভাবে পা স্বপ্নে দেখা, সৌন্দর্যের আলামত এবং সম্পদের উন্নতি বুঝায়।

কেউ স্বপ্নে বলেন পা স্বপ্নে দেখা, ব্যক্তির সৌন্দর্য ও সম্পদ বুঝায়। পায়ের আঙ্গুল দেখা, চাকর-বাকর, দাসী-বাঁদী এবং সন্তান-সন্ততি বুঝায়।

মাটিতে পায়ের আঘাত করা বা যমীনে পা মারা, বিপদে লিপ্ত হবার আলামত। আর যদি (পায়ে) ঘুঙুরের আওয়াজ হতে দেখে, তবে অহেতুক কথার দ্বারা গোপন ভেদ ফাঁস হবে।

মানুষ বা প্রাণীকুল হতে যা কিছু বের হয়, যেমন আওয়াজ, স্বর, দুধ, রক্ত, পানি ইত্যাদি স্বপ্নে দেখা

যদি কোন মহিলা স্বপ্নে জানাশুনা কোন শিশু, বা পুরুষ, বা মহিলাকে দুধ পান করাতে দেখে, অথচ জাগ্রত ও স্বাভাবিক অবস্থার তার স্তনে কোন দুধ ছিল না, তবে সে জানাশুনা কোন লোকের জন্য ধাত্রীর কাজ করবে। কেননা অন্য কোনভাবে দুনিয়া উপার্জনের দরজা তার জন্য বন্ধ থাকবে।

কেউ স্বপ্নে বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন মহিলাকে (স্তন হতে) দুধ পান করাতে দেখে, তবে সে সম্পদ লাভ করবে এবং (ব্যবসা-বাণিজ্যে) লাভবান হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে সাধারণ ঘোড়ী বা তুর্কী ঘোড়ীর দুধ পান করতে দেখে, তবে বাদশা তাকে ভালবাসবে এবং বাদশার পক্ষ হতে কল্যাণ ও মঙ্গল লাভ করবে। কেউ স্বপ্নে বলেন, ঘোড়ীর দুধপান করতে দেখলে সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করবে।

গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুর দুধ দেখা, বাদশার পক্ষ হতে হালাল সম্পদ বুঝায়। কেউ স্বপ্নে বলেন, দুধ যদি কোন নির্দিষ্ট জাতীয় বা প্রকারের হয় (যেমন গরু, মহিষ ইত্যাদি) এবং টক ও দইয়ের মত ঘন না হয়, তাহলে তা হালাল সম্পদ এবং উত্তম জীবিকা বুঝাবে।

দুধ যদি টক ও দইয়ের মত ঘন হয়, তবে এটা দু:খ কষ্ট এবং চিন্তা-ফিকির বুঝাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে, তার উপর কোন মানুষের দুধ ঢেলে দেয়া হয়েছে, তবে এটা তার বন্দীদশা ও দুরবস্থা বুঝায়।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে স্বীয় স্তন হতে দুধপান করতে বা করাতে দেখে, আর উভয়ে যদি পরিচিত হয়, তবে তাদের বন্দীদশা এবং দুরবস্থা আরও মারাত্মক হবে। কেননা দু' বৎসর অতিক্রমের পর দুধপানের সময়সীমা শেষ হয়ে যায়।

উষ্ট্রীর দুধ দোহন করতে দেখা, যমিনে কৃষি কাজ বা পরিশ্রম করা বুঝায়। বুখতী বা মোটা তাজা ও দ্রুতগামী উষ্ট্রীর দুধ দোহন করতে দেখা, আজমী বা অনারব দেশে শরীয়তসম্মত কৃষি কাজ বুঝায়।

দুধের স্থলে যদি রক্ত বাহির হইয়া আসিতে দেখে, তবে সে তার রাজত্বে বা অধীনস্থদের উপর জুলুম অত্যাচার করবে।

দুধের পরিবর্তে যদি বিষ দোহন করতে দেখে, তবে সে হারাম সম্পদ জমা করবে।

• যদি কোন ব্যবসায়ী দুধ দোহন করতে দেখে, তবে হালাল রিজক বা জীবিকা অর্জন করবে এবং ব্যবসায় মুনাফা ও সাফল্য অর্জন করবে এবং পেরিমাণ দুধ স্তন হতে প্রবাহিত হতে দেখবে, সে পরিমাণ দুনিয়া এবং প্রাচুর্য লাভ করবে।

ধাত্রী বা স্তন্যদায়িনীর দুধ বা অধিক দুধের উষ্ট্রীর দুধ দেখা, ফিতরত বা স্বভাব-ধর্ম বুঝায়।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে উক্ত দুধ পান করে, বা এক, দুই, তিন চুমুক পরিমাণ পান করে, তবে এটা নামায, রোজা, যাকাত ইত্যাদির দিক দিয়ে ফিতরত বা স্বভাবধর্ম বুঝাবে এবং দুধ পানকারীর জন্য হালাল সম্পদ, ইলম, হিকমত বুঝাইবে।

কেউ স্বপ্নে বলেন, ব্যেক্তি উষ্ট্রীর দুধ দোহন করতে ও পান করতে দেখবে, সে একজন নেক মহিলাকে বিবাহ করবে।

স্বপ্নদ্রষ্টা যদি ভদ্র হয়, তবে তার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, যাতে বরকত নিহিত থাকিবে।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দুধ পান করতে দেখে, তবে এটা ফিতরত বা স্বভাবধর্ম হবে। কেউ স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বলেন, শুধু দুধ দেখা (জাতীয় পরিচয় ছাড়াই যেমন গরু, মহিষ, বকরী, ভেড়া ইত্যাদি) সুন্নতে নববী ও ফিতরতে ইসলাম বুঝায়। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দুধ পান করতে দেখে, তবে সে ধর্মীয় কল্যাণ ও যোগ্যতা লাভ করবে।

উস্তাদ আবু সাআদ বলেন, (স্বপ্নে) পুরুষ বা মহিলার স্তনে দুধ দেখা, সম্পদ বুঝায়। দুধের প্রাচুর্য বা প্রবাহ, সম্পদের প্রাচুর্য বা প্রবাহ বুঝায়।

দুধের পনীর স্বপ্নে দেখা

একজন লোক ইমাম ইবনে সীরিন (রহ:) এর নিকট এসে বলল, স্বপ্নে দেখেছি যে, একটি দুধের বড় পেয়ালা আমার সম্মুখে রাখা হয়েছে। অত:পর আর একটি পেয়ালা এনে তাতে ঢেলে দেয়া হয়েছে, যাতে পেয়ালাটি অনেক বড় ও চওড়া হয়েছে। আমি ও আমার সাথীরা দুধের ফেনাগুলো খেতে লাগলাম। অত:পর এটা একটি উটের রান্না করা মাথায় পরিণত হয়েছে। আমরা তা দুধ

সহ খেতে লাগলাম। ইমাম ইবনে সীরিন (রহ:) এটা শুনিয়া বলেন : দুধের ব্যাখ্যা ফিতরত বা মানুষের সহজাত ধর্ম, এবং দুধে যাহা কিছু ঢেলে পেয়ালাটি প্রশস্ত করা হয়েছে তা ফিতরত বা সহজাত ধর্মে যা কিছু অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আর তোমাদের দুধের ফেনা খাওয়া, সে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কুরআন পাকে বলিয়াছেন : "আর ফেনা, তা শুকাইয়া যাইবে।" (সূরা : আর-রা'আদ, আয়াত : ১৭)

দুধের পনীর দেখা, শান্তির সাথে সম্পদ উপার্জন করা বুঝায়। কেউ স্বপ্নে বলেন, খনিজ সম্পদ (যেমন স্বর্ণ, রূপা ইত্যাদি) এবং প্রাচুর্য বুঝায়।

ফলাফলের দিক দিয়ে শুকনা পনীরের চেয়ে তরল জাতীয় পনীর দেখা, বেশী উত্তম। কেউ স্বপ্নে বলেন, শুকনা পনীর দেখা, সফরের ইংগিত করে এবং তরল জাতীয় পনীর দেখা, তাৎক্ষণিক সম্পদ এবং বৎসরের প্রাচুর্য বা শুভ বৎসরের ইংগিত করে। অথবা সুস্বাদু ও প্রিয় সম্পদ বুঝায়।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে পনীর সহ রুটি খেতে দেখে, তবে সে নির্ধারিত পরিমাণ জীবিকা লাভ করবে। কেউ স্বপ্নে বলেন, তার আকর্ষ্মিক রোগ ব্যাধি দেখা দিবে।

দুধ হতে নিংড়ানো পানি দেখা, অধিক ঋণ বুঝায়। কেউ স্বপ্নে বলেন, এটা অনেক কষ্ট শ্রমের পর বর্ধনশীল সামান্য সম্পদ বুঝায়, যা অনেক সম্পদের স্থলাভিষিক্ত হবে।

বর্ণিত আছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে দেখেছেন, তিনি তায়েফে অবস্থান করছেন আর একটি দুধের পাত্র এনে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে রাখা হয়েছে এবং পাত্রটি পড়ে গেছে।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা:) এটার ব্যাখ্যা করলেন, এটা রাসূলাল্লাহ! আমার মনের বিশ্বাস (এ বৎসর) আপনি তায়েফে কোন কষ্ট পাইতে পারেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, হ্যাঁ, আমাকে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়নি। অত:পর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাওয়ার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন।

আর উট, তার ব্যাখ্যা হল সে একজন আরবি লোক। উটের মাথার চেয়ে উত্তম এবং গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তার নিকট আর কিছুই নেই। আর আরবের মাথা বা সরদার আমীরুল মু'মেনীন বা শাসনকর্তা। আর তোমরা অগোচরে তার গীবত (পরনিন্দা) কর এবং তার মাংস খাও। আর মধু, যার দ্বারা তোমরা তোমাদের কথাগুলোকে সাজিয়ে গুছিয়ে পেশ কর।

উল্লেখ্য যে, স্বপ্নের উক্ত ঘটনাটি হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রা:) এর সময় কালে সংঘটিত হয়েছিল এবং তার-ই গিবত করা বুঝানো হয়েছিল।

একজন লোক ইমাম ইবনে সীরিন (রহ:) এর নিকট এসে বলল, স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি আমার এক স্তন হতে দুধ পান করছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কাজ কর? লোকটি বলল, আমি আমার মালিকের সাথে তার দোকানে কাজ করি। তিনি বলেন, মালিকের সম্পদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর (খিয়ানত করিও না)।

আদি ইবনে আরতাত বলেন, স্বপ্নে আমি ঘরের দরজায় দাঁড়িয়েছিলাম, এমন সময় একজন ধাত্রী মহিলা (বা একটি দুধালো উট) পার্শ্ব দিয়া যেতে দেখলাম। সে আমাকে তার দুধ এগিয় দিল। আমি তা গ্রহণ করিলাম না। পুনরায় সে তার দুধ এগিয়ে দিল। এবার কিন্তু আমি তা গ্রহণ করিলাম। ইমাম ইবনে সীরিন (রহ:) বলেন, এটা উৎকোচ বা ঘুষ, যাহা তুমি প্রথম গ্রহণ করনি, কিন্তু অবশেষে তা তুমি গ্রহণ করেছে।

আমীরুল মুমেনীন হারুন অর রশিদ স্বপ্নে দেখলেন, যেন তিনি হেরেমে থাকিয়া হরিণীর স্তন হতে দুধ পান করতেছেন। তিনি সরাসরি ইমাম কিরমানীর নিকট এটার ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলেন, হে আমীরুল মুমেনীন! সময় অতিবাহিত হওয়ার পর দুধ পান করা, জেলখানায় বন্দী হওয়া বুঝায়। আর আপনার মত লোক বন্দী হতে পারে না। তবে আপনি এমন কোন দাসী বাঁধীর প্রেমে বন্দী আছেন, যা আপনার জন্য হারাম। ফলাফল তাই হল, যা তিনি বর্ণনা করেছেন।

স্বপ্নে নাক হতে রক্ত প্রবাহ হতে দেখা

আর যদি সে নিজেই রঈস হয়, তবে রক্তের কম বেশী, বা হালকা পাতলা হিসেবে শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নাক হতে এক দুই ফোটা রক্ত ঝরতে দেখে, তবে এটা তার জন্য লাভজনক হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে এক রেতেল বা দু' রেতেল পরিমাণ (চল্লিশ তোলা ওজনের সমপরিমাণ) নাক হতে রক্ত ঝরিতে দেখে, আর মন সাক্ষী দেয় যে, এটা তার শরীরের জন্য উপকারী, (আর শরীরের সুস্থতা দ্বীন ধর্মের সুস্থতা বুঝায়) তবে সে গুনাহ পরিত্যাগ করবে এবং তার দ্বীনধর্ম উত্তম হবে।

আর যদি তার মন সাক্ষী দেয় যে, এ রক্ত ঝরা তার জন্য শারীরিক দিক দিয়ে ক্ষতিকর (আর শারীরিক ক্ষতি দ্বীনের ক্ষতি বুঝায়) হবে, তবে তার দ্বীনের ক্ষতি হবে বা সে গুনাহ করবে।

আর যদি রক্ত বের হবার পর শারীরিক শক্তি কমে যেতে দেখে, তবে সে দরিদ্র হবে। আর যদি শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি পাইতে দেখে, তবে সে ধনী হবে। কেননা শারীরিক শক্তিই মানুষের আসল পুঁজি বা ধন।

যদি নাকের রক্তে তার কাপড় চোপড় রঞ্জিত হয়ে যেতে দেখে, তবে সে অবৈধ সম্পদ এবং গুনাহ কামাইবে। আর যদি রক্তের দ্বারা কোন কিছু রঞ্জিত না হয়, তবে সে গুনাহ বর্জন করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নাকের রক্ত ফোটা ফোটা করে রাস্তায় পড়তে দেখে, তবে সে সম্পদের যাকাৎ আদায় করবে এবং তা প্রকাশ্য ভাবে দান করবে।

কেউ স্বপ্নে বলেন, নাকের রক্ত ঝরতে দেখা, এটা গোপন ধন-ভাণ্ডার লাভের ইংগিত করে।

নাক হতে রক্ত প্রবাহ যদি বেশী এবং পাতলা হয়, তবে স্থায়ী সম্পদ লাভের ইংগিত করে। আর যদি গাঢ় এবং জমাট হয়, তবে তার স্ত্রীর অকাল গর্ভপাতের ইংগিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নাক হতে রক্ত ঝরতে দেখে, আর তার মন সাক্ষী দিতেছে যে, রক্ত ঝরা তার জন্য উপকারী হবে, তবে সে কোন রঈসের পক্ষ হতে উপকৃত হবে। আর যদি মন সাক্ষী দেয় যে, এটা তার জন্য ক্ষতিকর হবে, তবে সে তার রঈস (রাষ্ট্রপ্রধান, সরদার, বস, উপরস্ত লোক) হতে খায়ের বা মঙ্গল লাভ করবে সত্য কিন্তু এটা তার জন্য বিপদ ও বোঝা হবে আর এই মঙ্গলের পর সে ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

অশ্রু স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার দুই চোখে অশ্রু ঢেউ খেলতে দেখে, তবে সে ধর্মীয় কাজের জন্য হালাল সম্পদ জমা করবে। কিন্তু তা লোকালয়ে প্রকাশ করতে চাইবে না। (যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে অশ্রু প্রবাহিত হয়ে চেহারায় গড়ায়ে পড়তে দেখে, তবে সে সম্পদ খরচ করিয়া আত্মতৃপ্ত ও আনন্দিত হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার ডান চোখের অশ্রু বাম চোখে প্রবেশ করতে দেখে, তবে সে মেয়ের দিক দিয়ে ছেলের (নাতির) সাথে কুকর্ম করবে।

চোখের অশ্রু যদি ঠাণ্ডা দেখে, তবে এটা আনন্দ বুঝায়। আর যদি গরম দেখে, তবে এটা চিন্তা বুঝায়।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কান্না ছাড়াই অশ্রু ঝরতে দেখে, তবে তার বংশ সম্পর্কে খোটা দেয়া হবে। তবে তার সৎকর্ম বা সৎ কথা তাকে মুক্তি দিবে।

পাঁজর বা পাঁজরের হাড় স্বপ্নে দেখা

পাঁজর বা পাঁজরের হাড় স্বপ্নে দেখা, স্ত্রী বুঝায়। কেননা মহিলাদের সৃষ্টি পাঁজরের হাড় হতেই করা হয়েছে। অর্থাৎ যহরত হাওয়া (আ:)-এর সৃষ্টি হযরত আদম (আ:)-এর বাম পাঁজরের হাড় থেকেই করা হয়েছে। সুতরাং পাঁজরের হাড়ের রোগ ব্যাধি, ভাল-মন্দ যা কিছু দেখা দিবে, তা স্ত্রীদের মধ্যেই দেখা দিবে। পাঁজরের হাড় যদি শক্ত এবং লম্বা দেখে, তবে সম্পদ ও হায়াত বাড়বে। আর যদি খাঁটি এবং দূর্বল দেখে, তবে দু:খ দুর্দশা বাড়বে।

লজ্জাস্থান স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে সতর (যতটুকু ঢেকে রাখা ফরজ) ব্যতীত নিজের কাপড় খুলে ফেলতে দেখে, তবে সে একাই কোন কাজ সম্পর্কে গভীর চিন্তায় মগ্ন হবে। আর লোকটি যদি ধর্ম বিষয় বা ধর্ম কাজ সম্পর্কে চিন্তা করতে দেখে, তবে সে ধর্ম ও সৎ কাজে ঐ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে, পের্যন্ত সে কাপড় খুলতে দেখবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন গুনাহ্ বা অসৎ কাজে চিন্তামগ্ন হতে দেখে; তবে ঐ পরিমাণ গুনাহ্ বা অসৎ কাজের চরমে পৌঁছবে, পেরিমাণ কাপড় খুলতে দেখবে।

কেউ বলেন, যদি কেউ স্বপ্নে দেখে বোজারে বা মসজিদে বা লোকালয়ে সতর ব্যতীত অন্যান্য কাপড় চোপড় বা পোশাকাদি খুলে ফেলেছে কিন্তু কেউ এটাকে দোষণীয় মনে করতেছে না বা তিরস্কারও করছে না, তবে সে বিপদগ্রস্ত থাকলে বিপদমুক্ত হবে। বিমার থাকলে ভাল হবে। ঋণী থাকলে ঋণ আদায় হবে। ভীত থাকলে ভয় দূর হবে। গুনাহে লিপ্ত থাকলে গুনাহ্ পরিত্যাগ করবে।

আর যদি গায়ে মোটেই কাপড় না থাকে, তবে তার আশা নিরাশায় পরিণত হবে অথবা সরকারের পক্ষ হতে পদচ্যুতি ঘটবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজেকে বিবস্ত্র দেখে, তবে যেখানে দেখেছে, সেখানে তার শত্রু রয়েছে এবং সে তাদের উপর জয়ী হবে। আর যদি তার সতর খোলা না থাকে, তবে সে তাদের উপর জয়ী হতে পারবে না।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে হাত অথবা অন্য কোন কিছু দিয়ে সতর ঢাকতে দেখে, তবে সে শত্রুর অনুগত হবে এবং তাদের নিকট হতে পলায়ন করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোমরে কোমর বন্ধনী (লুঙ্গি বাঁধা) দেখে, তবে সে ইবাদত বন্দেগীতে অক্লান্ত পরিশ্রম করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন কিছুর তালাশে কাপড় খুলতে দেখে, তবে পেরিমাণ কাপড় খুলবে, সে পরিমাণ তা হাসিল করবে। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কর্মহীন অবস্থায় নিজেকে বিবস্ত্র দেখে, তবে এটা পরিশ্রমে লিপ্ত হওয়া, ইবাদ-বন্দেগী ছেড়ে দেয়া ও মান-সম্মানের হানী হওয়া বুঝাবে।

বর্ণিত আছে, একজন লোক ইমাম ইবনে সীরিনের (রহ:) নিকট এসে বলল, আমি স্বপ্নে দেখেছি, বসরার মসজিদে একজন লোক বিবস্ত্র অবস্থায় (সতর বাদে) খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর একটি শক্ত পাথরে আঘাত করছে ও পাথরটি ছিদ্র করতেছে। ইমাম ইবনে সীরিন (রহ:) বললেন, এ লোকটি ইমাম হাসান বসরী (রহ:) হবে। লোকটি বলল, মহান আল্লাহর কসম, তিন হাসান বসরীই। ইমাম ইবনে সীরিন বললেন, আমি বুঝতে পেরেছি যে, তিনিই বিবস্ত্র হয়ে (দুনিয়ার সম্পর্কছেদ করে) শুধুমাত্র দ্বীনের জন্য মসজিদে বসেছেন। আর তেলোয়ার দিয়ে পাথরে আঘাত করছিলেন তা হল, হাসান বসরী।

লজ্জাস্থান বলতে নাভী হতে হাঁটু পর্যন্ত বুঝায়, সুতরাং লজ্জাস্থান প্রকাশ পেতে দেখলে মানমর্যাদার হানী হবে ও দুশমনের তিরস্কারের পাত্র হবে।

যদি লজ্জাস্থানের কিছু অংশ বা পূর্ণ অংশ খুলতে বা খুলে যেতে দেখে, তবে পেরিমাণ খুলবে, সে পরিমাণ পর্দা ফাঁস হবে এবং মানমর্যাদার হানী হবে।

জননেন্দ্রিয় বা পুরুষাঙ্গ স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজ হাতে জননেন্দ্রিয়ের আংশিক বা সম্পূর্ণ মূল উৎপাটিত করে পুনরায় যথাস্থানে স্থাপন করতে দেখে, তবে তার ছেলে মারা যাবে। কিন্তু তার বিনিময়ে আর একটি সন্তান লাভ করবে এবং সম্পদ নষ্ট হবে, কিন্তু পুনরায় ফিরে পাবে।

জননেন্দ্রিয় কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে দেখা, তার নিজের বা ছেলের মৃত্যু বুঝায়। কেননা ছেলের মৃত্যুর দ্বারা তার সুনাম ও সুখ্যাতি এবং বংশের ধারাবাহিকতা শেষ হয়ে যাবে।

জননেন্দ্রিয়ের উত্থান বা তা দৃঢ় দেখা, কর্ম ও দৈহিক শক্তি বুঝায়। এবং তার নড়াচড়া দুনিয়ার প্রশস্ততা এবং উন্নতি বুঝায়।

কখনও লিঙ্গের কর্তন স্বীয় মহল্লা বা এলাকা হতে তার আলোচনা ও সুখ্যাতি মুছে যাওয়া বুঝাবে। এতদসত্ত্বেও সে শারীরিকভাবে সুস্থ থাকবে এবং সহসা তার মৃত্যুর কোন আলামত দেখা যাবে না।

লিঙ্গের ক্ষয়-বৃদ্ধি ও ছোট-বড় ইত্যাদি দেখা, এটার প্রভাব তার সন্তান-সন্ততি বা বংশের উপর বর্তাবে এবং লিঙ্গে শাখা প্রশাখা দেখা : বংশের বৃদ্ধি ও শাখা প্রশাখা বুঝাবে। আর লিঙ্গের শিথিলতা দেখা : সন্তানের রোগব্যাধি বুঝাবে, এবং তার বক্রতা বা একদিকে ঝুকে পড়া মান মর্যাদার হানী বুঝাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন জীব জানোয়ার বা কোন মানুষের লিঙ্গ চুষতে দেখে, তবে সে তার নাম বিক্রি করে বা তার সুনাম বা স্তুতি গেয়ে জীবন ধারণ করবে বা তার মাধ্যমে জীবিকা লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজেকে নপুংশক দেখে, তবে তার দ্বীনধর্ম উত্তম হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার সতর বা লজ্জাস্থান খোলা দেখে, কিন্তু সে নিজেও এর দিকে তাকাচ্ছে না বা অন্যেও তার দিকে তাকাচ্ছে না এবং সে নিজেও এতে লজ্জাবোধ করছে না। তবে সে রোগ ব্যাধি, চিন্তা-ফিকির, ভয়-ভীতি এবং ঋণ জাতীয় সে সমস্ত অসুবিধায় রয়েছে, তা দূরীভূত হবে এবং নিরাপত্তা লাভ করবে।

জননেন্দ্রিয় স্বপ্নে দেখা, ব্যক্তির সম্মান, সন্তান-সন্ততি বা লোকালয়ে তার সুনাম ও সুখ্যাতি বুঝায়।

জননেন্দ্রিয়ের ছোট, বড় বা ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা, উল্লেখিত জিনিসগুলোর ত্রুটি-বিচ্যুতি ইত্যাদি বুঝাবে।

কেউ বলেন, জননেন্দ্রিয় যদি স্বাভাবিক পরিমাণের চেয়ে দীর্ঘ দেখে, তবে দু:শ্চিন্তাগ্রস্ত হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার দু'টি জননেন্দ্রিয় দেখে, তবে পরপর দুটি পুত্র সন্তান লাভ করবে এবং লোকালয়ে তার দ্বিগুণ সুনাম ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

স্বপ্নে শুক্রপাত করা স্বপ্ন দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার পুরুষাঙ্গে চুমা দিতে দেখে, তবে যদি তার পুত্র সন্তান না (থেকে) থাকে, পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। আর যদি সন্তানাদি (থাকে এবং) বিদেশ সফরে থাকে, তবে তারা দেশে ফিরে আসবে এবং সে তাদিগকে (আদরের) চুমা দেবে।

কোন এক মহিলা স্বপ্নে তার ছেলের লিঙ্গে চুল দেখতে পেল। কোন মুআব্বেরের নিকট ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বললেন, তোমার ছেলের হায়াত শেষ হয়ে গিয়েছে। ফলত: অল্প কিছুদিন পরেই তার ছেলে মৃত্যুবরণ করল।

অন্য একজন স্বপ্নে দেখল যে, তার লিঙ্গের একদিকে অনেক চুল রয়েছে। কোন মুআব্বেরের নিকট তা বর্ণনা করিলে তিনি বলেন, এটা তোমার পাপ ও অনাচার, যাহাতে ডুবে থাকার প্রতি ইংগিত করে। আর একজন স্বপ্নে দেখল যে, সে লিঙ্গকে খানা খাওয়াচ্ছে, তিনি বললেন যে, তোমার অপমৃত্যু ঘটবে।

স্বপ্নে শুক্রপাত করতে দেখলে, মনের আশা পূর্ণ হওয়ার ইংগিত করে, আর এটা সামাজিকভাবে তার অবস্থান ও মানমর্যাদা হিসেবে এক দিনার হতে লক্ষ দিনার পর্যন্ত স্বর্ণমুদ্রা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

লিঙ্গে বাঁধন কষতে দেখলে, তার জীবিকা কষ্টের হবে। কাজকর্ম কঠিন হবে এবং তার সন্তানাদি নিয়ে মানুষ বিদ্রূপ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার লিঙ্গ তার পেটে ঢুকতে দেখে, তবে এ ইংগিত করে যে, সে সাক্ষ্য গোপন করবে।

নাকের শ্লেস্মা স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মাটিতে নাক ঝাড়িতে বা পরিষ্কার করতে দেখে, তবে তার মেয়ে হবে। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার স্ত্রীর উপর নাক ঝাড়িতে দেখে, তবে তার স্ত্রী গর্ভবতী হবে এবং অকাল (পুত্র সন্তান) গর্ভপাত করবে। আর যদি স্ত্রীর তার স্বামীর উপর নাক ঝাড়িতে দেখে, তবে পুত্র সন্তান জন্ম দিকে অথবা শিশু বাচ্চাকে (সময়মত) দুধ ছাড়া করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কারোও বাড়িতে নাক ঝাড়তে দেখে, তবে ঐ বাড়ীর কোন মহিলাকে বৈধ বা অবৈধ পন্থায় বিবাহ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কারও বিছানায় নাক ঝাড়তে দেখে, তবে সে তার স্ত্রীর সাথে খিয়ানত করবে। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কারো রুমালে নাক ঝাড়তে দেখে, তবে সে তার দাসী-বাঁদী বা চাকরানীর সাথে খিয়ানত করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নাক ঝাড়তে এবং কোন মহিলাকে তার নাকের শ্লেস্মা নিতে দেখে, তবে উক্ত মহিলা তাকে ধোকা দিবে এবং উক্ত পুরুষ দ্বারা সে গর্ভবতী হবে। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে অন্যের শ্লেস্মা ধুতে দেখে, তবে সে লোকটির স্ত্রীকে ধোকা দিবে এবং সে এটা ঢাকার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে, কিন্তু ঢাকতে পারবে না।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজের শ্লেস্মা খাইতে দেখে, তবে সে নিজের ছেলের সম্পদ খাবে। আর অন্যের শ্লেস্মা খেতে দেখবে, সে অন্যের ছেলের সম্পদ খাইবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার নাস শ্লেস্মা ভর্তি দেখে, তবে এটা তার স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়ার ইংগিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে হাঁচি দিতে এবং হাঁচির সাথে নাক হতে কোন প্রাণী বাহির হতে দেখে, তবে অন্য (লোকের) সন্তানের বংশ পরিচয় তার দিকে অভিহিত করা হবে।

আর যদি নাক হতে বিড়াল বের হতে দেখে, তবে উক্ত সন্তান : চোরের সন্তান হবে। আর যদি কবুতর বাহির হতে দেখে, তবে বাচ্চাটি তার প্রিয়ার বাচ্চা হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার শ্লেস্মা তরল এবং প্রবাহিত দেখে, তবে তার নিজের আকৃতিবিশিষ্ট সন্তানাদি লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন লোককে তার কাপড়ে শ্লেস্মা নিক্ষেপ করতে দেখে, তবে সে (শ্লেস্মা নিক্ষিপ্ত ব্যক্তি) শ্বশুরালয়ের সম্পর্কের মাধ্যমে তার প্রিয়ভাজন হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নাক পরিষ্কার করতে বা নাক ঝাড়তে দেখে, তবে সে ঋন পরিশোধ করবে অথবা চিন্তামুক্ত হবে অথবা উপকারের প্রতিদান দান করবে।

কেউ স্বপ্নে বলেন, নাকের শ্লেস্মা দেখা, এটা সন্তানের ইংগিত করে। যুক্তি হিসেবে তারা বলেন, যেহেতু বিড়াল সিংহের শ্লেস্মা হতে সৃষ্ট।

চিৎকার দেয়া স্বপ্নে দেখা

কেউ স্বপ্নে বলেন, গালি খাওয়া ব্যক্তির ঐ শরয়ী হক্ব বুঝায়, যা গালি দাতার বিরুদ্ধে নির্ধারিত রয়েছে। যেমন অপবাদ দাতার বিরুদ্ধে অপবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তির শরয়ী হক্ব প্রমাণিত রয়েছে। যদিও গালিদাতা বাদশা বা প্রতাপশালী হউক না কেন, তথাপি গালি খাওয়া ব্যক্তির অবস্থা তার চেয়ে ভাল। কেননা সে অত্যাচারিত, আর অত্যাচারিত ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাহায্যপ্রাপ্ত হয়।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে একাই চিল্লাতে দেখে, তবে তার শক্তি ও ক্ষমতা দ্বিগুণ বেড়ে যাবে। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার আওয়াজ কোন আলেমের আওয়াজের উপর চড়ে যেতে দেখে, তবে সে কোন গুণাহ্ করবে। কেননা আল্লাহ তাআ'লা বলেন :

অর্থাৎ : "তোমাদের আওয়াজকে নবীর (সা:) আওয়াজের উপর উঁচু করিও না।" (সুরা : আল-হুজ্‌রাত, আয়াত : ২)

স্বপ্নে চিৎকার দেয়া বা জোরে ডাকা, খারাপ এবং অশ্লীল কাজে তার প্রাধান্য বুঝায়। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে সুস্পষ্ট সুমিষ্টি আওয়াজ শুনতে পায়, তবে সে বেলায়েত (বাদশাহী বা অলির পদমর্যাদা) লাভ করবে।

যদি দেখে যে, কেউ স্বপ্নে তাকে গালি দিতেছে, তবে সে তার পক্ষ হতে কষ্ট পাবে। কিন্তু পরে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে এবং তার উপর জয়ী হবে।

ঘাম স্বপ্নে দেখা

বগলের দুর্গন্ধ ঘাম দেখা, প্রজা বা অধিনস্তদের জন্য লোক দেখানো কাজের প্রতি ইংগিত করে। আর প্রশাসকের জন্য অপ্রশংসিত ভাবে সম্পদ লাভের ইংগিত করে।

স্বপ্নে ঘাম দেখা, দুনিয়ার ক্ষতি বুঝায়। কেউ স্বপ্নে বলেন যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে ফোটা ফোটা ঘাম ঝরতে দেখে, তবে তার আশা পূর্ণ হবে।

দোয়া বা প্রার্থনা করা স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে অন্ধকারে আল্লাহ্ তাআলাকে ডাকতে (দোয়া করতে) দেখে, তবে সে চিন্তা মুক্ত হবে। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন ব্যক্তিকে ডাকতে দেখে, তবে সে তার ভয়ে তার নিকট ফরিয়াদ করবে বা বিনয় প্রকাশ করবে।

গায়েবী আওয়াজ হওয়া বা শুনা স্বপ্নে দেখা

পাখীদের আওয়াজ বা কথা শুনিতে দেখা, স্বপ্নদ্রষ্টা বা স্বাপ্নিকের জন্য ইলম ও ফিকাহ বা বিরাট রাজত্ব লাভের ইংগিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে স্বপ্নে বিভিন্ন ভাষায় কথা শুনিতে বা বলিতে দেখে, তবে সে এক মহান সাম্রাজ্য লাভ করতে পারিবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে আদেশ-নিষেধ, ভয়-ভীতি, সুসংবাদ ও দু:সংবাদ সম্পর্কে কোন গায়েবী আওয়াজ শুনতে দেখে, তবে কোন ব্যাখ্যা ছাড়াই এটার ফলাফল তাই হবে, যাহা সে শুনেছে। এমনিভাবে মৃত ব্যক্তিদের আওয়াজের ফলাফল বিনা ব্যাখ্যায় তাই হবে, যাহা সে শুনিবে।

পরামর্শ সম্পর্কে স্বপ্নে দেখা

যদি কোন নেকলোক নেকলোকের সাথে পরামর্শ করতে দেখে, তবে সে কল্যাণের ইচ্ছা করবে।

যদি কোন ফাসেক ফাসেকের সাথে পরামর্শ করতে দেখে, তবে সে বিষের প্রতিষেধক লাভ করবে (অর্থাৎ বিষের উপর বিষ অর্জন করবে)।

যদি কোন পাপী অনাচারী ব্যক্তি, কোন পুণ্যবান সদাচারীর নিকট পরামর্শ করতে দেখে, তবে সে তওবার নিকটবর্তী হবে।

যদি কোন পুণ্যবান : সদাচারী ব্যক্তি, কোন পাপী দুরাচারীর নিকট পরামর্শ করতে দেখে, তবে সে বিদআতের নিকটবর্তী হবে।

কানের ময়লা বা কান পরিষ্কার করা সম্পর্কে স্বপ্ন

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কানের পুঁজ বা ময়লা পরিষ্কার করতে দেখে, তবে তার নিকট আন্দদায়ক কোন সংবাদ পৌছবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার কানের ময়লা খাইতে দেখে, তবে সে ছেলেদের সাথে কুকর্ম করবে অথবা কোন অশ্লীল কাজ করবে।

থু থু স্বপ্নে দেখা

যদি মাটিতে থুথু নিক্ষেপ করতে দেখে, তবে সাধারণত বা উর্বর জমি খরিদ করবে। যদি গাছের উপর থুথু নিক্ষেপ করতে দেখে, তবে সে ওয়াদা বা শপথ ভঙ্গ করবে।

যদি মানুষের উপর থুথু নিক্ষেপ করতে দেখে, তবে সে তার উপর অপবাদ রটাইবে। থুথু যদি গরম দেখে, তবে এটা দীর্ঘ জীবনের ইংগিত করে। আর যদি ঠাণ্ডা দেখে, তবে এটা মৃত্যুর আলামত হবে। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার থুথু শুকিয়ে যেতে দেখে, তবে এটা দরিদ্রতার আলামত হবে।

কফ বা থু থু স্বপ্নে দেখা, ব্যক্তির সম্পদ বা ক্ষমতা বুঝায়। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে থুথু নিক্ষেপ করতে দেখে, তবে সে কোন ব্যক্তির উপর অপবাদ রটাবে।

যদি থুথুর সাথে রক্ত দেখে, তবে এটা হারাম কামাই বুঝাইবে। যদি কোন দেয়ালে থুথু নিক্ষেপ করতে দেখে, তবে সে জিহাদে সম্পদ খরচ করবে অথবা তার সম্পদ ব্যবসা বাণিজ্যে নিয়োজিত করবে।

মুখের লালা সম্পর্কে স্বপ্ন দেখা

আর যদি মুখের লালার সাথে রক্ত মিশ্রিত দেখে, তবে তার ইলমের সাথে মিথ্যা মিশ্রিত হবে। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মুখ হতে অঝোরে পানি ঝরতে দেখে, তবে আয়েশী জিন্দেগী লাভ করবে।

ব্যবসায়ীর মুখ হতে পানি বের হতে দেখা, এটা তার সততার আলামত বুঝাবে। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মুখ হতে লালা বের হয়ে কোন যুবকের সম্মুখে প্রবাহিত হতে দেখে, তবে সে তার গোপন ভেদ শত্রুর সম্মুখে প্রকাশ করে দিবে।

যদি তার সাথে রক্ত মিশ্রিত দেখে, তবে ঐ গোপন ভেদের সাথে কিছু মিথ্যা মিশ্রিত করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মুখ হতে লালা ঝরতে দেখে, তবে এটা সম্পদ বুঝাবে, যাহা সে হাসিল করবে, কিন্তু পরবর্তীতে তা হাত ছাড়া হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে লালা ঝরিতে দেখে, কিন্তু শরীরের কোথায়ও তা লাগতে না দেখে, বরং লোকেরাই তা হাতে হাতে নিয়া নিতেছে দেখে, তবে এটা ইল্‌ম বুঝাবে, যা সে মানুষের মধ্যে ছড়ায়ে দিবে।

কফ-কাশি সম্পর্কে স্বপ্ন দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মুখ হতে চুল, সুতা, বা দুর্গন্ধহীন পুঁজ বাহির হতে দেখে, তবে সে দীর্ঘজীবি হবে। কেউ স্বপ্নে বলেন, মানুষের মুখ হতে পানি বাহির হতে দেখা, যদি সে আলেম হয়, তবে ওয়াজ নসিহত এবং ফতোয়া বুঝাবে, যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হবে। আর যদি ব্যবসায়ী হয়, তবে সে কথায় সত্যবাদী হবে। কফ কাশি স্বপ্নে দেখা, পুঞ্জিভূত সম্পদ বুঝায়, যাহা বৃদ্ধি পাবে না। যদি কফ কাশি ফেলিতে দেখে, তবে সে আনন্দ ও প্রফুল্লতা লাভ করবে, আর রোগী থাকলে আরোগ্য লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কাশিতে দেখে, তবে সে গোপনে দান খয়রাত করবে। আর যদি লোকটি সাহেবে ইল্‌ম বা ইলমওয়ালা হয়, তবে সে দান খয়রাতের ব্যাপারে কৃপণতা করবে।

বমি সম্পর্কে স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মতি গিলতে আর মধু বমি করতে দেখে, তবে সে কোরআনের তাফ্‌সির শিক্ষা করবে। আর যদি দুধ বমি করতে দেখে, তবে সে মুরতাদ হবে বা ইসলাম পরিত্যাগ করবে। আর যদি খাদ্য বমি করতে দেখে, তবে সে কাহাকেও কোন কিছু দান করবে। আর যদি পুনরায় বমি খেয়ে ফেলতে দেখে, তবে দানকৃত মাল পুনরায় ফেরত নিবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মদ পান করতে (কিন্তু মাতাল না হয়ে) ও পুনরায় ইচ্ছাকৃত ভাবে বমি করতে দেখে, তবে সে হারামভাবে কাহারও সম্পদ লইবে এবং পুনরায় তা ফেরত দিবে। আর যদি মাতাল হয়ে বমি করতে দেখে, তবে সে একজন কৃপণ-বখিল লোক হবে, সে পরিবারের জন্য যৎসামান্যই খরচ করবে এবং এটাতে সে অনুতপ্ত হবে। যদি বমির সাথে আঁতুরী বাহির হইয়া আসিতে দেখে, তবে সন্তানাদি মারা যাওয়ার ইংগিত করে।

কেউ স্বপ্নে বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে বিরতি সহ পর পর অত্যধিক বমি করতে দেখে, তবে এটা তার মৃত্যুর ইংগিত করে। কেউ স্বপ্নে বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে টকটকে (অধিক) তাজা রক্ত বমি করতে দেখে, তবে এই ইংগিত করে তোর ছেলে সন্তান জন্ম নিবে। আর রক্ত যদি কোন পাত্রে প্রবাহিত হতে বা জমিতে দেখে, তবে তার ছেলে জীবিত থাকবে। আর যদি মাটিতে গড়ায়ে পড়তে দেখে, তবে ছেলে তাড়াতাড়ি মারা যাবে।

উক্ত স্বপ্নই গরীব বা দরিদ্রের জন্য প্রচুর ধন-সম্পদ বুঝাইবে। আর প্রতারক ও প্রবঞ্চকের জন্য অশুভ ও অমঙ্গল হবে। কেননা তার ঘটনা ফাঁস হয়ে যাবে।

বমি করতে দেখা, এটা স্বেচ্ছায় তওবা করার ইংগিত করে, আর যদি বমি করতে কষ্ট হয়, এবং বমির স্বাদও যদি তিক্ত হয়, তবে সে কষ্ট সাধ্যে বা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তওবা করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে রোজা অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করিয়া উহাতে ডুব দিতে দেখে, তবে বুঝিতে হবে যে, তার উপর ঋণ রহিয়াছে, যাহা সে আদায় করতে সক্ষম, কিন্তু তা সে আদায় করতেছে না। যার কারণে সে গুণাহ্গার হবে। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দুধ পান করতে এবং দুধ ও মধু বমি করতে দেখে, তবে এটা তওবা বুঝাইবে।

খারাপ বা দুষিত রক্ত স্বপ্নে দেখা

কেউ স্বপ্নে বলেন, রক্ত স্বপ্নে দেখার মধ্যে গুনাহ্ হতে তওবা করা, অথবা তার ঘাড়ে আমানত রয়েছে তা আদায় করা, অথবা হারাম সম্পদের প্রতি ইংগিত করে।

খারাপ বা দুষিত রক্ত দেখা : সাধারণত: সবার জন্যই রোগ ব্যাধির ইংগিত করে। আর রক্ত যদি অল্প হয়, যেমন ফোঁড়া বা ঘায়ের রক্ত, তবে এটা পরিবার পরিজন এবং নিকট আত্মীয় বুঝায়। এবং ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া এবং পুনরায় উহা হতে মুক্তি পাওয়ারও ইংগিত করে।

মূত্র বা প্রস্রাব সম্পর্কে স্বপ্ন দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন রসদ সামানের উপর পেশাব করতে দেখে, তবে সে ঐ রসদ সামান সম্পর্কে কৃপণতা বা অবিচার করবে এবং কাহারও হক নষ্ট করবে।

মেহরাবে পেশাব করতে দেখলে, আলেম সন্তান বা বাদশা সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। (কিন্তু সে নিজে গোমরাহ হবে।)

বর্ণিত আছে যে, মারওয়ান ইবনুল হাকাম স্বপ্নে মেহরাবে পেশাব করতে দেখলেন। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রা:) এর নিকট স্বপ্নের ঘটনা বর্ণনা করলে, উত্তরে তিনি বলেন, তুমি খলিফাদিগকে জন্ম দিবে। (অর্থাৎ তোমার ছেলেরা খলিফা বা মুসলিম রাষ্ট্র নায়ক হবে।)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কিছু পেশাব করতে এবং কিছু আটকিয়ে রাখতে দেখে, আর লোকটি যদি ধনী হয়, তবে কিছু সম্পদ নষ্ট হবে। আর যদি দুশ্চিন্তা ও বিপদগ্রস্ত হয়, তবে তার কিছু বিপদ দূর হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজে এবং অন্য আর একজন একত্রে পেশাব করতে এবং উভয়ের পেশাব মিলে মিশে এক হইয়া যাইতে দেখে, তবে উভয়ের মধ্যে সান্নিধ্য এবং শ্বশুর সম্পর্কিয় আত্মীয়তা স্থাপিত হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে পেশাবের বেগ থাকা সত্ত্বেও পেশাব আটকাইয়া রাখিতে দেখে, তবে সে স্ত্রীর উপর রাগ করবে। আর যদি পেশাবের বেগ প্রকট দেখা দেয়, কিন্তু পেশাব করার স্থান পাচ্ছে না, তবে সে ধন-সম্পদ মাটির নিচে পুতে রাখার চেষ্টা করবে, কিন্তু পুঁতে রাখার স্থান পাইবে না।

পেশাবের জায়গা যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে পেশাব করতে দেখে এবং অধিক পরিমাণ পেশাব করে, আর লোকটি যদি গরীব হয়, তবে আনন্দ ও প্রশান্তি লাভ করবে। আর যদি ধনী হয়, তবে সম্পদের ক্ষতি হবে। আর যদি দেখে যে, লোকেরা তার পেশাব হাতে হাতে ছুঁইতেছে ও (গায়ে) মাখাইতেছে, তবে তার এমন একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করবে যে, লোকেরা তার অনুসরণ করবে।

যদি দেখে যে, কোন পরিচিত লোক তার উপর পেশাব করে দিয়েছে, তবে সে তার জন্য সম্পদ খরচ করতে বাধ্য হবে।

যদি কোন মহিলাকে অত্যাধিক পেশাব করতে দেখে, তবে মহিলার অত্যধিক যৌন ক্ষুধা ও পুরুষের প্রয়োজন রয়েছে। (সুতরাং তাড়াতাড়ি তার বিবাহের কাজ সমাধা করতে হবে)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দুধ পেশাব করতে দেখে, তবে সে তার ফিতরাত বা স্বভাবধর্ম নষ্ট করিয়া ফেলবে। আর যদি কোন পরিচিত লোককে এটা পান করতে দেখে, তবে দুনিয়ার ক্ষেত্রে সে তার জন্য হালাল সম্পদ খরচ করবে।

সাধারণত: মূত্র বা প্রস্রাবের ব্যাখ্যা, হারাম সম্পদের দ্বারা করা হয়। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে অপরিচিত : অচেনা জায়গায় পেশাব করতে দেখে, তবে অত্র এলাকার কোন মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে এবং বৈবাহিক জীবনে তথায় স্বামী স্ত্রীর মিলন হবে।

কেউ স্বপ্নে বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে পেশাব করতে দেখে, তবে সে ঐ ধরনের কিছু দান খয়রাত করবে, যার ফলাফল তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কুয়ায় পেশাব করতে দেখে, তবে সে হালাল কামাই হতে খরচ করবে।

রক্ত পেশাব সম্পর্কে স্বপ্ন দেখা

কেউ স্বপ্নে বলেন, উক্ত স্বপ্নদ্রষ্টার স্ত্রী যদি গর্ভবতী থাকে, তবে তার অকাল গর্ভপাত হবে। যদি দেখে যে, পেশাব তার পুরুষাঙ্গ (ছিদ্র) জ্বালিয়ে ফেলতেছে বা (পেশাবের সময়ে) খুব ব্যথা হতেছে, তবে সে তার অজ্ঞাতসারে কোন মোহরেম অথবা তালাকপ্রাপ্তা মহিলার সাথে যৌন মিলনে লিপ্ত হচ্ছে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে জাফরান পেশাব করতে দেখে, তবে আজন্ম রোগা ছেলে জন্মগ্রহণ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে রক্ত পেশাব করতে দেখে, তবে সে হায়েজ বা ঋতুকালীন সময়ে স্ত্রী সহবাস করবে।

বর্ণিত আছে, একজন লোক ইমাম ইবনে সীরিন (রহ:)-এর নিকট এসে বলল, স্বপ্নে আমি রক্ত পেশাব করতে দেখেছি। তিনি বলেন, সাবধান! আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর, তুমি ঋতু অবস্থায় স্ত্রী সহবাস কর। লোকটি বলল, হাঁ, সত্যই বলেছেন।

স্বপ্নে পাখী পেশাব করতে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে আপন নাকে পেশাব করতে দেখে, তবে সে কোন মুহরেম মহিলার সাথে যেনা করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দুধ দোহনের স্থানে পেশাব করতে দেখে, তবে সে এমন কোন স্থানে সম্পদ ব্যয় করবে, যাহা প্রশংসীয় নয়।

ইমাম ইবনে সীরিনের (রহ:) নিকট একজন লোক এসে বলল, স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, আমার পরিবারের কোন একজন মহিলার দু' স্তনের মাঝে একটি দুধের পাত্র রয়েছে। যখনই আমি দুধ পান করার জন্য তার মুখের কাছে উঠিয়ে ধরেছি, তখই তাড়াতাড়ি তার পেশাবের বেগ হয়েছে। অতএব আমি দুধের পাত্রটি রেখে দিয়েছে এবং সে পেশাব করতে চলে গিয়েছে এবং পেশাব করছে। ইমাম ইবনে সীরিন (রহ:) বলেন, মহিলাটি একজন সতী স্বাধী মুসলিম মহিলা। সে তার সহজাত স্বভাবের উপর অটল রয়েছে, তার পুরুষ বা স্বামীর প্রয়োজন আছে। সে তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। সাবধান! আল্লাহ তাআলাকে ভয়

কর, এবং তাড়াতাড়ি তার বিবাহের ব্যবস্থা কর। ফলাফল তাই হইল, যাহা তিনি বলিয়াছিলেন।

ইদ্রীসের পিতা হাছান স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি পেশাব করিয়াছেন এবং তা হতে এত ধোঁয়া বাহির হইয়াছে যে, সমস্ত আকাশ ঢেকে গিয়েছে। বাবক মুআব্বেরের নিকট ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তোমার পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ না করা পর্যন্ত এবং তা আমার দিকে সম্বোধিত না করা পর্যন্ত আমি তোমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিব না। তিনি এটার ওয়াদা করলেন উত্তরে বাবক্ বলেন, তোমার একটি পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করবে এবং ভবিষ্যতে সমস্ত মহাদেশের বাদশাহ হবে। ইরদশী যখন জন্মগ্রহণ করল, তখন ওয়াদা পূরণার্থে স্বপ্নের ব্যাখ্যাদাতা বাবক্ এর দিকে সম্বোধিত করে তার নাম ইরদশীর বাবক রাখা হল। এজন্যই লোকে তাকে ইরদশীর বাবক বলে ডাকতে লাগল অথচ তার পিতার নাম ছিল সাসান।

একজন লোক স্বপ্নে দেখল যে, সে বাজারের কোন মাহফিল বা সম্মেলন স্থলে পেশাব করছে, ফলত: সে বাজারের পর্যবেক্ষক বা দারোয়ান নিযুক্ত হল।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে পাখী পেশাব করতে দেখে, তবে ভাল মন্দের দিক দিয়া উক্ত পাখীর স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সন্তান জন্মগ্রহণ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দাঁড়াইয়া পেশাব করতে দেখে, তবে সে মুর্খতা বা অজ্ঞতাবশত: সম্পদ খরচ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজ জামা কাপড়ে পেশাব করতে দেখে, তবে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। আর যদি বিবাহ না করিয়া থাকে, তবে সে বিবাহ করবে। কেউ স্বপ্নে বলেন, যেদি সৎ হয়, তবে যেনা করবে এবং অশ্লীল কাজে লিপ্ত হবে।

স্বপ্নে মনী বা বীর্য পেশাব করতে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে স্বপ্নে স্ত্রীর মনী দ্বারা লেপ্টিয়ে গিয়েছে দেখে, তবে সে স্ত্রী হতে (অর্থের দিক দিয়া) উপকৃত হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে স্বপ্নে স্ত্রীলিংগ হতে দূসর বা হলুদ রংগের পানি বের হতে দেখে, তবে এটা চির রোগা পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণের ইংগিত বহন করে।

আর যদি লাল রংয়ের পানি বের হতে দেখে, তবে অল্প আয়ুওয়ালা সন্তান জন্মগ্রহণের ইংগিত করে।

আর কাল রংয়ের পানি বের হতে দেখলে, পরিবারের সরদারী করতে পারে, এমন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে।

বীর্য বা শুক্র বিন্দু স্বপ্নে দেখা, স্থায়ী এবং অধিক সম্পদ বুঝায়। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার বীর্য প্রবাহিত হতে দেখে, তবে তার জন্য গুপ্তসম্পদ প্রকাশ পাইবে। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে স্ত্রীকে বীর্য দ্বারা মাখাইয়া ফেলতে দেখে, তবে সে স্ত্রীকে কাপড় চোপড় অলংকারাদি প্রদান করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে অন্যের মনি বা বীর্য তার নিকট রহিয়াছে দেখে, তবে অন্যের সম্পদ তার নিকট চলিয়া আসিবে। মনীর কলসী দেখা, ধনভাণ্ডার বুঝায়। সুতরাং সম্পদের ভাণ্ডার সে ব্যক্তিই পাবে, ব্যেক্তি মনী বা বীর্যের কলসী পেতে দেখবে।

স্বপ্নে ঋতুবতী হতে দেখা

যদি কোন মহিলা স্বপ্নে তার এস্তেহাজা (ঋতুকালীন সময় উত্তীর্ণের পরবর্তী রক্তস্রাব) হচ্ছে দেখে, তবে সে কোন গুনাহে লিপ্ত রহিয়াছে এবং সেই গুনাহ হতে বাঁচার চেষ্টা করছে কিন্তু তা সম্ভব হচ্ছে না।

মহিলারা যদি স্বপ্নে নিজেদিগকে হায়েজ অবস্থায় দেখে, তবে তাদের দ্বারা কোন বড় গুনাহ হবে; যাতে তারা বিমর্ষতা এবং মলিনতার সম্মুখীন হবে। আর হায়েজ বা ঋতু বন্ধ দেখলে সন্তান জন্মিবে।

যদি কোন পুরুষ নিজেকে ঋতুবতী দেখে, তবে সে কোন বাজারী বা মোহরেমের সাথে যেনা করবে এবং অন্যায় পথে পা বাড়াইবে।

যদি কোন যুবতী মহিলা স্বপ্নে হায়েজ হতে পাক হয়ে গোসল করতে দেখে, তবে সে তওবা করবে এবং আনন্দ লাভ করবে। বিমার হলে রোগমুক্ত হবে। আর যদি কোন মহিলা হায়েজ হতে নিরাশের সময়ে পৌঁছেও (৫৫ বৎসরের ঊর্ধ্ব বয়সী) হায়েজ স্বপ্নে দেখে, তবে এটা পুত্রসন্তান বুঝাবে। যেহেতু আল্লাহ্ তাআলা ফরমান : এখানে দাহেকাত শব্দটি হায়েজের অর্থে ব্যবহৃত।" (হুদ, আয়াত ৭১)

মলমূত্র বা পায়খানা স্বপ্নে দেখা

সফরের অবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে স্বপ্নে অধিক মল ত্যাগ করতে দেখে, তবে সে আর সফর করতে পারিবে না। এবং সফরের পথ তার জন্য রুদ্ধ হবে।

মল খেতে, পেতে বা সংরক্ষণ করতে দেখা, লাঞ্ছনার সহিত হারাম সম্পদ বুঝায়। কেউ স্বপ্নে বলেন, তার উপর মহান আল্লাহর গজব নাজিল হবে এবং সে অপমানিত হবে, (সুতরাং বিপদমুক্ত হওয়ার জন্য দান খয়রাত করা উচিত) বা কখনও লোভের বশবর্তী হয়ে এমন কোন কথা বলবে, যার দ্বারা সে লজ্জিত হবে, বা ইলম ও সৎ কাজ হতে বঞ্চিত হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে স্বপ্নে শক্ত জমাট মল ত্যাগ করতে দেখে, তবে নিজের শান্তি-নিরাপত্তা ও আরামের জন্য কিছু সম্পদ ব্যয় করবে। আর যদি তরল বা দাস্ত হতে দেখে, তবে অধিকাংশ সম্পদই ব্যয় করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নির্দিষ্ট-পরিচিত জায়গা মলত্যাগ করতে দেখে, যেমন বাথরুম ইত্যাদি, তবে সে স্বেচ্ছায় কোন নির্দিষ্ট কামনা-বাসনা বা

খাহেশের কাজে (যেখানে নেকী উদ্দেশ্য নয়) সম্পদ ব্যয় করবে। আর যদি কোন অপরিচিত জায়গায় মল ত্যাগ করতে দেখে, তবে সে স্বেচ্ছায় কোন অজানা স্থানে হারাম সম্পদ ব্যয় করবে। যাহাতে সে কোন সওয়াবও পাবে না এবং কোন প্রশংসাও কুড়াতে পারিবে না।

পায়খানা স্বপ্নে দেখা, জুলুম অন্যায়ের জীবিকা বুঝায়। কেউ স্বপ্নে বলেন, এটা আনন্দ ও প্রশস্ততার লক্ষণ।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে স্বপ্নে পায়খানা বা মলত্যাগ করতে দেখে, তবে তার চিন্তা দূর হবে। আর লোকটি যদি সম্পদশালী হয়, তবে সম্পদের যাকাত দিবে বা সম্পদ পবিত্র করবে। কেউ স্বপ্নে বলেন, যে পরিমাণ মল ত্যাগ করবে, সেই পরিমাণ সম্পদ চলিয়া যবে। অথবা এমন কোন কাজ করবে, যার দ্বারা তার ক্ষতি হবে।

পেট হতে নির্গত বস্তু স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে সেলোয়ার পায়জামাতে মলত্যাগ করতে দেখে, তবে সে স্ত্রীর উপর রাগ করবে এবং তার মোহর প্রচুর বৃদ্ধি করবে। আর যদি কোথাও পায়খানা করে মাটি চাপা দিতে দেখে, তবে সে সম্পদ লুকাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজের উপরেই নিজের মলত্যাগ করতে দেখে, তবে সে কোন গুনাহ বা অন্যায়ে লিপ্ত হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে স্বপ্নে বিছানায় মল ত্যাগ করতে দেখে, তবে দীর্ঘ মেয়াদী বিমারে লিপ্ত হবে। কেননা জাগ্রত অবস্থায় বিছানায় ঐ ব্যক্তিই মলত্যাগ করে, যে ব্যক্তি বাইরে যেতে অক্ষম। কখনও উক্ত স্বপ্ন স্বামীর পক্ষ হতে স্ত্রীকে বিচ্ছেদ করার (তালাক দেয়ার) প্রতিও ইংগিত করে।

কেউ স্বপ্নে বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মলমূত্র বা বাহ্য মিশ্রিত রুটি খেতে দেখে, তবে এই ইংগিত করে যে, জাগ্রত বা বাস্তবে সে মধু মিশ্রিত রুটি খাবে। কেউ স্বপ্নে বলেন, সে সুন্নতের বিরোধিতা করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে স্বপ্নে পায়খানার বেগ ছাড়াই মলত্যাগ করতে এবং

নিজের হাতে তা উঠাতে দেখে, তবে মলের পরিমাণ হিসেবে হারাম স্বর্ণ মুদ্রার থলি পাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে জনবহুল বাজারে বা গোসলখানায় বা মাহফিলে বা লোক সমাগমস্থলে মলত্যাগ করতে দেখে, তবে এটা তার প্রতি আল্লাহ তাআলা ও ফেরেশতাদের লানতের ইংগিত করে। এবং সে বড় ধরনের ক্ষতি ও লজ্জার সম্মুখীন হবে এবং লোকে যা কিছু লুকিয়ে রেখেছিল, তা প্রকাশের ইংগিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে আবর্জনার স্তূপে, বা নদ-নদী বা সাগরের কিনারায়, অথবা এমন জায়গায়, যেখানে মল ত্যাগ করাকে মানুষ খারাপ মনে করে না, মলত্যাগ করতে দেখে, তবে এটা দু:খকষ্ট এবং চিন্তা ফিকির দূর হওয়া এবং মঙ্গল লাভের ইংগিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, কোন পরিচিত লোক তার দিকে (শুকনা) মল নিক্ষেপ করছে, তবে উভয়ের মধ্যে চিন্তা ফিকিরের পার্থক্য এবং পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা দেখা দিবে। এবং জুলুমের সূচনা নিক্ষেপকারীর পক্ষ হতেই দেখা দিবে। এবং বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি দেখা দিবে।

মানুষের মলমূত্র অধিক দেখা, এরও বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া এবং নিষ্কর্ম ও কাজে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ইংগিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে অস্বাভাবিক ভাবে রক্ত, পোকা, কীড়া, উকুন, বমি ইত্যাদির মলত্যাগ করতে দেখে, তবে যে পরিমাণ মলত্যাগ করবে, সেই পরিমাণ সম্পদ বা বংশের লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। আর যদি রক্ত মল ত্যাগ করতে এবং তার দ্বারা শরীর রঞ্জিত হতে দেখে, তবে সে পরিমাণ রঞ্জিত হবে, সে পরিমান সম্পদ লাভ করবে।

স্বপ্নে মানুষের পেট হতে কোন কিছু বের হতে দেখা, বা জীব জানোয়ারের পেট হতে গোবর ইত্যাদি বের হতে দেখা, সম্পদ বুঝায়। তবে উক্ত সম্পদ হালাল-হারাম হওয়া, নির্গত বস্তুর পাকী-নাপাকী, এবং তার গন্ধ ও নোংরামীর উপর নির্ভরশীল হবে।

মলমূত্র যদি এত অধিক পরিমাণ দেখে যে, তা কাদা-বৃষ্টি বা বন্যার রূপধারণ করেছে, তবে এটা বাদশার পক্ষ হতে ভয়ভীতি ও চিন্তার কারণ হবে।

স্বপ্নে বসন্ত রোগ হতে দেখা

উভয় পায়ে কম্পন দেখলে, সম্পদের সংকীর্ণতা ও জটিলতা বুঝায়। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে বিষপান করতে দেখে, আর এতে শরীর ফুলে ফেটে পুঁজ বের

হতে দেখে, তবে যে পরিমাণ ফুলা ও পুঁজ দেখবে, সে পরিমাণ সম্পদ লাভ করবে। আর যদি পুঁজি না দেখে, তবে চিন্তা ফিকির ও দু:খ কষ্ট ভোগ করবে।

শরীরে ফুসকা পড়তে দেখা, আনন্দের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক সম্পদ লাভ করা বুঝায়।

প্লেগ বা মহামারী দেখা, যুদ্ধ বিগ্রহের ইংগিত করে। যুদ্ধ বিগ্রহ দেখা, প্লেগ বা মহামারী বুঝায়।

ঘুমের মধ্যে চমকে উঠতে দেখা, বা ভীত সন্ত্রস্ত হওয়া, এটা কোন শুভ লক্ষণ নয়। বেহুঁশ হতে দেখা, এটা কোন মঙ্গলজনক বা প্রশংসনীয় নয়।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজেকে অসুস্থ এবং মৃত্যুর নিকটবর্তী হতে ও মৃত্যুবরণ করতে এবং তার স্ত্রীর অন্যত্র বিবাহ হতে দেখে, তবে সে কুফরীর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে স্ত্রীকে অসুস্থ দেখে, তবে তার স্ত্রীর দ্বীন ধর্ম উত্তম হবে।

অসুস্থ বা রোগী ব্যক্তির জন্য উট, গাধা, মহিষ বা শুকরের উপর সওয়ার হতে দেখা, বা নিজের শরীর চর্বি বা তৈলের দ্বারা তৈলাক্ত দেখা, কোন ভাল লক্ষণ নয়।

তবে দূর হতে যদি গরু-বকরী দেখে, বা নিজেকে খুব মোট-লম্বা বা চওড়া দেখে, বা গোসল করতে দেখে, তবে এটা তার জন্য ভাল লক্ষণ এবং এর প্রতিটিই রোগীর জন্য রোগমুক্তি, শান্তি ও নিরাপত্তা বুঝায়।

রোগীর যদি (মিষ্টি) পানি পান করতে, বা রাজমুকুট পরতে বা পাহাড়ের চূড়ায় বা ফলবতী গাছে চড়তে দেখে, তবে এগুলোও রোগমুক্তি বুঝাবে।

রোগের কারণে যদি নিজের কোন ক্ষতি বা অঙ্গহানী দেখে, তবে এটা দ্বীনের কর্মী বুঝাবে। কহে বলেন, রোগীকে স্বপ্নে দেখা, বিপদগ্রস্তের জন্য সম্পদ লাভ এবং আনন্দ ও প্রশস্ততা বুঝায়।

আর ধনীদের জন্য রোগী স্বপ্নে দেখা, পরমুখাপেক্ষীতার ইংগিত করে। তালবাহানা বা বিঘ্ন সৃষ্টিকারীর পক্ষ হতে সফরে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষতি বা হানী দেখে, তবে এটা তার সম্পদ বা নিয়ামতের ক্ষতি বুঝাবে।

সম্পদের প্রাচুর্য ও আধিক্য বুঝায়। হাম, জলবসন্ত, ফোঁড়া দেখা, বাদমার নিকট হতে চিন্তাফিকির সহ সম্পদ অর্জন করা এবং তা নষ্ট হবার আংশকা বুঝায়।

ফোঁড়া দেখা : যে পরিমাণ তাতে পুঁজ দেখবে, সে পরিমাণ সম্পদ বুঝাবে। মাথার কম্পন দেখলে, সর্দার, রাষ্ট্র প্রধান বা বসের পক্ষ হতে জটিলতা দেখা দিবে।

রানের কম্পন দেখলে, পিতৃ সম্পর্কীয় আত্মীয় স্বজন হতে জটিলতা দেখা দিবে। উভয় পেণ্ডুলীতে (হাঁটু হতে টাখনু পর্যন্ত) কম্পন দেখলে, কঠিন ও কষ্টময় জীবন বুঝায়।

স্বপ্নে ফুলে যেতে দেখা

স্বপ্নে ফুলে যেতে দেখা এটা সম্পদ লাভ, বিদ্যা অর্জন, বা ভাল অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করে। কেউ স্বপ্নে বলেন, এটা বাদশার পক্ষ হতে বন্দী বা কষ্টের ইংগিত করে।

স্বপ্নে নিজেকে দুর্বল ও কৃশকায় দেখা, সম্পদের ক্ষতি এবং খারাপ অবস্থা বুঝায়। বদহজমী দেখা, এটা সুদ ঘুষ খাওয়া বুঝায়।

স্বপ্নে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হতে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নামাযরত অবস্থায় নিজেকে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত দেখে, তবে এটা কুরআন পাঠ ভুলে যাওয়ার ইঙ্গিত কলে।

বর্ণিত আছে, একজন লোক ইমাম ইবনে সীরিনের (রহ:) নিকট এসে বলল, স্বপ্নে আমি নিজেকে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত দেখেছি। উত্তরে তিনি বললেন, তোমার উপর অশ্লীল ও খারাপ কাজের অপবাদ দেয়া হবে, অথচ তুমি উহা হতে মুক্ত।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজেকে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত দেখে, তবে আল্লাহ তাআলার উপর অপবাদ রটানো এবং দু:সাহস দেখানোর জন্য তার সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার শরীরে অত্যধিক কুষ্ঠ রোগের প্রকাশ ঘটতে এবং শরীর ফুলে যেতে দেখে, তবে এটা স্থায়ী সম্পদ বুঝাবে। কেউ স্বপ্নে বলেন এটা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কাপড় বুঝাবে।

স্বপ্নে বিবিধ রোগ হতে দেখা

শুষ্কজনিত কোন রোগব্যাধি দেখা, এই ইংগিত করে যে, সে আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টির কাজে সম্পদের অপব্যয় করেছে এবং মানুষের নিকট হতে ঋণ নিয়া তা পরিশোধ না করে বরং তা অপব্যয় করেছে। যার কারণে তার উপর শাস্তি ও ধড়পাকড় শুরু হবে।

আর্দ্রতা বা স্যাঁতস্যাঁতেজনিত কোন রোগব্যাধি দেখা, কাজে অকর্মন্য ও জটিলতার প্রতি ইংগিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে ঠাণ্ডাজনিত কোন রোগব্যাধি দেখে, তবে সে আল্লাহ তাআলার (হক্ব) ফরজ বা ওয়াজিব সম্পর্কে শিথিলতা করছে। যার কারণে তার উপর আল্লাহ তাআলার শাস্তি নাযিল হবে।

গরমজনিত কোন রোগব্যাধি দেখা, বাদশার পক্ষ হতে চিন্তা-ফিকির বুঝায়।

স্বপ্নে পাগলামী করতে দেখা

স্বপ্নদ্রষ্টা যে পরিমাণ পাগলামী দেখবে, সে পরিমাণ সম্পদ লাভ করবে। তবে খারাপ সঙ্গী সাথীদিগকে নিয়ে অন্যায়ভাবে এর অপব্যয় করবে।

কেউ বলেন, পাগলামী দেখলে উত্তরাধিকার সূত্রে কাপড়-চোপড়, পোশাক আশাক লাভ করবে।

কেউ স্বপ্নে বলেন, যদি সে রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্য হয়, তবে রাজত্ব লাভ করবে। বাচ্চার পাগলামী দেখা, ছেলের কারণে পিতার ধনী হওয়া বুঝায়।

স্বপ্নে মাথার রোগব্যাধি হতে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন (টেকু) টাকপড়া মহিলা দেখে, তবে তার কোন কাজে ফিতনা ফাসাদের সম্ভাবনা রহিয়াছে। কেউ স্বপ্নে বলেন, এটা দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টির বৎসর বুঝায়।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজেকে আজলাহ্ বা মাথার দুই দিকে টাক পড়া দেখে, তবে তার রঈস বা বসের কিছু মূলধন নষ্ট হবে। এবং বাদশার পক্ষ হতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

কেউ স্বপ্নে বলেন, উক্ত স্বপ্নদ্রষ্টা যদি ঋণী হয়, তবে সে তার ঋণ আদায় করতে পারবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজেকে টেকু (টাকপড়া) মাথা দেখে, তবে সে তার রঈস বা বসের সম্পদ তালাশ করবে কিন্তু এর দ্বারা সে কোন উপকৃত হতে পারবে না। বরং তার দু:খ কষ্ট আরও বেড়ে যাবে।

কানপট্টির (কান ও মাথার মধ্যবর্তী স্থান) ব্যথা বা কষ্ট দেখা, সম্পদের জন্য বিপদ (সংকেত) বুঝায়।

কপালে ব্যাধি দেখা, মানসম্মান ও আত্মমর্যাদার ত্রুটি বুঝায়।

এর ফলাফল রঈস বা সর্দার-প্রধানের উপর বর্তাবে।

কেউ স্বপ্নে বলেন, মাথা ব্যথা দেখলে এমন গুনাহ বুঝায়, যা হতে তওবা করা অত্যাবশ্যক এবং নেক আমল করা জরুরী। যেহেতু আল্লাহ বলেন : "আর তোমাদের মধ্যে যারা বিমার বা অসুস্থ অথবা মাথায় কোন কষ্ট থাকে, তবে তার পরিবর্তে রোযা রাখবে বা দান খয়রাত করবে বা কুরবানী দিবে।"

(সূরা : বাকারা, আয়াত : ১৯৬)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে স্বপ্নে মাথার চুল ঝরতে বা মাথায় টাক পড়তে দেখে, তবে তার সম্পদ চলে যাওয়া এবং মানুষের নিকট মানসম্মান ও আত্মমর্যাদা নষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে।

নাক, কান ও চোখ সম্পর্কীয় স্বপ্ন

যদি দেখে যে, সে কোন ব্যক্তির কান সমূলে কেটে ফেলেছে, তবে সে তার স্ত্রী বা ছেলের সাথে খিয়ানত করবে। এবং এই ইঙ্গিতও করে যে, তার ধনসম্পদ হাতছাড়া হবে।

কেউ স্বপ্নে বলেন, যদি দেখে যে তার কান দুটি কেটে দেয়া হয়েছে, আর তার স্ত্রী যদি গর্ভবতী থাকে, তবে সে মারা যাবে। আর যদি তার স্ত্রী না থাকে, তবে তার পরিবারের কোন মহিলা মারা যাবে।

চোখ ফোড়া ও নাক কাটা দেখা, এই ইঙ্গিত করে যে, চোখ ছিদ্রকারী বা কান কর্তনকারী : কর্তিত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করবে এবং অতীত কৃতকর্মের জন্য তারা আক্রান্ত ব্যক্তির সম্প্রদায়কে ভর্তুকী বা বদলা দিবে। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন : "কানের বিনিময়ে কান এবং নাকের বিনিময়ে নাক।"

যদি দেখে যে, কোন অপরিচিত বৃদ্ধলোক তার দুইটি কান কাটিয়া ফেলেছে, তবে সে দুটি রক্তপন লাভ করবে।

স্বপ্নে চোখ উঠা বা চোখের পীড়া হতে দেখা

কেউ স্বপ্নে বলেন, চোখের ব্যাধি বা ময়লা দেখা, ছেলের পক্ষ হতে চিন্তা ফিকিরের সম্ভাবনা রয়েছে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার চোখের চিকিৎসা করতে দেখে, তবে এটা তার দ্বীনের ইসলাহ এবং উন্নতি বুঝাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে চোখের উন্নতির উদ্দেশ্যে চোখে সুরমা দিতে দেখে, তবে এটা তার দ্বীনের উন্নতি ও দ্বীনের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ বুঝাবে।

যদি কোন ব্যক্তি সৌন্দর্যের মানসে (উদ্দেশ্যে) চোখে সুরমা দিতে দেখে,

তবে সে ধর্মীয় ব্যাপারে এমন কোন কাজ করবে, যার দ্বারা তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে সুরমা দিতে দেখে, তবে সম্পদ লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার চেখের দৃষ্টিশক্তি মানুষ যা ধারণা করে, তার চেয়ে কম দেখে, আর সে যদি তার এই দুর্বলতা অনুভব করতে পেরে থাকে, তবে তার ধর্মীয় গোপন দিক তার বাহ্যিক দিকের চেয়ে ভিন্নরূপ এবং নিম্নপর্যায়ের হবে।

আর যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার দৃষ্টিশক্তি মানুষ যা ধারণা করে তার চেয়ে প্রখর ও তেজী মনে করে তবে তার (ধর্মীয়) গোপন দিক বাহ্যিক দিকের চেয়ে উত্তম হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার শরীরে অনেক চক্ষু দেখে, তবে এটা তার ধর্মীয় উন্নতি বুঝাবে। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার দিলের চক্ষু দিয়া দেখে, তবে ধর্মীয় দিক দিয়ে সে অত্যন্ত সৎ ও যেগ্য হবে।

কেউ স্বপ্নে বলেন, চোখের ভালমন্দ দেখার ফলাফল ও ঐ সমস্ত জিনিসের সাথে সম্পর্ক রাখে, যেগুলির দ্বারা মানুষের চোখ জুড়ায় এবং মন শান্তি পায়, যেমন ধনসম্পদ, সন্তান-সন্তুতি, বিদ্যা-বুদ্ধি, ব্যবসা-বাণিজ্য, স্বাস্থ্য ইত্যাদি।

চোখের পীড়া হিসেবে : স্বপ্নদ্রষ্টার ধর্মবিমুখীতা এবং ধর্ম সম্পর্কে ফিতনা ফাসাদে পতিত হওয়ার ইঙ্গিত করে। কেননা এটা তার দিলের অন্ধকারের প্রতিও ইঙ্গিত করে। যেহেতু আল্লাহ তাআলা ফরমান. "এটা তার চোখের অন্ধকার নয় বরং এটা তার দিলের চোখের অন্ধকার।"

কেউ স্বপ্নে বলেন, চোখের চোখের পীড়া বা চোখ উঠিতে দেখা, এই ইঙ্গিত করে যে, লোকটি অচিরেই ধনী হবে। চোখের ময়লা যদি কিছুতেই কমতে না দেখে, তবে তার ধর্ম সঙক্রান্ত ব্যাপারে এমন কোন অভিযোগ করা হবে, যা হতে সে মুক্ত। আর এজন্য সে আল্লাহ তাআলার নিকট সওয়াব ও পুরস্কার লাভ করবে।

স্বপ্নে কানা বা এক চোখ অন্ধ হতে দেখা

যখন কেউ স্বপ্নে চক্ষু নষ্ট বা অন্ধ হতে দেখবে, তখন তার নিয়ামত চলে যাবে। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার চোখ দুটি ফুড়িয়া দেয়া হয়েছে দেখে, তবে তার ঐ জিনিসটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যার দ্বারা তার চোখ জুড়াইত এবং মন শান্ত হত।

চোখ অন্ধ দেখা, এটা ধর্মের দিক দিয়া গুমরাহী এবং কোন আত্মীয়ের দিক হতে সম্পদ লাভের ইঙ্গিত করে।

কেউ স্বপ্নে বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজেকে অন্ধ দেখে, আর সে যদি গরীব হয়, তবে ধনসম্পদ লাভ করবে। আর অন্ধত্ব কখনও কুরআন ভুলে যাওয়ার প্রতিও ইঙ্গিত করে।

যদি দেখে যে, কেউ স্বপ্নে তাকে অন্ধ করে দিয়েছে; তবে সে তাকে তার সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করাবে এবং তার পদস্খলন ঘটাবে।

অমুসলিম বা কাফেরের অন্ধ দেখা, চিন্তা ফিকিরে পতিত হওয়া বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ইঙ্গিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজেকে অন্ধ এবং নতুন কাপড়ে মুড়ানো বা লেপ্টানো দেখে, তবে সে মৃত্যুবরণ করে।

যদি কোন অন্ধ লোক দেখে যে, কেউ স্বপ্নে তার চিকিৎসা করছে আর সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছে, তবে সে তাকে ঐ দিকে পথ দেখাবে, যাতে তার ফায়দা বা উপকার রয়েছে। এবং সে তাকে অন্যায় হতে তওবা করার জন্য উৎসাহিত করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে চোখের কাল পুতলীর মধ্যে সাদা দেখে, তবে দু:খকষ্ট এবং চিন্তাফিকিরে পতিত হওয়ার ইঙ্গিত করে।

বর্ণিত আছে, একজন লোক ইমাম জাফর সাদেক (রহ:) এর নিকট এসে বলল, আমি স্বপ্নে দেখেছি যেন আমার চোখে সাদা দাগ রয়েছে। উত্তরে তিনি বললেন, তোমার সম্পদের ক্ষতি হবে এবং যে আশা করেছে, তা নিরাশায় পরিণত হবে।

যদি কাহারও কোন আত্মীয় স্বজন বিদেশে থাকে এবং সে তাকে বিদেশ হতে আসতে দেখে এবং নিজেকে অন্ধ দেখে, তবে স্বপ্নদ্রষ্টা মারা যাবে। কেননা তার স্বপ্ন এই ইঙ্গিত করে যে, আগমনকারী তার জিয়ারতের জন্যই আগমন করছে।

কেউ বলেন, চোখ সাদা বা যে কোন ধরনের ছানী (পর্দা) দেখা, এই ইঙ্গিত করে যে, সে ভীষণ চিন্তায় পতিত হবে এবং ধৈর্যধারণ করবে। হযরত ইয়াকুব (আ:) এর ঘটনা হতে এই ইঙ্গিত মিলে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার দু' চোখে কাল পানি নেমে আসতে দেখে, যার কারণে সে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, তবে এটা তার নির্লজ্জর প্রতি ইঙ্গিত করে, কেননা চোখ-ই মানুষের লজ্জার কেন্দ্রবিন্দু।

মুখের কোন রোগব্যাধি যেমন ব্রন, কাল দাগ, মুখফাটা ইত্যাদি দেখা, লজ্জা শরম কম বুঝায়। আর চেহারা ভাল এবং সুন্দর দেখা, পূর্ণ লজ্জা-শরম বুঝায়।

যদি কোন ভদ্র-সৎ লোক স্বপ্নে নিজেকে কানা বা অন্ধ দেখে, তবে সে একজন মোমেন হবে এবং তার সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি স্বপ্নদ্রষ্টা ফাসেক বা পাপী হয়, তবে তার অর্ধেক দ্বীন নষ্ট হবে। অথবা বড় ধরনের কোন গুনাহ করবে, অথবা কোন চিন্তায় পতিত হবে, অথবা রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছবে।

কখনও বা সে শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, বা তার কোন একটি হাত আক্রান্ত হবে, বা তার ছেলে, স্ত্রী, ভাই, শরীক, পার্টনার ক্ষতিগ্রস্ত হবে, বা নিয়ামত হাত ছাড়া হবে।

নাক সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

কেউ বলেন, নাক কর্তিত দেখা, অপমান ও লাঞ্ছনার প্রতি ইঙ্গিত করে, কেননা চেহারা হতে যখন নাক কেটে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়, তবে এটা খারাপ ও অশুভ দেখায়।

ব্যবসায়ী যদি স্বপ্নে দেখে যে, তা নাক কেটে দেয়া হয়েছে, তবে সে ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, কোন লোক তার নাক কেটে দিয়েছে, তবে সে তার সাথে এমন ধরনের কথাবার্তা বলবে, যার দ্বারা সে তাকে অপমাণিত করবে।

কেউ বলেন, মূর হতে নাক কেটে দিতে দেখে, কর্তিত ব্যক্তির মৃত্যুর ইঙ্গিত করে। কেউ বলেন, নাক কর্তিত ব্যক্তির স্ত্রী যদি গর্ভবতী থাকে, তবে এটা তার মৃত্যুর প্রতি ইঙ্গিত করে।

জিহ্বা সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার জিহ্বার কিনারা কাটা দেখে, তবে সে তর্কবিতর্কের (আরগুমেন্টের) সময় যুক্তি উপস্থাপন করতে অক্ষম হবে।

আর যদি সে সাক্ষীদের একজন হয়, তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না, বা তাকে বিশ্বাস করা হবে না।

কেউ বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার জিহ্বা কাটা দেখে, তবে সে অত্যন্ত ধৈর্যশীর হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপে দেখে যে, তার স্ত্রী তার জিহ্বা কাটিয়া দিয়াছে, তবে সে তার স্ত্রীর প্রতি নম্র ও অনুগ্রহ পরায়ণ হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার স্ত্রীর জিহ্বা কাটা দেখে, তবে এটা তার সতীত্ব এবং পর্দার প্রতি ইঙ্গিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন ফকীর দরিদ্র লোকের জিহ্বা কাটতে দেখে, তবে সে কোন নির্বোধ বোকা লোককে কোন কিছু দান করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার জিহ্বা তালুর সাথে আটকিয়ে যেতে দেখে, তবে তার উপর মানুষের যে ঋণ আছে, বা তার নিকট মানুষের যে আমানত আছে, তা অস্বীকার করবে।

মুখ বোবা দেখা, ধর্ম বিনষ্ট, মিথ্যা অপবাদ, সাহাবাগণকে গালি দেয়া ও মন্দচারীবলা এবং ভদ্রও সম্মানী ব্যক্তিদের গীবত করার প্রতি ইঙ্গিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার জিহ্বায় গিরা লাগতে বা নিজেক তোতলা দেখে, তবে সে পাণ্ডিত্য ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করবে, শুদ্ধভাষায় কথা বলতে পরবে।

যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন : (হযরত মূসা আ: বলেন) হে রব! আমার জিহ্বার গিরা খুলে দিন, যেন মানুষ আমার কথা বুঝতে পারে।" এবং নেতৃত্ব লাভ করবে আর শত্রুদের উপর বিজয়ী হবে। এটা মানুষের মনের ভাব প্রকাশক এবং তার যুক্তি-তর্ক বা দলীল-প্রমাণাদির উপস্থাপক।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার জিহ্বা ফেটে যেতে দেখে, যার কারণে সে কথাবার্তা বলতে পারছে না, তবে সে এমন ধরনের কথাবার্তা বলবে, যা তার নিজের জন্যই বোঝা হবে। এবং সে পরিমাণ ফাটল দেখবে, সে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

উক্ত স্বপ্ন এই ইঙ্গিতও করে যে, সে একজন মিথ্যুক হবে। আর যদি সে ব্যবসায়ী হয়, তবে ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে, আর যদি প্রশাসক হয়, তবে তার পদচ্যুতি ঘটবে।

ঠোঁট সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার উভয় ঠোঁট কাটা দেখে, তবে সে একজন ঠাট্টা বিদ্রূপকারী ও পরোক্ষ নিন্দাকারী হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার উপরের ঠোঁট কাটা দেখে, তবে যারা তাকে কাজে কর্মে সাহায্য করত, তারা কেটে পড়বে বা সরে পড়বে।

মুখের দুর্গন্ধ সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে অন্যের মুখের দুর্গন্ধ পেতে দেখে, তবে সে তার পক্ষ হতে খারাপ কথা শুনবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে সদা সর্বদা মুখ দুর্গন্ধময় দেখে, তবে সে অত্যধিক অশ্লীল কথাবার্তা বলবে এবং সীমা অতিক্রম করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার মুখে দুর্গন্ধ দেখে, তবে সে নিজের কথায় নিজের প্রশংসা করবে, কিন্তু লোকেরা তা অস্বীকার করবে। যার দরুন সে কষ্টে ও বিপদে পড়বে।

কণ্ঠ বা গলা সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কাশতে দেখে, তবে সে বাদশার সাথে সম্পর্কযুক্ত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে।

যদি দেখে যে, কাশতে কাশতে দম বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তবে সে মৃত্যুবরণ করবে।

কেউ স্বপ্নে বলেন, কাশি দেখা এ ইঙ্গিত করে যে, সে কারোও বিরুদ্ধে অভিযোগ করার সংকল্প করেছে। কিন্তু অভিযোগ করতে পারে নাই।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, তার গলা হতে চুল বা সুতা বের হচ্ছে, আর যতই টানছে, ততই তা লম্বা হচ্ছে, কিন্তু পূর্ণ বের হচ্ছে না বা ছিঁড়ছে না, তবে সে তার রঈস বা মুআক্কেলের পক্ষে দীর্ঘ দলীল প্রমাণাদি এবং যুক্তিতর্ক পেশ করবে।

আর যদি সে ব্যবসায়ী হয়, তবে তার বাজার জাঁকিয়া উঠবে বা ব্যবসা বাণিজ্যে প্রাচুর্য দেখা দিবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, তার গলা টিপে শ্বাস রুদ্ধ করা হচ্ছে, তবে তাকে আমানত গ্রহণ করতে বা দায়িত্বভার গ্রহণ করতে বাধ্য করা হবে। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় মারা যেতে দেখে, তবে সে দরিদ্রে হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হয়েছে, তবে দরিদ্রের পর পুনরায় ধনী হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, সে নিজেই তার শ্বাস রুদ্ধ করছে বা আত্মহত্যা করছে, তবে সে নিজেকে চিন্তা ফিকির এবং পেরেশানীতে ফেলবে।

দাঁত বা চোয়ালের ব্যথা সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে চোয়ালে বা অন্য কোন দাঁতে ব্যথা দেখে, তবে তার কোন আত্মীয় স্বজনের (যা ইতিপূর্বে দাঁতের ব্যাখ্যার ফলাফলে বর্ণনা করা হয়েছে) পক্ষ হতে মন্দচার ও খারাপ কোন কিছু শুনবে। এবং দাঁতে যেরূপ ব্যথা অনুভব হয়েছিল, তার সাথে সেইরূপ কঠোর ব্যবহার করা হবে।

ঘাড়ের ব্যথা সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

ঘাড়ের ব্যথা দেখা, এই ইঙ্গিত করে যে, স্বপ্নদ্রষ্টা পারিবারিক বা সমাজ জীবনে খারাপ ব্যবহার করে। যার কারণে বাদ প্রতিবাদ বা অভিযোগের সৃষ্টি হয়েছে। কখনও এই ইঙ্গিত করে যে, স্বপ্নদ্রষ্টা তার নিকট রক্ষিত আমানতের খিয়ানত করেছে। যার কারণে তার উপর মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে আজাব পতিত হয়েছে।

বাহু বা কাঁধের ব্যথা স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন মুসলমানের সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) করতে এবং লোকটিকে তার হাত সরিয়ে নিতে দেখে, তবে সে তার কাছে কোন কিছু আমানত রাখবে। আর লোকটি তা ফেরত দেবে না।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার ডান হাতটি সর্বাবস্থায় কাটা রয়েছে দেখে, তবে সে অধিক হলফ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার ডান হাতটি কেটে তার সম্মুখে রেখে দিতে দেখে তবে সে (পরিশ্রমে) সম্পদ অর্জন করবে।

বাহু বা কাঁদের ব্যথা দেখা, এটা পরিশ্রম এবং জীবিকা অর্জনে মন্দের দিক বা অশুভ লক্ষণ বুঝায়। হাতে ব্যথা ভাইদের বিপদ ও কষ্টের প্রতি ইঙ্গিত করে।

যদি কেউ স্বপ্নে দেখে যে, তার দুটি হাত-ই নেই, তবে সে এমন কিছু আশা-আকাংখা করছে, যা সে অর্জন করতে পারবে না।

হাতের ক্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

যদি কেউ স্বপ্নে দেখে যে, কোন প্রশাসক তার প্রজাদের হাত-পা কেটে দিয়েছে, তবে সে তাদের সম্পদ কেড়ে নিবে এবং তাদের জীবিকা ও কামাই-রোজগারের পথ নষ্ট করে দিবে।

ইমাম ইবনে শিরীন (রহ:) এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হল যে, একজন লোক স্বপ্নে দেখেছে যে, তার হাত কেটে দেয়া হয়েছে। উত্তরে তিনি বললেন, লোকটি একটি কাজ ছেড়ে অন্য একটি কাজ শুরু করে। ফলাফল তাই হল যে, সে একজন কাঠ মিস্ত্রি ছিল। এটা ছেড়ে অন্য আর একটি কাজ ধরেছিল।

ইমাম ইবনে শিরীন (রহ:) এর নিকট একজন লোক এসে বলল, স্বপ্নে দেখেছি যে, একজন লোকের হাত-পা কাটা হয়েছে এবং তাকে শুলে চড়ানো হয়েছে। উত্তরে তিনি বললেন যে, যদি তোমার স্বপ্ন সত্য হয়, তবে বর্তমান প্রশাসক পদচ্যুত হবে এবং অন্য আর একজন তার স্থলাভিষিক্ত হবে।

ফলাফল তাই হল যে, ঐ দিন-ই কাতান ইবনে মুদরেক অপসারিত হল এবং আল-জাররাহ ইবনে আবদুল্লাহ তার স্থলাভিষিক্ত হল।

যদি কেউ স্বপ্নে দেখে যে, কোন শাসক তার ডান হাত কেটে দিয়েছে, তবে সে তার নিকট মিথ্যা শপথ করবে। আর যদি বাম হাত কাটতে দেখে, তবে এটা ভাই বা বোনের মৃত্যু অথবা তাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন বা শরীক বা পার্টনারের পৃথক হওয়া বা স্ত্রীর মৃত্যু বুঝাবে।

কখনও হাত কাটা দেখা, ঐ কাজ পরিত্যাগ করার ইঙ্গিত করে, যার পিছনে সে পড়েছে।

যদি কেউ স্বপ্নে দেখে যে, তার হাত-পাঞ্জা হতে কেটে দেয়া হয়েছে, তবে সে সম্পদ লাভ করবে, আর যদি কেউ স্বপ্নে দেখে যে, তার হাত গিরা হতে কেটে দেয়া হয়েছে, তবে সে বাদশার পক্ষ হতে অত্যাচারিত হবে।

আর যদি বাহু হতে কেটে পৃথক করে দেয়া হয়, তবে তার ভাই থাকলে, ভাই মারা যাবে।

যেহেতু মহান আল্লাহ হযরত মুসা (আ:) কে লক্ষ্য করে বলেন : "আমি তোমার বাহুকে শক্তিশালী করব, তোমার ভাইয়ের মাধ্যমে।"

(সূরা : আল-ক্বাসাস, আয়াত : ৩৫)

আর যদি তার ভাই বা তার স্থালাভিষিক্ত কেউ স্বপ্নে না থাকে, তবে তার সম্পদ কমে যাবে।

হাত খাট স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার হাত ও বাহু খাট দেখে, তবে এই ইঙ্গিত করে যে, সে একজন চোর বা অত্যাচারী বা খিয়ানতকারী হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার হাত ও বাহু (দুইটি) স্বাভাবিক নিয়মের চেয়ে বেশী লম্বা দেখে, তবে সে একজন বাহাদুর, দাতা, কৌশলী ও সাবধানতা অবলম্বনকারী হবে।

আশা পূর্ণ না হওয়া এবং ভাই বন্ধুদের পক্ষ হতে তাকে অপমাণিত করার ইঙ্গিত করে।

ইমাম ইবনে শিরীন (রহ:) কে একজন লোক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, তার ডান হাতটি বাম হাত হতে অনেক লম্বা। উত্তরে তিনি বললেন, লোকটি সৎ কাজে খরচ করবে এবং আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করবে।

স্বপ্নে হাত ও হাতের জোড়া অবশ দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে বাম হাত অবশ দেখে, তবে তার ভাই অথবা বোন মারা যাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে বৃদ্ধাঙ্গুল শুকাতে দেখে, তবে তার ভাই মারা যাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে বেনসার (কনিষ্ঠ ও মধ্যমার মধ্যবর্তী আঙ্গুল) শুকাতে দেখে, তবে তার মেয়ের উপর বিপদ দেখা দেবে। আর যদি কনিষ্ঠ আঙ্গুল শুকাতে দেখে, তবে তার মার অথবা স্ত্রীর উপর বিপদ দেখা দেবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার হাত পিছনের দিকে বাঁকা দেখে তবে সে গুনাহ হতে বিরত থাকবে। কেউ স্বপ্নে বলেন, সে বড় ধরনের গুনাহ করবে, যার কারণে মহান আল্লাহ তাকে শাস্তি দিবেন।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার হাত পা বিপরীত দিক হতে কাটা (ডান হাত, বাম পা) দেখে, তবে সে অত্যধিক ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে, অথবা রাষ্ট্রদ্রোহী হবে, যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন : "যারা মহান আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে, তাদের এ বদলা বা প্রতিদান।"
(সূরা : মায়েদা, আয়াত : ৩৩)

কেউ বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে ডান হাত কাটা দেখে, তবে সে চুরি করবে, যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন : "তাদের দুই হাত কর্তন কর।"
(সূরা : মায়েদা, আয়াত : ৩৮)

একজন লোক স্বপ্নে তার হাত কাটা দেখল, কোন মুআব্বেরের নিকট ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বললেন, তোমার ভাই, বন্ধু বা শরীক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। বাস্তবে দেখা গেল যে, তার বন্ধু মারা গিয়াছে।

আর একজন লোক স্বপ্নে দেখতে পেল যে, কোন পরিচিত লোক তার হাত কেটে দিয়েছে। উত্তরে তিনি বললেন, তুমি যদি শরীফ ও ভদ্র হও, তবে পাঁচ হাজার রৌপ্য মুদ্রা পাবে। অন্যথায় সাবধান! হাতের অপকর্মগুলি ছেড়ে দাও।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে ডান হাত অবশ দেখে, তবে সে দুর্বলের উপর অত্যাচার করবে এবং নির্দোষকে দোষী সাব্যস্ত করবে।

স্বপ্নে আঙ্গুলের ব্যথা ইত্যাদি হতে দেখা

আঙ্গুলের ব্যথা দেখা, ভাতিজা ও সন্তানাদির দু:খ-কষ্ট, বিপদাপদ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা বুঝায়, আর সন্তানাদি না থাকলে নামায নষ্ট করা বুঝায়। কেউ

বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কনিষ্ঠ আঙ্গুল কর্তিত দেখে, তবে ছেলে তার অবাধ্য হবে। আর যদি বেনসার কর্তিত দেখে, তবে তার সন্তান জন্মগ্রহণ করবে।

যদি মধ্যমা আঙ্গুল কর্তিত দেখে, তবে সে চারটি বিবাহ করবে এবং চারটি স্ত্রীই মারা যাবে। কেউ বলেন, আঙ্গুল চলে যেতে (নষ্ট হতে) দেখা, খাদেম বা চাকরদের মৃত্যু বা চলে যাওয়া বুঝায়।

আঙ্গুল চিবাতে দেখা, সম্পদ নষ্ট হওয়া বুঝায়। আঙ্গুল সংকুচিত হতে দেখা, হারাম (কাজ) পরিত্যাগ করা বুঝায়।

স্বপ্নে নি:শব্দে বদ কর্ম করা বা বায়ু ছাড়তে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপে নামাযরত অবস্থায় দুর্গন্ধহীন বায়ু বের হতে দেখে, তবে সে কোন আশা পূরণ হওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া করছে। কিন্তু সে এমন কথা বলে ফেলেছে বা তার মুখ হতে বের হয়েছে, যাতে অপমান রয়েছে। যার কারণে উক্ত কাজ তার জন্য আরও কঠিন হয়েছে।

এটা এমন ধরনের কথাবার্তা বুঝায়, যাতে অপমান রয়েছে, বায়ু ছাড়তে দেখলে চিন্তিত হবে। লোক সমাজে বায়ু ছাড়তে দেখলে নির্ঘাত অধিক চিন্তায় পতিত হবে। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে অন্যকে বায়ু ছাড়েতে এবং সে তার দুর্গন্ধ শুঁকতে দেখে, তবে এটা ঐ চিন্তা বুঝায়, যা তার উপর দিয়া অতিক্রম করবে।

স্বপ্নে সশব্দে বায়ু ছাড়তে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন জমাআত বা দলের মধ্যে সশব্দে বায়ু ছাড়তে দেখে, আর দলের লোকেরা যদি চিন্তা ফিকির বা পেরেশানীতে থাকে, তবে তা দূর হবে। আর যদি কষ্টে থাকে তবে আসানী হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে জোর করে সশব্দে বায়ু ছাড়তে দেখে, তবে এমন কোন কিছুর (দু:খ-কষ্ট) সম্মুখীন হবে, যা তার সাধ্যের বাইরে। আর যদি স্বাভাবিক ভাবে ছাড়তে দেখে, তবে তা সাধ্যের আওতায় থাকবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে গুহ্যদ্বার হতে ময়ূর বের হতে দেখে, তবে তার সুন্দরী মেয়ে জন্মগ্রহণ করবে। আর যদি মাছ বের হতে দেখে, তবে কুশ্রী মেয়ে জন্মগ্রহণ করবে। আর যদি উকুন, কৃমি বা পেটের কোন প্রাণী বাহির হতে দেখে, তবে তার নিকট আত্মীয়রা তাকে ছেড়ে দিবে। আর যদি সাপ জাতীয় কোন কিছু বের হতে দেখে, তবে সর্ব অবস্থায়ই এটা দূর আত্মীয়ের বিদেশী সদস্য বুঝাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে গুহ্যদ্বার হতে রক্ত বের হতে দেখে, তবে এটা গুনাহ হতে বের হয়ে আসা বা পরিত্যাগ করা বুঝাবে। আর যদি উক্ত রক্তে রঞ্জিত হতে দেখে, তবে তার নিকট হতে হারাম সম্পদ বের হয়ে যাবে।

কেউ স্বপ্নে বলেন, গুহ্যদ্বার হতে রক্ত বের হতে দেখলে, এটা সন্তানের সন্তান অর্থাৎ নাতিপুতি বুঝাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে স্বপ্নে গুহ্যদ্বার দিয়ে কোন কিছু পান করতে দেখে, তবে সে একজন পায়ুকাম দাতা (মাফ্‌উল) হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি এটা না হয়, তবে সে গুহ্যদ্বার দিয়ে ডোজ নিবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে স্বপ্নে অনিচ্ছা সত্ত্বেও লোকালয়ে সশব্দে বায়ু বের হয়ে যেতে দেখে, তবে চিন্তা ও দু:খ-কষ্টের পর আনন্দ ও প্রশস্ততা লাভ করবে।

কেউ স্বপ্নে বলেন, সশব্দে বায়ু বের হতে দেখলে এমন কথা বলবে, যাতে লোক হাসবে ও অপমানিত হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে ইচ্ছাকৃতভাবে উচ্চ শব্দে বায়ু ছাড়তে এবং তা হতে দুর্গন্ধ বের হতে দেখে, তবে সে খারাপ ও লজ্জাজনক কথাবার্তা ও কাজকর্ম করবে। যাতে শব্দের উচ্চতা এবং দুর্গন্ধের পরিমাণ হিসেবে অপমানিত ও তিরস্কৃত হবে।

আর যদি শব্দ ছাড়া শুধু দুর্গন্ধ দেখে, তবে তিরস্কার বাদে দুর্গন্ধের পরিমাণ হিসেবে অপমানিত হবে।

স্বপ্নে জীব-জানোয়ারের গোবর দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে স্বপ্নে ঘোড়ার গোবর ছাড় দিতে বা পরিষ্কার করতে দেখে, তবে কোন শরীফ বা ভদ্রলোকের কাছ হতে সম্পদ লাভ করবে।

স্বপ্নে গরুর গোবর দেখা

এটা শুধু কৃষকের জন্যই শুভ লক্ষণ বা মঙ্গলের ইংগিত বহন করে। স্বপ্নে গোবরের উপর বসতে দেখলে, কোন নিকটাত্মীয়ের কাছ হতে সম্পদ লাভ করবে।

স্বপ্নে ডিম দেখা

কেউ স্বপ্নে বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে সিদ্ধ বা ভাজা বা ভুনা ডিম খেতে দেখে, তবে সে হালাল খাদ্য বা সম্পদ লাভ করবে। আর যদি কাঁচা ডিম খেতে দেখে, তবে হারাম সম্পদ খাবে বা হারাম সম্পদ লাভ করবে। অথবা ফাহেসা বা

অশ্লীল কাজ করবে। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে ডিমের খোশা বা হলুদ অংশ ছাড়া সাদা অংশ খেতে দেখে, তবে সে মৃত বা নিহত ব্যক্তির ছিনতাইকৃত সম্পদ খাবে। অথবা এটা কাফন চোরের প্রতিও ইংগিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, তার স্ত্রী একটি ডিম দিয়েছে, তবে সে একটি কাফের সন্তান জন্ম দিবে। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন : "এবং তিনি জীবিত হতে মৃতকে বের করেন।" (সূরা রুম, আয়াত ১৯)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মুরগীর নিচে তা দেয়ার জন্য ডিম রাখতে এবং তা হতে বাচ্চা ফুটতে দেখে, তবে তার মৃত কাজ জীবিত হবে অর্থাৎ নিরাশায় আশার সঞ্চার হবে এবং মুমেন সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন : "এবং তিনি মৃত হতে জীবিতকে বের করেন।" (রূম, আয়াত : ১৯)

কখনও প্রতিটি মুরগীর বাচ্চা একটি করে পুত্র সন্তান বুঝায়।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মোরগের নীচে ডিম রাখতে এবং উহা হতে অনেক বাচ্চা ফুটতে দেখে, তবে উক্ত স্থানে কোন শিক্ষক উপস্থিত হবেন এবং তিনি বাচ্চাদিগকে শিক্ষা দেবেন। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে ডিম ভাঙ্গতে দেখে, তবে সে কোন কুমারীর কুমারীত্ব নষ্ট করবে বা তার সাথে সহবাস করবে, আর যদি ভাঙ্গতে না পারে, তবে কুমারীর সাথে সহবাস করতে সক্ষম হবে না।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে স্বপ্নে ডিমে(একবার) আঘাত করতে দেখে, আর তার স্ত্রী যদি গর্ভবতী থাকে, তবে সে তাকে গর্ভপাত করার জন্য আদেশ করছে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে অন্য লোককে ডিম ভাঙ্গিয়া তার কাছ হতে ফেরত দিতে দেখে, তবে লোকটি তার কুমারী মেয়ের কুমারীত্ব (সতীত্ব) নষ্ট করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে স্বপ্নে তার আস্তিনের সাথে সহবাস করতে এবং তা হতে ডিম বের হতে দেখে, তবে সে তার দাসী বাঁদীর সাথে সহবাস করবে এবং তা হতে একটি মেয়ে জন্মগ্রহণ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে স্বপ্নে অনেক কাঁচা ডিম দেখে, তবে তার কাছ হতে অনেক সম্পদ ও আসবাবপত্র রয়েছে বলে ইংগিত করে। এবং সে উহা নষ্ট হবার ভয় করছে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে স্বপ্নে সিদ্ধ বা আধা সিদ্ধ ডিম দেখে, তবে তার জন্য এমন একটি কাজ সহজ হবে, যা তার জন্য কঠিন ছিল এবং যার জন্য সময় অতিবাহিত করছিল বা কালক্ষেপণ করছিল। এবং এর সংস্কারের মাধ্যমে সমপদ লাভ করতে পারবে। এবং মৃত কাজকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে স্বপ্নে খোসাসহ (সিদ্ধ) ডিম খেতে দেখে, তবে সে একজন কাফন চোর বলে গণ্য হবে। আর যদি ডিম খেয়ে ঢেকুর তুলতে দেখে, তবে সে কোন মহিলার সম্পদ খাবে এবং তাতে অপব্যয় করবে। আর যদি শুধু ডিম খেতে দেখে, তবে সে কোন ধনী মহিলাকে বিয়ে করবে।

ডিম যদি কোন পাত্রে রক্ষিত দেখে, তবে এটা কুমারী মেয়ে বুঝাবে। যেহেতু আল্লাহ তাআ'লা বলেন : "যেন তারা (জান্নাতের হুরীরা) সুরক্ষিত ডিম।" (সূরা : আস্-সাফ্ফাত, আয়াত : ৪৯)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে স্বপ্নে দেখে যে, তার মুরগী ডিম দিয়েছে, তবে সে পুত্র সন্তান লাভ করবে।

ছিলকা বা খোশা ছাড়ানো সিদ্ধ ডিম দেখা, খুবই সুস্বাদু মজাদার রেজেক বুঝায়।

স্বপ্নে তোতা পাখীর ডিম দেখা

কেউ স্বপ্নে বলেন, ডিম বড় দেখা ছেলে বুঝায়। আর ডিম ছোট দেখা মেয়ে বুঝায়। একজন লোক ইমাম ইবনে সীরিনের (রহ:) নিকট এসে বলল, স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি ডিমের খোশা বা ছিলকা খাচ্ছি। তিনি বললেন, সাবধান! আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর। তুমি তো একজন কাফন চোর। মৃত ব্যক্তিদের কাফন ছিনিয়ে (চুরি করে) থাক।

একজন অবিবাহিত লোক স্বপ্নে দেখল যে, সে অনেকগুলো ডিম পেয়েছে। কোন মুআব্বেরের নিকট তা বর্ণনা করলে তিনি বললেন, এটা অবিবাহিতদের জন্য স্ত্রী এবং বিবাহিতদের জন্য সন্তান বুঝায়।

একজন লোক স্বপ্নে দেখল, সে যেন পাকানো ডিমের খোশা ছড়াচ্ছে। কোন মুআব্বের বা স্বপ্ন বৃত্তান্তকারীর নিকট তা বর্ণনা করল তিনি বললেন, কোন মনিব বা আযাদকারীর পক্ষ হতে সম্পদ লাভ করবে।

কোন এক গোলাম স্বপ্নে দেখল যে, সে তার মালিকার নিকট হতে একটি সিদ্ধ ডিম নিয়ে তার খোসা ফেলে দিয়ে ডিমের বাকী অংশ ব্যবহার করছে। আর এদিকে মালিকার একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল। গোলাম তার মালিকার স্বামীর আদেশেই সন্তানটিকে নিয়ে লালন পালন করতে লাগল এবং এটাই তার (ক্রীতদাসের) জীবিকা অর্জনের উসিলা হল।

পুরুষের গর্ভধারণ করতে দেখা, দুনিয়ার উন্নতি বুঝায়। কেউ স্বপ্নে বলেন, কোন ভদ্র বা শরীফ লোককে (গুপ্ত) হত্যার মাধ্যমে এটা চিন্তার কারণ হবে।

কোন পুরুষ যদি কন্যা সন্তান জন্ম দিতে দেখে, তবে যথাশীঘ্র মঙ্গল ও আনন্দ লাভ করবে এবং তার বংশে এমন কোন সন্তানের জন্ম হবে, যে তার বংশের সরদার হবে।

আর যদি পুত্র সন্তান জন্ম দিতে দেখে, তবে কঠিন চিন্তা ও বিপদের সম্মুখীন হবে। স্বপ্নে মহিলার গর্ভ ধারণ করতে দেখা, সম্পদের উন্নতি ও আধিক্য বুঝায়।

আর মহিলা যদি পুত্র সন্তাম জন্ম দিতে দেখে, তবে তার মেয়ে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে।

কখনও মহিলার স্বভাব এর বিপরীত হতে পারে, ফলত: সে যদি মেয়ে জন্ম দিতে দেখে, তবে বাস্তবেও তার মেয়েই হবে। আর যদি ছেলে দেখে, তবে বাস্তবেও তার ছেলেই হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার স্ত্রী অথবা দাসী বাঁদীর মেয়ে হতে দেখে, তবে সে মঙ্গল লাভ করবে, আর যদি তাদের ছেলে হতে দেখে, তবে সে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হবে। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দাসী-বাঁদী খরিদ করতে দেখে, তবে সে মঙ্গল লাভ করবে। গোলাম খরিদ করতে দেখে, তবে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হবে।

কেউ স্বপ্নে বলেন, যদি দেখে যে তাকে একটি ডিম দেয়া হয়েছে, তবে সে একটি ভদ্র-শরীফ সন্তান লাভ করবে। আর যদি ডিম ভেঙ্গে যেতে দেখে, তবে ছেলে মারা যাবে।

কেউ স্বপ্নে বলেন, ডিম স্বপ্নে দেখা, হাকীম-কবিরাজ, স্বর্ণ-রূপার প্রলেপের কারুকার্যকারী এবং যাদের জীবিকা ডিমের (বিক্রির) মাধ্যমেই অর্জিত হয়, তাদের জন্য খায়ের এবং মঙ্গলজনক। আর অন্যান্য লোকের জন্য অল্প ডিম স্বপ্নে দেখা লাভজনক এবং অধিক ডিম স্বপ্নে দেখা চিন্তাজনক হবে।

নখ সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার নখ সবুজ দেখে, আর সে ভাল হবার জন্য দোয়া মন্ত্র পড়ছে কিন্তু কোন উপকার হচ্ছে না বা রোগ-ব্যাধি হতে ভাল হচ্ছে না, তবে সে মারা যাবে।

নখের রোগ ব্যাধি দেখা, ক্ষমতার দুর্বলতা, ধর্ম ও কাজকর্মের ক্ষতি ও বিশৃংখলা বুঝায়। কেউ বলেন, নখ লম্বা দেখা, চিন্তা-ফিকির বুঝায়।

যদি কেউ স্বপ্নে দেখে যে, তার কোন নখ-ই নেই, তবে সে গরীব হবে। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার সমস্ত নখ ভেঙ্গে গিয়েছে দেখে, তবে সে মারা যাবে।

এক পা কাটা স্বপে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে পেটের উপর ভর দিয়ে চলতে দেখে, তবে তার রোগব্যাধি দেখা দিবে। যার কারণে সে কাজে অক্ষম হবে এবং সম্পদ খরচ করতে বাধ্য হবে এবং অবশেষে গরীব হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে পেটের চামড়া ছিলে যাওয়ার কারণে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে পারছে না : বরং সে মানুষকে উঠিয়ে নেয়ার জন্য বলতেছে দেখে, তবে সে গরীব হবে এবং মানুষের নিকট সওয়ার করে ফিরবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার লিঙ্গে ব্যথা দেখে, তবে সে ঐ সম্প্রদায়ের সাথে খারাপ আচরণ করবে, যারা তার জন্য বদ দোয়া করে এবং তার দুর্নাম ও সমালোচনা করে। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার লিঙ্গ কেটে নিক্ষেপ করতে দেখে, তবে এটা তার নিজের মৃত্যু বা ছেলের মৃত্যু বা তার বংশ নি:শেষ হওয়ার ইঙ্গিত করে।

আর যদি তার কোন মেয়ে থাকে, এবং লিঙ্গ কেটে তার কানে ঝুলিয়ে দিতে দেখে, তবে তার মেয়ের গর্ভে একটি অবৈধ মেয়ে (স্বামীর ঔরশ ব্যতীত) জন্মগ্রহণ করবে।

যদি কোন প্রশাসক তার লিঙ্গ কর্তিত দেখে, তবে তার পদচ্যুতি ঘটবে, আর যোদ্ধা দেখলে পরাস্ত হবে। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজেকে খাসী (নির্বীর্য) দেখে বা খাসী করতে দেখে, তবে সে অপমানিত হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কারো নিকট কোন কিছু আমানত রাখতে বা কোন গোপন কথা (ভেদ) বলতে ইচ্ছা করেছে, আর স্বপ্নে নিজেকে খাসী বা অণ্ডকোষ কর্তিত দেখে, তবে তার সাবধান হওয়া এবং উক্ত কাজ হতে বিরত থাকা উচিত।

কেউ বলেন, যদি কেউ স্বপ্নে দেখে যে সে খাসীতে রূপান্তরিত হইয়াছে, তবে সে ইজ্জত সম্মান লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন অপরিচিত খাসী লোক দেখে, যার মধ্যে নেক লোকের আলামত বা চিহ্ন বিদ্যমান রয়েছে, আর সে হিকমত বা জ্ঞানগর্ভ কথা বলছে, তবে সে একজন ফেরেস্তা হবে। সে মানুষকে সতর্ক করা বা শুভ সংবাদ দেয়ার জন্য এসেছে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার পেশাব বন্ধ দেখে, তবে জীবিকার সমস্ত দরজা তার জন্য বন্ধ হবে এবং এও ইঙ্গিত করে যে, তার উপর ঋণের বোঝা রয়েছে, যা আদায় করা তার জন্য সম্ভব হবে না।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজেকে অণ্ডকোষের স্ফীতি বা হার্নিয়া রোগে আক্রান্ত দেখে, তবে সে সম্পদ লাভ করবে সত্য কিন্তু শত্রু ভয় হতে নিরাপদ থাকবে না।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার কোন অঙ্গে এত ব্যথা হচ্ছে দেখে, যা সে সহ্য করতে পারছে না, তবে উক্ত অঙ্গের দ্বারা যে নিকটাত্মীয় বুঝানো হয়, (যার আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে) তার পক্ষ হতে অশ্লীল কথাবার্তা শুনবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার কোন অঙ্গ নখের দ্বারা আচড়াতে বা জখম করতে দেখে, তবে তার কোন আত্মীয়ের বা সম্পদের ক্ষতি হবে।

আর যদি জখমে পুঁজ (জমাট বা তরল) বা রক্ত দেখে, তবে জখমকারী জখমকৃত ব্যক্তি সম্পর্কে কোন খারাপ মন্তব্য করবে। অবশেষে জখমকৃত ব্যক্তি সম্পদ লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার কপাল জখমী করা হয়েছে দেখে, তবে সে তাড়াতাড়ি মারা যাবে। শরীরের যে কোন ঘা বা জখমে যদি পুঁজ দেখা যায়, তবে এটা সম্পদ বুঝায়। শরীরের যে কোন বাড়তি অংশ বা টুকরা, যদি এটা তার কোন ক্ষতি (অসুবিধা) না করে, তবে এটা অধিক নিয়ামতের প্রতি ইঙ্গিত করে।

বসন্ত, কুষ্ঠ, শ্বেত-কুষ্ঠ বা ফুসকুরী ইত্যাদি যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজের মধ্যে দেখে, তবে এটা তার জন্য ভাল লক্ষণ বুঝায়। আর যদি অন্যের মধ্যে দেখে, তবে এটা তার জন্য চিন্তা এবং মর্যাদাহানির কারণ হবে।

বসন্ত এবং যখম দেখা, অধিক সম্পদ বুঝায়। ছেলের বসন্ত দেখিলে, বাপ ও ছেলে উভয়ে সম্পদ লাভ করবে। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার হাতের যখম হতে পুঁজ প্রবাহিত হতে দেখে, তবে এটা সম্পদ বুঝাবে। যা তার উপকারে আসবে, কিন্তু কোন ক্ষতি করবে না।

হাম বা জল বসন্ত দেখা, বাদশার পক্ষ হতে সম্পদ অর্জন বুঝায়। কেউ বলেন, এটা মিথ্যা অপবাদ বা দুর্নাম বুঝায়।

শরীরের কোন অংশের বা অঙ্গের কম্পন দেখা, সেদিক হতে দু:খ কষ্ট বা জীবিকার সংকীর্ণতা বুঝায়, যার দিকে উক্ত অঙ্গঁ সম্বোধিত হবে। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে ডান হাত কাঁপতে দেখে, তবে তার জন্য জীবিকা অর্জন কঠিন হবে। রান কাঁপতে দেখলে নিকটাত্মীয়ের পক্ষ হতে দু:খ কষ্ট দেখা দিবে। পা কাঁপতে দেখলে, সম্পদের সংকীর্ণতা দেখা দেবে।

এক পা কাটা দেখলে, অর্ধেক সম্পদ নষ্ট হবে বা অকর্মণ্য হবে বা শক্তি শেষ হবে বা কলাকৌশল ব্যর্থ হবে।

যদি কেউ স্বপ্নে দেখে যে, কেউ স্বপ্নে তার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী কেটে দিয়েছে, তবে সে তার নিকট প্রাপ্ত টাকা আটকিয়ে দেবে। অথবা যে সম্পদের উপর তার ভরসা ছিল, তা সে ছিনিয়ে নিবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজেকে পঙ্গু বা নড়াচড়া করতে অক্ষম দেখে, তবে সে ইহ-পরকালের কাজে শিথিলতা করবে।

প্লেগ বা মহামারী রোগ সম্পর্কীয় স্বপ দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার ডান পা রোগাক্রান্ত হতে বা ভাঙ্গিতে বা স্থানচ্যুত হতে বা উপড়িয়া যেতে দেখে, তবে তার ছেলে বিমার হবে।

উক্ত অসুবিধাগুলি যদি বাম পায়ে দেখে, আর তার কোন মেয়ে থেকে থাকে, তবে মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব আসবে। আর মেয়ে না থাকলে, মেয়ে জন্মগ্রহণ করবে। সফরে যাওয়ার ইচ্ছাকালে যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে পা ভাঙ্গতে দেখে, তবে সে আর সফর করতে পারবে না, তার বাড়ীতে থাকতে হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজেকে লেংড়া বা পঙ্গু দেখে, বা দুই পায়ে চলিতে অক্ষম দেখে, তবে এটা তার উদ্দেশ্য ও কর্মক্ষমতার দুর্বলতা বুঝায়। আর উক্ত অঙ্গ দ্বারা নিকটাত্মীয় হতে যাকে বুঝানো হয়, তার দ্বারা সে অপমানিত হবে।

কেউ বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজেকে লেংড়া দেখে, তবে তার জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে এবং দ্বীন ধর্মের উন্নতি হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন লেংড়া মহিলা দেখে, তবে তার আশা বা কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আর যদি কোন মহিলা লেংড়া পুরুষ দেখে, তবে তারও আশা বা কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে এক পায়ে হাঁটতে দেখে, তবে সে অর্ধেক সম্পদ নষ্ট করবে এবং অর্ধেক কাজে লাগাবে।

চিন্তা ফিকির বুঝায়, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজেকে প্লেগে আক্রান্ত দেখে, তবে সে চিন্তা-ফিকিরে পতিত হবে। আর যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে চিন্তা-ফিকিরে পতিত হতে দেখে, তবে সে প্লেগে আক্রান্ত হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে পৃথক হয়ে যেতে দেখে, তবে সে সফর করবে এবং তার আত্মীয় স্বজন হতে বিচ্ছিন্ন হবে।

পুরুষত্বহীনতা দেখা, স্বপ্নদ্রষ্টা সদা সর্বদা দুনিয়া বিমুখ হবে, এবং তার কোন আলোচনা হবে না। যদি তা দূর হয়, তবে ধনসম্পদ লাভ করবে এবং সুনাম সুখ্যাতি হবে। কেউ বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে বিবাহ করতে বা কোন

দাসী-বাঁদী খরিদ করতে দেখে কিন্তু পুরুষত্বহীনতার কারণে সহবাস করতে অক্ষম হয়, তবে সে পুঁজি ছাড়া ব্যবসা করবে।

পায়ের গোছা বা গিয়ার রগ কাটা দেখা, চিন্তা-ফিকির এবং দু:খ-কষ্টে পতিত হবে।

যদি কেউ স্বপ্নে দেখে যে, কেউ স্বপ্নে তার পায়ের গোছা বা গিরার রগ কেটে দিয়েছে, তবে সে কর্তনকারীর পক্ষ হতে অধিক কষ্ট পাবে, আর এটা তার বিরুদ্ধে হিংসা বিদ্বেষের কারণ হবে।

লোহা পোড়া দাগ সম্পর্কীয় স্বপ দেখা

একজন লোক স্বপ্নে দেখল যে, তার পিতা অসুস্থ। ফলত: দেখা গেল যে, তার মাথাব্যথা শুরু হয়েছে। কেননা মানুষের মাথার দ্বারা পিতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার চেহারা তরতাজা ও সুদর্শন দেখে, তবে এটা তার লজ্জাশীলতার প্রতি ইঙ্গিত করে।

মুখ বিশ্রী ও কুৎসিত দেখা, এটা তার দোষ-ক্রটি বুঝায়, আর দোষ ক্রটি স্বপ্নে দেখা, মুখ কুৎসতি ও বিশ্রী বুঝায়।

কোন এক লোক স্বপ্নে দেখল যে, জীব জানোয়ার এবং মানুষের মহামারী দেখা দিয়েছে। কোন মুআব্বেরের নিকট জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, বর্তমান আমাদের বাদশা : সম্মানী ও ভদ্র মানুষকে কষ্ট দিবে বা অনেককে বন্দী করবে বা জুলুম অত্যাচারে জর্জরিত করবে।

আগেকার কোন এক বাদশা অত্যন্ত দাম্ভিক ও অত্যাচারী ছিল। কোন এক নেক লোক তাকে স্বপ্নে দেখল যে, মহান আল্লাহ তার চেহারা বিশ্রী করে দিয়েছে এবং তার মাথা পিছনের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। সে নেংড়া হয়ে গিয়েছে ও তার হাত, পা ভেঙ্গে গিয়েছে এবং একজন কোরআন তেলাওয়াতকারীকে এ আয়াত তেলাওাত করতে শুনতে পেলেন : "আপনি কি লক্ষ্য করেন নি, আপনার রব আ'দ বংশের ইরাম গোত্রের সাথে কি আচরণ করেছেন, যাদের দৈহিক গঠন স্তম্ভ ও খুঁটির ন্যায় দীর্ঘ ছিল।" (সূরা : আল-ফাজর, আয়াত : ৬-৭)

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার শরীরে ভাসমান স্পষ্ট লোহা পোড়ার নতুন বা পুরাতন দাগ দেখে, তবে সে গুপ্তধনের মাধ্যমে দুনিয়া হাসিল করবে। উক্ত সম্পদ যদি সে মহান আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় করে, তবে সে সফলকাম হবে। আর যদি মহান আল্লাহর নাবলেনীতে খরচ করে, তবে উক্ত ধনভাণ্ডার আগুনে গরম করে কিয়ামতের দিন তাকে দাগ দেয়া হবে।

কেউ বলেন, নতুন বা পুরাতন লোহা পোড়ার দাগ : যার দ্বারা চামড়া উঠে যেতে দেখে, কিন্তু কোন ব্যথা বা কষ্ট হয় না, তবে এটা শক্তিশালী উপযোগী শ্রেষ্ঠ ঔষধ বুঝাবে বা ঔষধের স্থলাভিষিক্ত হবে।

কেউ বলেন, গোল দাগ দেখা, বাদশার কাজে অটল অবিচল থাকা অথবা সুন্নত বিরোধী রাজত্ব ও ক্ষমতা বুঝায়।

বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাযি:) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা:)! স্বপ্নে আমার বুকে দুটি দাগ দেখেছি। হুজুর (সা:) বললেন, খেলাফতের দায়িত্ব তুমি দুই বৎসর আদায় করবে।

একজন মুআব্বেরের নিকট স্বপ্নের তা'বীর জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, অচিরেই আ'দ সম্প্রদায়ের ন্যায় বাদশা ধ্বংস হবে।

বিশ দিন না যেতেই তার ধন-সম্পদ এবং রাজত্ব হাত ছাড়া হল, এবং মহান আল্লাহ তাকে ধ্বংস করলেন, এবং মানুষকে তার অত্যাচার হতে রেহাই দিলেন।

ঔষধপত্র, চিকিৎসা পদ্ধতি, পথ্যাদি, পানীয় বস্তু, শিঙ্গা স্বপ্নে কোনকিছু লাগানো, দুষিত রক্ত বাহির করা, ইত্যাদি দেখা

যে কোন হলুদ বা ধূসর রংয়ের পানীয় বস্তু স্বপ্নে দেখা, রোগ ব্যাধির ইঙ্গিত করে। এবং যে কোন সহজ পেয় ঔষধ বা সহজপাচ্য খাদ্য দেখা, রোগীর জন্য আরোগ্য, এবং সুস্থ ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর বস্তু হতে বেঁচে থাকার ইংগিত করে।

যে সমস্ত ঔষধ বিস্বাদ বা সহজে পান করা যায় না, এগুলি দেখা, হালকা বা সামান্য ধরনের রোগব্যাধি বুঝায়। যার পরে সুস্থতা লাভ করবে।

কেউ বলেন, মজাদার, পরিচ্ছন্ন, সুপেয় খাদ্য দেখা, ধনীদের জন্য কল্যাণকর এবং গরীবদের জন্য অকল্যাণকর বুঝায়। কেননা গরীবরা রোগব্যাধির কারণে এই ধরনের ঔষদপত্র : খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। নতুবা এটাদের প্রতি চোখ উঠাইয়া দেখারও তাদের ভাগ্যে জোটে না।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে ঔষধ পান করতে ও তা উপকারে আসতে দেখে, তবে সে ধর্মীয় দিক দিয়া সৎ ও যোগ্য হবে। যব বা বার্লির শরবত পান করতে দেখা, চিন্তা দূর হওয়া, খাদেমের পক্ষ হতে উপকৃত হওয়া, বা শক্ত-কঠোর মানুষের পক্ষ হতে [illegible]মত লাভ করা বুঝায়।

স্বপ্নে শিঙ্গা লাগানো বা শরীর হতে রক্ত বের করা দেখা

যদি কেউ স্বপ্নে দেখে যে, কোন যুবক তাকে লম্বাভাবে শিঙ্গা লাগিয়েছে, তবে শত্রুর পক্ষ হতে তিরস্কার শুনবে। কিন্তু তার সম্পদ বাড়বে।

যদি কেউ স্বপ্নে দেখে যে, কোন যুবক তাকে চওড়াভাবে শিঙ্গা লাগিয়েছে, তবে এটা তার কোন নিকট আত্মীয়ের মৃত্যু বুঝাবে।

আর যদি উক্ত যুবক তাকে লম্বাভাবে শিঙ্গা লাগতে এবং তা হতে রক্ত বের হতে দেখে, তবে বাদশার পক্ষ হতে তার উপর আকস্মিক কোন বিপদ দেখা দিবে। এবং যে পরিমাণ রক্ত প্রবাহিত হবে সে পরিমাণ সম্পদ নিয়ে যাবে। আর যদি চওড়াভাবে শিঙ্গা লাগাতে দেখে, তবে বাদশা তার বিরোধী হবে না, বা তার পিছনে পড়বে না।

যদি কেউ স্বপ্নে দেখে যে, কোন আলেম তাকে শিঙ্গা লাগিয়েছে এবং তা হতে প্রচুর রক্ত কোন ট্রে বা রেকাবীতে বের হচ্ছে, তবে সে বিমার গ্রস্থ হবে। এবং তার সম্পদ পরিবার পরিজন ও ডাক্তারের পিছনে খরচ হবে। কেননা এখানে রেকাবী বলতে ডাক্তার বুঝানো হয়েছে।

যদি কেউ স্বপ্নে দেখে যে, কেউ স্বপ্নে তাকে শিঙ্গা লাগিয়েছে, কিন্তু কোন রক্ত বা জখমের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছে না, তবে উক্ত অঙ্গ দ্বারা যে আত্মীয় বোঝানো হয় (যার আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে) এবং শিঙ্গা লাগানোর সময় যে পরিমাণ কষ্ট ও ব্যথা হয়েছিল, সে আত্মীয়ের পক্ষ হতে সে পরিমাণ (গালি-মন্দ বা কষ্টের) শুনিবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কারো দ্বারা শিঙ্গা লাগাতে দেখে, কিন্তু রক্ত বের হওয়াকে খারাপ মনে করে, তবে সে বিমার হবে এবং তার সম্পদের ক্ষতি হবে।

যদি কারো এ ধারণা হয় যে, শিঙ্গা লাগানো উপকারী এবং এ ধারণায় শিঙ্গা লাগায় এবং তা হতে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ রক্ত বের হতে দেখে, তবে তার ধর্ম ত্রুটিমুক্ত হবে এবং এ বৎসরের জন্য তার স্বাস্থ্য ভাল থাকবে।

ডান দিকে (ডান হাতে) শিঙ্গা লাগাতে দেখে, সম্পদ বাড়বে। আর বাম দিকে বা বাম হাতে শিঙ্গা লাগতে দেখে, বন্ধু বাড়বে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার মাথার রগে শিঙ্গা লাগাতে দেখে, তবে অন্য আর একজন রঈস বা অভিভাবক লাভ করবে। আর যদি রগ হতে রক্ত বের হতে না দেখে, তবে তার সম্পর্কে সত্য বলা হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে অন্য লোককে শিঙ্গা লাগাতে দেখে, তবে সে গুনাহ মুক্ত হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে শিঙ্গা লাগানোর পর রক্ত প্রবাহিত হতে দেখে, তবে সে গুনাহ্ হতে তওবা করবে। কেননা রক্ত বের হওয়া৷৷তওবা বুঝায়। আর যদি রক্ত কাল হয়, তবে সে কোন বড় গুনাহর উপর হঠকারী বা জেদী হবে। কেননা রক্ত গুনাহ্ এবং রক্ত বের হওয়া তওবা বুঝায়।

যদি কোন-ব্যক্তি স্বপ্নে সুঁই বা কোন কিছু ছিদ্র করার যন্ত্র দিয়া তার স্ত্রীর রগ লম্বালম্বিভাবে চিরতে দেখে, তবে তার স্ত্রী একটি মেয়ে সন্তান প্রসব করবে। আর যদি চওড়া-চওড়িভাবে রগ চিরতে দেখে, তবে সে তার আত্মীয়দের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবে।

যদ কেউ স্বপ্নে শিঙ্গা লাগাবার ইচ্ছা করে, তবে সে তওবা করার ইচ্ছা করবে।

যদি কেউ স্বপ্নে দেখে যে, কোন বৃদ্ধ লোক তাকে শিঙ্গা লাগিয়েছে, তবে সে বন্ধুর (পক্ষ হতে) কষ্টদায়ক কথা শুনবে।

শিঙ্গা লাগানোর সময় যদি রগ হতে রক্ত বের হতে দেখে, তবে প্রতিদান বা পুরস্কার লাভ করবে। আর রক্ত বের হতে না দেখলে তার সম্পর্কে সত্য বলা হবে যা সত্য প্রকাশ পাবে। এবং যে ব্যক্তি শিঙ্গা লাগিয়েছে, সে অন্যায় ও গুনাহ পরিত্যাগ করবে।

যদি চওড়া ভাবে শিঙ্গা লাগাতে দেখে, তবে সে উক্ত কথা খণ্ডন করবে। আর লম্বা ভাবে শিঙ্গা লাগাতে দেখলে, কথাকে বাড়াবে বা দ্বিগুণ করবে।

স্বপ্নে রক্ত মোক্ষণ বা রগ ছিদ্র করে দুষিত রক্ত বের করতে দেখা

কেউ বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন হাজ্জাম বা রক্তমোক্ষণকারীকে তার রক্তমোক্ষণ করতে দেখে, তবে কোন উপকারী কাজে তার সম্পদ খরচ হবে। আর সে নিজে যদি কোন ক্ষমতার (রাজত্বের) অধিকারী হয়, তবে তার পদচ্যুতি হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে রক্তমোক্ষণ করতে দেখে, কিন্তু তা হতে রক্ত বের হতে দেখে নি, তবে সে এমন জায়গায় সম্পদ পুঁতে রাখবে, যার সঠিক সন্ধান পাবে না। অথবা এমন লোকের নিকট আমানত রাখবে, যে আর তা ফিরত দিবে না। আর যদি অস্ত্রোপচার হতে রক্ত বের হতে দেখে, তবে ঐ বৎসর তার স্বাস্থ্য ভাল থাকবে।

রক্তের পরিবর্তে যদি পাথর বের হতে দেখে, তবে অন্যের পক্ষ হতে (যেনার মাধ্যমে) তার স্ত্রী সন্তান জন্ম দিবে এবং সে উক্ত সন্তান গ্রহণ করবে না।

রক্তমোক্ষণ যন্ত্র ভেঙ্গে যেতে দেখলে, সে স্ত্রীকে তালাক দিবে, বা স্ত্রী মারা যাবে। কেউ বলেন, হেজামাত বা অস্ত্রোপচার করতে দেখা, সুন্নতের উপর আমলের তওফীক হবে এবং বিপদ মুক্ত হবে। কেউ বলেন, মুনাফা ও সম্পদ লাভ হবে।

বর্ণিত আছে যে, ইয়াযিদ ইবনে মুহাল্লাব হাজ্জাজের কারাগারে বন্দী ছিল। সে স্বপ্নে হেজামাত বা রক্তমোক্ষণ করতে দেখল। ফলত: সে বন্দী দশা হতে মুক্তি পেল।

মা'আন ইবনে যায়েদাহ স্বপ্নে দেখল যে, সে রক্তমোক্ষণ করেছে এবং তার রক্তে তাঁবু বা শামিয়ানা রঞ্জিত হয়ে গিয়েছে। সকালে দেখল যে, দুজন হাবশী (কাল মানুষ) মারামারি করতে করতে (রক্তাক্ত হয়ে) তার নিকট প্রবেশ করছে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে স্বয়ং নিজেই নিজের রগ ছিদ্র করে দূষিত রক্ত বের করতে বা অন্যের দ্বারা করাতে দেখে, তবে সে কোন কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে বা তার উপর কোন আমানত ন্যস্ত করা হবে বা তার উপর কোন কিছুর শর্ত আরোপ করা হবে বা সে বিবাহ করবে।

হাজ্জাম (অস্ত্রোপচার করে যে দূষিত রক্ত বের করে) যদি পরিচিত বৃদ্ধ হয়, তবে এটা তার বন্ধু বুঝাবে। আর যদি যুবক হয়, তবে শত্রু বুঝাবে, যে তার দ্বারা ঋণ বা কোন কিছুর চুক্তি করিয়ে নিবে।

যদি সে নিজে কোন যুবকের রক্তমোক্ষণ করতে দেখে, তবে সে তার শত্রুর উপর জয়ী হবে।

কেউ বলেন, হেজামাত আ রক্তমোক্ষণ করতে দেখা, রোগব্যাধি দূর হওয়া বুঝায়, কেউ বলেন, এটা সম্পদ কমে যাওয়া বুঝায়।

স্বপ্নে পেট পরিষ্কারের জন্য ডোজ লইতে দেখা

যদি কোন রোগ ছাড়াই ডোজ নিতে দেখে, তবে সে কারও সাথে যে ওয়াদা করেছিল, বা সে নিজের উপর যে মান্নত করেছিল, বা সে যে কথা বলেছিল সে দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন রোগের কারণে ডোজ নিতে দেখে, তবে সে এমন কাজের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, যাতে ধর্মীয় উন্নতি ও কল্যাণ রয়েছে।

স্বপ্নে তৈল মালিশ করতে দেখা

কেউ বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন অপছন্দনীয় স্থানে কারও মাথায় তৈল মালিশ করতে দেখে, তবে সে যেন তৈল মালিশকৃত ব্যক্তির চক্রান্ত এবং ধর্মীয় কাজে শিথিলতা হতে সতর্ক থাকে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার চেহারা তৈল মাখানো বা তৈলাক্ত দেখে, তবে সে সর্বদা রোজা রাখবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজে বা অন্যকে কোন পাত্রে পান করতে বা পান করিয়ে দিতে দেখে, তবে এটা তার দীর্ঘজীবি হওয়ার ইঙ্গিত করে।

যদি মাথায় তৈল মালিশ করতে দেখে, আর তা স্বাভাবিক পরিমাণের চেয়ে বেশী হয় এবং চেহারায় গড়তে থাকে, তবে সে চিন্তিত হবে। আর যদি পরিমাণের চেয়ে বেশী না হয়, তবে এটা সৌন্দর্য বুঝাবে।

সুগন্ধি তৈল সুনাম এবং দুর্গন্ধ তৈল দুর্নাম বুঝায়। কেউ বলেন, দুর্গন্ধযুক্ত তেল দেখা, ব্যভিচারিণী স্ত্রী বুঝায়, বা পাপী ও অনাচারী পুরুষ বুঝায়।

লোহার পোড়া দাগ সম্পর্কীয় স্বপ দেখা

যদি দাগ গোল দেখে, তবে সুন্নত বিরোধী সত্ত্বেও সরকারী কাজে অটল থাকবে। কেউ বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন রগে দাগ দিতে দেখে, তবে তার একটি মেয়ে হবে, বা বিবাহ না করে থাকলে বিবাহ করবে। অথবা তার স্ত্রীকে কোন ভিন্ন পুরুষ দেখবে।

লোহা পোড়ার দাগ দেখা, যে ব্যক্তি দাগ দিবে সে তাকে কষ্টদায়ক সত্য কথার দ্বারা আক্রান্ত করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কাউকে আগুনের দ্বারা যন্ত্রণাদায়ক দাগ দিতে দেখে, ততবে সে উক্ত লোককে খারাপ কথার দ্বারা যন্ত্রণা দিবে ও উৎপীড়ন করবে। অথবা বাদশার পক্ষ হতে সে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হবে।

খাদ্যদ্রব্য, মিষ্টান্ন, মাংসাদি, ডেগ হাড়ি পাতিল, ইত্যাদি স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তন্দুর বা চুলা নিভিয়া যাওয়ার ভয়ে তাড়াহুড়া করে রুটি পাকতে দেখে, তবে সে পরিমান রুটি চুলা হতে বের হবে, সে পরিমাণ ধনদৌলত ও সম্পদ লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে রুটি (চাপাতি) পেতে দেখে, এটা হায়াত বুঝাবে। একটি রুটি বা চাপাতি চল্লিশ বৎসর সময় বুঝায়। আর উক্ত রুটি যদি কিয়দাংশ ক্ষয়প্রাপ্ত দেখে, তবে যতটুকু অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত দেখবে, হায়াতের ততটুকু অংশই কমে যাওয়া বুঝাবে।

কেউ বলেন, একটি রুটি দেখা, এক হাজার দিরহাম, বৎসরের প্রাচুর্য, বরকত, চিন্তা দূর এবং তাৎক্ষণিক রিজিক বুঝায়, যা লাভের জন্য অন্যে চেষ্টা তদবীর করেছিল।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে অনেক রুটি দেখে, কিন্তু তা খেতে দেখে নি, তবে খুব তাড়াতাড়ি ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার হাতে যবের মোটা রুটি দেখে, তবে হালাল ও পরিচ্ছন্ন জীবিকা বুঝাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে শুকনা রুটি দেখে, তবে এটা তার জীবিকা ও খরচের ব্যাপারে কার্পণ্য বুঝাবে।

যদি কেউ স্বপ্নে দেখে যে, কেউ স্বপ্নে তাকে একটি রুটির টুকরা দিয়েছে এবং সে তা খেয়েছে, তবে এটা তার মৃত্যু ঘনিয়ে আসার ইঙ্গিত করে। কেউ বলেন, উক্ত স্বপ্ন আরামের জিন্দেগী বুঝায়।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে একটি টুকরা (লোকমা) লইতে দেখে, তবে সে একজন লোভী লোক হবে।

অবিবাহিতের জন্য রুটি দেখা, স্ত্রী বুঝায়। বাদশা যদি পরিচ্ছন্ন পাকানো রুটি দেখে, তবে এটা তার ন্যায় বিচার বুঝায় এবং ব্যবসায়ীর জন্য ব্যবসায় ইনসাফ বা সততা বুঝায় এবং কোন কিছুর কারিগর বা প্রস্তুতকারকের জন্য মানুষের কল্যাণ বা হিতাকাংখা বুঝায়।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার কপালে রুটি লটকানো দেখে, তবে এটা তার দরিদ্রতার প্রতি ইঙ্গিত করে। পঁচা দুর্গন্ধযুক্ত রুটি দেখা, অধিক সম্পদ বুঝায়। তবে এর দ্বারা সে উপকৃত হতে পারবে না এবং তার যাকাৎ আদায় করবে না।

ছাইয়ের রুটি খেতে দেখলে, জীবিকার সংকীর্ণতা বুঝায় এবং নানা নি:সহায় এবং উপায়ান্তরহীন লোকেরাই ছাইয়েল রুটি তৈয়ার করে থাকে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তরকারীবিহীন রুটি খেতে দেখে, তবে একাকী অবস্থায় রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হবে এবং একাকী অবস্থায় মারা যাবে।

কেউ বলেন, কাঁচা রুটি (সেঁকার পর) যা এখনও পাকে নি, শক্ত জ্বর বুঝায়। কেননা উক্ত রুটিকে ঠিক করার জন্য তন্দুরে নিক্ষেপ করতে হবে।

কেউ বলেন, গরম ময়দার রুটি পুত্র সন্তান বুঝায়। চাপাতি রুটি খেতে দেখা, রিজিকের প্রশস্ততা বুঝায়। কেউ বলেন, পাতলা ও চিকন রুটি, হায়াত কম বুঝায়। কেউ বলেন, ময়দার চিকন রুটি এমন ব্যবসা বুঝায়, যাতে লাভ অল্প, কিন্তু দেখায় বেশী।

বর্ণিত আছে যে, একজন লোক ইমাম ইবনে সীরিনের (রহ:) নিকট এসে বলব, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমার হাতে দুটি ময়দার রুটি রয়েছে এবং উভয় রুটি হতে খাচ্ছি। উত্তরে তিনি বল্লালেন, তুমি দুই সহোদরা বোনকে একত্রে বিবাহ করবে (যা ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম)।

রুটির টিকিয়া, অল্প মুনাফা এবং পূর্ণ রুটি অধিক মুনাফা বুঝায়।

বর্ণিত আছে, একজন লোক হাতেফ বা অদৃশ্য আহ্বানকারী ফেরেস্তাকে এ আয়াত পড়তে শুনতে পেল,

হযরত ঈসা (আ:) বললেন : "হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের জন্য আকাশ হতে খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা অবতীর্ণ করুন।" (সুরা : আল-মায়েদা, আয়াত : ১১৪)

কোন মুআব্বেরের নিকট উক্ত ঘটনা বর্ণনা করলে, তিনি বললেন, তুমি খুব কষ্টে আছ এবং দরিদ্রতায় ভুগছ। এ হতে মুক্তি ও আসানীর জন্য মহান আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া করবে এবং মহান আল্লাহ তোমার দোয়া কবুল করবেন। ফলাফল তাই হল, যা মুআব্বের বলেছিলেন।

মায়েদা বা খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা স্বপ্নে দেখার ব্যাপারে ব্যাখ্যাদাতাগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ বলেন, মায়েদা দেখা, ভদ্র দাতা ব্যক্তি বুঝায়। মায়েদার উপর বসতে দেখা, ভদ্রদাতা ব্যক্তির সাহচর্য বুঝায় এবং মায়েদা হতে খেতে দেখা, তাদের নিকট হতে উপকৃত হওয়া বুঝায়।

যদি খাওয়ার সময় উক্ত মায়েদাতে আরও লোক শরীক দেখে, তবে সে আনন্দ ও খুশীতে তাদের সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হবে। কিন্তু জীবিকা অর্জন নিয়ে তাদের সাথে মতবিরোধ হবে। মায়েদা বা খাঞ্চায় পরিচ্ছন্ন অনেক রুটি এবং মজাদার খাদ্য দেখা, পরস্পর অধিক ভালবাসা এবং মহব্বতের ইঙ্গিত করে।

বর্ণিত আছে যে, একজন লোক হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গত রাত্রে স্বপ্নে দেখেছি, একটি সবুজ মাঠ, যেখানে খাঞ্চা রাখা হয়েছে এবং একটি মিম্বার বিছানো হয়েছে, যার সাতটি সিঁড়ি রয়েছে, এবং আপনি সপ্তম সিঁড়িতে উঠে লোকদিগকে মায়েদার দিকে আহ্বান করছেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা শুনে বললেন, মায়েদা হল ইসলাম। সবুজ মাঠ হল জান্নাত। সাত সিঁড়ি বিশিষ্ট মিম্বার, তা হল

দুনিয়ার স্থায়িত্ব বা বয়স সাত হাজার বৎসর। ছয় হাজার চলে গেছে, সপ্তম আরম্ভ হয়েছে। (পরকালের বৎসর হতে পারে, দুনিয়ার এক হাজার বৎসরে আখেরাতের এক দিন) আর আমি মানুষকে ইসলাম ও জান্নাতের দিকে ডাকতেছি।

কেউ বলেন, মায়েদার অর্থ পরামর্শ, অর্থাৎ কোন শহর বা কোন গ্রাম নির্মাণের ক্ষেত্রে পরামর্শ গ্রহণ। কেউ বলেন, মায়েদা বলতে স্ত্রী বুঝানো হয়।

বর্ণিত আছে, কোন এক লোক স্বপ্নে দেখল যে, সে মায়েদা বা খাঞ্চাতে খানা খাচ্ছে। যখনই খাঞ্চার দিকে হাত বাড়ায়, তখনই খাঞ্চার নিচ হতে একটি গাঢ় লাল রংয়ের কুকুরের হাত বের হয়ে আসে এবং তার সাথে খানা খায়। কোন্ মুআব্বেরের নিকট এটা বর্ণনা করলে তিনি বললেন, যদি তোমার স্বপ্ন সত্য হয়, তবে এক সাকলেবী গোলাম (বুলগেরিয়া ও কুসতুন তুনিয়ার মধ্যবর্তী স্থান, যাহা ইউরোপের অন্তর্গত) তোমার স্ত্রী ব্যবহারে তোমার সাথে শরীক রয়েছে।

লোকটি ঘটনা অনুসন্ধান করে তা সত্যই পেল, যা মুআব্বের বলেছিলেন।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে, রুটিগুলি দস্তরখান বা মাযেদার উপর বিছাইয়া রাখা হয়েছে দেখে, তবে তার দুশমন সৃষ্টি হবে। আর যদি দস্তরখান হতে খেতে দেখে, তবে তার এবং শত্রুর মাঝে ঝগড়ার সৃষ্টি হবে।

কেউ বলেন, স্বাভাবিক নিয়মের চেয়ে যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মায়েদা হতে অত্যাধিক বেশী খেতে দেখে, তবে যে পরিমাণ বেশী খাবে, সে পরিমাণ বেশী হায়াত লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে উক্ত মায়েদা উঠিয়ে নেয়া হয়েছে দেখে, তবে তার আয়ু শেখ হয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে, মায়েদাতে এক বা দুই (রংয়ের) ধরনের খাদ্য রয়েছে দেখে, তবে এটা রিজেক বুঝাবে। যা সে নিজে এবং তার সন্তানেরা লাভ করবে।

কেউ বলেন, মায়েদা বলতে মারাত্মক ঝুকিপূর্ণ মালে গনিমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) বুঝায়, আর তা উঠিয়ে নেয়া, উক্ত গনিমত বন্ধ বা শেখ হওয়া বুঝায়।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে খাদ্যের দ্বারা বিছানা বিছিয়েছে দেখে, তবে সে মহান আল্লাহ তাআলার নিয়ামতকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করবে।

কোন এক গেলাম স্বপ্নে দেখল, যে তার মালিকের মায়েদা (ঘর হতে) বের হয়ে পলায়ন করছে, যেমন জীব জানোয়ার পলাইয়া থাকে। যখন দরজা বা গেটের কাছাকাছি পৌছল, তখন মায়েদা বা খাঞ্চাটি ভেঙ্গে গেল। ফলত: দেখা গেল যে, ঐ দিনই মালিকের স্ত্রী মারা গেল এবং স্ত্রীর সমস্ত কিছুই ধ্বংস হল।

মুআব্বের বা স্বপ্ন ব্যাখ্যাদাতাগণ বলেন, গমের ময়দা দেখা, পরিবার পরিজন ও পুঞ্জিভূত সম্পদ বুঝায়। আর তার খামীর তৈয়ার করতে দেখা, খামীর তৈয়ারকারী তার নিকট আত্মীয়-স্বজনের নিক সফর করবে বুঝায়।

খামীর বা গোলা আটা দেখা, ভদ্র ব্যবসা ও ধন-সম্পদ বুঝায়, যাতে তাড়াতাড়ি অধিক লাভ হবে।

খামীর তৈয়ার করতে না দেখলে, সম্পদ নষ্ট হবে এবং জটিলতা দেখা দিবে। যবের আটার খামীর করতে দেখলে, সে একজন মুমেন বান্দা হবে এবং পর্যাপ্ত সম্পদ ও অলির মর্যাদা লাভ করবে এবং শত্রুদের উপর জয়ী হবে।

ভূষি দেখা, জীবিকার সংকীর্ণতা বুঝায় এবং ভূষি খেতে দেখা, দরিদ্রতা বুঝায়। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে রুটি পাকাতে দেখে, তবে স্থায়ী মুনাফার আশায় জীবিকা অর্জনে ব্রতী হবে।

মাটির পিয়ালা সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

কেউ বলেন, পিয়ালা এবং চিলুমচি স্বপ্নে দেখা, ব্যক্তির জীবিকা অর্জনের নিয়ম শৃঙ্খলার সৌন্দর্য বুঝায়।

দেশে বা নিজ এলাকায় সম্পদ লাভের ইঙ্গিত করে।

যে কোন ধরনের রূপার বাসনপত্র দেখা, ব্যবসায়ে সফরসঙ্গী বা বাড়ীতে খাদেম বুঝায়। বিশেষ করে ছোট ছোট রূপার পিয়ালা দেখা।

ডেগ সম্পর্কীয় স্বপ দেখা

ডেগ দেখা, বাড়ীর অভিভাবক ও অধিক খরচকারী বুঝায়। কেউ বলেন, ডেগ দেখা আজমী বা অনারবী স্ত্রী বুঝায়। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে ডেগে পাকাতে দেখে, তবে বাদশার পক্ষ হতে মোটা অংকের সম্পদ লাভ করবে। ডেগে মাংস এবং শুরুয়া দেখা, সম্মানী রিযিক বা জীবিকা বুঝায়।

ভেড়া বা দুম্বার ভুনা গোস্ত স্বপ্ন দেখা

যে কোন হালাল প্রাণীর গোস্ত স্বপ্নে দেখা, ভাল ও উত্তম। তবে যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কাঁচা গোস্ত খেতে দেখে, তবে এটা সর্ব অবস্থায়ই খারাপ। এবং এটা তার মালিকানাধীন ধন-সম্পদ নষ্ট হওয়ার প্রতিও ইঙ্গিত করে।

কেউ বলেন, কাঁচা মাংস দেখা, কিন্তু উহা খেতে না দেখা খারাপ। হাঁ তবে উহা খেতে দেখা তার জন্য উপকারী। আর পাকানো মাংস খেতে দেখলে সম্পদ বাড়বে। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন বৃদ্ধের সাথে পাকানো মাংস খেতে দেখে, তবে তার উদ্দেশ্য (কাজকর্ম) বাদশার নিকট তুলে ধরা হবে।

ভেড়া বা দুম্বার ভুনা গোস্ত নিজের ঘরে দেখলে, এমন লোকদিগকে দাওয়াত করা এবং তাদের সাথে যোগসূত্র (আত্মীয়তা) স্থাপন করা বুঝায়, যাদেরকে সে চিনে না বা জানে না।

যদি চামড়া ছিলানো হালকা পাতলা ও শুকনা ভেড়া-দুম্বা দেখে, তবে এই ইঙ্গিত করে যে, যাদের নিকট হতে সে লাভবান হওয়ার আশা করছে, তার গরীব লোক এবং তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন কোন উপকার হবে না।

যদি ছিলা দুম্বা-ভেড়া ঘরে দেখে, যাহা লম্বালম্বিভাবে টুকরা করা হয় নি, তবে এটা আকস্মিক বিপদাপদ বা বালামসিবত বুঝাবে।

যদি এটা মোটাতাজা হয়, তবে মৃত হতে ওয়ারেসী সম্পদ লাভ করবে। আর যদি হালকা পাতলা হয়, তবে ওয়ারেসী সম্পদ হতে বঞ্চিত হবে।

কেউ বলেন, ভেড়া দুম্বার গোস্ত যদি পাকানো হয়, তবে কষ্টার্জিত সম্পদ বুঝায়। আর যদি কাঁচা হয়, তবে শত্রুতা ও চিন্তা-ফিকির বুঝায়।

যে কোন প্রাণীর হাড্ডি দেখা, অধীনস্তের উপর ভরসা বিশ্বাস বুঝায়। যে কোন প্রাণীর মগজ দেখা, পুঞ্জিভূত গুপ্ত ধনভাণ্ডার বুঝায়, যার আশা সে করেছে।

কেউ বলেন, চামড়া ছিলানো যে কোন প্রাণী দেখা, যে কোন মানুষের জন্যই এটা খারাপ, এবং এই ইঙ্গিতও করে যে উক্ত লোকের বাড়ীতে চিন্তা ফিকির দেখা দিবে।

উটের ভুনা মাংস সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

যদি কেউ স্বপ্নে দেখে যে, ভুনা বাহু (হাতা) তার সাথে কথা বলছে, তবে সে নির্ঘাত ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা পাবে। কেননা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইহুদিদের পক্ষ হতে বিষ মিশ্রিত বকরীর বাহু দেয়া এবং তার কথা বলার ঘটনা এই ইঙ্গিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন রইস বা ধনীর নিকট হতে মোট তাজা বড় মাথা খরিদ করতে দেখে, তবে সে কোন উপকারী জিনিস দ্বারা উপকৃত ও লাভবান হবে। আর মাথা যদি হালকা পাতলা হয়, তবে এটা তার জন্য উপকারী হবে না। মাথা যদি পঁচা দুর্গন্ধযুক্ত হয়, তবে তার দুর্নাম করা হবে।

গৃহপালিত জানোয়ারের কাঁচা মাথা খেতে দেখা, ও উক্ত জানোয়ারের মালিকের গিবত বা পরনিন্দা করার প্রতি ইঙ্গিত করে।

ভুনা বা পাকনো মাথা খেতে দেখলে, কোন রঈস বা ধনী লোকের সম্পদের দ্বারা উপকৃত হবে। কেউ বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে বকরীর মাথা বা পায়ের নলা খেতে দেখে, তবে পদমর্যাদা ও উত্তরাধিকারী সম্পদ লাভ করবে।

কেউ বলেন, বকরীর মাথা দেখা ধনসম্পদ বুঝায়। যার সর্ব উচ্চ পরিমাণ দশ হাজার দিরহাম হতে পারে এবং সর্বনিম্ন পরিমাণ এক হাজার দিরহাম হতে পারে। ভাজা ও ভুনা মাথার চোখ খাওয়া, ধনীদের উৎকৃষ্ট ও দামী সম্পদ খাওয়া বুঝায়।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার বা অন্যের মগজ খেতে দেখে, তবে সে তার বা অন্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ খাবে। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে পায়ের নলার মগজ খেতে দেখে, তবে সে তার সম্পদের সার বা মগজ খাবে।

বকরীর পায়ের গোছা বা নলা খেতে দেখা, এ সম্পর্কে কহ বলেন, সে ইয়াতীম মিসকীনের সম্পদ খাবে। আর কেউ বলেন, সে ধনীদের বা বড়দের সম্পদ খাবে। কেননা পায়ের গোছা বা নলা দেখা সম্পদ বুঝায়, আর বকরী দেখা, ধনী বা বড়লোকের প্রতি ইঙ্গিত করে।

উটের ভুনা মাংস দেখা সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, ভুনা উট যদি মোটা তাজা হয়, তবে এটা অধিক সম্পদ বুঝায়। আর যদি দূর্বল ও হালকা পাতলা হয়, তবে অল্প মাল ও কষ্টের রুজি রোজগার বুঝায়। কেউ বলেন, উটের ভুনা মাংস দেখা, ভয়-ভীতি হতে নিরাপত্তা বুঝায়।

কেউ বলেন, ছেলে বুঝায়, সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে উটের ভুনা মাংস খেতে দেখে, তবে পুত্র সন্তান লাভ করবে এবং সে বয়স্ক হবে ও নিজের অর্জিত সম্পদ খেতে পারবে।

মাংস যদি পাকানো হয়, তবে বুদ্ধিমান শিষ্টাচারী ছেলে হবে, আর যদি কাঁচা হয়, তবে ছেলে কাজে-কর্মে চালাক চতুর হবে না।

কেউ বলেন, যে কোন (হালাল) প্রাণীর পায়ের নলা ভুনা দেখা, শুভসংবাদ বুঝায়। আর নলা যদি পাকানো না হয়, তবে এটা চিন্তা ও পেরেশানী বুঝায়, যা ছেলের পক্ষ হতে দেখা দিবে।

পাখীর মাংস সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে ঐ সমস্ত পাখীর বাচ্চা খাঁচা খেতে দেখে, যে সমস্ত পাখীর হিংস্র এবং যেগুলির মাংস খাওয়া হারাম, তবে বাদশার সন্তানাদির গিবত করবে। অথবা তাদের মধ্য হতে কোন নির্লজ্জ কাজ সংঘটিত হবে।

যে সব পাখীর মাংস খাওয়া হালাল, ঐ সমস্ত পাখী স্বপ্নে দেখা বা তার মাংস খাওয়া, উর্বর যার মুল্য এক হাজার হতে ছয় হাজার দিরহাম বা রৌপ্য মুদ্রা হতে পারে। কেননা পাখীর মূল ছয়টি অংগ রয়েছে, মাথা, দুই পা ও লেজ।

পাখীর মাংস যদি ভুনা-ভাজা বা পাকানো দেখে, তবে ধোকা প্রবঞ্চনার মাধ্যমে রিজিক ও সম্পদ লাভ, এবং স্ত্রীর পক্ষ হতে বিশ্বাসঘাতকতা বুঝায়। মাংস যদি কাঁচা দেখে, তবে সে স্ত্রীর গিবত করবে এবং তার উপর জুলুম করবে।

যদি কোন হারাম পাখীর মাংস খেতে দেখে, তবে ধোকা প্রবঞ্চনা এবং অত্যাচারের মাধ্যমে মানুষের সম্পদ খাবে।

কেউ বলেন, হাঁস-মুরগীর মাংস খেতে দেখা, সকলের জন্যই উপকারী। কেননা মুরগীর মাংস দেখা, তার অতি নিকট ও খাছ মহিলাদের পক্ষ হতে মুনাফা বুঝায়। আর মুরগী : চালচালন এবং ডিম দেয়ার দিক দিয়া মহিলাদের সাথে সাদৃশ্য রাখে।

হাঁস বা জলচর পাখী দেখা, ঐ সমস্ত লোকদের পক্ষ হতে মুনাফা বুঝায়, যারা রেহান বা বন্ধকী রাখে।

পাখীর ভুনা ভাজা বাচ্চা দেখা, এতে কষ্টে সম্পদ হাসিল করা বুঝায়।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে পাখীর বাচ্চা কাঁচা খেতে দেখে, তবে সে নবী পরিবারের গিবত বা নিন্দা করবে। অথবা কোন সম্ভ্রান্ত মানুষের গিবত করবে।

মাছ সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

বর্ণিত আছে, একজন লোক ইমাম ইবনে সীরিনের (রহ:) নিকট এসে বলল, স্বপ্নে দেখেছি যে, আমার খাঞ্চার একটি মাছ রয়েছে। আমি ও আমার খাদেম (চাকর) মাছের পেট পিঠ বা উপর নিচ হতে খাচ্ছি। ঘটনা শুনে ইমাম ইবনে সিরীন (রহ:) বললেন, তুমি চাকরের অনুসন্ধান চালাও। কেননা সেও তোমার স্ত্রী সহবাস করে। অনুসন্ধানের পর ঘটনা সত্যই প্রমাণিত হল।

লোনা বা লবণাক্ত ভাজা মাছ স্বপ্ন দেখা

কেউ বলেন, মাছ দেখা, সর্ব অবস্থাই ভাল, বিশেষ করে যদি তা ভুনা-ভাজা হয়। আর ছোট মাছ : যেহেতু এতে কাঁটা অধিক, এজন্য চিন্তাফিকির, দু:খ-কষ্ট এবং পরিবারের লোকদের মধ্যে শত্রুতা বুঝায় এবং এমন জিনিসের আশা বুঝায়, যা সে লাভ করতে পারবে না।

তাজা মাছের মাংস, তৈল, খোসা ইত্যাদির মরক হতে বা খেতে দেখা, ধনসম্পদ ও মালে গণিমত বুঝায়। কখনও উক্ত মালে গণিমত বা ধন-সম্পদ বাদশা বা স্ত্রীর পক্ষ হতে অর্জন হতে পারে। বর্ধিত :

ভুনা-ভাজা টাটকা মাছ পেতে দেখা, গনিমত ও মঙ্গল বুঝায়।

এটা ইলম হাসিলের জন্য সফর অথবা কোন রঈস বা অনুকরণীয় ব্যক্তির সাহচর্য বুঝায়।

কেউ বলেন, এটা ভাই, চাকর বা গোলামের পক্ষ হতে পেরেশানী ও চিন্তা-ফিকির বুঝায়। বর্ধিত :

তাজা অনেক (বড়) মাছ দেখা, গণিমতের মাল এবং মঙ্গল বুঝায়। বর্ধিত :

ভাজা ভুনা মাছ দেখা, লোকটি যদি পরহেজগার ও খোদাভীরু হয়, তবে আশা পূর্ণ হবে এবং দোয়া কবূল হবে, প্রশস্ত রিজিক লাভ করবে। আর যদি খোদাভীরু না হয়, তবে তার উপর শাস্তি নাযিল হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে ছোট মাছ আটাতে মিশিয়ে তেলে ভাজা করতে দেখে, তবে সে মূল্যহীন তুচ্ছ জিনিসের পিছনে সম্পদ ব্যয় করবে। অবশেষে উহা তার জন্য মূল্যবান সম্পদে পরিণত হবে এবং খেতে সুস্বাদু ও মজাদার হবে।

কোন জিনিসের স্বাদ গ্রহণ করা সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

যদি কোন অজানা-অচেনা জিনিসের স্বাদ গ্রহণ করতে ও তা খারাপ লাগতে দেখে, তবে এটা তার মৃত্যুর প্রতি ইংগিত করে। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন : "প্রত্যেক প্রাণীরই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।"

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে এমন কোন জিনিসের স্বাদ গ্রহণ করতে দেখে, যাহা (তার নিকট) খারাপও নয় মজারও নয়, তবে এটা ভয়-ভীতি ও দরিদ্রতার প্রতি ইংগিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন জিনিস চেখে আস্বাদন করে তা মুখরোচক ও সুস্বাদু পেতে দেখে, তবে সে আনন্দ ও নিয়ামত লাভ করবে। আর যদি তা তিক্ত বা বিস্বাদ পেতে দেখে, তবে সে এমন কোন জিনিসের আকাংখা করবে, যার দ্বারা কষ্ট পাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে শক্ত খসখসে কোন গরম খাদ্য গিলে ফেলতে দেখে, তবে তার জীবন ও জীবিকা বাধাগ্রস্ত হবে। আর যদি মুখরোচক সুস্বাদু কেন কিছু খেতে দেখে, তবে আরামের জিন্দেগী ও পরিচ্ছন্ন জীবিকা লাভ করবে।

পঁচা ও দুর্গন্ধ সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার মুখে অনেক খাদ্য রয়েছে দেখে, এটা সত্ত্বেও আরো খাদ্য ধারণের মত খালি জায়গা রয়েছে, তবে তার কাজগুলি বিক্ষিপ্ত ও

দ্বিধাগ্রস্ত হবে। এবং এ ইঙ্গিতও করে যে, যে পরিমাণ খাদ্য তার মুখে রয়েছে, সে পরিমাণ হায়াত তার বলে গিয়েছে। আর যে পরিমাণ খালি বা ফাঁকা রয়েছে, সে পরিমাণ হায়াত বাকী রয়েছে।

আর যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে চেষ্টা তদবীর করে উক্ত খাদ্য বের করতে দেখে, তবে সে বেঁচে যাবে। আর যদি খাদ্য বের করতে না পারে, তবে সে যেন মৃত্যুর জন্য তৈরী হয়।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে জিহ্বা দ্বারা ঠোঁট চাটতে দেখে, তবে এটা মনের আনন্দ ও তৃপ্তি বুঝায়। খাদ্য বা লোকমাতে চুল দেখা, দু:খ-কষ্ট ও চিন্তা ফিকির বুঝায়।

জিহ্বার দ্বারা আঙ্গুল লেহন করা বা চাটা, যে জাতীয় খাদ্য লেহন করবে, সে জাতীয় খাদ্য হতে কিঞ্চিত মঙ্গল লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে পানির মত খাদ্য পান করতে দেখে, তবে তার জন্য জীবিকা প্রশস্ত হবে।

ডিম, হারিসাহ (ঘি-আটা দ্বারা তৈরী এক ধরনের খাদ্য বা খিচুড়ি) এবং আসিদাহ (মাংস ও টুকরা টুকরা গমের দ্বারা তৈরী এক ধরনের খাদ্য বা খিচুড়ি) ব্যতীত যে কোন খাদ্য দেখা, রিজিক বুঝায়। আর হারিসাহ ও আসিদাহ দেখা, সন্তানাদির ব্যাপারে কর্মচারীদের পক্ষ হতে চিন্তাফিকির বুঝায়।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নামায পড়তে পড়তে আসিদাহ বা গম-মাংসের খিচুড়ি খেতে দেখে, তবে সে রোজা থাকা অবস্থায় কোন মহিলাকে চুম্বন করবে।

যে সব খাদ্য অত্যধিক তিক্ততা বা অম্লতার কারণে খাওয়া যায় না, ঐগুলি স্বপ্নে দেখা; রোগব্যাধি বা ব্যথা যন্ত্রণা বুঝায়। যার কারনে সে কোন কিছু খেতে পারবে না।

কোন লোকের নিকট হতে অম্ল বা তিক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে দেখা, খারাপ ও অশ্লীল কথা শোনার প্রতি ইঙ্গিত করে।

যদি উক্ত খাদ্য অন্যকে খেতে দেখে, তবে সেও ঐ ধরনের খারাপ অশ্লীল কথা শুনবে, আর নিজে খেতে দেখলে, চিন্তায় পতিত হবে বা রোগাক্রান্ত হবে।

আর যদি নিজে খেয়ে সবুর করতে এবং মহান আল্লাহর প্রশংসা করতে দেখে, তবে রোগ বা কষ্টমুক্ত হবে।

পঁচা ও দুর্গন্ধযুক্ত কোন জিনিস খেতে দেখা, তার দুর্নাম ও কুৎসা বুঝায়।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার মুখে অপছন্দনীয় জিনিস প্রবেশ করতে দেখে, তবে এটা জীবিকা অর্জনে কঠিন বিপদ বুঝায়।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার মুখে নরম সুস্বাদু কোন প্রিয় বস্তু প্রবেশ করতে দেখে, যা সহজেই গলধ:করণ করা যায়, তবে এতে তার কাজের স্বাচ্ছন্দ, পরিচ্ছন্নতা ও উত্তম জীবিকা বুঝায়।

বকরীর মাংস সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে সুগন্ধযুক্ত বকরীর মাংসের তৈরী বাসন ভীর্ত খাদ্য খেতে দেখে, তবে মনের প্রশান্তি এবং ভদ্র ও নেতৃস্থানীয় লোকদের নিকট পূর্ণ মান মর্যাদা লাভের ইঙ্গিত করে। আর যদি উক্ত খাদ্য গরুর মাংসের তৈরী দেখে; তবে আরামের জিন্দেগী এবং কর্মচারীদের পক্ষ হতে আশা পূর্ণ হওয়ার ইঙ্গিত করে। আর যদি চড় ই পাখীর মাংসের তৈরী দেখে, তবে এটা সুস্থতা, পরিচ্ছন্ন জিন্দেগী, শক্তি সামর্থ এবং রাজত্ব বুঝায়। আর যদি অন্য পাখীর মাংসের তৈরী দেখে, তবে খাদ্য যে পরিমাণ চর্বিযুক্ত হবে, সে পরিমাণ ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা ধনী লোকদের উপর প্রাধান্য বুঝাবে।

সাদা যে কোন খাদ্য বা পানীয় সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

আনন্দ ও সৌন্দর্য বুঝায়। তবে মাঠা; যেহেতু তাতে তৈল বা চর্বি জাতীয় কোন কিছু থাকে না, তাই এটা অত্যধিক চিন্তা বুঝায়। বুরহানী বা টক দুধের তৈরী খাদ্য, কম ক্ষতি বুঝায়। যব বা বার্লির ঝোল, রোগব্যাধি ও কষ্ট-ক্লান্তির মাধ্যমে রিজিক বুঝায়। ছাতু-দুধ মিশ্রিত পাকনো খাদ্য, যদি এতে চর্বি থাকে, তবে নিম্ন ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য কিনতউ অধিক মুনাফা বুঝায়।

সারীদ সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার সম্মুখে চর্বিহীন সারাৰীদের পিয়ালা দেখে, আর উক্ত খাদ্য যদিও মজাদার বা উত্তম নয়, তথাপি খাওয়ার জন্য সে তাড়াহুড়া করছে যাতে সে খাওয়ার পর আরাম করতে পারে, তবে এ ইঙ্গিত করে যে, সে আর্থিক সংকট ও অভাব-অনটনের কারণে মৃত্যুর আকাংখা করছে। যাতে সে উহা হতে মুক্তি পেতে পারে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার সম্মুখে সারীদ রাখা দেখে, কিন্তু ফুরাইয়া যাওয়ার ভয়ে সে তা খাচ্ছে না, তবে সে অধিক ধনসম্পদ নিয়ামত রেখে যাবার কারণে মৃত্যুকে ভয় করছে।

সারীদ যদি কোন হিংস্র জীব-জানোয়ারের মাংস-ঝোলের দেখে, তবে তার ভয় থাকা সত্ত্বেও মনের বিরুদ্ধে কোন জালেম সম্প্রদায়ের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করবে। অথবা কোন জালেম সম্প্রদায়ের সাথে তার ব্যবসা বাণিজ্যের সম্পর্ক

গড়ে উঠবে। আর সারীদ যদি চর্বিযুক্ত হয়, তবে হারাম মুনাফা বুঝাবে, আর চর্বিহীন হলে এতে কোন মুনাফা হবে না।

সারীদ যদি কুকুরের মাংস-ঝোলের দেখে, তবে নিচ ধরনের ব্যবসা, বা নির্বোধ লোকের সাথে কোন পেশা, বা বোকা-নির্বোধ লোকের উপর কর্তৃত্ব বুঝায়। যদি দেখে যে, উক্ত সারীদ সবটা সে (একাই) খেয়ে ফেলেছে, তবে সে অপমান এবং দরিদ্রতার মধ্যে মারা যাবে।

সারীদ যদি হিংস্র পাখীর মাংসের তৈরী দেখে, তবে এটা জালেম সম্প্রদায়ের সাথে প্রতারণামূলক হারাম মালের লেনদেন বুঝাবে।

মোটকথা, সারীদের চর্বি কম-বেশী, তার মাংসের হালাল-হারাম এবং প্রকার ধরনের উপরই মানুষের হায়াত, কামাই-রোজগার, জীবিকার ভাল-মন্দ, লাভ লোকসান ইত্যাদি নির্ভর করে।

সারীদ বা মাংস ঝোলে রুটির টুকরা ভিজানো খাদ্য যদি প্রচুর চর্বিযুক্ত হয়, তবে এটা প্রশস্ত দুনিয়া এবং এমন বেলায়েত বা ক্ষমতা বুঝায়, যা উপকারী হবে। আর যদি চর্বিবিহীন হয়, তবে মুনাফাবিহীন ক্ষমতা বুঝায়।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে সারীদ ভর্তি পিয়ালা হতে খেতে দেখে, তবে যে পরিমাণ সারীদ খেতে দেখবে, সে পরিমাণ তার হায়াত শেষ হবে। আর যে পরিমাণ সারীদ বাকী থাকবে, সে পরিমাণ তার আয়ু অবশিষ্ট থাকবে। কেননা সারীদ বলতে মানুষের হায়াত বা আয়ু বুঝায়।

মধু সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

বর্ণিত আছে যে, ইমাম ইবনে শিরীন (রহ:) বলেন, যে ব্যক্তি শহদ (মধু যা মোম হতে পৃথক করা হয় নি) বা মধু দেখবে, সে বিনা পরিশ্রমে প্রচুর রিজিক লাভ করবে। কেননা আগুন তা স্পর্শ করে নি। আর যদি আসাল (মোম হতে পৃথককৃত) বা মধু দেখে, তবে তুলানামূলক ভাবে কম রিজিক লাভ করবে এবং এতে পরিশ্রম ও কষ্টও করতে হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে শহদ (মধু) পান করে পরক্ষণে আবার আ'সাল (মধু) পান করতে দেখে, তবে কোন কোন মুআব্বের উক্ত স্বপ্নকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, লোকটি মায়ের সাথে যেনা করবে অর্থাৎ মাকে বিবাহ করবে।

বর্ণিত আছে যে, একজন লোক হযুর (সা:) এর নিকট এসে বলল, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, মেঘের একটি টুকরা হতে ফোটা ফোটা ঘি ও মধুর বৃষ্টি হচ্ছে

এবং মানুষ তা লেহন করছে বা চাটছে, কেহ বেশী লেহন করছে আবার কেউ স্বপ্নে কম। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি:) : বললেন, আমাকে সুযোগ দিন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এর ব্যাখ্যা বলব। তিনি বললেন, এটা হল কোরআন ও তার স্বাদ বা মজা। কেউ স্বপ্নে এটা বেশী গ্রহণ করছে আবার কেউ স্বপ্নে কম।

বর্ণিত আছে যে, হুযূর (সা:) বলেছেন, স্বপ্নে দেখেছি, আমি যেন একটি লোহার গম্বুজে রয়েছি। আর আকাশ হতে মধু বর্ষিত হচ্ছে। কেউ স্বপ্নে একবার বা দুবার তা লেহন করছে। কেউ স্বপ্নে বা এর চেয়ে বেশী এবং কেউ স্বপ্নে অত্যধিক পান করছে। হযরত আবু বকর (রাযি:) বলেন, এটা রাসুলাল্লাহ! আমাকে এর ব্যাখ্যা দেয়ার সুযোগ দিন। হুযূর (সা:) বলেন, তুমি এর ব্যাখ্যার প্রদান কর।

হযরত আবু বকর (রাযি:) বললেন, লোহার গম্বুজ, এটা হল, ইসলাম ধর্ম। আর একবার বা দুবার লেহন করছে, তার অর্থ হল, কেউ স্বপ্নে এক সূরা বা দু সূরা শিখেছে। আর যারা অত্যধিক পান করছে, তার অর্থ হল, তারা সম্পূর্ণ কোরআন মুখস্থ করেছে। হুযূর (সা:) শুনে বললেন, তুমি টিক ব্যাখ্যাই করেছ।

ওয়ারিশী হালাল : পাক পবিত্র সম্পদ বা গণিমতের মাল অথবা অংশীদারী সম্পদ বুঝায়।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার সম্মুখে মধু রাখা দেখে, তবে এ ইঙ্গিত করে যে, তার নিকট মর্যাদা সম্পন্ন মূল্যবান ইলম রয়েছে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে লোকদেরকে মধু পান করাচ্ছে দেখে, তবে সে মধুর সুরে মানুষের সম্মুখে কোরআন কারীমের তেলাওয়াত করবে।

দ্বীনদার লোক যদি মধু দেখে, তবে এটা ঈমানের মজা ও স্বাদ, কোরআনের তিলাওয়াত এবং নেক কাজ বুঝায়। আর যদি দুনিয়াদারী লোক মধু দেখে, তবে বিনা পরিশ্রম ও কষ্টে মালে গনিমত লাভ করবে।

মধু দেখার ব্যাখ্যা কোরআন দ্বারা এজন্য করা হয় যে, স্বয়ং মহান আল্লাহ তাআরা তার কালামকে শিফা (রোগমুক্তি বা মধু) বলে অভিহিত করেছেন।

চামচ সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

সৎ ও সদয় কেরানী বুঝায়, যার মাধ্যমে পরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা হবে বা বাজাব নিয়ন্ত্রিত হবে। ডেগ বা কোন কিছু রাখার পা-দানী দেখা, সরাসরি সম্পদ বুঝায়, কেননা ডেগ যেমন পা-দানীর উপর নির্ভরশীল, তদ্রূপ মানুষের অস্তিত্বও সম্পদের উপর নির্ভরশীল।

কাতান, সুতি কাপড়, হাতিয়ার ইত্যাদি স্বপ্নে দেখা

বিনা পরিশ্রমে সম্পদ লাভ করা বুঝায়। চাটনি-আচার দেখা, সমস্তটাই চিন্তা এবং শত্রুতা বুঝায়, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে উহা হতে কিছু খেতে দেখে, তবে চিন্তায় পতিত হবে, আর যদি উহা হতে খেতে বা স্পর্শ করতে না দেখে, তবে এমন সম্পদ বুঝাবে, যাতে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

লবণ সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

কেউ বলেন, লবণের উপরিভাগ দেখা। চিন্তা, কর্মব্যস্ততা, হৈচৈ, রোগব্যাধি ইত্যাদি বুঝায়। লবণে রৌপ্যমুদ্রা বা কাঁচা টাকা দেখা, চিন্তা ও ক্লান্তি বুঝায়। লবণ সহ রুটি খাওয়া, যৎসামান্য দুনিয়া নিয়া সন্তুষ্ট থাকবে।

এটার ব্যাখ্যা সম্পর্কে মতবিরোধ রহিয়াছে। কেউ বলেন, সাদা লবণ দেখা, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি এবং নিয়ামত ও মঙ্গল বুঝায়। তবে ইমাম ইবনে শিরীন (রহ) একে অপছন্দ মনে করেন।

প্রচুর মাংস সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

রোগব্যাধি ও কষ্ট বুঝায়। মাংস খরিদ করতে দেখা, বিপদাপদ বুঝায়। কাঁচা মাংস মৃত্যু বুঝায়। কাঁচা মাংস খেতে দেখা, উক্ত প্রাণীর যে মালিক ছিল, তার গিবত করা বুঝায়।

কবরীর লবণাক্ত মাংস ঘরে আনা স্বপ্ন দেখা

খাসী বকরী ছাড়া অন্য কিছুর মাংস দেখা, ঐ রিযিক বুঝায়, যার আলোচনা স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল।

কেউ বলেন, শুকনা দুর্বল খাসী বকরী দেখা, ফকীর ও দরিদ্র ব্যক্তি বুঝায়। কেউ স্বপ্নে বলেন- এটা ক্ষতির প্রতি ইঙ্গিত করে।

কেউ বলেন, দুর্বল-শুকনা জানোয়ারের লবণাক্ত মাংস খেতে দেখা, সম্পদের ক্ষতি বুঝায়। বিপদাপদের পর উক্ত বাড়ীওয়ালা সেই পরিমাণ মঙ্গল ও বরকত লাভ করবে, যে পরিমাণ মাংস ঘরে আনতে দেখবে। মোটা খাসী বকরী দেখা, শুকনা ও দুর্বল খাসী-বকরী দেখার চেয়ে উত্তম।

স্বপ্নে উটের মাংস দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে উটের মাংস পাকিয়ে খেতে দেখে, তবে সে কোন লোকের সম্পদ ভক্ষণ করবে, বিমারে আক্রান্ত হবে কিন্তু অবশেষে আরোগ্য লাভ

করবে। কেউ বলেন, উটের মাংষ খেতে দেখলে, বাদশার পক্ষ হতে লাভবান হবে। স্থুল বা বৃহৎ দেহ বিশিষ্ট শক্রর পক্ষ হতে সম্পদ লাভ করবে।

গরুর মাংস সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

আর যদি তার স্ত্রী গর্ভবতী হয়, তবে পুত্রসন্তান জন্ম দিবে। ভুনা মোটা বাছুর দেখা, বড় ধরনের তাৎক্ষণিক শুভসংবাদ বুঝায়, আর বাছুর যে রকম মোটা তাজা হবে, শুভসংবাদও তদ্রূপ বড় হবে। কেউ বলেন, এটা রিজিক, প্রাচুর্য এবং ভয়-ভীতি হতে মুক্তি বুঝায়।

কষ্ট-ক্লান্তি বুঝায়। কেননা এটা দেরীতে হজম হয়। এবং সামান্য কাজ-কর্মের প্রতিও ইঙ্গিত করে। কেউ বলেন, গরুর মাংস যদি ভুনা-ভাজা হয়, তবে ভয়-ভীতি হতে নিরাপত্তা লাভ হবে।

গরুর পাকানো মাংস স্বপ্ন দেখা

তার প্রতি মহান আল্লাহর (সহজ) অনুগ্রহ বুঝায়, সুতরাং এইজন্য মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করা উচিত।

মুধু খেতে স্বপ্ন দেখা

একজন লোক স্বপ্নে দেখল যে, সে মধুতে রুটি ডুবিয়ে খাচ্ছে, ফলত: সে ইলম্ ও হিকমতের (প্রজ্ঞার) প্রেমিক বা আশেক হল এবং এর দ্বারা উপকৃত হল এবং তার সম্পদ অধিক হল। কেননা মধু খাঁটি (প্রখার) ইল্‌ম বুঝায়, আর রুটি সম্পদের প্রাচুর্য বুঝায়।

স্বপ্নে মধু বৃষ্টি হতে দেখা

মান্না বা শিশির আকারে মধু বৃষ্টি হতে দেখা, সৃষ্টিকুলের ইহ্সান বা হস্তক্ষেপ ছাড়াই মহান আল্লাহ প্রদত্ত পাক-পবিত্র, পরিচ্ছন্ন উপাদেয়, খাদ্য বুঝায়। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন : "হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের জন্য মান্না এবং সালওয়া (পান করার জন্য শিশির আকারে মধু এব খাদ্যের জন্য ভাজা-ভুনা পাখী) অবতীর্ণ করেছি। অতএব তোমরা আমার পরিচ্ছন্ন ও উপাদেয় খাদ্য খাও।" (সূরা : বাকারা, আয়াত : ৫৭)

খেজুর সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে খেজুর, চিরিয়া তার আঁটি পৃথক করতে দেখে, তবে সে সনতান লাভ করবে, যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন : "নিশ্চয়ই মহান আল্লাহই বীজ ও আঁটি হতে অঙ্কুর সৃষ্টিকারী।" (সুরা : আনআম, আয়াত : ৯৫)

কাতিরান সহ (রাবার জাতীয় কারো রংয়ের তরলদাহ্য পদার্থ) খেজুর খেতে দেখলে, গোপনে স্ত্রীকে তালাক দেয়ার ইঙ্গিত করে।

খেজুর বিক্ষিপ্ত করতে বা বিতরণ করতে দেখা, সফরের নিয়্যত বুঝায়। যদি ফলের মওসুমে খেজুর গাছ হতে খেজুর কুড়াতে দেখে, তবে সে বরকতময়ী ও সম্মানিতা ধনী মহিলাকে বিয়ে করবে। কহে বলেন, বিনা পরিশ্রমে কোন সম্ভ্রান্ত লোকের নিকট হবে অথবা নিজের উর্বর জমি হতে সম্পদ লাভ করবে।

কেউ বলেন, সে ইল্‌মে নাফে (উপকারী ইল্‌ম) লাভ করবে এবং তার উপর আমল করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে অসময়ে খেজুর গাছ হতে খেজুর কুড়াতে দেখে, তবে সে ইল্‌ম শিখবে কিন্তু আমল করবে না।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে খেজুর গাছ হতে কাল আঙ্গুর কুড়াতে দেখে, তবে তার স্ত্রী কাল গোলাম (হাবশী) হতে (পুত্র) সন্তান জন্ম দিবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে শুকনা খেজুর গাছ হতে তাজা পাকা খেজুর কুড়াতে দেখে, তবে ফাসেকের নিকট হতে ইল্‌ম হাসিল করবে, যা তার উপকারে আসবে। আর যদি স্বপ্নদ্রষ্টা চিন্তাগ্রস্ত থাকে, তবে সে চিন্তামুক্ত ও আনন্দিত হবে।

যেহেতু মহান আল্লাহ হযরত মরিয়ামের (আ: এর) ঘটনা উল্লেখ করে বলেন : "হে মরিয়াম! তুমি তোমার নিজের দিকে খেজুর গাছের কাণ্ডে নাড়া দাও, তা হতে তোমার উপর তাজা পাকা খেজুর পতিত হবে।"

কেউ বলেন, বিক্ষিপ্ত খেজুর দেখা, অস্থায়ী দিরহাম বা রৌপ্যমুদ্রা বুঝায়।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, খেজুর কুড়াতে তার নিকট জমা করা হচ্ছে, তবে অডেল উটের মালিক : যাদের উপর তার প্রভাব রয়েছে, তাদের নিকট হতে কুড়াতে কুড়াতে সম্পদ (তার নিকট) জমা করা হবে।

একজন লোক ইমাম ইবনে শিরীন (রহ:) এর নিকট এসে বলল, আমি স্বপ্নে চল্লিশটি খেজুর পেতে দেখেছি। উত্তরে তিনি বললেন, তুমি চল্লিশটি বেত্রাঘাত খাবে। আবার কিছুদিন পর লোকটি এসে বলল, আমি বাদশার গেটে (দরজায়) চল্লিশটি খেজুর পেতে দেখেছি। উত্তরে তিনি বললেন, তুমি চল্লিশ হাজার দিরহাম বা রৌপ্যমুদ্রা পাবে। লোকটি বলল, এবার আপনি আমার স্বপ্নের এ ব্যাখ্যা দিলেন, অথচ ইতিপূর্বে এক-ই স্বপ্নের অন্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। উত্তরে ইমাম ইবনে শিরীন (রহ:) বললেন, প্রথমবার তুমি আমার নিকট স্বপ্ন ঐ সময় বলেছিলে, যতখন গাছপালা শুকিয়ে গিয়েছিল বা অনাবৃষ্টি দেখা দিয়েছিল আর বৎসর শেষ হয়ে আসছিল এবং পশ্চিমা হাওয়া চালু ছিল। আর এবার তুমি যখন

এসেছ, তখন বৃক্ষলতায় বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছিল। স্বপ্নের ফলাফল উভয় ক্ষেত্রে তাই হল, যা তিনি বর্ণনা করছিলেন।

হুযূর পাক (সা:) বলেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, একজন লোক আমাকে খাওয়ার জন্য এক লোকমা খেজুর দিয়েছে। যখন আমি উহা চিবাতে লাগলাম, তখন শুধু আমি উহা খেজুরের আঁটি পেলাম। আর আমি উহা মুখ হতে নিক্ষেপ করলাম। পুনরায় আমাকে আর এক লোকমা খেজুর দেয়া হল, তাও আমি আঁটি পেলাম এবং ফেলে দিলাম। তৃতীয় বার আর এক লোকমা দেয়া হল, তাও আমি আঁটি পেলাম এবং ফেলে দিলাম। হযরত আবু বকর (রাযি:) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে এর ব্যাখ্যা বলার সুযোগ দিন।

হুযূর (সা:) বলেন, তুমি এর ব্যাখ্যা কর। হযরত আবু বকর (রাযি:) বললেন, আপনি জেহাদের জন্য একটি দল পাঠাবেন, যারা নিরাপদে মালে গনিমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) নিয়ে ফিরবে। তবে তাদের একজন লোক তাদের হাতে বন্দ হবে, সে তাদেরকে আপনার নিরাপত্তার কসম দিবে। তারা তাকে ছেড়ে দিবে। এভাবেই দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলটিও পাঠানো হবে। হুযূর পাক (সা:) বলেন, ফিরিস্তা আমাকে এরূপেই বলেছেন।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা:) স্বপ্নে দেখলেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি:) তাজা পাকা খেজুর খাচ্ছেন। তিনি চিঠি লিখে জানালেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আপনি তাজা পাকা খেজুর খাচ্ছেন। আর এটা হালাওয়াতে ঈমান বা ঈমানী স্বাদ বুঝায়।

হযরত আবদুল্যাহ ইবনে ওমর (রাযি:) স্বপ্নে খেজুর খেতে দেখলেন। হুযূর (সা:)এর নিকট স্বপ্ন বর্ণনা করলে হুযূর (সা:) উত্তরে বলেন, এটা ঈমানের হালাওয়াত বা ঈমানী স্বাদ।

খেজুর দেখলে, বৃষ্টির প্রতি ইঙ্গিত করে। আর খেজুর খেতে দেখলে, প্রচুর খালেস রিজিক বুঝায়, যা সে লাভ করবে। কেউ বলেন, খেজুর খেতে দেখা, কোরআন তেলাওয়াত বুঝায়।

কেউ স্বপ্নে বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে উত্তম খেজুর খেতে দেখে, তবে সে উপকারী উত্তম কথা শুনতে পাবে। খেজুর পুতে রাখতে দেখলে, সম্পদ জমা করবে অথবা কোন ধনভাণ্ডার হতে সম্পদ লাভ করবে।

বর্ণিত আছে যে, একজন (বিবস্ত্র) লোক নিকৃষ্ট ধরনের খেজুর একটি বিরাট পেট বিশিষ্ট শুকরের পেটে দেখতে পেল এবং সে শুকরটিকে নিজের বাড়ীর দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। এ সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যাদাতাকে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি

বললেন, এটা কাফেরদের সম্পদ হতে মালে গণিমত লাভ করা বুঝায়। কিছুদিন অতিবাহিত না হতেই দেরামানবাসীদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং মুসলমানেরা জয়ী হয়। আর এভাবেই মালের গণিমত তাদের হস্তগত হয়।

ঈমাম ইবনে শিরীন (রহ:) কে একজন মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, সে স্বপ্নে একটি খেজুর চুষে তার প্রতিবেশী আর কজনকে দিতে দেখেছে এবং সেও এটা চুষছে। উত্তরে ইমাম (রহ:) বললেন, এ মহিলটি তার প্রতিবেশীর যৎসামান্য নেক কাজেও শরীক হবে। মূলত: দেখা গেল যে, মহিলাটি তার প্রতিবেশীর কাপড় ধৌত করে দিচ্ছে। আসিদাহ বা ঘি আটা মিশ্রিত খাদ্য বা খিচুরি দেখা, চাকর বা যুবকদের পক্ষ হতে চিন্তার কারণ বুঝায়।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে আসিদাহ বা খাবিসাহ (খেজুর ঘি মিশ্রিত হালুয়া) বা ফালুদাহ (মধু-ঘি মিশ্রিত খাদ্য) নামাযরত অবস্থায় খেতে দেখে, তবে সে রোজা থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীকে চুম্বন করবে।

একজন লোক ইমাম ইবনে শিরীন (রহ:) এর নিকট এসে বলল, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, নামাযরত অবস্থায় খাবিসাহ বা ঘি মিশ্রিত খেজুরের হালুয়া খাচ্ছি। ইমাম ইবনে সিরীন (রহ:) বললেন, যদিও খাবিসাহ খাওয়া হালাল বা জায়েয, তথাপি নামাযরত অবস্থায় খাওয়া জায়েয নয়। (মনে হয়) তুমি রোজা অবস্থায় তোমার স্ত্রীকে চুম্বন কর। সুতরাং তুমি এটা আর করো না।

শুকনা খাবিসাহ দেখা, খুব কষ্টে সম্পদ অর্জন বুঝায়। তাজা বা তরল খাবিসাহ দেখা, কেউ স্বপ্নে একে হলুদ রংয়ের কারণে অপছন্দ করেছেন এবং বলেছেন যে, এটা রোগ ব্যাধির ইঙ্গিত করে। কেউ স্বপ্নে বলেন যে, এটা অদিক সম্পদ এবং খাঁটি দ্বীন বুঝায়। আর খাবিসাহ বা উক্ত হালুয়ার এক লোকমা খেতে দেখা, ছেরে, প্রেমিকা বা প্রিয়জনের চুম্বন বুঝায়।

একজন লোক ইমাম ইবনে শিরীনের (রহ:) নিকট এসে বলল, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমার হাতে একটি পানির মশক ও তাতে খেজুর রয়েছে। আর আমি মশকে মাথা ঢুকিয়ে খেজুর খাচ্ছি এবং বলছি, এ খেজুর কতই না টক। ইমাম ইবনে সিরীন (রহ:) বললেন, তুমি তো সর্বদিক হতেই সম্পদ অর্জনের পিছনে ডুবেছ। হালাল-হারামের কোন তমিজ করছ না। আমি তো দেখছি যে, তোমার এ সব কামাই হারাম। ফলাফল তাই হল, যা তিনি বর্ণনা করেছিলেন।

যদি কোন মহিলা কাতেরান সহ (রবার জাতীয় কাল রংয়ের তরল দাহ্য পদার্থ) খেজুর খেতে দেখে, তবে সে তালাকপ্রাপ্তা হওয়া সত্ত্বেও স্বামীর সম্পদের ওয়ারিশ হবে।

আতর বিক্রেতা সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

যদি কোন আত্তারকে ভেজাল আতর বিক্রি করতে দেখে, তবে সে মানুষের সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করবে। ইসমাঈল আশআছ বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে আত্তারের সাথে উঠাবসা করতে দেখে, তবে সে দানশীলতা ও কল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে লোকালয়ে খ্যাতি লাভ করবে, এবং মানুষ তার সুনাম গাইবে।

ইমাম ইবনে শিরীন (রহ:) কলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজেকে আত্তার-আতর বা সুগন্ধি বিক্রেতা হিসেবে দেখে, তবে সে এমন কোন কাজ করবে, যার দ্বারা লোক তার প্রশংসা করবে।

হালুয়া বা মিষ্টি বিক্রেতা সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

ওয়ায়েজ আবু সাআদ (রহ:) বলেন, মিষ্টি বিক্রেতা যদি মূল্য বা বিনিময় গ্রহণ করতে না দেখে, তবে সে বিনয় ও অনুগ্রহ পরায়ণ (ব্যক্তি) হবে। আর যদি মূল্য গ্রহণ করতে দেখে, তবে সে একজন রিয়াকার বা লোক দেখানো ঝগড়াটে ব্যক্তি হবে।

হালুয়া বা মিষ্টি বিক্রেতা দেখা, মানুষকে মিষ্টি ও উত্তম কথা বলবে এবং মানুষ তার কথা দ্বারা উপকৃত হবে। হালুয়া বা মিষ্টি খরিদ করতে দেখা, উক্ত লোকের নিকট হতে উপকৃত হওয়া বুঝায়।

লেখক বা কেরানী সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে বাদশার কেরানী হতে দেখে, তবে এ ইঙ্গিত করে যে, সে অন্যের নিকট হতে মুনাফা বা কল্যাণ লাভ করবে।

লেখক বা কেরানী দেখা, প্রতারক, বাহানাকারী বুঝায়। হযরত দানিয়াল (আ:) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে জনসাধারণের কেরানী বা লেখক নিযুক্ত হতে দেখে, তবে ইতিপূর্বে সে কেরানী বা লেখক ছিল না, তবে এ ইঙ্গিত করে যে, সে প্রতারণা ও ধোকা প্রবঞ্চনার মাধ্যমে মানুষের সম্পদ হরণ করবে।

তাজের বা ব্যবসায়ী সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

কেউ বলেন, ব্যবসায়ী দেখা বা কেনাবেচা করতে দেখা, হালাল জিনিস হাসিলের ইঙ্গিত করে এবং কখনও এটা হতে নিরাপত্তা বুঝায়। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কারও নিকট কাপড় বিক্রিয় করতে দেখে, কিন্তু মূল্য গ্রহণ করেনি তবে সে মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিবে।

ইমাম জাফর সাদেক (রহ:) বলেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, কিংবা ব্যবসায়ী স্বপ্নে দেখা, দুনিয়ার সৌন্দর্য বুঝায়।

তাজের বা ব্যবসায়ী দেখা, বিচক্ষণ ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি বুঝায়। কখনও এটা চিন্তিত ও বেদআতী (ধর্মীয় ব্যাপারে যে ব্যক্তি মনগড়া কোন কাজ-কর্ম করে) ব্যক্তি বুঝায়। যদি কোন ব্যবসায়ীকে নির্দিষ্ট ধরনের পরিবর্তে অন্য কোন ধরনের জিনিসপত্র লেন-দেন করতে দেখে, তবে এটা মঙ্গল ও কল্যাণ বুঝায়।

ছুতার বা কাঠমিস্ত্রী সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

জাবের মাগরেবী বলেন, কাঠ মিস্ত্রি দেখা, বাচ্চাদের শিক্ষক (শিশু শিক্ষক) বুঝায়। ইমাম ক্বিরামানী বলেন, কাঠমিস্ত্রী দেখা, উত্তম চরিত্র ও আদর্শ শিক্ষাদানকারী, বিচক্ষণ, সংস্কারক, ধর্মীয় কাজে মানুষকে উদ্বুদ্ধকারী এবং ধর্ম হতে মুনাফেকী, কপটতা ও বিশৃংখলা দূরকারী বুঝায়।

আদীব (সম্মানী ও চৌকস ব্যক্তি) বুঝায়। যে মানুষ কে আদব বা উত্তম চরিত্র ও আদর্শ শিক্ষা দিবে।

দালাল বা ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজেকে দালাল হতে দেখে, তবে এটা এসলাহ, হেদায়াত এবং মানুষের মধ্যে প্রশংসনীয় ও ভাল কাজ করার প্রতি ইঙ্গিত করে। ওয়ায়েজ আবু সাঈদ বলেন, দালাল দেখা, কোন ভাল জিনিস নয়, বরং তার কাজ রহিত ও অচল হতে দেখা ভাল।

দর্জি বা এমব্রয়ডার কাপড় সেলাইকারী সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে আপন স্ত্রীর কাপড় সেলাই করতে দেখে, তবে সে দু:খ-কষ্ট ও বিপদে পতিত হবে।

ইমাম ক্বিরমানী বলেন, দর্জি দেখা, এমন একজন লোক বুঝায়, যার হাতে বিক্ষিপ্ত জিনিসগুলির জোড়া লাগবে বা সংশোধন হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজের জন্য কোন কিছু সেলাই করতে দেখে, তবে সে নিজের দ্বীন ধর্মের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে সেলাই কাজ না জানা সত্ত্বেও সেলাই করতে দেখে, তবে সে বিক্ষিপ্ত কোন কিছুকে একত্রিত করার চেষ্টা করছে, কিন্তু তা একত্রিত হচ্ছে না।

রিফু করা সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজের কাপড় রিফু করতে দেখে, তবে সে কোন আত্মীয়-স্বজনের সাথে ঝগড়া করবে এবং এমন লোকদের সাথে উঠাবসা করবে, যাতে কোন কল্যাণ বা মঙ্গল হবে না।

রিফু করা বা ছেড়া কাপড়ের সংস্কার করা, লড়াই ঝগড়া ও মিথ্যা অপবাদ বুঝায়। যদি কোন কিছু রিফু করতে দেখে, তবে এটা তিরস্কার, চিন্তা ফিকির, মিথ্যা অপবাদ এবং লড়াই ঝগড়ার প্রতি ইংগিত করে।

আবু সাঈদ ওয়ায়েজে বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার পিতা-মাতার সতর (লজ্জাস্থান) খুলে যাওয়ার পর উক্ত কাপড়ের রিফু করতে দেখে, তবে সে মাতা-পিতার প্রতি ফাহেশা বা অশ্লীল কাজের সম্বোধন করবে। এবং পরবর্তীতে মিথ্যা বলার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে ও ওজর পেশ করবে।

কৃষক সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

ইমাম ক্বিরমানী বলেন, চাষাবাদ, বা ক্ষেত খামার যদি পূর্ণ নিয়ম অনুযায়ী হয়, তবে এটা নিয়ামত ও সম্মান লাভ এবং ধনদৌলতের আগমন বুঝাবে। সালেমী বলেন, চাষাবাদ করতে দেখলে, বিবাহের প্রতি ইঙ্গিত করে। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন, আর তোমাদের স্ত্রীরা হল তোমাদের জন্য শষ্য ক্ষেত।

ইমাম জাফর সাদেক (রা:) বলেন, কৃষক দেখা, মান-সম্মান, আত্মম র্যাদাবোধ, কল্যাণ ও মঙ্গল, রোগব্যাধি, হালাল রিজিক তালাশ ও হালাল উপার্জন বুঝায়। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজেকে কৃষক এবং কৃষি কাজ করতে দেখে, তবে সে মঙ্গল, কল্যাণ ও সফলতার জন্য চেষ্টা তদবীর করবে।

কেউ বলেন, কৃষক দেখা, দ্বীন-ধর্ম, কল্যাণ ও হালাল জীবিকা অর্জনের প্রতি ইঙ্গিত করে। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে চাষাবাদ করতে ও বীজ বপন করতে দেখে, তবে এটা সৎকাজ অথবা রোগব্যাধি বুঝাবে।

শিক্ষক সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

ইমাম ক্বিরামানী বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কাউকেও কোন ইল্‌ম শিখাতে দেখে, আর লোকটি যদি এর যোগ্য হয়, তবে সে এটা লাভ করতে পারবে। আর যদি যোগ্য না হয়, তবে সে নিজেই উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে।

মুআব্বের বা স্বপ্ন রহস্য বৃত্তান্তকারী দেখার ফলাফল, ক্বারী, ওয়ায়েজ ও কাজী দেখার মত।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কাউকে ও কোন ইল্‌ম শিখাতে দেখে, তবে এটা মানুষের নিকট উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান লাভের ইঙ্গিত করে।

কাফন চোর বা কবর খননকারী সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

যদি লোকটি সৎ ও যোগ্য হয়, তবে ইল্‌ম ও হিকমত লাভ করবে। আর যদি ফাসাদী বা খারাপ হয়, তবে ফলাফল তার বিপরীত হবে।

ওয়ায়েজ আবু সাঈদ বলেন, নাব্বাশ দেখা, এমন লোক বুঝায়, যে মানুষকে ফাসাদ বা বিশৃংখলার জন্য একত্রিত করবে।

সাইরাফী বা স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা পরখকারী সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

ভাল মন্দের যাচাইকারী, ধৈর্যশীল, ক্ষমতার অধিকারী, বিজ্ঞ লোক বুঝায়। ইমাম ইবনে সিরীন (রহ:) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজেকে মুদ্রা ব্যবসায়ী বা পরখকারী দেখে, আর সে যদি সৎ হয়, তবে সে আহলে ইলম বা বিদ্বান হবে এবং কোরআনকে অগ্রাধিকার দিবে। আর যদি দুনিয়াদার হয়, তবে সে আখেরাতের উপর দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দিবে।

ইমাম ক্বিরামানী বলেন, সাইরাফী দেখা দুনিয়ার ক্ষেত্রে ভাল ফলদায়ক।

তৈল বিক্রেতা বা মালিশকারী সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেয়াল ছাদ বা দুনিয়াদারী কোন জিনিষে তৈল মালিশ করতে দেখে, তবে সে উক্ত বিষয়ে অত্যন্ত অহংকারী হবে এবং ধোকায় পতিত হবে এবং কূটকৌশলের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করবে। তার ধর্ম ফাসেদ ও নষ্ট হবে। মানুষকে অন্যায়ে লিপ্ত করবে। বিশেষ করে যদি প্রতীমা বা মূর্তির গায়ে তৈল মালিশ করতে দেখে, তবে দ্বীন ও হেদায়াত পরিত্যাগ করবে।

উকিল সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

উকিল দেখা, কল্যাণ ও মঙ্গলের আগমন বুঝায়। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজেকে বাদশার উকিল মনোনীত হতে এবং তার কাজে আদল-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে দেখে, তবে এটা মঙ্গল ও কল্যাণ লাভের ইঙ্গিত করে।

কামান বা তীর ধনুক নির্মাতা সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

সম্মানী ও ক্ষমতাবান ব্যক্তি বুঝায়। কখনও বা পরপোকারী লোক বুঝায়। ইমাম ক্বিরমানী বলেন, কামান ধনুকের পেশা করতে দেখা, এমন কাজ বুঝায়, যা শুধু বাদশার পক্ষ হতেই প্রকাশ পেতে পারে।

তীর বা তীর চালনা সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

এটা দূত বা বাহক বুঝায়, কখনও এটা দূত বুঝায়। জাবের মাগরেবী বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তীর বানাতে ও তা সম্পন্ন করতে দেখে, তবে সে বড়দের নিকট হতে দূতের (বাহকের) দায়িত্বভার গ্রহণ করবে।

কামার বা কর্মকার সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

অহেতুক প্রশ্নকারী লোক বুঝায়। ওয়ায়েজ আবু সাঈদ বলেন, হাদ্দাম বা কর্মকার দেখা, প্রভাবশালী ও ভয়ভীতিপূর্ণ বাদশাহ বুঝায়। কর্মকারের কর্মের দক্ষতা, লোহার দাগ ও গর্তের চিহ্ন অনুযায়ী বাদশাহর প্রভাব প্রতিপত্তি ছড়িয়ে পড়বে এবং অন্যান্য রাজা বাদশারা তার বশ্যতা স্বীকার করবে। ইমাম কিরমানী বলেন, কর্মকার দেখা, খারাপ সঙ্গী-সাথী বুঝায়।

ওয়ায্য়ান বা ওজন ও পরিমাপকারী সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

কাজী বা ন্যায় বিচারক বুঝায়। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন কিছু ওজন করতে ও মাপে কম করতে দেখে, তবে উক্ত এলাকার কাজী বা বিচারক বিচারকার্যে পক্ষপাতিত্ব করবে। আর যদি মাপ সমান সমান হতে দেখে, তবে সেখানকার কাজী ন্যায়বিচার করবে। ঢোলবাদক দেখা, মিথ্যুক ও মোটা আওয়াজী (ঢোলের মত) লোক বুঝায়।

পুল সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

কেউ বলেন, পুল পার হতে দেখলে, অপছন্দনীয় কাজ হতে নিরাপদ থাকবে। ইমাম জাফর সাদেক (রা:) বলেন, পুল দেখা, বীরত্ব, রাজত্ব, মঙ্গল ও আশা পূর্ণ হওয়া বুঝায়।

খায়র ও মঙ্গল বুঝায়। ইমাম ক্বিরমানী বলেন, পুল অতিক্রম করতে দেখলে, ইজ্জত সম্মান, আত্মমর্যাদা, ধনসম্পদ এবং বাদশার পক্ষ হতে আশা পূর্ণ হওয়ার ইঙ্গিত করে।

নল-পাইপ সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

দাসী-বাঁদী বা মেয়ে বুঝায়। ইমাম ইবনে সিরীন বলেন, এটা স্ত্রী বুঝায়। আবু খালদাহ বলেন, আমি ইমাম ইবনে শিরীন (রহ:) এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় একজন লোক তাঁর নিকট এসে বলল, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, একটি নল হতে পানি পান করেছি, যার দুটি মাথা ছিল। একটি হতে মিষ্টি পানি এবং অপরটি হতে লবণাক্ত পানি পান করেছি। উত্তরে ইমাম ইবনে সিরীন (রহ:) বললেন, তোমার স্ত্রীর একটি বোন রয়েছে, তুমি তাকে ভোগ কর। সুতরাং তুমি এটা হতে মহান আল্লাহর নিকট তওবা কর এবং প্রত্যাবর্তন কর।

পাখীর পিঞ্জিরা ও পাখী সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে এটা মাথায় বহন করতে দেখে, এবং সে যদি রাজ্য পরিচালনার যোগ্য হয়, তবে রাজত্ব লাভ করবে, অন্যথায় সম্মান ও উঁচু মর্যাদা রাভ করবে।

পৈতা সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

যদি কোন ভদ্র শরীফ ব্যক্তি কোমরে পৈতা বাঁধতে দেখে, তবে এটা আমানতকারী ও তার রক্ষণাবেক্ষণ বুঝায়, অথবা তার অর্ধেক হায়াত শেষ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে।

জাবের মাগরেবী বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজের হাতে পৈতা বাঁধা দেখে, তবে এটা তার দ্বীনের দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করে। আর যদি কোমরে পৈতা বাঁধা দেখে, তবে সে কুফরির প্রতি আকৃষ্ট হবে।

শষ্যের স্তুপ বা গোলা স্বপ্নে দেখা

কষ্ট ও পরিশ্রমে সম্পদ অর্জন করবে এবং স্ত্রীর জন্য তা জমা করবে বা পুঞ্জি করবে। ইমাম কিরমানী বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে শস্যের স্তুপ খরিদ করতে বা তাকে কেউ স্বপ্নে দান করতে দেখে, তবে সে এমন স্ত্রী তালাশ করবে, যার জন্য অতি পরিশ্রমে সম্পদ জমা করবে।

আর শষ্যের স্তুপ কেনাবেচা করতে দেখা, কেউ স্বপ্নে একে খারাপ মনে করেছেন। কেউ স্বপ্নে বলেন, শষ্যের গোলা কেনা হতে বেচা ভাল।

পানির মশক বা পানি সরবরাহকারী সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে পানি নিয়া অন্যের বাড়ীতে চলে যেতে দেখে, তবে এ

ইঙ্গিত করে যে, সে অন্যের জন্য সম্পদ সঞ্চয় করবে। এবং উক্ত সম্পদে তার নিজের কোন লাভ বা মুনাফা হবে না, তবে হাঁ- যতটুকু সে খাবে।

কেউ বলেন, পানি পান করাতে দেখা, এ ইঙ্গিত করে যে, সে একজন খোদাভীরু ও সৎ লোক।

এটা দুনিয়া বুঝায়। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজের জন্য রক্ষিত পানি পান করতে দেখে, তবে সে নিজের জন্য সম্পদ জমা করবে এবং তার সম্পদ ও রিজিকের পরিমাণ ও পরিচ্ছন্নতা (হালাল) পানির পরিমাণ ও পরিচ্ছন্নতার উপর নির্ভর করবে।

ইমাম ক্বিরমানী বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজেকে সাকী দেখে এবং লোভ লালসা ছাড়াই মানুষকে পানি পান করাতে দেখে, তবে এটা তার দ্বীনের রাস্তা অতিক্রমের প্রতি আগ্রহের ইঙ্গিত করে।

রাখাল সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে বকরী চরাতে আর বাঘ এসে হঠাৎ একটি বকরী নিয়ে যেতে এবং অন্যান্য বকরীগুলি এদিক সেদিক পলায়ন করতে দেখে, তবে জালেম বাদশার জুলুমের কারণে উক্ত এলাকা বিরান হওয়া এবং প্রজাদের কষ্টের প্রতি ইঙ্গিত করে। হযরত দানয়াল (আ:) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে বকরী চরাতে দেখে, তবে সে বকরীর সংখ্যা অনুপাতে কল্যাণ ও মঙ্গল লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে ঘোড়া চরাতে দেখে, তবে এটা মান-মর্যাদা, প্রশাসন ক্ষমতা, বা অলির মর্যাদা লাভের প্রতি ইঙ্গিত করে। গাধা চরাতে দেখলে, সম্মান ও সৌভাগ্যের ইঙ্গিত করে। গরু চরাতে দেখলে, বৎসরের প্রাচুর্য ও প্রচুর কল্যাণ ও মঙ্গল লাভের ইঙ্গিত করে।

ইমাম ইবনে শিরীন (রহ:) বলেন, বকরী চরাতে দেখা, হালাল রিজিক ও সম্পদ লাভের ইঙ্গিত করে।

ওয়ায়েজে আবু সাঈদ বলেন, রাখালী করতে দেখা, বেলায়েত বা অলির মর্যাদা লাভের ইঙ্গিত করে।

যদি কোন আরবী বেদুইন লোককে বকরী চরাতে দেখে, তবে সে কোরআন পড়বে, কিন্তু উহা সুন্দর ও শুদ্ধ করতে পারবে না।

কেউ বলেন, রাখাল দেখা, জনহিতকর কাজগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করা অথবা কোন জামাত বা দলের প্রশাসক নিযুক্ত হওয়া ও নেতৃত্ব দেয়া বুঝায়।

চামড়া ছিলা সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

ইমাম জাফর সাদেক (রাযি:) বলেন, বাবুর্চি বা পাচক দেখা, এমন কথা বুঝায়, যার কোন অস্তিত্ব নেই এবং যার কোন ফায়দা নেই। ভিস্তি বা পানি বহনকারী দেখা, মানব হিতৈষী ও পরোপকারী ব্যক্তি বুঝায়।

জালেম অত্যাচারী বুঝায়, যে মানুষের সম্পদ ও হক মারিয়া খায়। লোভী ব্যক্তি বুঝায়। ইমাম ইবনে শিরীন (রহ:) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মজাদার সুগন্ধযুক্ত কোন খাদ্য পাকাতে দেখে, তবে খাদ্যের পরিমাণ হিসেবে নিয়ামত ও মঙ্গল লাভ করবে। কেউ বলেন, বাড়ীতে পাচক দেখা, ধনী গরীব সকলের জন্যই বিবাহ শাদী বা আনন্দ বুঝায়। তবে রোগীর জন্য পাচক দেখা, রোগ বৃদ্ধির প্রতি ইঙ্গিত করে।

রঞ্জক সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন ধাতুর মাধ্যমে কোন কিছু তৈয়ার করতে দেখে, তবে সে কথাবার্তার মধ্যে অহংকারী হবে। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে ভেজালহীন রৌপ্যমুদ্রা তৈয়ার করতে দেখে, তবে সে উত্তম কথাবার্তা বলবে, আর যদি অচল মুদ্রা তৈয়ার করতে দেখে, তবে সে নিচ ধরনের কথাবার্তা বলবে।

ওয়ায়েজে আবু সাঈদ বলেন, রৌপ্য বা স্বর্ণমুদ্রা তৈয়ার করতে দেখা, গিবত ও চোগলখুরী বুঝায়। যে এখানকার কথা সেখানে লাগায়।

কেউ বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে বিনিময় গ্রহণ করা ছাড়াই মুদ্রা তৈয়ার করতে দেখে, তবে সে একজন সৎ ও অনুগ্রহ পরায়ণ লোক হবে। আর যদি বিনিময় গ্রহণ করতে দেখে, তবে সে একজন ভণ্ড কপট ব্যক্তি হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন ইমাম বা প্রশাসকের বাড়ীর দরজায় মুদ্রা তৈয়ার করতে দেখে এবং তার মধ্যে যোগ্যতাও রয়েছে, তবে সে উক্ত প্রশাসন ক্ষমতা লাভ করবে।

রঞ্জক বা যে রংয়ের কাজ করে ও রং পরিষ্কার করে। এই ধরনের লোক দেখা সম্পর্কে ইমাম ইবনে শিরীন বলেন, এটার দ্বারা বাদশা বা কখনও উজির বুঝায়।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন কিছুর রং পরিষ্কার করতে দেখে, তবে এটা মানসম্মান ও মর্যাদা লাভের ইঙ্গিত করে। আর যদি সে যোগ্য হয়, তবে প্রশাসন ক্ষমতা লাভ করবে। নতুবা সে বাদশা বা উজিরের খেদমত করবে এবং তাদের কাজের শৃংখলা করবে।

রাজস্ব বা ট্যাক্স আদায়কারী সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

ইমাম ইবনে শিরীন (রহ:) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে ট্যাক্স নিতে দেখে, তবে তার দ্বারা মানুষের ক্ষতি হবে। আর যদি ট্যাক্স লওয়া হতে বিরত থাকতে দেখে, তবে সে মহান আল্লাহর নিকট তাওবাতুন-নাসুহা বা খাঁটি তওবা করবে।

এমন ব্যক্তি বুঝায়, যে মহান আল্লাহকে ভয় করে না, এবং মানুষের প্রতিও দয়া করে না।

রস নিংড়াইতে স্বপ্ন দেখা

এমন ব্যক্তি বুঝায়, যার সুনাম ও সুখ্যাতি হবে। ইমাম ইবনে শিরীন (রহ:) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তৈল জাতীয় কোন কিছুর রস বের করতে দেখে, তবে সে কোন (গুরুত্বপূর্ণ) কাজে লিপ্ত হবে, যার দ্বারা মানুষের নিকট হতে সুনাম অর্জন করতে দেখলে, পরিশ্রম ও কষ্টে সম্পদ জমা করবে।

স্বপ্নে ডুব দিতে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে সমুদ্র হতে অত্যধিক মুল্যবান মতি উঠাতে দেখে, তবে তার আশা পূর্ণ হবে, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, এবং বাদশার পক্ষ হতে সম্পদ লাভ করবে। আর যে পরিমাণ মতির মূল্য হবে, সে পরিমাণ বাদশার নৈকট্য লাভ করবে। আর যদি সমুদ্র হতে কোন কিছুই উঠাতে না পারে, তবে সে ইলম্ এবং কোরআন শিক্ষায় লিপ্ত হবে, কিন্তু কোন কিছুই হাসিল করতে পারবে না।

ইমাম ইবনে সিরীন (রহ:) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে সমুদ্রে ডুব দিয়ে মতি কুড়িয়ে আনতে দেখে, তবে এটা ইলম ও মারেফত এবং বাদশার পক্ষ হতে সম্পদ লাভের ইঙ্গিত করে।

ফারাশ সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

ফারাশ বা বিছানা পত্র পাতার দায়িত্বে নিয়োজিত চাকর দেখা, বিয়ের প্রস্তাব বুঝায়। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজেকে ফার্‌রাশ দেখে, তবে সে কোন মহিলার নিকট কারও বিয়ের প্রস্তাব দিবে। ওয়ায়েজে আবু সাঈদ বলেন, ফার্‌রাশ দেখা : চতুষ্পদ জন্তুর (নম্র ও বিনয় স্বভাবী) দালাল বা ব্যবসায়ী বুঝায়। কেউ বলেন, মানুষের সম্পদের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা নিয়ন্ত্রক বুঝায়।

ধোপা সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজেকে ধোপা দেখে এবং যা কিছু ধৌত করেছে, তা সাদা বা পরিষ্কার হতে না দেখে, তবে বুঝতে হবে যে তার তওবা খাঁটি খালেস

ছিল না। ইমাম ক্বিরমানী বলেন, ধোপা দেখা, এমন লোক বুঝায়, যার হাতে সৎ ও কল্যাণমূলক কাজ চালু হবে। গুনাহ্ মোচন হবে এবং সুনাম ও সৎকাজের প্রসিদ্ধ হবে।

সুরমা বিক্রেতা সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মানুষের চোখে সুরমা লাগাতে এবং তার দ্বারা মানুষের উপকার হতে দেখে, তবে সে মানুষকে সঠিক পথ এবং কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে। আর যদি উপকার হতে না দেখে, তবে ফলাফল এর উল্টা হবে।

ওয়ায়েজ আবু সাঈদ বলেন, সুরমা বিক্রেতা দেখা, মানুষকে সৎ কাজের দিকে আহ্বানকারী বুঝায়। ইমাম ক্বিরমানী বলেন, বন্ধু-বান্ধবকে একত্রিতকারী এবং যার দ্বারা মানুষ শান্তি পায়, এমন লোক বুঝায়।

সুরমা বিক্রি করে যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে পয়সা গ্রহণ করতে না দেখে, তবে সে ধর্মীয় কল্যাণকে দুনিয়ার কল্যাণের উপর অগ্রাধিকার দিবে। আর যদি পয়সা (মূল্য) গ্রহণ করতে দেখে, তবে দ্বীন-দুনিয়া উভয়কে নষ্ট করে ফেলবে।

ফকীর, সায়েল বা বিক্ষুক স্বপ্ন দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মানুষের নিকট নাছোরবান্দার মত বার বার কোন কিছু সোয়াল করতে দেখে, তবে এটা ঐ বিষয়ে অধিক মঙ্গল অর্জন বুঝাবে, যে, বিষয়ে মানুষ তাকে কোন কিছু দান করবে। আর যদি মানুষ তাকে কোন কিছু দান না করে, তবে এটা তার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং কাজকর্মগুলি কঠিন হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে।

চামড়া সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

হযরত দানয়াল (আ:) বলেন, মানুষের চামড়া দেখা, সৌন্দর্য্য ও নেতৃত্ব বুঝায়। ইমাম ইবনের সীরিন (রহ) বলেন, মানুষের চামড়া দেখা, এটা পর্দা ও বরকত বুঝায়। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার চামড়া কাল বা নীলাভ দেখে, তবে এটা চিন্তা ফিকির বুঝায়। আর যদি পায়ের চামড়া কাল দেখে, তবে এটা আশা পূর্ণ হওয়া ও প্রয়োজন মিটার প্রতি ইঙ্গিত করে।

ইমাম ক্বিরমানী বলেন, যে কোন জানোয়ারের চামড়া দেখা, সম্পদ, মঙ্গল ও মুনাফা বুঝায়।

ছায়া সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

ব্যক্তিত্বের প্রভাব ও উঁচু মর্যাদা বুঝায়। পাহাড়ের ছায়া দেখা, বাদশার পক্ষ হতে পদমর্যাদা ও সম্মান বুঝায়।

এমনিভাবে প্রাচীর, দেয়াল বা রাজপ্রাসাদের ছায়া দেখা, মহান ব্যক্তিত্বের পক্ষ হতে পদমর্যাদা বুঝায়।

গাছের ছায়া সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

সম্মানিত ব্যক্তির পক্ষ হইতে আরাম ও নম্র ব্যবহার বুঝায়। ইমাম ক্বিরমানি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজেকে বিরান ভূমিতে ছায়ায় বসা দেখে, তবে বুঝতে হবে যে, তার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে।

সহচর্য বা বন্ধুত্ব গ্রহণ করা স্বপ্নে দেখা

ভাল (নেক) লোকের সাহচর্য গ্রহণ করতে দেখলে. দ্বীনের উন্নতি, কল্যাণ ও মুনাফা বুঝায়। আর খারাপ লোকের সহচর্য গ্রহণ করতে দেখলে তাদের কাছ থেকে মঙ্গল ও কল্যাণ লাভ হবে।

জাবের মাগরেবী বলেন, বাদশাদের সাহচর্য গ্রহণ করতে দেখলে, তাদের কাছ হতে মঙ্গল ও কল্যাণ লাভ হবে।

মুশরেকের সাহচর্য গ্রহণ করতে দেখলে, সে মহান আল্লাহর কাছে তওবা করবে। বৃদ্ধার সাথে বসতে দেখলে, দুনিয়ার প্রতি আসক্তি এবং রোগ-ব্যাধির প্রতি ইঙ্গিত করে।

ভেঙ্গে ফেলা সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

ইমাম ইবনে সীরিন (রহ) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে চেনাজানা কোন জিনিস ভেঙ্গে ফেলতে দেখে, তবে এটা তার ক্ষতিগ্রস্তের প্রতি ইঙ্গিত করে।

জাবের মাগরেবী বলেন, খেলাধুলার উপকরণ, গান বাদ্যের যন্ত্রপাতি এবং অপছন্দনীয় ঘৃণ্য কোন কিছু ভেঙ্গে ফেলতে দেখা, ভাল এবং প্রশংসনীয়।

হাতির দাঁত সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

নিজের কাছে হাতির দাঁত দেখা, দাঁতের পরিমাণ হিসাবে বাদশার পক্ষ হতে সম্পদ লাভের ইঙ্গিত করে।

হাতির দাঁতের সিন্ধুক নিজের কাছে দেখা, তার (বাদশার) নিকটাত্মীয় হতে কোন মহিলার তলব বা বিবাহ চিন্তা বুঝায়। অথবা এমন লোকের তলব বুঝায়, যার দ্বারা বাদশার নৈকট্য লাভ করা যাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার নিকট হাতির দাঁতের দোয়াত দেখে, অথবা কেউ স্বপ্নে তাকে তা দিতে দেখে, তবে এটা বাদশার পক্ষ হতে দাসী বাঁদি লাভের

ইঙ্গিত করে। আর দাঁত যতই ঝকঝকে সাদা হবে, তার সম্পদ ততই বেশি ও অধিক হবে।

ধার-কর্জ দেয়া সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

যাকে সে ভালবাসে, তাকে যদি কোন কিছু ধার কর্জ দিতে দেখে তবে এটা তার ভালবাসার প্রতি ইঙ্গিত করে। আর যদি এটার বিপরীত দেখে, তবে ফলাফলও বিপরীত হবে।

স্বপ্নে আশেক বা প্রেমিক দেখা

ইসমাইল আস্আছ বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে আশেক বা প্রেমিক দেখে, তবে প্রেমিকার পক্ষ হতে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। কেননা এটা মঙ্গল ও মুনাফার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

জারেব মাগরেবী বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজেকে প্রেমিক এবং তার চেহারাও সুন্দর এবং নিয়্যতও ভাল দেখে, তবে এটা প্রশংসনীয় এবং কল্যাণকর। আর যদি এর বিপরীত দেখে, তবে ফলাফলও বিপরতি হবে।

কোন কোন মুআব্বের বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজেকে আশেক বা প্রেমিক দেখে এবং মহান আল্লাহর ভয়ে ধৈর্য ধারণ করতে এবং হারাম কাজ করতে বিরত থাকতে ও নৈতিক চরিত্র বজায় রাখতে দেখে, তবে সে শহীদী মৃত্যুবরণ করবে। কেননা নবী (আ) ফরমান, যে ব্যক্তি আশেক বা প্রেমিক মারা যাবে, সে শহীদ হিসেবে মারা যাবে।

ঘাম সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে অন্যের পক্ষ (শরীর) হতে ঘাম লাগতে দেখে, তবে সে সম্পদ লাভ করবে। আর যদি নিজের শরীর হতে ঘাম বের হতে দেখে, তবে এটা ক্ষতির প্রতি ইঙ্গিত করে।

কেউ বলেন, হালাল জানোয়ারের ঘাম দেখা, হালাল সম্পদ বুঝায়। আর হারাম জানোয়ারের ঘাম দেখা, হারাম সম্পদ বুঝায়।

যদি কোন প্রাণীকে ঘামতে দেখ, তবে এটা ক্লান্তি ও দু:খ-কষ্ট অথবা সম্পদ ও মুনাফা বুঝায়।

ইমাম ক্বিরমানী বলেন, সুগন্ধযুক্ত ঘাম দেখা ভাল, কিন্তু দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম দেখা খারাপ। দুর্বল রোগীকে ঘামতে দেখলে, সে আরোগ্য লাভ করবে অথবা মৃত্যুবরণ করবে।

পদচ্যুতি বা অপসারণ সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

যদি কোন কর্মচারী বা পদমর্যাদাবান ব্যক্তি দেখে যে, তাকে অপসারণ করা হয়েছে, তবে এটা তার স্থায়িত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে।

কেউ বলেন, বৃদ্ধের অপসারণ বা পদচ্যুতি (দেখা) ভাল ও প্রশংসনীয় কিন্তু কোন যুবকের অপসারণ (দেখা) মন্দ ও খারাপ।

প্রাশাসনের যোগ্য লোকের অপসারণ দেখা, প্রশাসন (ক্ষমতা) লাভের ইঙ্গিত করে। ইমাম ক্বিরমানী বলেন, যদি কোন বাদশা অপসারিত হতে দেখে, তবে এটা তার ধর্ম নষ্ট হওয়া বা তার পদমর্যাদা ও সম্মানের হানী বুঝায়।

জাবের মাগরেবী বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার পদমর্যাদা ও চাকরি হতে অপসারিত হতে দেখে অথচ সে সততা ও নিষ্ঠার সাথে তার দায়িত্ব পালন করেছিল, তবে উক্ত স্বপ্ন তার জন্য মঙ্গলজনক নয়, আর যদি এর বিপরীত হয়, তবে ফলাফলও বিপরীত হবে।

চৌকিদার বা পাহারাদার সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে পুলিশ বা সিপাহীর সাথে জীবন কাটতে (পাহারা দিতে) দেখে, আর লোকটি যদি সৎ ও যোগ্য হয়, তবে এটা কল্যাণ ও মুনাফা লাভের ইঙ্গিত করে। আর যদি এটার বিপরীত হয়, তবে ফলাফলও এটার বিপরীত হবে।

যদি দেখে যে, চৌকিদার বা পুলিশ তাকে আটকিয়ে রেখেছে, আর এটাতে সে (খুব) কষ্ট পেচ্ছে, তবে এটা বাদশার পক্ষ হতে ক্ষতির ইঙ্গিত করে।

আকল বা বিবেক বুদ্ধি সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার আকল বা বিবেক বুদ্ধিকে মানুষের আকৃতিতে তার সাথে কথা বলে দেখে, এবং সেও অনুধাবন করতে পারছে যে এটা তার আকল বা বিবেক, আর স্বপ্নদ্রষ্টা যদি জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান হয়, তবে এটা বাদশার ছেলের সাথে তার উঠাবসা করা এবং তার নিকট হতে মঙ্গল ও মুনাফা লাভের প্রতি ইঙ্গিত করে।

ইমাম ক্বিরমানী বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে বিবেক বা জ্ঞান বুদ্ধিকে উক্ত অবস্থায় দেখে, তবে এটা মান-মর্যাদা ও ইজ্জত-সম্মান বুঝায়। হযরত দানয়াল (আ:) বলেন, আকল বা জ্ঞান-বুদ্ধি স্বপ্নে দেখা, ধনদৌলত ও সাহায্যের প্রতি ইঙ্গিত করে।

জাবের মাগরেবী বলেন, আকল ও রুহ স্বপ্নে দেখা, মাতাপিতা বুঝায়, চাই তারা জীবিত হউক বা মৃত। আর এদের যে কোন একটি দেখা, মাতাপিতার যে কোন একজন বুঝায়।

বর্ণিত আছে, একজন লোক হুযুর পাক (সা:) এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাত্রে স্বপ্নে দেখেছি যে, আমার রূহ ও আকল (আত্মা ও বিবেক) মানুষের আকৃতিতে একত্রিত হয়ে আমার সাথে শরাব পান করেছে, যেমন আমরা জেহেলী যুগে করে থাকতাম। উত্তরে হুযুর পাক (সা:) ফরমান, আকল দ্বারা দুনিয়ার হিসসা বা অংশ এবং রূহ দ্বারা আখেরাতের হিসসা বা অংশ বুঝায়।

ইমাম জাফর সাদেক (রা:) বলেন, রূহ এবং আকল স্বপ্নে দেখার ফলাফল ছয়টির যে কোন একটি হতে পারে। নসীব বা ভাগ্য, ধনদৌলত, মাতাপিতা, সম্পদ, সম্মান।

দাঁতে কাটা বা শক্ত করে ধরা সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে ভালবাসা ও মহব্বতের সূত্রে কাকেও কাটতে দেখে, তবে এটা তার প্রতি তার অন্তরের ভালবাসা আরও বেড়ে যাওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে। আর যদি হিংসা, বিদ্বেষ ও রাগের বশবর্তী হয়ে কাটতে দেখে, তবে এটা তার উদ্দেশ্যে ও কাজকর্মে মারাত্মক ক্ষতি, বিপদ ও বাধার সৃষ্টি হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তাকে দাঁতে কাটতে দেখে, তবে এটা শত্রুর পক্ষ হতে ক্ষতি ও কষ্টের প্রতি ইঙ্গিত করে। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে উটে কামড়িয়ে দেখে, তবে এটা সম্ভ্রান্ত-মর্যাদাশীল লোকের পক্ষ হতে তার ক্ষতি ও কষ্টের ইঙ্গিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে গাধার কামড়ায়েছে দেখে, তবে এটা সম্মান লাভের ইঙ্গিত করে। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে খচ্চরে কামড়িয়েছে দেখে, তবে সফরে কষ্টে পতিত হওয়ার ইঙ্গিত করে।

জল স্থলের জীব জানোয়ার বা পশুপাখি যদি তাকে কামড়িয়েছে দেখে, তবে এর কোন ভাল বা শুভ লক্ষণ নয়।

গাড়ি সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

(আসবাবপত্র পরিবহণের) গাড়িতে দেখা বা গাড়ি তাকে নিয়ে চলতে দেখলে, সম্মান ও মান-মর্যাদা লাভের ইঙ্গিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার গাড়ি আছে দেখে, কিন্তু তাতে চড়তে না দেখে, তবে এটা ক্লান্তি ও রোগব্যাধি হালকা পাতলা হওয়ার ইঙ্গিত করে।

যদি দেখে যে, বাদশা তাকে গাড়ি দান করেছে, তবে গাড়ি যত বড় হবে, সেই পরিমাণ ক্ষমতা ও রাজত্ব লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে গাড়ির পিছনে পিছনে যেতে দেখে, তবে সে প্রভাবশালী কোন লোকের পিছনে বা বাদশার পিছনে পিছনে চলবে।

যদি বোঝাসহ গাড়ি তাকে নিয়ে চলতে পারছে না দেখে, তবে এটা চিন্তা ফিকির বুঝাবে।

কোন কিছু হারানো স্বপ্নে দেখা

কোন কিছু হারাতে দেখলে, উক্ত এলাকা হতে তার নাম গন্ধ মিটে যাবে। সন্তানাদি হারাতে দেখলে, চিন্তা-ফিকিরে পতিত হবে। আর ভাল বা দামী জিনিস হারাতে দেখলে, তার মূল্য-মর্যাদা হিসেবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

কোন কিছু কাঁপতে স্বপ্নে দেখা

আকাশ কাঁপতে দেখলে, উক্ত এলাকায় ফেতনা-ফাসাদ ও জুলুম অত্যাচার দেখা দিবে। চন্দ্র-সূর্য কাঁপতে দেখলে, উক্ত এলাকার বাদশার উপর দু:খ-কষ্ট ও বিপদাপদ আসার ইঙ্গিত করে। যমিন কাঁপতে দেখলে, যে পরিমাণ কাঁপবে, উক্ত এলাকায় সেই পরিমাণ বিপদ দেখা দিবে।

তারকারাজি কাঁপতে দেখলে, দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে মনের গরমিল ও ফিতনা-ফাসাদের ইঙ্গিত করে।

পাহাড় কাঁপদে দেখলে, যেই পরিমাণ কাঁপবে, সেই পরিমাণ বালা মুছিবত, বিপদাপদ উক্ত এলাকার বাদমার উপর পতিত হবে। জাবের মাগরেবী বলেন, আরশ কাঁপতে দেখলে, উক্ত এলাকার আলেমদের ফাসাদ (চারিত্রিক ধ্বংস) এবং আমানতের কমী বুঝাবে।

লৌহ-কলম কাঁপতে দেখলে, কলম ও কিতাবওয়ালাদের ফিতনা-ফাসাদ বুঝাবে। সপ্তম আকাশ কাঁপতে দেখলে, উক্ত এলাকাবাসীদের গুনাহর কারণে তাদের উপর মহান আল্লাহর আজাব-গজব নাযিল হওয়ার ইঙ্গিত করে।

চন্দ্র-সূর্য ও সমস্ত তারকারাজি কাঁপতে দেখলে, উক্ত এলাকার বাদশাদের মধ্যে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, মারামারি-কাটাকাটি এবং প্রচুর রক্তপাতের ইঙ্গিত করে।

জামে মসজিদ কাঁপদে দেখলে, উলামাদের খারাবী-নাফরমানী এবং ফাসাদের প্রতি ইঙ্গিত করে। নিজের বাড়ি কাঁপদে দেখলে, পরিবার পরিজনের উপর বিপদাপদ ও দু:খ কষ্ট দেখা দিবে।

নিজের শরীর কাঁপদে দেখলে, এটার তার দ্বীনের ফাসাদের প্রতি ইঙ্গিত করে। মোটকথা দৃষ্ট বস্তুর কোন কিছু কাঁপতে দেখা, ভাল নয়।

আঘাত বা ক্ষত স্থানে মল পট্টি দেয়া সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন রোগীর বা নিজের যখমে মলম পট্টি করতে দেখে, তবে এটা মঙ্গল, কল্যাণ ও আরোগ্যের প্রতি ইঙ্গিত করে।

মলম পট্টি খেতে দেখা, ক্ষয়ক্ষতি, চিন্তা-ফিকির এবং হারাম সম্পদ খাওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে।

জাবের মাগরেবী বলেন, মলম পট্টি যদি তার শরীর মোটা তাজা করে দিতে দেখে, তবে এটা অধিক নিয়ামত লাভের ইঙ্গি করে। আর যদি তার শরীরের মাংস কমাইয়ে বা খেয়ে ফেলতে দেখে, তবে এটা সম্পদহ্রাস বা কমে যাওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে।

স্বপ্নে মদ বা নেশা জাতীয় কোন কিছু দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজেকে মাতাল দেখে, তবে এটা নামাযের ক্রুটি বিচ্যুতি এবং হারাম কোন কিছু হাসিল হওয়ার ইঙ্গিত করে।

ইমাম ক্বিরমানী বলেন, নেশা জাতীয় কোন কিছু (ব্যবহার করা) ছাড়াই যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজেকে মাতাল দেখে, তবে এটা ভয়ভীতি এবং সম্পদহ্রাস বা কমে যাওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে।

খাজনা বা ধনভাণ্ডার সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

যদি খাজনা বা ধনভাণ্ডার জমা করতে দেখে, তবে বিমার হবে বা লোহা পেড়ার দাগ দেয়া হবে। অথবা এমন কোন কাজ সংঘটিত হবে, যার দ্বারা দিলে লোহা পোড়া দাগের মত কষ্ট পাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে বিরান ভূমিতে ধনভাণ্ডার পেতে দেখে, তবে তার রোগ-ব্যাধি দীর্ঘায়িত হবে অথবা রোগ ব্যাধিতে মারা যাবে। আর যদি আবাদী এলাকায় ধনভাণ্ডার পেতে দেখে, তবে আরোগ্য লাভের ইঙ্গিত করে।

অট্টালিকা রাজপ্রাসাদ সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

অট্টালিকায় প্রবেশ করতে দেখলে, ধনসম্পদ ও নিয়ামত লাভের ইঙ্গিত করে, বিশেষ করে অট্টালিকা যদি কাঁচা পাকা ইটের তৈরি হয়। অট্টালিকা যদি চুনা (সিমেন্ট) আর পাথরের তৈরি হয়, তবে তার দ্বীন-ধর্ম নষ্ট হওয়া এবং সম্পদ লাভ ও বাদশার পক্ষ হতে চিন্তা ফিকিরের ইঙ্গিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার বালাখানা বা অট্টালিকা আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলতে দেখে, তবে বাদশা তার সম্পদ ছিনিয়ে নিবে।

ইমাম জাফর সাদেক (রা:) বলেন, বালাখানা বা অট্টালিকা দেখার ফলাফল কয়েকটি হতে পারে। নেতৃত্ব, সম্পদ, নিয়ামত, মর্যাদা, প্রশাসন-ক্ষমতা, অলির মর্যাদা, উদ্দেশ্য সিদ্ধি, শরাফত ও রাজত্ব বুঝায়। প্রসাদ যত উঁচু ও সুন্দর হবে, উল্লেখিত জিনিসগুলোও তত সুন্দর ও উত্তম হবে।

ফলের রস নিংড়ানোর যন্ত্র সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

রস নিংড়ানো যন্ত্রের দ্বারা যদি কোন ভাল জিনিসের রস নিংড়াতে দেখে, তবে সে বাদশার নৈকট্য লাভ করতে পারবে। যন্ত্র যদি কাঠের দেখে, তবে বাদশা জালেম অত্যাচারী হবে। আর যদি পাথরের দেখে, তবে বাদশা আদেল ও ন্যায় পরায়ণ হবে। যদি চুনা সিমেন্টের দেখে, তবে বাদশা অত্যন্ত ভীতিকর হবে। যদি যন্ত্রের দ্বারা কোন কিছু চিটিতে বা নিংড়াতে না দেখে, তবে বাদশার নিকট হতে কোন কিছু লাভ করতে পারবে না।

কাপড়ের টুকরা সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

মহিলা বুঝায়, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কাপড়ের টুকরার উপর বসতে দেখে, তবে সে কোন মহিলাকে বিবাহ করবে এবং দুনিয়ার আসবাবপত্র দ্বারা উপকৃত হবে। বিশেষ করে যদি স্বয়ং সে উক্ত কাপড়ের টুকরার মালিক হয় অথবা সে মালিককে চেনে। আর যদি কাপড়ের টুকরার মালিকের পরিচয় জানা না থাকে এবং তার রং সাদা বা সবুজ হয়, তবে এটা মঙ্গলের ইঙ্গিত করে।

ইমাম ক্বিরমানী বলেন, যদি টুকরার মালিক জানা না থাকে এবং টুকরার রং যদি সবুজ হয় এবং সে নিজেকে উহার উপর বসা দেখে, তবে এটা তার শাহাদাতের মৃত্যুর প্রতি ইঙ্গিত করে। আর যদি টুকরার মালিক জানা থাকে, অথবা সে নিজেই এটার মালিক হয়, তবে এটা তার তা কওয়া-পরহেজগারী ও আমানতদারীর প্রতি ইঙ্গিত করে। আর যদি টুকরার রং সাদা হয়, তবে এটা সম্পদ ও মুনাফার প্রতি ইঙ্গিত করে।

আর যদি টুকরার রং লাল হয়, তবে সে খেলাধুলা এবং দুনিয়ার লোভ-লালসা এবং ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকবে। আর যদি কালো রংয়েরন হয়, তবে দুনিয়ার সামান্য লাভ বা মুনাফা হাসিলের প্রতি ইঙ্গিত করে যদি সে এটার মালিক হয়। নতুবা ভাল-মন্দের ফলাফল তার মালিকের উপরেই বর্তাবে।

পূজার ঘণ্টা সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

মুনাফেক, মিথ্যুক বুঝায়, যাতে কখনও কোন মঙ্গল নিহিত হবে না। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নাকুস বা পূজার ঘণ্টা বাজাতে দেখে, তবে সে মিথ্যুক মুনাফেকের সাথী বা সহচর হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মসজিদে পূজার ঘণ্টা বাজাতে দেখে, তবে এটা কাফেরদের ভালবাসা এবং তাদের ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ইঙ্গিত করে।

ইমাম জাফর সাদেক (রা:) বলেন, নাকুস বা পূজার ঘণ্টা বাজানোর ব্যাখ্যা, মুনাফেকী বা কপটতা, মিথ্যা কথা বলা এবং কুফরির মুহব্বত বুঝায়।

নতুন-পুরাতন সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

যে কোন বস্তু নতুন অবস্থায় ভাল- তাহা পুরাতন দেখা খারাপ। আর যে কোন বস্তু পুরাতন অবস্থায় ভাল- তা নতুন দেখা খারাপ।

সৎ কাজ সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

যে কোন ধরনের সৎকাজ দেখা, ইজ্জত-সম্মান, শক্তি-সামর্থ্য, ধনদৌলত এবং ইহ-পরকালের সৌভাগ্য বুঝায়। যে পরিমাণ সৎকাজ করতে দেখবে, সেই পরিমাণ সৌভাগ্য লাভ করবে এবং পরকালের আজাব হতে নাজাত পাবে।

বাতাসে উত্তপ্ত ধুলাবালি সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

ইমাম ইবনে শিরীন (রহ:) বলেন, বাতাসে উড়ন্ত ধুলাবালি দেখা, বাতেল ও মিথ্যা কথা এবং এই ধরনের কাজকর্ম বুঝায়, যাতে কোন মঙ্গল নিহিত নেই।

জাবের মাগরেবী বলেন, উড়ন্ত ধুলাবলি যদি লাল রংয়ের হয়, তবে উক্ত এলাকায় ঝগড়া-বিবাদ, ফিতনা-ফাসাদ এবং খুন-খারাবী দেখা দিবে।

আর যদি ধূসর বা হলুদ রংয়ের হয়, তবে রোগব্যাধি বুঝায়। আর যদি কাল রংয়ের হয়, তবে বিপদাপদ ও চিন্তা-ফিকির বুঝায়।

খনি সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন জায়গা খনন করে স্বর্ণের খনি পেতে দেখে, আর খনি যত বড় হবে, তত বড় প্রশাসন ক্ষমতা বা অলির মর্যাদা লাভের ইঙ্গিত করে। আর যদি সে সৎ রোক হয়, তবে মহান আল্লাহ তাআলা তাকে ইল্‌ম ও হিকমত এবং জ্ঞান-বুদ্ধি দান করবেন। আর যদি সে পেশাজীবি হয়, তবে কামাই-রোজগারের মাধ্যমে সম্পদ জমা করবে।

খনি বা ঝরনা যদি রূপার হয়, তবে সম্ভ্রান্ত বংশীয়া কোন বড় লোকের সুন্দরী সম্পদশালী মহিলাকে বিবাহ করবে। কখনও এটা মোবারক সন্তান বুঝায়। খনি যদি ধূসর বা হলদে পিতলের হয়, তবে কোন অসদাচারী বড় লোকের সাথে তার সখ্যতা সম্পর্ক গড়ে উঠার ইঙ্গিত করে।

খনি যদি লোহার হয়, তবে এমন কোন বড় লোকের সাথে তার সম্পর্ক গড়ে উঠবে, যে অত্যন্ত শক্তিশালী হবে এবং যার সিদ্ধান্তই একমাত্র কার্যকরী হবে এবং এটাতে সে অনেক মুনাফা ও সম্পদ লাভ করতে পারবে। খনি যদি জমরুদ পাথরের (এক প্রকারের পান্না জাতীয়) হয়, তবে সে সম্পদশালী হবে অথবা কোন সম্পদশালীর নিকট হতে উপকৃত হবে।

খনি যদি ইয়াকুত পাথরের হয়, তবে আত্মমর্যাদা, ইজ্জত-সম্মান, নিয়ামত ও অধিক সম্পদ বুঝাবে। খনি যদি ফিরুজ পাথরের হয়, তবে এটা ধনদৌলত, আশা পূরণ, বিজয় এবং শত্রুর পরাজয়ের ইঙ্গিত করে।

খনি যদি আকীক পাথরের হয়, তবে কোন বড় লোক অথবা বাদশার পক্ষ হতে মুনাফা লাভের ইঙ্গিত করে।

খনি যদি পদ্মরাগমনী বা চুনি পাথরের হয়, তবে মানমর্যাদা, শরাফত এবং বাদশার পক্ষ হতে সম্পদ ও মুনাফা লাভের ইঙ্গিত করে। খনি যদি পদ্মফুল বা নলীনি পাথরের হয়, তবে কোন সদাচারণ ব্যক্তির পক্ষ হতে নিয়ামত ও সম্পদ লাভের ইঙ্গিত করে।

খনি যদি সোহাগা বা নিশাদলের হয়, তবে ক্ষয় ক্ষতি ও চিন্তা ফিকিরের প্রতি ইঙ্গিত করে। খনি যদি পেট্রোলের হয়, তবে মানুষ তাকে তিরস্কার করবে এবং লোকালয়ে লজ্জিত হবে।

খনি যদি লবণের হয়, তবে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষ হতে মুনাফা ও কল্যাণ লাভ করবে। খনি যদি সুরমা, ফিটকারী অথবা এমন জিনিসের খনি হয়, যার রং ধানী ও কাল, তবে এটা ক্ষয়-ক্ষতি ও চিন্তা-ফিকির বুঝায় আর যদি উভয়ের রং সাদা হয়, তবে এটা মুনাফা ও উপকার বুঝাবে।

খনি যদি চুম্বক-লোহার হয়, তবে কোন লোভী শক্তিশালী ব্যক্তির সাথে উঠাবসা ও সখ্যতা বুঝাবে।

স্বপ্নে মুবারাযাহ বা পরস্পর মল্লযুদ্দের আহ্বান করতে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজেকে বাদশা হিসেবে বা মল্লযুদ্ধে আহ্বানকারী হিসেবে দেখে, তবে এটা তার রাজত্বের শক্তি ও স্থায়ীত্ব বুঝাবে। আর যদি সে আলোম হয়, তবে মহান আল্লাহ্‌র মারেফত বা তত্ত্ব জ্ঞানে অদ্বিতীয় হবে। যদি

সে ব্যবসায়ী হয়, তবে ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রচুর ধনসম্পদ লাভ করবে, যদি সে দরিদ্র হয়, তবে তার রিজেক প্রশস্ত হবে।

পাখির বাসা সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

ইমাম ইবনে সিরিন (রহ) বলেন, যদি দেখে যে, তার বাড়িতে বা ঘরে পাখি বাসা বেঁধেছে, তবে সে পাখির মূল্য ও গুরুত্ব হিসেবে মঙ্গল লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে পাখির বাসা নষ্ট করতে বা ফেলে দিতে দেখে, তবে সে কোন অপছন্দনীয় বা ঘৃণ্য কাজ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে পাখির বাসা পড়ে যেতে এবং পুনরায় উহা উঠিয়ে যথাস্থানে রেখে দিতে দেখে, তবে সে এমন কোন কাজ করবে, যার দ্বারা পুরস্কার ও সওয়াব লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন বড় পাখির বাসায় বসতে দেখে, তবে সে কোন উচ্চ সম্মানী ব্যক্তির সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং তার নিকট হতে সে উপকৃত ও লাভবান হবে।

ঘোড়ার জিন বা গদি সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

ঘোড়ার পিঠের জিন বা যদি- ভালমন্দ, সুন্দর অসুন্দর দেখার ফলাফল তার মালিকের জন্যই বর্তাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে জিন খরিদ করতে, অথবা অন্য কেউ স্বপ্নে তাকে দান করতে দেখে, তবে সে কোন দাবী বাঁদী খরিত করবে। অথবা কোন ধনাঢ্য মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দিবে এবং ওয়ারিশ সূত্রে উক্ত মহিলার নিটক হতে সম্পদ লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার জিন বা গদি ছিড়ে টুকরা টুকরা হয়ে যেতে দেখে, তবে তার স্ত্রী মারা যাবে। আর যদি তার জিন বা গতি হারায়ে যেতে দেখে, তবে সে তার স্ত্রীকে তালাক দিবে এবং বিচ্ছেদ করবে।

জাবের মাগরেবী বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার জিন বা গদি মনি-মানিক্যে সজ্জিত দেখে, তবে সে স্ত্ররি মাধ্যমে সম্পদ লাভ করবে। আর যদি স্বর্ণ-রূপার দ্বারা সজ্জিত দেখে, তবে তার স্ত্রীর অহংকারিণী আত্মবিমোহনী ও ধর্মীয় ব্যাপারে দুর্বল হবে। আর গদি যদি সাজসজ্জামুক্ত সাদাসিধা দেখে, তবে তার স্ত্রী দ্বীনদার, নেককার, আমানতদার হবে।

ওয়ায়েজ আবু সাঈদ বলেন (সাধারণ) জিন বা গদি দেখা, সচ্চরিত্রবান, পুণ্যবতী : ধনী নেক স্ত্রী বুঝায়।

কেউ বলেন, গদিতে আরোহণ করা : সম্পদ লাভ বুঝায়। কেউ বলেন, প্রশাসন ক্ষমতা বা অলির মর্যাদা লাভ বুঝায়। কেউ বলেন, কোন জানোয়ার হাতে আসা বুঝায়। আর গদিতে আরোহণ করতে দেখা, সর্বক্ষেত্রেই সাহায্যপ্রাপ্ত বুঝায়।

লাগাম সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

ঘোড়ার লাগাম ছিঁড়ে বা হারায়ে যেতে দেখা, আত্মমর্যাদা ও সম্মানের ত্রুটি বুঝায়। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার মাথায় (মুখে) ঘোড়ার লাগামের মত লাগাম দেখে, তবে এটা তওবা করা, রোজা রাখা এবং মিথ্যা কথা হতে বিরত থাকার প্রতি ইঙ্গিত করে যেমন আমীরুল মুমেনীন হযরত আলী (রা:) বলেন, যে ব্যক্তি ভীত, সে যেন মুখে লাগাম পরিয়ে নেয়।

জাবের মাগরেবী বলেন, গোলামের মুখে লাগাম দেকা প্রশংসনীয়। কেননা এটা মনিব বা মালিকের আনুগত্যের প্রতি ইঙ্গিত করে।

সৎ ও যোগ্য ব্যক্তির মুখে লাগাম দেখা, আদব বা পরিমার্জিত আচার ব্যবহার বুঝায়। কেননা সে অন্যকে আদব শিক্ষা দিবে।

ইমাম জাপর সাদেক (রা:) বলেন লাগাম দেখার ব্যাখ্যা কয়েকটি হতে পারে। মান-সম্মান, নীরবতা, চুপ থাকা, সকল কাজে গাম্ভীর্য ও আত্মমর্যাদাবোধ।

ফুটবলে আঘাত করা সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

যদি কোন বাদশা ফুটবলে আঘাত করতে বা লাথি মারতে দেখে, তবে শত্রুদের উপর তার বিজয় অর্জিত হবে। আর যদি সাধারণ লোক হয়, তবে অন্যের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হবে এবং স্বপ্নে যে জিতবে সেই বিজয়ী হবে। কখনও এটা অন্যের সাথে তর্কে লিপ্ত হওয়া এবং ফাহেশা বা অশ্লীল কথা শোনা বুঝায়।

শেখ মুহাম্মদ ফিরআওনী বলেন, গোলক বা বল দেখা, কাসারের চুলা বা ভীমরুলের চাকু বুঝায়।

ওয়ায়েজ আবু সাঈদ বলেন, বল যদি চামড়ার হয়, তবে আলেম বা রঈস বা সরদার প্রধান বুঝায়। কেউ বলেন, বল খেলতে দেখা, ঝগড়া-ঝাটি বুঝায়।

গদির নিচের কম্বল বা অশ্বদির জিন সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

কেউ বলেন, স্ত্রী বুঝায়। কেউ বলেন, টাট্টু ঘোড়া সওয়ার হতে দেখা, দীর্ঘ দিন গুনাহে মত্ত থাকার পর গুনাহ হতে তওবা করা বুঝায়। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার পিঠে টাট্টু ঘোড়া সওয়ার দেখে, তবে সে স্ত্রীর বাধ্য হবে এবং তার

কথায় চলবে। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে টাট্টু ঘোড়া খরিদ করতে দেখে, তবে সে দাবীবাঁদি খরিদ করবে।

আলামত, চিহ্ন বা রাস্তার স্তম্ভ স্বপ্নে দেখা

আলামত যদি উজ্জ্বল ও সুন্দর দেখে, তবে শত্রুর পরাজয়, কঠিন কঠিন কাজের আত্মপ্রকাশ বা প্রশাসন ক্ষমতা লাভ বুঝায়। আর আলামত বা চিহ্ন যদি খারাপ দেখে, তবে ফলাফল এটার বিপরীত হবে।

জাবের মাগরেবী বলেন, উজ্জ্বল ও সুন্দর আলামত বা চিহ্ন দেখা, ধনদৌলত প্রাপ্তি, আমানত-দিয়ানতদারী এবং পরকালের সৌভাগ্য বুঝায়।

উট বা হাতির পিঠের হাওদা বা ঢুলী স্বপ্নে দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজেকে হাওদা বা ঢুলীতে, তবে এটা কল্যাণ ও মুনাফা বুঝায়। আর হাওদা বা ঢুলী হতে বের হতে বা নামতে দেখা, ফলাফল এটার বিপরীত হবে।

ইমাম ক্বিরমানী বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার গেইটে বা ঘরে হাওদা (ঢুলী) দেখে, আর তার ঘরে কোন রোগী থাকতে থাকে, তবে সে মারা যাবে।

ওয়ায়েজ আবু সাঈদ বলেন, হাওদা দেখা মহিলা বা স্ত্রী বুঝায়। ইমাম জাফর সাদেক (রা:) বলেন, হাওদা দেখার ফলাফল কয়েকটি হতে পারে। উচ্চ মর্যাদ, মান-সম্মান, নেতৃত্ব, প্রশাসন ক্ষমতা, অলির মর্যাদা এবং বড়দের সাথে সম্পৃক্ততা।

লুটতরাজ বা ডাকাতি সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

এটা চিন্তা-ফিকির বুঝায়। ইমাম ইবনে শিরীন (রহ:) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার সম্পদ লুট হতে দেখে, তবে যে পরিমাণ লুট হতে দেখবে, সেই পরিমাণ চিন্তা ফিকিরে পতিত হবে।

জাবের মাগরেবী বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মুসলিম সেনাবাহিনীকে অমুসলিম দেশে লুটতরাজ করতে দেখে, তবে এটা অমুসলিম দেশের জন্য বিপদের কারণ হবে। আর যদি এর বিপরীত দেখে, তবে ফলাফলও এর বিপরীত হবে।

ইমাম জাফর সাদেক (রা:) বলেন, লুটতরাজ দেখার ফলাফল কয়েকটি হতে পারে। চিন্তা-ফিকির, ঝগড়া-বিবাদ, ফসলহানী, বাজার পড়ে যাওয়া বা সস্তা হওয়া ইত্যাদি বুঝায়।

নিখোঁজ বা হারানো সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

ইমাম ইবনে শিরীন (রহ:) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিখোঁজ বা হারানো ব্যক্তিকে সফর হতে আসতে দেখে, তবে এই ইঙ্গিত করে যে, তার নিকট হতে কোন শুভসংবাদ আসবে।

কখনও ইহা হারানো ব্যক্তির তাড়াতাড়ি ফিরে আসার প্রতিও ইঙ্গিত করে।

যদি কেউ স্বপ্নে দেখে যে, সে আত্মীয় স্বজন হতে অনেক দূরে চলে গিয়েছে, তবে এটা সংবাদ না পৌছার প্রতি ইঙ্গিত করে।

জাবের মাগরেবী বলেন, যদি দেখে যে, নিখোঁজ ব্যক্তি সফর হতে ফিরে এসেছে, তবে এটা কাজ সহজ হওয়া এবং কর্মব্যস্ততার প্রতি ইঙ্গিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন নিখোঁজ ব্যক্তিকে ধনসম্পদ ও নিয়ামতসহ আনন্দ ও প্রসন্নচিত্তে বিদেশ হতে ফিরতে দেখে, তবে এটা কল্যাণ আর কল্যাণ এবং জয় আর জয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে। আর যদি কপর্দকহীন বিষন্নচিত্তে ফিরতে দেখে, তবে এটা দ:খ-কষ্ট ও চিন্তাফিকিরে পতিত হওয়ার ইঙ্গিত করে।

ইসমাইল আসআস বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে হারানো ব্যক্তিকে সফর হতে ফিরতে দেখে, তবে সে তাড়াতাড়ি তার নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, আর যদি বিবস্ত্র অবস্থায় হেঁটে আসতে দেখে, তবে সে পথ হারাবে এবং মুফলেস বা কপর্দকহীন হয়ে ফিরবে।

গনিমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

ইমাম ইবনে শিরীন (রহ:) বলেন, গনিমত যদি কাফেরদের সম্পদ হয়, তবে মঙ্গল ও কল্যাণ বুঝায়। আর যদি মুসলমানের সম্পদ হয়, তবে অমঙ্গল ও অকল্যাণ বুঝায়।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মুসলিম সেনাবাহিনীকে অমুসলিম দেশ হতে প্রচুর মালে গনিমত নিয়ে প্রত্যাবর্তন করতে দেখে, তবে এটা মুসলিম দেশে প্রচুর কল্যাণ-মঙ্গল ও জিনিসপত্র সস্তা হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে। আর যদি কাফেরদিগকে মুসলিম দেশ আক্রমণ করতে দেখে, তবে ফলাফল এর বিপরীত হবে।

ফাল বা শুভ লক্ষণ সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

ইমাম ইবনে শিরীন (রহ:) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে ফাল বা শুভ লক্ষণ গ্রহণ করতে দেখে, আর তার ফাল যদি ভাল ও নিয়মমাফিক হয়, তবে এর

শত্রুর উপর বিজয়ের ইঙ্গিত করে। আর যদি এর বিপরীত হয়, তবে ফলাফলও বিপরীত হবে।

ইমাম জাফর সাদেক (রা:) বলেন, ফাল বা শুভ লক্ষণ যদি ভাল ও নিয়ম মাফিক হয়, তবে এটা বিজয় অর্জন, প্রয়োজন মিটা ও আশা পূর্ণ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে।

ঋণ বা করজ সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

ইমাম ইবনে শিরীন (রহ:) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার ঋণ পরিশোধ করতে দেখে, তবে এটা হজ্জের প্রতি ইঙ্গিত করে। আর যদি নামায ফওত হয়ে থাকে, তবে তার কাজা করবে।

স্ত্রী লিঙ্গ সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মহিলাদের মত তার লিঙ্গ দেখে, তবে এটা তার অপমান ও লাঞ্ছনার প্রতি ইঙ্গিত করে। আর যদি কাকেও তার সাথে (উক্ত লিঙ্গে) সহবাস করতে দেখে, তবে সহবাসকারীর পক্ষ হতে তার প্রয়োজন মিটবে এবং আশা পূর্ণ হবে।

কোন কাজে ফয়সালা করা সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

ইমাম ইবনে শিরীন (রহ:) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কাহাকে তার আকাংখিত কাজে ফয়সালা করতে (আদেশ দিতে) দেখে, তবে এটা মঙ্গল ও মুনাফা বুঝবে। আর যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তাকে মুদ্রা ভাঙ্গিতে আদেশ করতে দেখে, তবে সে ভাইদিগকে ধোকা দিবে। আর যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তাকে খানা হাজির করার আদেশ দিতে দেখে, তবে সে যে কাজের পিছনে পড়েছে, তাতে সে তাকে উৎসাহিত করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তাকে কোমর শক্ত করে বাঁধার জন্যে আদেশ করতে দেখে, তবে সে তাকে ঐ সমস্ত কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে আদায় করার জন্য উৎসাহিত করবে, যেগুলোতে তার জন্য ফায়দা বা লাভ রয়েছে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তাকে অপেক্ষা করার জন্য আদেশ করতে দেখে, তবে সে শত্রুর উপর বিজয় লাভ করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তাকে আগুনে সেকার জন্য আদেশ করতে দেখে, তবে সে তাকে সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য উৎসাহিত করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে বাতি নিভাতে আদেশ করতে দেখে, তবে সে তাকে সম্পদ সঞ্চয় ও পুঞ্জিভূত করার জন্য আদশে করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে বিছানা বিছাতে আদেশ করতে দেখে, তবে সে তাকে বিবাহ করার জন্য উৎসাহিত করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে বীজ বপন করতে আদেশ করতে দেখে, তবে সে তাকে আগুন হতে তার জীবিকা রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য উৎসাহিত করবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তাকে গোসল করতে আদেশ দিতে দেখে, তবে সে তাকে তওবা করার জন্য উৎসাহিত করবে।

ইমাম ক্বিরমানী বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে যুবকদের পক্ষ হতে কোন কিছুর আদেশ করতে দেখে, তবে তার জন্য এটার উপর ভরসা করা এবং গুরুত্ব দেয়া উচিত নয়। আর বৃদ্ধের পক্ষ হতে কোন কিছুর আদেশ করতে দেখা অপছন্দনীয়। কেউ বলেন, যদি দেখে যে কোন বৃদ্ধ তাকে কোন কাজের আদেশ দিতেছে বা নিষেধ করতেছে, তবে যদি এটা শরীয়তসম্মত হয়, ভাল এবং পছন্দনীয়। আর যদি শরীয়তবিরোধী হয়, তবে এটা মন্দ ও অপছন্দনীয়।

স্ফীতি বা প্রসার সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

ইমাম ইবনে শিরীন (রহ:) বলেন, কোন জিনিসের স্ফীতি বা প্রসার যদি এটা ন্যায় সঙ্গত ও লাভজনক হয়, তবে এটা মঙ্গল ও কল্যাণ লাভের ইঙ্গিত করে। আর যদি স্ফীতি বা প্রসারের মধ্যে কোন ভালোর দিকে না থাকে, তবে এটার ফলাফলও বিপরীত হবে।

ইমাম ক্বিরমানী বলেন, শরীরের স্ফীতি ও বৃদ্ধি, যদি এটাতে কোন ক্ষতির দিক না থাকে, তবে নিয়ামত ও সম্পদ লাভের ইঙ্গিত করে।

বণ্টন করা সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কিছু লোকের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত ভাবে কোন কিছু বণ্টন করতে দেখে, তবে এটা আদল-ইনসাফের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং কারও দিকে ঝুকে না পড়ার প্রতি ইঙ্গিত করে। আর যদি এটার বিপরীত দেখে, তবে ফলাফলও বিপরীত হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন কল্যাণমূলক সৎ কাজে তার সম্পদ বণ্টন করতে দেখে, তবে এটা তার নিকটাত্মীয়ের মধ্যে ছেলের বিবাহের ইঙ্গিত করে। আর যদি কোন ফাসাদ বা বিশৃংখলার পিছনে সম্পদ বণ্টন করতে দেখে, তবে ফলাফল ফাসাদ-ই বুঝাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে অপরিচিত গরীবদের জন্য সম্পদ বণ্টন করতে দেখে, তবে এটা তার কাজ কর্ম নষ্ট হওয়া এবং তার অবস্থা খারাপ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে।

ইমাম ক্বিরমানী বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মালিকের অনুমতি ছাড়াই তার সম্পদ বন্টন করতে দেখে, তবে এটার ফলাফল ভাল-মন্দ উভয় দিক দিয়ে তার (বন্টনকারীর) উপরই বর্তাবে।

বুরুজ বা রাশি সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

ইমাম ইবনে শিরীন (রহ:) বলেন, বুরুজুল হাম্‌ল বা মেশ রাশি দেখা, রাগি ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট হতে তার আশা পূরণ বুঝায়।

বুরুজুস সাওর বা বৃষ রাশি দেখা, মূর্খ লোকের সাথে তার (কাজের) পাল্লা পড়বে এবং অনে দেরীতে তার আশা পূর্ণ হবে।

বুরুজুল জাওজা বা মিথুন রাশি দেখা, কোন আলেম, বিদ্বান, লেখক বা শুদ্ধভাষী লোকের সাথে উটাবসার সুযোগ হবে এবং আশা পূর্ণ হবে।

বুরুজুল আসাদ বা সিংহ রাশি দেখা, বাদশা বা উচ্চ সম্মানী ব্যক্তির সাথে তার কাজকর্মের সম্পর্ক হবে এবং তার আশা পূর্ণ হবে ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

বুরুজুস সুম্বুলা বা কন্যারাশি দেখা, কৃষক বা বন্ধুত্বের দায়িত্বহীন লোকের সাথে তার কাজের পাল্লা পড়বে এবং আশাও পূর্ণ হবে না।

বুরুজুল মিযান বা তুলা রাশি দেখা, আলেম, কাজী বা জ্ঞানীগুণীদের সাথে তার উঠাবসা হবে এবং আশা পূর্ণ হবে।

বুরুজুল আকরাব বা বৃশ্চিক রাশি দেখা, শত্রু বা দু:শ্চরিত্রা মহিলার পাল্লায় পড়বে এবং তার আশা-আকাংখা পূর্ণ হবে না বরং সে চিন্তায় পতিত হবে।

বুরুজুস কাউস বা ধনূ রাশি দেখা, কোন গাজী বা বড় লোকের সাথে তার (কাজের) সম্পর্ক গড়ে উঠবে এবং তার আশা পূর্ণ হবে।

বুরুজুল জাদি বা মকর রাশি দেখা, ইজ্জত-সম্মান; ধনদৌলত লাভ করবে। আশা পূর্ণ হবে এবং মানুষ তাকে ভালবাসবে।

বরুজুল-হুত বা মসীন রাশি দেখা, কথা কম বলে, কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, এমন লোকের সাথে তার সম্পর্ক গড়ে উঠবে এবং আশা পূর্ণ হবে।

ইবলিস, জিন, শযতান, গণক, যাদুকর সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

হযরত দানয়াল (আ) বলেন, ইবলিস স্বপ্নে দেখা, এমন শত্রু বুঝায়, যার কোন দ্বীন ধর্ম নাই এবং মিথ্যুক, নির্লজ্জ, পথভ্রষ্ট, খারাপ কাজে তাড়াহুড়াকারী ও

সৎকাজে নৈরাশ্যবাদী, ফিতনা ফাসাদে ও অশ্লীল কাজে দু:সাহসী ও তার শিক্ষা দানকারী বুঝায়।

যদি দেখে যে, ইবলিস তাকে উপদেশ দিতেছে, তবে তার জান মাল ও সম্পদের ক্ষতি হবে। যদি দেখে যে, ইবলিস তার হাত ধরে রাখছে আর সে "লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা" পড়ছে, তবে সে কোন বড় গুনাহে লিপ্ত হবে এবং পরবর্তীতে কারও উপদেশের মাধ্যমে নাজাত পাবে।

ইমাম কিরমানী বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে খাহেশাত বা কাম বা লোভ লালসায় ইবলিসের আনুগত্য করতে দেখে, তবে সে নফসের পরীক্ষায় লিপ্ত হবে।

যদি দেখে যে, ইবলিস তাকে কোন কিছু দিতেছে, তবে এটা হারাম সম্পদ অর্জনের প্রতি ইঙ্গিত করে। আর যদি সম্পদিটি তুচ্ছ হয়, তবে এটা তার দ্বীন নষ্ট হওয়ার ইঙ্গিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে ইবলিসকে হত্যা করার জন্য তলোয়ার দ্বারা আঘাত করতে আর ইবলিসকে পলায়ন করতে দেখে, তবে এটা আদল ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এবং অলির মর্যাদা লাভের ইঙ্গিত করে।

ইবলিসকে হত্যা করতে দেখলে, সৎ ও কল্যাণের পথে চলবে এবং নিজের নফসকে দমন করতে পারবে।

ওয়ায়েজ আবু সাঈদ বলেন, জিকিরের অবস্থায় যদি ইবলিস তাকে ছুঁতে বা স্পর্শ করতে দেখে, তবে মনে করতে হবে যে, তার অনেক শত্রু রয়েছে, যারা তাকে ধ্বংস করতে চাইতেছে কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে ইবলিসের সাথে শত্রুতা পোষণ করতে, বা ইবলিসের সাথে যুদ্ধ করতে দেখে, তবে তার দ্বীনধর্ম উত্তম হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে ইবলিসকে খুশি ও আনন্দিত দেখে, তবে সে খাহেশাত ও লোভ লালসায় মত্ত হবে।

যদি দেখে যে ইবলিস তার পোশাক খুলে ফেলছে, তবে তার দায়িত্ব বা চাকরি হতে পদচ্যুতি হবে।

যদি দেখে যে ইবলিস তাকে খোঁচা মেরেছে বা পাগল বানিয়ে পেলেছে, তবে সুদ ঘুষ খাবে।

যদি দেখে যে, ইবলিস তাকে স্পর্শ করেছে বা চাপিয়ে ধরেছে, তবে সে কোন মহিলার উপর মিথ্যা অপবাদ রটাবে এবং তাকে বিপথগামী করবে।

যদি দেখে যে, ইবলিস তাকে যে কোন প্রকারের কষ্ট বা শাস্তি দিতেছে, তবে কোন কঠিন বিপদে লিপ্ত হওয়ার পর তা হতে মুক্তি পাবে।

কেউ বলেন, ইবলিস দেখার ফলাফল, জালেম অত্যাচারী বাদশা বুঝায়। ইমাম ক্বিরমানী বলেন, যদি কোন সমুদ্রের সফরকারী দেখে যে, ইবলিস তাকে গিলে ফেলছে বা সে তার মুখের ভিতরে ঢুকে পড়েছে, তবে সে ডুবে মরবে। আর যদি সফরের ইচ্ছা করে থাকে, তবে কিছু দিন পর্যন্ত তার সফর হতে বিরত থাকা উচিত।

শয়তান বা দৈত্য দানব সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

ইমাম ক্বিরমানী বলেন, শয়তান বা দৈত্য দানব দেখা, গুপ্তচর বা শত্রু বুঝায়। ওয়ায়েজ আবু সাঈদ বলেন, শয়তানকে হত্যা করতে দেখলে, সুনাম-খ্যাতি লাভ করবে এবং সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজেকেই শয়তান দেখে, তবে সে গুনাহ করবে, অথবা মিথ্যা অপবাদ রটাবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে শয়তানের সাথে গোপনে পরামর্শ করতে দেখে, তবে সে তার শত্রুদের সাথে পরামর্শ করবে এবং সৎ ও নেক লোকদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করবে, কিন্তু এটাতে সে সক্ষম হবে না।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে শয়তানদের বাদশা হতে এবং শয়তানদিগকে তার বশ্যতা স্বীকার করতে দেখে, তবে তার ব্যক্তিত্বের প্রভাব বৃদ্ধি পাবে ও নেতৃত্ব লাভ হবে।

জিন সম্পর্কীয় স্বপ্ন দেখা

যদি জিন তার অন্তরে ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রণা দিচ্ছে দেখে, তবে শত্রুর (শয়তানের) উপর যাতে বিজয় লাভ করা যায়, সেই জন্য মহান আল্লাহ তাআলার ইবাদতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা এবং নেক কাজে লিপ্ত থাকার প্রতি ইঙ্গিত করতেছে।

যদি জিন তার কাপড় ছোঁ মেরে নিয়ে গিয়েছে দেখে, আর সে যদি কর্মচারী বা চাকরিজীবী হয়, তবে তার চাকরিচ্যুত হবে, আর যদি কৃষক হয়, তবে কষ্টে পতিত হবে।

জাবের মাগরেবী বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে তার পিছনে জিন দেখে, তবে তার উপর শত্রুদের বিজয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজেকে নিজদের উপর ক্ষমতাবান এবং তাদিগকে শাসনকারী ও আনুগত্যশীল দেখে, তবে মাহী মর্যাদা এবং সম্মানলাভের ইঙ্গিত করে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে জিন বন্দী করতে দেখে, তবে শত্রুর উপর বিজয় লাভ করবে। আর যদি জিনদের হাতে বন্দী হতে দেখে, তবে অপমানিত ও লজ্জিত হবে। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে জিনদের সাথে (গোপনে) কানে কানে কথা বলতে দেখে, তবে সে নেকলোকদের বিরুদ্ধে দুশমনদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হবে। কিন্তু এটাতে তার আশা পূর্ণ হবে না।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে জিনকে কুরআন শিক্ষা দিতে দেখে, তবে সর্দারী ও নেতৃত্ব লাভ করবে। কখনও জিন দেখা, দুনিয়ার ব্যাপারে হিলা-কৌশল অবলম্বনকারী ও অহংকারী বুঝায়।

ইমাম জাফর সাদেক (রা:) বলেন, জিন দেখা দুশমন, দ্বীন ধর্ম বিনষ্ট হওয়া, শাহওয়াতের তাবেদারী করা, নফসের চাহিদায় নিমজ্জিত হওয়া, নেকী ও বন্দেগী পরিত্যাগ করা, ধার্মিক ও সৎলোক হতে দূরে সরে পড়া এবং হারামের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া বুঝায়।

কতিপয় দুর্লভ স্বপ্ন

বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখল, সে সত্যই আমাকে দেখল।

একজন শাসক বা বিচারক স্বপ্নে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিবস্ত্র দেখে আপন জায়নামায দিয়ে তাঁকে ঢেকে দিতে দেখলেন। সকালে খুব খুশি খুশি একজন মুআব্বেরের নিকট যেয়ে স্বপ্নের ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বললেন, তুমি হকের বিপরীত (অন্যায়) ফয়সালা কর। কেননা রাসূল সত্য, তাকে স্বপ্নে দেখাও সত্য। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে দেখা, সত্য ঢেকে দেয়া বুঝায়। শহরের প্রধান বিচারক উক্ত স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যা শুনে কাজীর পদ হতে তাকে বরখাস্ত করলেন।

হযরত ইবনে উমর (রা:) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রাত্রে (স্বপ্নে) আমি আমাকে কাবার নিকট দেখেছি এবং গন্দমী রংয়ের এমন একজন সুন্দর পুরুষ দেখেছি, যত সুন্দর পুরুষ তুমি দেখি থাকবে। তার লিম্বা বা কানের নিচ পর্যন্ত চুল এত সুন্দর দেখিয়েছি, যত সুন্দর লিম্বা তুমি দেখে থাকবে। তার চুলগুলো আচড়ানো ছিল এবং চুল হতে মতির মত ফোটা ফেটা করে পানি টপকাতে ছিল। দুজন লোকের উপর তিনি ভয় দিয়ে বাইতুল্লাহর তওয়াফ করতে ছিলেন। জিজ্ঞাস করলাম, ইনি কে? উত্তরে বলা হল : ইনি মরয়ম পুত্র মসিহ (আ:) হঠাৎ আর একজন লোককে আমি দেখতে পেলাম, যার চুলগুলো ঘন কোকড়ানো ছিল এবং তার ডান চোখটি কানা ছিল,

দেখতে মনে হয়, যেন একটি ভাসমান আঙ্গুর। জিজ্ঞেস করলাম, এই লোকটি কে? বলা হল, সে মসিহে দাজ্জাল।

কতিপয় বিরল স্বপ্ন ও তার তা'বীর

কতিপয় বিরল স্বপ্নের তাবীর

উম্মে জারীর খাতফী গর্ভ অবস্থায় স্বপ্নে দেখেন, সে যেন একটি কালো চুলের রশি প্রসব করেছে। আর রাশিটি ভূমিষ্ঠ হয়েই একজনের গাড় হতে আর একজনের ঘাড়ে, এইভাবে বহু লোকের গাড় মাড়িয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করেছে। এই দেখে সে ঘুম হতে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে জেগে উঠল এবং কোন এক মুআব্বেরের নিকট স্বপ্নের ঘটনা বর্ণনা করল। তিনি বললেন, তুমি এক কবি পুত্রসন্তান জন্ম দিবে, সে দুষ্ট আর কটোর প্রকৃতির হবে। (কবিতার মাধ্যমে) মানুষের জন্য বিপদ ও যন্ত্রণার কারণ হবে। সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হল, তখন স্বপ্নের দেখা অনুযায়ী মা তার নাম 'জারীর' রাখলেন, কেননা শাব্দিকভাবে 'জারীর' শব্দের অর্থ রশি।

কতিপয় বিরল স্বপ্নের তাবীর

আবদুল্লাহ ইবেন মালেক খুজায়ী বলেন, আমি খলিফা হারুন রশিদের পুলিশ ছিলাম। একদিন রাত্রে এমন এক সময় হারুন রশিদের দূত আসল, যে সময় সাধারণত: কখনও দূত আসে না। সে তাড়াতাড়ি আমাকে বিছানা হতে উঠাল কিন্তু পুলিশী পোশাক পরতেও দিল না। এতে আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। শাহী প্রসাদের নিকটে পৌছে আমি প্রবেশের অনুমতি চাইলাম। আমাকে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হল। ঘরে প্রবেশ করে আমি খলিফাকে ছালাম করলাম এবং তকে বিছানার উপর বসা দেখতে পেলাম। তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন, যাতে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম এবং আমার চিন্তা ও পেরেশানী আরো বেড়ে গেল। কিছুক্ষণ পর তিনি আমাকে বললেন, হে আবদুল্লাহ! তুমি কি বলতে পার, এই মুহূর্তে আমি তোমাকে কেন ডাকেছি? আমি বললাম, হে আমিরুল মুমেনীন! এই বিষয়ে আমি অবগত নই। তিনি বললেন, এই মাত্র আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, একজন হাবশী ক্রীতদাস বর্শা হাতে নিয়ে আমার নিকট এসেছে এবং বলতেছে, এক্ষণেই যদি মূসা ইবনে জাফরকে কারাগার হতে মুক্তি না দাও, তবে আমি তোমাকে এই বর্শা দিয়ে হত্যা করব। অতএব তুমি তাড়াতাড়ি যাও এবং তাকে মুক্ত করে দাও। আমি বললাম, হে আমীরুল মুমেনীন! আমি কি মুসা ইবনে জাফরকে ছেড়ে দিব? (হয়ত ঘুমের ঘোরে এই রকম বলে থাকবেন) কথাটি আমি তিনবার পুনরোক্ত করলাম। তিনি বললেন, যাও এক্ষণেই তাহাকে ছেড়ে

দাও এবং ত্রিশ হাজার রৌপ্য মুদ্রা তাকে দিয়ে বল, যদি আপনি আমাদের এখানে থাকতে চান, তবে আপনি যা চাবেন, তাই আপনার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। আর যদি আপনি মদিনায় চলে যেতে চান, তবে এটাতে কোন আপত্তি নেই। আবদুল্লাহ বলেন, আমি জেলখানায় এসে তাকে জেল হতে মুক্ত করলাম এবং আমীরুল মুমেনীন যা কিছু দেয়ার জন্য বলেছিলেন, তা তাদের প্রদান করলাম, এবং বললাম, আপনার ব্যাপারে কি আশ্চর্য ঘটনাই না দেখলাম।

তিনি বললেন, আমিও এক আশ্চর্য ঘটনা দেখেছি। আমি কি তা তোমাকে বলব না? তিনি বললেন, আমি তন্দ্রায় ছিলাম, হঠাৎ দেখতে পেলাম যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরিফ আনয়ন করেছেন এবং বলতেছেন, হে মুসা! তুমি অন্যায়ভাবে কারাবন্দী হয়েছে, তুমি এই কলমাগুলো বল (দোয়া পড়), তবে আজকের রাত্রেই তুমি বন্দী হতে মুক্তি পাবে। আমি বললাম, আপনার উপর আমার মাতাপিতা কোরবান হউক, আমি কি বলব? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, তুমি আল্লাহর নিকট দোয়া পড় : ফলত: ঘটনা যা ঘটল তা তুমি সচক্ষে দেখেছ।

কতিপয় বিরল স্বপ্নের তাবীর

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা:) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাদাহ ইবেন সামেত (রা:) এর স্ত্রী উম্মে হারাম (রা:) এর নিকট যাওয়া আসা করতেন (তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দুধমায়ের দিক দিয়ে খালা ছিলেন)। একদিন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে হারামের নিকট গমন করলেন। তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খানা খাওয়াইলেন এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাথার উকুন বেছে দিতে লাগলেন। ইত্যবসরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমিয়ে পড়লেন এবং হাসতে হাসতে ঘুম হতে জাগ্রত হলেন। তিনি বললেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি হাসছেন কেন? উত্তরে তিনি বললেন, স্বপ্নে আমাকে মহান আল্লাহ্র রাস্তায় জেহাদকারী কিছু লোক দেখানো হয়েছে, যারা বাদশাদের মত সিংহাসনে আরোহণ করে সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছেন। (উম্মে হারাম বলেন) আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি আমার জন্য দোয়া করুন, মহান আল্লাহ তাআলা যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য দোয়া করলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় ঘুমিয়ে পড়লেন এবং হাসতে হাসতে জাগ্রত হলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা:)! আপনি হাসছেন কেন? উত্তরে তিনি তাই বললেন, যা প্রথম

বার বলেছিলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা:)! আপনি আমার জন্য দোয়া করুন, যেন মহান আল্লাহ্ তাআলা আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। উত্তরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত।

ফলত: দেখা গেল যে, হযরত উম্মে হারাম (রা:) হযরত আমীর মুআবিয়া (রা:) এর খেলাফত কালে কুসতুনতুনিয়ার জিহাদে সামুদ্রিক সফর করছিলেন এবং সফর শেষে জানোয়ারের পিঠে চড়ার সময় পিঠ হতে পড়ে শাহাদত বরণ করেছিলেন।

কতিপয় বিরল স্বপ্নের তাবীর

হযরত আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, স্বপ্নে আমি আমাকে বেহেশতে দেখতে পেলাম। হঠাৎ আমি একজন মহিলাকে একটি রাজপ্রাসাদের নিকট অজু করতেছে দেখতে পেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, এই প্রাসাদটি কার? ফেরেশতারা বললেন, উমরের (রা:)। তখন আমি উমরের গাইরত বা আত্মমর্যাদা বোধের কথা স্মরণ করে ওখান হতে ফিরে আসলাম। স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনে হযরত উমর (রা:) কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার উপরও কি আমার আত্মমর্যাদার অভিমান!

কতিপয় বিরল স্বপ্নের তাবীর

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা:) বলেন, আমি অবিবাহিত তাগড়া জওয়ান ছিলাম এবং মসজিদে নববীতে রাত্রি যাপন করতাম (এবাদতের জন্য)। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন স্বপ্ন দেখতেন, তবে তা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বর্ণনা করতেন। আমিও মহান আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া করলাম, হে মহান আল্লাহ! যদি আমার জন্য তোমার নিকট কোন মঙ্গল নির্ধারিত থেকে থাকে, তবে স্বপ্নে তুমি তা আমাকে দেখাও, যেন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তার ব্যাখ্যা আমাকে প্রদান করেন। অত:পর স্বপ্নে আমি দেখতে পেলাম যে, দুইজন ফেরেশতা এসে আমাকে নিয়ে চলল, এবং এই দুইজনের সাথে আরও একজন ফেরেশতা যোগদান করল, এবং আমাকে বলল, তুমি কোন ভয় পাইও না, তুমি তো একজন ভাল মানুষ। তারা আমাকে নিয়ে দোযখের দিকে চলল। হঠাৎ দেখতে পেলাম যে, তা কুয়ার মত স্তর স্তর গভীর। তথায় অনেক লোক রয়েছে, যাদের অনেককেই আমি চিনি। অত:পর ফেরেশতারা আমাকে ডান দিকে নিয়ে যেতে লাগল। সকারে উঠে আমি আমার স্বপ্ন (বোন) হাফসা (রা:) এর নিকট বর্ণনা করলাম এবং তিনি (উম্মুল মুমেনীন

হযরত হাফসা (রা:) তা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বর্ণনা করলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা শুনে বললেন, আবদুল্লাহ সৎ ও ভাল লোক। তবে যদি সে রাত্রে বেশি বেশি নামায পড়ত। এটার পর হতে হযরত আবদুল্লাহ (রা:) বেশি বেশি করে রাত্রে নফল নামায পড়তে লাগলেন।

কতিপয় বিরল স্বপ্নের তাবীর

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি) হতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা সম্পর্কে একটি স্বপ্ন দেখে বলেছেন, আমি একজন কাল মহিলাকে দেখেছি, যার মাথার চুলগুলো এলোমেলো উসকু-খুশকু ছিল। সে মদিনা হতে বের হয়ে 'মুহাইয়া' নামক স্থানের চলে গিয়েছে। আমি এর তাবীর বা ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছি যে, মদিনার মহামারী 'মুহাইয়া' বা 'জুহ্‌ফা'র দিকে চলে যাবে।

কতিপয় বিরল স্বপ্নের তাবীর

বর্ণিত আছে, একজন লোক হযরত রাবেয়া বসরিয়া আদাবিয়্যার জন্য দোয়া করতেন। স্বপ্নে তিনি হযরত রাবেয়া (র) কে দেখতে পেলেন। তিনি বলতেছিলেন, আপনার হাদিয়া বা উপহার নূরের খাঞ্চায় নূরের রুমালে ঢেকে আমার নিকট পৌঁছানো হয়।

কতিপয় বিরল স্বপ্নের তাবীর

আবুল কাছেম মাগরেবী বলেন, আমি খতিব আবদুর রহিম ইবনে নাবাতা (রা:) কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, মহান আল্লাহ্ পাক আপনার সাথে কি ধরনের আচরণ করেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমাকে লাল অক্ষরের লেখা দুই লাইনের একটি কবিতার টুকরা দিয়েছেন, যাতে লেখা ছিল :

ن:قد كان امن لك من قبل هذا اليوم ادخلتك نى امانى والصفح لايح

ن عن جانى ..:ن ـ وانمايح:عن نح

ইতোপূর্বেও তুমি শান্তি ও নিরাপত্তায় ছিলে। আজ তোমাকে আমার শান্তি ও নিরাপত্তায় প্রবেশ করিয়ে নিয়েছি। নিরপরাধের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করা শোভা পায় না, ক্ষমা প্রদর্শন তো অপরাধীর সাথেই শোভা পায়।

কতিপয় বিরল স্বপ্নের তাবীর

ইবরাহীম হারবী বলেন, আমি স্বপ্নে হযরত বিশ্‌রে হাফী (রহ) কে দেখেছি, যেন তিনি 'রেছাফা' মসজিদ হতে বের হচ্ছেন আর তার আস্তিনে কি যেন

নড়াচড়া করতেছে। জিজ্ঞাস করলাম, মহান আল্লাহ আপনার সাথে কি আচরণ করেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং ইজ্জত সম্মান দান করেছেন।

জিজ্ঞেস করলাম, আপনার আস্তিনে কি? তিনি বললেন, গত রাত্রে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ) এর রূহ আত্মা আমাদের নিকট এসেছিলেন এবং আমাদের উপর মতি ও ইয়াকুত ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছেন (উৎসর্গ করেছেন) আমার আস্তিনে তাই দেখছ, যা কিছু আমি কুড়ায়েছি। জিজ্ঞেস করলাম, ইয়াহয়া ইবনে মাঈন ও আহমাদ ইবনে হাম্বলের সাথে কি আচরণ করেছেন? তিনি বলরেন, আমি তাদিগকে রাব্বুল আলামীনের জিয়ারত রত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি এবং তাদের জন্য দস্তরখানও বিছানো হয়েছে। আমি জিজ্ঞসা করলাম, আপনি কেন তাদের সাথে খানা খান নাই? তিনি বললেন : তাঁর দিদারের তুলনায় খাওয়া অতি নগন্য বলে।

কতিপয় বিরল স্বপ্নের তাবীর

বর্ণিত আছে যে, একজন লোক হজ্জ করেছেন। কিন্তু নবী (আ) এর জিয়ারাত করতে পারেন নাই, যার কারণে মনে খুব কষ্ট পেলেন। স্বপ্নে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেলেন। তিনি বলতে ছিলেন, যখন তুমি আমার জিয়ারত করতে পারো নাই, তখন তুমি আবদুল্লাহ ইবনে আহমত ত্বাবার জিয়ারত কর। স্বপ্নদ্রষ্ট মিসরী ছিলেন (আর ত্বাবা ত্বাবার বাড়িও মিসরে ছিল)।

স্বপ্ন ও তার তাবীর

বর্ণের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী সাজানো

অ

অপরিচিত বয়োবৃদ্ধ লোককে সালাম দিতে দেখা : তবে এটা মহান আল্লাহর আযাব হতে নিরাপত্তার গ্রাণ্টি হবে, আর যদি পরিচিত বয়োবৃদ্ধ লোককে সালাম করতে দেখে, তবে সুন্দরী মহিলাকে বিবাহ করবে এবং বিভিন্ন ধরণের ফলমূল লাভ করবে।

অবিবাহিত লোক যদি মৃত্যু স্বপ্নে দেখা : তবে এটা তার বিবাহের প্রতি ইঙ্গিত করে। আর বিবাহিত লোক যদি মৃত্যু স্বপ্নে দেখে, তবে এটা তার স্ত্রীর তালাকে প্রতি ইঙ্গিত করে। কেননা মৃত্যুই বিচ্ছেদের সৃষ্টি করে।

অপরিচিত লোক মসজিদে ইমামতি করছে দেখা : আর ঐ মসজিদের ইমাম যদি অসুস্থ থাকে, তবে সে মারা যাবে।

অমুসলিম দেশে বসবাস করে, কিন্তু স্বপ্নে নিজেকে মুসলিম দেশে চলে আসতে দেখা : তবে সে তাড়াতাড়ি মারা যাবে, কেননা দারুল ইসলাম হল দারুল হক্ক বা সত্যের ঘর।

অপরিচিত যুবক তাকে সালাম দিতে দেখা : তবে সে তার শত্রুদের অমঙ্গল হতে নিরাপদে থাকবে।

অজু করে নামায শুরু করতে দেখা : তবে যাবতীয় চিন্তামুক্ত হবে এবং মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া আদায় করবে।

অজু করতে দেখা : তাহলে সে আমানত আদায় করবে অথবা ঋণ পরিশোধ করবে অথবা কারো পক্ষে সত্য স্বাক্ষী প্রদান করবে।

অপরিচিত যুবক স্বপ্নে দেখা : শত্রু, আর বৃদ্ধ দেখা সৌভাগ্য এবং ঐ চেষ্টা-তদবীরের ফলাফল বুঝায়, যা সে করছে। আর বৃদ্ধের পক্ষ হতে কোন কিছু দিতে দেখা বা কথা বলতে দেখা, এটা তার ভাগ্য বা নির্ধারিত অংশ বা চেষ্টা-তদবীরের ফলাফল বুঝায়। আর এ সমস্ত কিছুই নির্ভর করে, বৃদ্ধের ভালমন্দ, সৌন্দর্য-অসৌন্দর্য পূর্ণতা-অপূর্ণতা, শক্তি ও দুর্বলতা ইত্যাদির উপর।

অন্ধকারে মহান আল্লাহকে ডাকতে দেখা : তবে সে দু:খ কষ্ট হতে মুক্তি পাবে।

অপরিচিত জায়গায় অনেক কবর একত্রে স্বপ্নে দেখা : [সেখানে] অনেক মুনাফেক লোকের বসবাসের প্রতি ইংগিত বহন করে।

অনেক জানাযা [লাশ] কোন এক স্থানে রাখা দেখা : তবে উক্ত স্থানের লোকেরা অধিক মাত্রায় অশ্লীল কাজে লিপ্ত হবে।

অপরিচিত জায়গায় একটি মাত্র কবর দেখা : তবে সে কোন মুনাফেক লোকের সাথে মেলামেশা করবে।

অপরিচিতা বৃদ্ধা মহিলা স্বপ্নে দেখা : বৎসরের শুভ-অশুভ এবং ভালমন্দের দ্বারাই দেয়া হয়। সুতরাং বৃদ্ধার ভালমন্দ, পূর্ণতা-অপূর্ণতা ইত্যাদির উপরই বৎসরের ভাল-মন্দ ইত্যাদির ফলাফল নির্ভর করবে।

অপরিচিত নপুংষক বা খোজা দেখা : ফেরেশতা বুঝাবে।

অপরিচিতা মেয়েকে তার সাথে কথা বলতে দেখা : বা তাকে কোন কিছু দিতে দেখে, বা কোন মেয়ের সাথে আলিঙ্গন করতে দেখে, বা তাকে আদর

করতে দেখে, বা তার সাথে উঠাবসা করতে দেখে, বা তার সাথে শুক্রপাত করা ছাড়াই সহবাস করতে দেখে, তবে এর ব্যাখ্যা হল, বৎসর বা দিনকালের ভালমন্দ উক্ত মেয়ের ভাল-মন্দ অবস্থার উপর নির্ভরশীল হবে।

আ

আল হামিদুলিল্লাহ বলতে দেখা : তবে সে পুত্র সন্তান লাভ করবে।

আবাদী জমীনে নামায পড়তে দেখা : তবে তার ঐ জমীনের ঋণ পরিশোধ হবে।

আযান-একামত দিতে দেখা : তবে সে সুন্নত জীবিত করবে এবং বেদআত ধ্বংস করবে।

আযান শুনতে দেখা : কিন্তু এটাকে সে অপছন্দ করে, তবে সে কোন খারাপ কাজের দিকে মানুষকে আহ্বান করবে।

আসরের ফরয পড়তে দেখা : তবে যে কাজে সে নিয়োজিত রয়েছে তার সামান্যই বাকী রয়েছে।

আসরের সময় জুহরের নামায পড়তে দেখা : তবে সে তার ঋণ পরিশোধ করবে।

আযানে কোন কিছু বাড়িয়ে বা কমিয়ে দিতে বা কোন শব্দ পরিবর্তন করে দিতে দেখা : তবে সে বাড়ানো কমানো হিসাবে মানুষের উপর জুলুম করবে।

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করছে দেখা : তবে সে সন্তানাদির ভরণপোষণের জন্য কঠোর পরিশ্রম করবে এবং প্রাচুর্য্য ও খায়ের-বরকত লাভ করবে।

আল্লাহর নিকট এস্তেগফার [ক্ষমা প্রার্থনা] করতে দেখা : তবে হালাল জীবিকা এবং পুত্র সন্তান লাভ করবে।

আমীর বা উজিরের অর্থে ব্যবহৃত হয়, সুতরাং কা'বার কোন দেয়াল পড়তে দেখা : খলিফার মৃত্যুর প্রতি ইঙ্গিত করে এবং কা'বা শরীফ স্বপ্নে দেখা ঐ খায়ের ও বরকতের সুসংবাদ বুঝায়, যা সে ভবিষ্যতে লাভ করবে অথবা ঐ অমঙ্গল হতে সতর্ক করার ইঙ্গিত করে, যার ইচ্ছা সে পোষণ করিয়াছে।

আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হতে দেখা : তবে উচ্চ মর্যাদা, রিজিক বা আনন্দ লাভ করবে।

আগুনে জ্বালানো হচ্ছে দেখা : তবে সে দোযখে যাবে।

আযান দিতে দেখা : অথচ সে মুয়াজ্জিন নয়, তবে সে যদি বাদশাহ হওয়ার

যোগ্যতা রাখে, তবে যে পর্যন্ত তার আজানের আওয়াজ পৌছিবে, সে পর্যন্ত রাজত্ব ও বাদশাহী লাভ করবে।

"আল্লাহু আকবার" [মহান আল্লাহর বড়ত্ব] বলতে দেখা : তবে মনের আশা আকাংখা পুরা হবে এবং শত্রুদের উপর বিজয় লাভ করবে।

"আল হামদুলিল্লাহ" [মহান আল্লাহর প্রশংসা] বলতে দেখা : তবে সে নূর লাভ করবে এবং দ্বীন ধর্মের হেদায়েত লাভ করবে।

ই

ইমামতির সময় যদি কেবলার দিকে ফিরে ইমামতি করতে এবং মুসল্লীদের নিয়া পূর্ণ নামায আদায় করতে দেখা : তবে সে তার প্রশাসন বা বেলায়েত আদল ইনসাফ কায়েম করবে। আর যদি মুসল্লীদের নামাযে কম-বেশী বা ত্রুটিবিচ্যুতি দেখে, বা নামাযে কোন পরিবর্তন দেখে, তবে সে তার প্রশাসন বা বেলায়েতে জুলুম-অবিচার করবে এবং দারিদ্র ও চোর-ডাকুদের পক্ষ হতে দু:খ-কষ্টের সম্মুখীন হবে।

ইমাম [খলিফা বা বাদশা] মারা গিয়াছে দেখা : তবে ঐ শহর বিরান বা ধ্বংস হবে। আর শহর বিরান বা উজাড় হতে দেখা, সেখানকার ইমামের মৃত্যুর আলামত বুঝাবে।

ইবলিসকে হত্যা করেছে দেখা : তবে সে ধোকা প্রবঞ্চনা করবে।

ইমামতি করে লোকদের নামায পূর্ণ করতে দেখা : তবে তার বেলায়েত [শাসন ক্ষমতা] পূর্ণতা লাভ করবে, আর যদি তার নামায অসম্পূণ থেকে যায়, তবে তার বেলায়েত বা প্রশাসন অসম্পূর্ণ থাকে যাবে এবং তার কোন হুকুম-আদেশ জারী হবে না।

ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমেনকে হত্যা করতে দেখা : তবে সে রমজান মাসে ইচ্ছাকৃতভাবে দিনের বেলায় ইফতার করবে।

ইমামতি কিছু বসা এবং কিছু দাঁড়ানো লোকের করতে দেখা : তবে সে ধনী গরীব উভয় শ্রেণীর কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে।

ইমামতি কিছু বসা মুসল্লী নিয়ে বসে করতে দেখা : তবে তারা কাপড় চুরি করে, পানিতে ডোবা, বা দারিদ্রের মত পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে।

ঈ

ঈদুল ফিতরের যাকাৎ [ফিতরা] আদায় করতে দেখা : তবে সে বেশী বেশী নামায পড়বে এবং তাসবিহ পাঠ করবে।

ঈদ পালন করতে দেখা : তবে সে চিন্তামুক্ত হবে এবং আনন্দ ও প্রাচুর্য্য ফিরে পাবে।

উ

উলঙ্গ বা বিবস্ত্র বৃদ্ধা দেখা : তবে এটা তার জন্য লজ্জার কারণ হবে। আর যদি নেকাব পরিহিতা দেখে, তবে উদ্দেশ্য সফল হবে, কিন্তু লজ্জা পেতে হবে।

উট, গরু, ছাগল বা মেষ কুরবানী করতে দেখা : তবে সে গোলাম আযাদ করবে।

উৎক্ষিপ্ত অগ্নিগোলক শয়তানকে ধাওয়া করছে দেখা : তবে এটা তার দ্বীন ধর্ম ঠিক আছে বলে ইংগিত করে।

উরযুয়ানী বা লাল চাদর পরাতে দেখা : তবে সে কেন সম্ভ্রান্ত বংশীয়া মহিলাকে বিবাহ করবে।

উম্মী লোক [যে লেখা পড়া জানে না] স্বপ্নে রমযান মাসের রোযা রাখতে এবং তা পুর্ণ করতে দেখা : তবে সে কুরআন শরীফ হেফজ [মুখস্ত] করতে পারবে।

উজ্জ্বল দিনে যোহরের ফরয নামায পড়তে দেখা : তবে সে যে কোন কাজে মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে এবং দিনের উজ্জ্বলতা হিসাবে এটা তার সম্মান বাড়িয়ে দিবে, আর দিন যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তবে এটা তার জন্য চিন্তা ও পেরেশানী আনয়ন করবে।

এ

একামত দিতে এবং নামায পড়তে দেখা : তবে বুঝতে হবে, তার আমল বা কাজ-কর্ম পূর্ণ হয়েছে, আর এটাই তার মৃত্যুর দলীল বা আলামত।

একাই কাফেরদের সাথে জিহাদ করতেছে দেখা : তবে তাকে শত্রুদের উপর সাহায্য করা হবে।

ক

কুরআন শরীফ দেখে পড়তে দেখা : তবে হিকমত, ইজ্জত, মান-সম্মান ও সুখ্যাতি লাভ করবে। কুরআন শরীফ স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা সাধারণত: হিকমত-ই হয়ে থাকে।

কুরআন শরীফ লিখতে দেখা : তবে সে কুরআন শরীফ অনুযায়ী নিজের রায় বা যুক্তি পেশ করবে।

কুরআন শরীফ জ্বালিয়ে ফেলতে দেখা : তবে তার দ্বীন-ধর্ম বিনষ্ট হবে।

কুরআন শরীফ চুরি করতে দেখা : তবে সে নামায ভুলে যাবে।

কুরআন শরীফের পাতা খেতে দেখা : তবে সে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কুরআন শরীফ লিখবে।

কুরআন শরীফ চুম্বন করতে দেখা : তবে সে ফরয, ওয়াজিব আদায়ের দায়িত্ব পালনে কোন ক্রুটি করবে না।

কুরআন শরীফ পড়তে পড়তে খতম করতে দেখা : তবে তার উদ্দেশ্য সফল হবে এবং অধিক মঙ্গল লাভ করবে।

কুরআন শরীফ লিখতে দেখা : তবে সে অবিশ্বাসী ও ধর্মত্যাগী মুলহেদ হবে।

কুরআন শরীফ বিবস্ত্র পড়তে দেখা : তবে সে নফস ও খাহেশের পূজারী হবে।

কুরআন শরীফ খেতে দেখা : তবে সে কুরআনকেই জীবিকার উসিলা বানাবে।

কুরআন শরীফকে বালিশ বানাতে দেখা : তবে সে কুরআনের যা কিছু জানে, তার উপর আমল করছে না বুঝাবে।

কুরআন শরীফ হেফজ [মুখস্ত] করতে দেখা : কিন্তু ইতিপূর্বে সে মুখস্ত করে নি, তবে সে রাজত্ব লাভ করতে পারবে। যদি কুরআন শুনতে দেখে, তবে তার রাজত্ব স্থায়ী ও মজবুত হবে, এবং তার খাতেমা বিল খায়ের নসীব হবে।

কুরআন শরীফ তার হাত হতে নিয়া নেওয়া হয়েছে দেখা : তবে তার ইলম [দ্বীন] ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং দুনিয়ায়ই তার ইলম শেষ হয়ে যাবে।

কোন মুশরেক বা কোন বিধর্মী স্বপ্নে নিজেকে বেহেশতে দেখা : অথবা রূপার কাকন বা চুড়ি পারতে দেখে, অথবা অন্য কোন লোক তাকে বেহেশতে দেখে, তবে সে ইসলাম গ্রহণ করবে।

কুরআন শরীফের তিলাওয়াত শুনতে দেখা : তবে তার রাজত্ব বা যুক্তিতর্ক মজবুত হবে, তার পরিণামফল ভাল হবে, চক্রান্ত কারীদের চক্রান্ত হ'তে নিরাপদে থাকবে।

কা'বা শরীফের ছাদের উপর দাঁড়িয়ে আযান দিতে দেখা : তবে তার দ্বারা কোন বেদআতী কাজ প্রকাশ পাবে, আর কা'বা শরীফের ভিতরে আযান দিতে দেখা, কোন প্রশংসনীয় বা মঙ্গলজনক কাজ নয়।

কাফেলা বা যাত্রীদলে আযান দিতে দেখা : তবে সে চুরি করবে।

কুয়ার মধ্যে আযান দিতে দেখা : তবে সে মানুষকে এক দূরের সফরের জন্য উদ্বুদ্ধ করবে।

কোন ফরয নামায ছেড়ে দিয়াছে দেখা : তবে সে শরীয়তের কোন হুকুম-আহকামকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করবে।

কেবলার দিকে পিঠ দিয়া নামায পড়তে দেখা : তবে এটা তার কোন কবিরা গুনাহর কারণে ইসলামকে পশ্চাতে ফেলে দেওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে।

কেবলার দিক সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারছে না দেখা : তবে সে তার কাজ-কর্ম সম্পর্কে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে।

কেবলার দিকে নামায পড়ছে দেখা : তবে এটা তার দ্বীন ধর্ম মজবুত হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে, আর যদি কেবলা বাদ দিয়ে শুধু পশ্চিম দিকে নামায পড়তে দেখে, তবে এটা তার গুনাহর উপর দু:সাহস, এবং দ্বীন-ধর্ম দূর্বল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে, কেননা কেবলা বাদে শুধু পশ্চিম [দিক] হল ইহুদিদের কেবলা, আর তারা শনিবারেও মাছ ধরার মত অন্যায় কাজে দু:সাহস দেখিয়েছিল।

কা'বায় প্রবেশ করেছে দেখা : তবে মহান আল্লাহ তাআলা চাহে তো কা'বায় প্রবেশ করতে পারবে, কেউ বলেন যে, সে খলিফার দরবারে প্রবেশ করতে পারবে।

কোন নির্দিষ্ট দোয়া পড়তে দেখা : তবে সে ফরয নামায আদায় করবে। আর যদি এমন কোন দোয়া পড়ে, যাতে মহান আল্লাহর নাম না থাকে, তবে সে লোক দেখানোর নামায পড়বে।

কাফেরকে খানা খাওয়াইতে দেখা : তবে সে দুশমনকে শক্তিশালী করবে।

কাফফারার জন্য দুই মাস একাধিকক্রমে রোযা রাখতে দেখা : তবে সে ঐ গুনাহ হতে তওবা করবে, যে গুনাহে সে লিপ্ত রয়েছে।

কা'বা শরীফ হতে কোন কিছু লইতে দেখা : তবে সে খলিফার পক্ষ হতে দু:খ কষ্টের সম্মুখীন হবে।

কা'বার ছাদে নামায পড়ছে দেখা : তবে তার দ্বীন ধর্মে ত্রুটি রয়েছে।

কা'বার দিকে ফিরিয়াছে দেখা : তবে তার দ্বীন ধর্ম সঠিক ও উত্তম রয়েছে।

কা'বায় কোন দুর্ঘটনা ঘটাইয়াছে বা অজু নষ্ট করেছে দেখা : তবে এটা ঐ বিপদের সংকেত, যাহা খলিফা বা প্রশাসকের উপর পতিত হবে।

কুরবানীর দিন স্বপ্নে দেখা : অতীত আনন্দ ফিরে আসা এবং ধ্বংসের হাত হতে বেঁচে যাওয়ার আলামত। কেননা এই দিন-ই জবহর হাতে হতে ইসমাঈল [আ :] মুক্তি পন বা তার ফিদয়া দেয়া হয়।

কা'বা শরীফে নামায পড়ছে দেখা : তবে কোন শরীফ শাসক হতে ক্ষমা লাভ করবে এবং খায়েব-বরকত এবং নিরাপত্তা হাসিল করবে।

কান্নাকাটি করাতে দেখা : জানাযার পিছনে যাওয়া, কাফন পরানো ইত্যাদি ছাড়াই যদি মৃত্যুকে দাফন করতে দেখে,তবে ঐ ঘরের মালিকানা হস্তান্তরের পূর্ব পর্যন্ত পুন:নির্মান করা হবে না।

কয়েদী কুরবাণী করতে দেখা : তবে সে মুক্তি পাবে। ঋণী দেখলে ঋণ পরিশোধ হবে। ফকীর দেখলে ধনী হবে। ভীতু দেখলে ভয় দূর হবে, নিরাপত্তা পাবে। যে হজ্জ করে নাই এমন ব্যক্তি দেখলে হজ্জ করবে। যোদ্ধাদার দেখলে সাহায্যপ্রাপ্ত [বিজয়ী] হবে। চিন্তিত দেখলে চিন্তা দূর হবে।

কুরবানী [জানেয়ার] হতে কোন কিছু চুরি করতে দেখা : তবেসে মহান আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ রটাবে।

কোন স্থানে আকস্মিক মৃত্যু [মহামারী] দেখা দিয়াছে দেখা : তবে সেখানে অগ্নিকাণ্ডের সম্ভাবনা রয়েছে।

কোন স্থানে বিলাপ বা মাতম করা হচ্ছে দেখা : তবে সেখানে কোন অশুভ দৃষ্টি পতিত হবে, যার কারণে সেখানকার বাসিন্দারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

কাফন দেখা : এটা জিনা বা ব্যভিচারের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে।

কেউ তাকে খাটে বহন করতে দেখা : তবে তার সুখ্যাতি ছড়ায়ে পড়বে এবং সম্পদ অধিক হবে।

কবরে বৃষ্টি হতে দেখা : তবে সেখানকার লোকেরা মহান আল্লাহ তাআলার রহমত লাভ করবে।

কবরে দাফন হতে দেখা : তবে তার ধর্ম নষ্ট হবে। আর যদি দাফন হওয়ার পর কবর হতে বের হয়ে আসতে দেখে, তবে আশা করা যায় যে, সে তওবা করবে।

কোন মহিলাকে মারা গিয়েছে দেখা : এবং তার জানাযা খাটে বহন করা হচ্ছে, তবে সে যদি অবিবাহিতা হয়, বিবাহ করবে। আর যদি বিবাহিতা হয়, তবে তার দ্বীন ধর্ম নষ্ট হবে।

কুমারী দাসী-বাঁদীর সাথে সহবাস করতে দেখা : তবে অত্যন্ত মূল্যবান ভূ-সম্পত্তির মালিক হবে এবং লাভবান ব্যবসা-বাণিজ্য করবে।

কবরস্থান জিয়ারত করার ইচ্ছা দেখা : তবে সে কয়েদীদের সাথে দেখা করবে।

কবরের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা : তবে সে মহান আল্লাহর নাফরমানী ও গুনাহর কাজ করবে।

কয়লা বা অগ্নিস্ফুলিংগের উপর দিয়ে অতিক্রম করতেছে দেখা : তবে সে ইচ্ছাকৃতভাবে মজলিস-মাহফিলে মানুষের ঘাড় মাড়িয়ে চলবে।

কোরআন বা আদব সম্পর্কীয় কিতাবাদি পড়ছে দেখা : তবে সে গুনাহ হতে তওবা করবে। [পূর্বাপর সম্পর্কহীন : অনুবাদক]

কয়েকটি সন্তানাদি হয়েছে দেখা : তবে এটা তার চিন্তা ফিকিরের প্রতি ইংগিত করে, কেননা সন্তানাদির তরবিয়ত বা লালন-পালন দু:খ-কষ্ট ছাড়া সম্ভব নয়।

কুরআন শরীফ মুখস্ত পড়তে দেখা : আমানত আদায়কালী হবে এবং দ্বীনের উপর অটল থাকবে, সৎকাজে আদেশ করবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে।

কুরআন শরীফ বিক্রি করতে দেখা : তবে সে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হবে।

খ

খেলাধুলার মানসে [তুচ্ছ তাচ্ছিল্যে] আযান দিতে দেখা : তবে তার বিবেক ও জ্ঞান-বুদ্ধি নষ্ট হবে [পাগল হবে],

খাটিয়া থাকা বা শয়ন করা ছাড়াই কোন কবরে প্রবেশ করতে দেখা : তবে সে সেখানে কোন খালি বাড়ী খরিদ করবে।

খুতবা দিচ্ছে দেখা : তবে সে ইসলাম গ্রহণ করবে অথবা তাড়াতাড়ি মারা যাবে।

খতনা করতে এবং অনেক রক্ত ঝরতে দেখা : তবে সে গুনাহ হতে ফিরে আসবে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত প্রতিষ্ঠার দিকে মনোনিবেশ করবে।

খাটে দাঁড়িয়ে ঘরের দরজায় একমত দিতে দেখা : তবে সে মারা যাবে।

গ

গোসল করতে দেখা : তবে তার আশা পূর্ণ হবে। সে চিন্তামুক্ত হবে এবং তার গুনাহ মাফ করে তাকে পাক সাফ করে দেয়া হবে।

গোসল করে নতুন কাপড় পরতে দেখা : আর সে যদি চাকুরীচ্যুত হয়, তবে পুনরায় সে চাকুরি লাভ করবে। আর যদি ফকীর বা দরিদ্র হয়, তবে ধনী ও সম্পদশালী হবে। আর যদি বন্দী হয়, তবে সে মুক্তি পাবে। আর যদি বিমারগ্রস্ত হয়, তবে আরোগ্য লাভ করবে। আর যদি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী হয় বা অচল পেশাদার হয়, তবে তার পেশা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সচল হবে এবং প্রচুর টাকা-পয়সা ও ধন-দৌলত উপার্জনের ব্যবস্থা হবে। আর ধনী হলে হজ্জ করবে। চিন্তিত হলে, চিন্তা দূর হবে। ঋণী হলে, ঋণ পরিশোধ হবে। কেননা, হযরত আইয়ুব [আ:] যখন গোসল করে নতুন কাপড় পরিধান করলেন, মহান আল্লাহ তখন তাকে পরিবার-পরিজন এবং তৎসমতূল্য আরও সম্পদ দান করলেন এবং তিনি চিন্তামুক্ত হলেন এবং সুস্থতা লাভ করলেন।

গোসল করে পুরাতন কাপড় পরতে দেখা : তবে সে চিন্তামুক্ত হবে ঠিক কিন্তু দরিদ্র থেকে যাবে।

গোসল করতে দেখা : কিন্তু এখনও তার গোসল পূর্ণ হতে দেখে নাই, তবে তার কাজকর্ম পূর্ণ হবে না, এবং মনের আশা ও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না।

গোলাম খরিদ করতে দেখা : তবে চিন্তা ফিকিরে পতিত হবে। আর যদি দাসী-বাঁদী খরিদ করতে দেখে, তবে খায়ের ও বরকত [মঙ্গল ও কল্যাণ] লাভ করবে। আর অপ্রাপ্তা বয়স্কা বালিকা স্বপ্নে দেখার মধ্যে মঙ্গল ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে এবং সুনাম ও ভবিষ্যত মঙ্গলের আশা করা যায়।

গায়রুল্লাহকে সিজদাহ করতে দেখা : তবে তার প্রয়োজন কখনও মিটিবে না, আর যুদ্ধরত থাকলে পরাজয় বরণ করবে, ব্যবসায়ী হলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

গাল্পিক বা কাহিনীকার হতে দেখা : [লোকটি] দরবারের শোভা বর্ধক হবে।

গোসলখানায় আযান দিতে দেখা : দ্বীন-দুনিয়া কোন দিক দিয়াই মঙ্গলজনক নয়।

গাইরুল্লাহর জন্য বা লোক দেখানো বা সুনাম-সুখ্যাতির জন্য রোযা রাখতে দেখা : তবে সে যে উদ্দেশ্যের পিছনে পড়েছে, তা হাসিল করতে পারবে না।

গোলাম কুরবানী করতে দেখা : তবে সে মুক্তি পাবে।

গাজী স্বপ্নে লুটপাট করতে দেখা : তবে সে গণিমতের মাল হাসিল করবে।

গায়েব বা হারানো ব্যক্তি মৃত্যুর সংবাদ পৌছিতে দেখা : তবে তার দ্বীনধর্ম বরবাদ হবে এবং দুনিয়ার উন্নতির খবর পৌছবে।

গোসলকারী দেখা : আসলে অত্যাধিক লাভবান ব্যবসায়ীর সাথে তুল্য। যার

দ্বারা অনেক লোক চিন্তামুক্ত হবে। অথবা শরিফ : মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির সাথে তুল্য। যার হাতে অনেক ফাসাদী লোক তওবা করবে।

গোপন গুনাহকারী দেখা : তবে সে লজ্জিত হবে।

গ্রাম্য বৃদ্ধ দেখা : তবে কঠোর স্বভাবের বন্ধু গ্রহণ করবে।

গোসলখানায় নামায পড়তে দেখা : তবে এটা ঐ ফাসাদের প্রতি ইঙ্গিত করে, যা সে নিজেই সূচনা করেছে। কেউ বলেন যে, সে ছেলেদের সাথে সমকামে লিপ্ত হবে।

ঘ

ঘর মসজিদে রূপান্তরিত হয়েছে দেখা : তবে সে ইজ্জত ও মানসম্মান লাভ করবে এবং মানুষকে অন্যায় ও বাতেল হতে সত্য ও হকের দিকে আহ্বান করবে।

ঘরের ছাদে কবর খনন করতে দেখা : তবে সে দীর্ঘ জীবন লাভ করবে।

ছ

ছেলে সন্তান হয়েছে দেখা : তবে বাস্তবেও তাই হবে। অথবা যদি স্বপ্নে দেখে যে, তার একটি মেয়ে সন্তান হয়েছে, তবে বাস্তবেও মেয়ে হবে।

ছেলে দেখা : চিন্তা ফিকির এবং কঠোর পরিশ্রম বুঝায়, আর মেয়ে দেখা, আনন্দ ও শান্তি বুঝায়।

ছোট বাচ্চাদিগকে স্বপ্নে দেখা : হালকা ধরনের চিন্তা ফিকিরের প্রতি ইংগিত করে।

ছোট মেয়ে স্বপ্নে দেখা : প্রাচুর্য, শষ্য-শ্যামলা, দু:শ্চিন্তা মুক্ত হওয়া, কঠিন ও জটিলতার পর সহজতা দেখা দিবে।

ছোট ছেলেকে সাবালক পুরুষ দেখা : তবে এটা তার মৃত্যুর ইংগিত করে।

ছাদের উপর লোকদেরকে নিয়ে ইমামতি করতে দেখা : তবে করজ বা দান : খয়রাতের দ্বারা কোন সম্প্রদায়ের উপকার কররে, যা দ্বারা তার সুনাম হবে।

ছেলে মারা গিয়াছে দেখা : তবে সে তার শক্র হতে মুক্তি পাবে।

জ

জুমআর দিন নামায পড়তে দেখা : তবে সে লাভজনক সফর করবে, যাতে সে রিজিক লাভ করবে এবং মঙ্গল ও সুনাম অর্জন করবে।

জুমআর নামায পড়তে দেখা : তবে তার বিচ্ছিন্ন কাজগুলির সম্মিলন ঘটবে

এবং জটিলতার পর সফলতা লাভ করবে। কেউ এর ব্যাখ্যায় বলেন, হয়ত সে কোন কাজকে ভাল মনে করবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ভাল হবে না।

জিহাদে তাকে সাহায্য করা হয়েছে দেখা : তবে সে ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করবে।

জিহাদে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধ বিগ্রহ করা হতে চেহারা ফিরে রাখতে দেখা : তবে সে সন্তানাদির ভরণপোষণের চেষ্টা তদবীর ছেড়ে দিবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্কছেদ করবে, আর তার দ্বীনধর্ম নষ্ট হবে।

জিহাদে যেতে দেখা : তবে সে উচ্চ মর্যাদা, সুনাম, মহান আল্লাহর ফজল-অনুগ্রহ এবং বিজয় লাভ করবে।

জানাযা [খাট] হওয়ায় উড়তেছে দেখা : তবে বিদেশে কোন সম্ভ্রান্ত বা উঁচু পর্যায়ের লোক মারা যাবে, অথবা কোন রইস বা সর্দার অথবা আত্মপরিচয় গোপনকারী কোন উচ্চ পর্যায়ের আলেম মারা যাবে।

জানাশুনা কবরস্থানের দিকে জানাযা বহন করা হচ্ছে দেখা : তবে এটা ঐ হকের প্রতি ইংগিত করে, যা হকওয়ালাদের নিকট পৌঁছবে।

জানাযা দেখা : বন্ধুভাবাপন্ন ও সমমনা লোক হবে। যার হাতে নিচুমানের ও রদ্দি ধরনের লোকেরাও তওবা করবে।

জানাযার পিছনে পিছনে চলতেছে দেখা : তবে সে কোন ধর্ম নষ্ট বাদশার অনুসরণ করবে।

জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে দেখা : তবে তার আয়ু শেষ হয়েছে এবং মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। কেউ বলেন, স্বপ্নদ্রষ্টা ওয়াজ নসিহত হাসিল করবে এবং গুনাহ হতে এমন লোকের হাতে তওবা করবে, যিনি তাকে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিবেন।

জীবিতকে মৃত দেখা : তবে তার কাজকর্ম খুব কঠিন হবে। কেননা জীবন সহজ এবং মৃত্যু কঠিন হবে।

জানাশোনা ও পরিচিত কবরস্থান দেখা : এটা হক এবং সত্যের ইংগিত করে। অথচ সে এটা হতে গাফেল রয়েছে।

জাহান্নামে প্রবেশ করতে দেখা : তবে সে ফাহেশা বা কবিরা গুনাহে লিপ্ত হবে। যাতে সে শাস্তির যোগ্য হবে। কেউ বলেন, সে বিচারক নিযুক্ত হবে।

জান্নাতে প্রবেশ করতে চাচ্ছে কিন্তু বাঁধাপ্রাপ্ত হচ্ছে দেখা : তবে সে হজ্জ

এবং জিহাদের ইচ্ছা করার পর বাঁধাপ্রাপ্ত হবে, অথবা হঠকারীভাবে বরাবর যে গুনাহ করে আসছে, তা হতে তওবার ইচ্ছা করার পর বাঁধাপ্রাপ্ত হবে।

জান্নাতের দরজা হতে কোন একটি দরজা তার জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছে দেখা : তবে মাতাপিতার কোন একজন মারা যাবে। আর যদি দুটি দরজাই বন্ধ করে দিতে দেখে, তবে উভয়েই মারা যাবে।

জান্নাতের সমস্ত দরজাই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে দেখা : কোন একটি দরজাও খোলা হচ্ছে না। তবে বুঝতে হবে যে, মাতাপিতা তার প্রতি অসন্তুষ্ট রয়েছেন।

জান্নাতে প্রবেশ করতে পারতেছে দেখা : তবে বুঝতে হবে যে, মাতাপিতা তার প্রতি সন্তুষ্ট রয়েছেন।

জান্নাতে প্রবেশ করতে দেখা : তবে সে ইহ-পরকালে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবে।

জান্নাতের রেজওয়ান বা খাজাঞ্চিকে স্বপ্নে দেখা : তবে মহান আল্লাহ্র নিয়ামত ও শান্তি লাভ করবে, আর যতদিন জীবিত থাকবে, আনন্দদায়ক জীবন লাভ করবে এবং বিপদাপদ হতে মুক্ত থাকবে।

জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য বলা হচ্ছে, কিন্তু সে প্রবেশ করছে না এমন দেখা : তবে উক্ত স্বপ্ন তার দ্বীন পরিত্যাগ করার প্রতি ইংগিত করে।

জান্নাতে তো'বা নামক বৃক্ষের নীচে বসেছে দেখা : তবে সে ইহ-পরকালের মঙ্গল লাভ করবে।

জান্নাতের ফল খেতে দেখা : তবে যে পরিমাণ ফল খাবে, সে পরিমাণ ইল্‌ম হাসিল করবে। জান্নাতের পানি, শরাব বা দুধপান করতে দেখা : তবে ইল্‌ম, হেকমত এবং ধন-সম্পদ লাভ করবে।

জান্নাতের বিছানায় হেলান দিয়ে বসতে দেখা : তবে এটা তার স্ত্রীর সৎকর্ম এবং নৈতিক পবিত্রতার প্রতি ইংগিত করে।

জান্নাতে প্রবেশ করেছে দেখা : কিন্তু কখন প্রবেশ করেছে তা জানা নেই দুনিয়াতে যত দিন জীবিত থাকবে, ততদিন ইজ্জত সম্মান এবং নিয়ামত থাকবে।

জান্নাতের ফল তার জন্য নিষেধ করা হয়েছে দেখা : তবে এটা তার ধর্ম নষ্ট হওয়ার প্রতি ইংগিত করে।

জান্নাতের ফল কুড়াচ্ছে এবং অন্যকে খাওয়াচ্ছে দেখা : তবে তার ইল্‌ম দ্বারা অন্যে উপকৃত হবে এবং আমল করবে কিন্তু সে তার আমল করবে না এবং উপকৃত হবে না।

জান্নাতকে দোযখে নিক্ষেপ করেছে দেখা : তবে সে বাগান বিক্রি করবে এবং তার মূল্য বা টাকা খাবে।

জান্নাতী মহিলাকে বিবাহ করেছে এবং গেলমান বা বালকেরা চতুর্দিকে ছুটাছুটি করছে দেখা : তবে রাজত্ব এবং নিয়ামত লাভ করবে,

জ্বিনেরা তার ঘরে প্রবেশ করে কোন কাজ করেছে দেখা : তবে তার ঘরে চোর প্রবেশ করবে এবং ক্ষতিসাধন করবে। অথবা শত্রুরা তার ঘরে তার উপর হঠাৎ আক্রমণ করবে।

জামে মসজিদের মিনারা স্বপ্নে দেখা : সংবাদবাহক বা ডাক পিয়নের আলামত, অথবা সে মানুষকে মহান আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহ্বান করবে।

জান্নাতে ফেরেশতারা তার নিকট আসছে এবং সালাম দিচ্ছে দেখা : তবে সে এমন কোন কাজের উপর অটর থাকবে, যা তাকে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিবে।

জান্নাতে প্রবেশ করতে দেখা : তবে [ইনশাআল্লাহ] সে জান্নাতে যাবে, এটা তার জন্য আগাম শুভসংবাদ এবং তার নেক আমলগুলো আল্লাহ তাআ'লার নিকট কবুল হবার ইংগিত বহন করে।

জান্নাতের ফলমূল দেখা : মানুষের নেক কলমা বা নেক কথাগুলোর মত, অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে রকম জান্নাতের ফলমূল দেখবে, তার নেক আমল এবং নেক কথাগুলোও তদ্রূপ হবে।

জান্নাতের বাগান, জান্নাতের হুর গেলমান, জান্নাতের ঝরণা ইত্যাদি দেখা : ঐ নেক কাজগুলোর দিকে ইংগিত করে, যেগুলো সে তাকওয়া-পরহেজগারীর মাধ্যমে হাছিল করতে পারবে।

বাড়ী ঘরের নিকটে জ্বিন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা : তবে তার এ স্বপ্ন তিনটির যে কোন একটির প্রতি ইংগিত করে : [১] ক্ষতি ও অনিষ্টের প্রতি, [২] অপমান ও লাঞ্ছনার প্রতি, [৩] অথবা ঐ ওয়াজেব মান্নতের প্রতি, যা সে এখনও আদায় করে নি।

ট

টিলার উপর দাঁড়িয়ে আযান দিতে দেখা : তবে কোন আজমী [আনারবী] লোকের নিকট হতে রাজত্ব লাভ করবে, আর যদি রাজত্ব করার যোগ্যতা না রাখে, তবে কোন লাভবান ব্যবসা বা কোন মন:পুত পেশা হাতে আসবে।

ত

তরবারী কোষমুক্ত করে জান্নাতে প্রবেশ করেছে দেখা : তবে সে সৎ কাজের

আদেশ কাজের আদেশ এবং খারাপ কাজের নিষেধ করবে এবং সে নিয়ামত, সুনাম, সুখ্যাতি এবং পুরস্কার করবে।

তলোয়ার উত্তোলন করে দোযখে প্রবেশ করেছে দেখা : তবে সে ফাহেশা এবং অশ্লীল কথাবার্তা বলবে।

তাকে বলা হচ্ছে, তুমি জান্নাতে প্রবেশ করবে দেখা : তবে সে মিরাস বা ওয়ারেসী সম্পত্তি লাভ করবে।

তুর্কী বৃদ্ধ দেখা : তবে সে কোন বন্ধু গ্রহণ করবে। আর সে যদি মুসলমান হয়, তবে তার অনিষ্ট হতে বেঁচে যাবে।

তায়াম্মুম করতে দেখা : তবে তার জন্য প্রশস্ততা, আনন্দ ও শান্তি সন্নিকটে রয়েছে, কেননা তায়াম্মুম মহান আল্লাহর পক্ষ হতে প্রশস্ততার দলীল।

তাসবিহ ভুলে যেতে দেখা : তবে সে চিন্তা ফিকিরে পতিত হবে অথবা বন্দী হবে।

দ

দাঁড়িয়ে ইমামতি করতে আর মুসল্লীদিগকে বসে নামায পড়তে দেখা : তবে সে মুসল্লীদের হক আদায়ের ব্যাপারে কোন ত্রুটি করবে না কিন্তু মুসল্লীরা তার হক আদায়ের ব্যাপারে ত্রুটি করবে, অথবা কোন রুগ্ন সম্প্রদায়ের প্রতি [তার এই স্বপ্ন] সমবেদনা প্রকাশের ইঙ্গিত বহন করে।

দোয়া পড়তে দেখা : শ্রেষ্ঠ দ্বীন ধর্মের আলামত, এবং দোয়া কুনুত পড়তে দেখা, মহান আল্লাহর বলেন দারীর আলামত, এবং বেশী বেশী মহান আল্লাহর যিকির করতে দেখা, মহান আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্তির আলামত।

দুই শরীকের একজনকে যদি কোন ব্যক্তি মৃত স্বপ্নে দেখা : তবে এটা তার শরীকের বিচ্ছেদের প্রতি ইঙ্গিত করে।

দাদা-দাদীকে মৃত্যুর পর জীবিত দেখা : তবে এটা তার সৌভাগ্যের জীবন ও সফলতার প্রতি ইংগিত করে।

দাফনের পর সে কবরে মারা গিয়েছে দেখা : তবে সে চিন্তায় মারা যাবে। আর যদি কবরে মারা যেতে না দেখে, তবে বন্দী ও জুলুম হতে মুক্তি পাবে।

দোযখের আগুন দেখা : তবে সে পরিরশ্রম ও কষ্টে পতিত হবে, যা হতে মুক্তি পাবে না।

দোযখের গরম পানি পান করতেছে অথবা যাককুম বৃক্ষ [দোযখের এক প্রকার কাটা ও বিষাক্ত আঁটা জাতীয় খাদ্য] হতে খেতেছে দেখা : তবে সে এমন ধরনের ইল্‌ম শিক্ষায় লিপ্ত হবে, যা তার জন্য ধ্বংস ও বিপদের কারণ হবে। কেউ বলেন, তার কাজগুলো কঠিন হবে এবং উক্ত স্বপ্ন এটাও ইংগিত করে যে, সে খুন খারাবী করবে।

দান-খয়রাত করতে দেখা : ফলাফল দর্শকবৃন্দের তারতম্যের কারণে বিভিন্ন হতে পারে।

দোযখে তার চেহারা কাল হয়ে গিয়েছে দেখা : তবে এ ইংগিত করে যে, সে এমন লোকের সাথে উঠাবসা করবে যারা মহান আল্লাহর দুশমন এবং যারা তার খারাপ কাজের প্রতি সন্তুষ্ট রয়েছে। ফলত: মানুষের সম্মুখে সে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে এবং তার চেহারা কাল হবে আর তার শেষ পরিণাম ভাল হবে না।

দাসী-বাঁদীর চেহারায় যদি বিরক্তিভাব ও ক্ষিপ্রতা প্রকাশ পেতে দেখা : তবে ভীতিকর সংবাদ শুনবে।

দাসী-বাঁদী যদি দূর্বল ও ক্ষীণকায় দেখা : তবে তার চিন্তা ও দরিদ্রতা দেখা দিবে।

দাসী-বাঁদী যদি বিবস্ত্র দেখা : তবে ব্যবসা-বাণিজ্যে ক্ষতিগ্রস্ত এবং লজ্জিত হবে। দেয়ালে দাঁড়িয়ে আযান দিতে দেখা : তবে সে কোন ব্যক্তিকে সন্ধির দিকে ডাকবে, আর যদি ঘরের ছাদের উপর দাঁড়িয়ে আযান দিতে দেখে, তাবে তার স্ত্রী মারা যাবে।

দোযখে প্রবেশ করানো হয়েছে দেখা : তবে যে ব্যক্তি তাকে প্রবেশ করিয়েছে, সে তাকে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট করবে এবং অশ্লীল কাজে উদ্বুদ্ধ করবে।

দোযখ হতে বিনা কষ্টে ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া ছাড়াই বের হয়েছে দেখা : তবে সে দুনিয়ার চিন্তা ফিকিরে পতিত হবে।

ধ

ধনী ব্যক্তিকে কবরস্থানে ঘোরাঘুরি করতে এবং কবর বাসীদিগকে সালাম করতে দেখা : তবে কেউ বলেন, সে গরীব হয়ে যাবে এবং মানুষের কাছে সওয়াল করে ফিরবে। কেননা কবর হল মুফলেস বা কপর্দকহীনদের স্থান।

ন

নামাযে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু রুকু না করতেই নামাযের সময় শেষ হয়ে

গিয়াছে দেখা : তবে সে ফরয যাকাত আদায় করবে না বরং এতে সে আরো বাধার সৃষ্টি করবে।

নামায পড়ছে আর মধুপান করছে দেখা : তবে সে রোজা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করবে।

নামায পূর্ণ করে সালাম ফিরিয়ে নামায হতে বের হয়ে গেছে দেখা : তবে সে সমস্ত চিন্তা হতে নিষ্কৃতি পাবে।

নাপাকী অবস্থায় ইমামতি করতে দেখা : বা সাদা কাপড় পরে শুয়ে নামায পড়তে দেখে কিন্তু জায়গা চিনতে না পারে এবং নামাযে কেরাআত পড়তে ও তকবীর দিতে না দেখে, সে মারা যাবে এবং লোকেরা তার জানাযার নামায পড়বে। এমনিভাবে যদি কোন মহিলা কোন পুরুষদের ইমামতি করতে দেখে, তবে সে মারা যাবে। কেননা মহিলারা [শরীয়াতের দৃষ্টিতে] পুরুষদের আগে বাড়িতে পারে না, তবে মৃত্যুর পর জানাজার নামাযের সময়ে।

নিজেকে আরাফার দিনে মাঠে উপস্থিত দেখা : তবে সে আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করবে এবং ঐ ব্যক্তির সাথে আপোস রফা করবে, যে তার সাথে ঝগড়া করেছে। অর যদি তার কোন লোক নিরুদ্দেশ থাকে, তবে সপরিবারে তার নিকট ফিরে আসবে। কেননাা মহান আল্লাহ্ এই দিনই আদম ও হাওয়া [আ:] কে একত্রিত করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে পরিচয় করে দিয়েছিলেন।

নিজেকে মৃতদের দলে মৃত থাকতে দেখে দেখা : তবে সে বেদআতের উপর মারা যাবে। অথবা এমন এক সফর করবে, যেখান হতে আর ফিরে আসবে না।

নামায পূর্ণ করে নামায হতে বের হয়েছে দেখা : তবে সে মহান আল্লাহর ফজল এবং প্রশস্ত রিজিক লাভ করবে।

নামায শেষ করে মহান আল্লাহর নিকট এস্তেগফার করতে এবং তার চেহারা কেবলার দিকে থাকতে দেখা : তবে তার দোয়া কবুল করা হবে, আর যদি চেহারা কেবলার দিক ছাড়া অন্যদিকে থাকতে দেখে, তবে সে কোন গোনাহ করবে এবং সেই গুনাহর কারণেই সে মৃত্যুবরণ করবে, আর যদি এসব হতে বিরত থাকতে দেখে, তবে এটা তার মুনাফিকির প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

নামায পড়ে মসজিদ হতে বের হয়ে গিয়েছে দেখা : তবে সে কল্যাণ ও রিযিক লাভ করবে।

নিজেকে রমযান মাসে রোযা রত দেখা : তবে এটা খাদ্য ঘাটতি এবং চড়া মূল্যের ইঙ্গিত করে। আবার কেউ বলেন, উক্ত স্বপ্ন স্বপ্নদ্রষ্টার ঋণ পরিশোধ, বিমার হতে আরোগ্য, চিন্তা দূর এবং দ্বীন ধর্ম সহীহ শুদ্ধ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে।

নফল রোযা রাখতে দেখা : তবে সে ঐ বৎসর আর বিমার হবে না। কেননা হাদীস শরীফে আছে, তোমরা রোযা রাখ, স্বাস্থ্য ভাল থাকবে।

নিজেকে জ্বিনে রূপান্তরিত হতে দেখা : তবে তার চক্রান্ত অত্যন্ত শক্তিশালী হবে।

নিজেকে জান্নাতের বাগানে দেখা : তবে সে এখলাস এবং দ্বীনের পূর্ণতা লাভ করবে।

নিজেকে জান্নাতুল ফেরদাউসে দেখা : তবে সে ইল্‌ম ও হেদায়াত লাভ করবে।

নিজেকে গোসল দাতার হাতে অর্পিত দেখা : তবে সে উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে এবং চিন্তামুক্ত হবে।

নিজেকে মক্কায় অবস্থানকারী বা মক্কার পড়শি দেখে দেখা : তবে সে দীর্ঘ হায়াত লাভ করবে।

নিজেকে খাটিয়ার উপরে দেখা : তবে সে মহান আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হবে।

নিজেকে খাটিয়ার উপর রাখা হয়েছে দেখা : কিন্তু উঠাবার মত কোন লোক পাওয়া যাচ্ছেনা, তবে সে কারাবন্দী হবে।

নিজেকে খাটে বহন করা হচ্ছে দেখা : তবে সে কোন রাজকীয় [প্রতাপশালী] লোকের অনুসরণ করবে এবং তার সম্পদের দ্বারা উপকৃত হবে।

নিজেকে জানাযার নামাযের ইমামের পিছনে দেখা : তবে সে ঐ মজলিসে উপস্থিত হবে, যেখানে লোকেরা মৃতদের জন্য দোয়া করবে।

নাবালক গোলাম নিজেকে সাবালক দেখা : তবে সে আজাদ ও মুক্ত হবে। আর যদি সাবালক হতে এবং তাকে সাদা চাদর পরিধান করতে দেখে, তবে সে স্বাধীন মহিলাকে বিবাহ করবে। আর যদি তাকে কাল চাদর পরিধান করতে দেখে, তবে সে তার মালিকাকে বিবাহ করবে।

নিজে মারা গিয়েছে এবং তাকে দাফন করা হয়েছে দেখা : তবে সে অনেক দূরের সফর করবে এবং ধন-সম্পদ অর্জন করবে।

নিজের জন্য কবর খনন করতে দেখা : তবে সে নিজের জন্য বাড়ী তৈরী করবে।

নিজেকে জান্নাতের কোন প্রসাদে দেখা : তবে সে নেতৃত্ব লাভ করবে বা কোন সুন্দরী মহিলাকে বিবাহ করবে।

নিজেকে খাটিয়ায় আর খাটিয়াটি মাটিতে চলতে দেখা : তবে সে কোন জাহাজে সফর করবে।

নামাযের জন্য অজু করতে দেখা : তবে এটা তার জন্য মহান আল্লাহ্র পক্ষ হতে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা হবে।

নাপাক কোন বস্তু দ্বারা মেসওয়াক করতে দেখা : তবে সে নেক ও সৎ কাজে হারাম মাল খরচ করবে।

নিজে একা একা নামায পড়তে দেখা : এবং অন্যান্য লোকদিগকেও একা একা নামায পড়তে দেখে, তবে তারা খারেজী সম্প্রদায়ের লোক হবে।

নিজেকে জুনুবী অবস্থায় দেখা : তবে সে সফর করবে এবং এমন কোন প্রয়োজনের পিছনে পড়বে, যা ব্যতীত তার কোন গত্যন্তর থাকবে না।

নিরুপায় হয়ে আযান দিতে দেখা : তবে সে স্ত্রীসহবাস করবে।

নফল নামায স্বপ্নে দেখা : চিন্তা দূর এবং পূর্ণ আত্মমর্যাদা রোধের প্রতি ইঙ্গিত করে।

নাপাক অবস্থায় নামায পড়তে দেখা : তবে সে বিমারগ্রস্ত হবে।

প

পরিচিত কবরস্থান হতে মৃতদিগকে উঠতে দেখা : তবে উক্ত এলাকার লোকেরা বিপদ ও দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হবে এবং সেখানে মুনাফেকদের প্রকাশ ও আধিপত্য বিস্তার লাভ করবে।

পরিচিত লোককে স্বপ্নে দেখা : তবে এ ইংগিত করে যে, সে ঐ ব্যক্তি হতে বা তার সাথে সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বা সমনামিয় কোন ব্যক্তির নিকট হতে কোন কিছু হাসিল করবে।

পেশাদার উক্ত স্বপ্ন দেখা : তবে সে তার পেশায় কোন স্থায়ীত্ব লাভ করতে পারবে না।

পুরুষ ও মহিলাদের ইমামতি করতে দেখা : তবে সে বিচারকের পদ লাভ করবে যদি সে ইহার যোগ্যতা রাখে, নতুবা মানুষের ঝগড়াবিবাদে মধ্যস্থতাকারী ও মীমাংসাকারী হবে।

পেশাজীবি স্বপ্নে দান-খয়রাত করতে দেখা : তবে যাতে তার পেশা টিকে থাকতে পারে, সে বিদ্যাই শিক্ষা দিবে।

পূর্ণ রমযান মাস রোযা রাখতে দেখা : আর সে যদি কোন সন্দেহের মধ্যে পড়ে থাকে, তবে তার ব্যাখ্যা আসবে এবং উক্ত সন্দেহ দূর হবে।

পরিচিত লোক মারা গিয়াছে এং সে তার উপর বিলাপ করে কাঁদতেছে ও শোক প্রকাশ করতেছে দেখা : তবে সে নিজেই উহাতে পতিত হবে, যাতে সে মৃত ব্যক্তিকে দেখিয়াছে অথবা তার নিকটাত্মীয়ের উপর কোন বিপদ দেখা দিবে। অথবা তার উপর কোন জঘন্য ধরনের অপবাদ রটবে।

প্রশাসককে স্বপ্নে মৃত দেখা : তার বরখাস্তের ইঙ্গিত বহন করে।

পরিচিত কিছু লোককে হাসি-খুশি নতুন কাপড় পরে কোন জায়গা হতে বের হতে বা ড়াঁড়াতে দেখা : তবে তাদের বা তাদের নিকটাত্মীয স্বজনের কোন কাজ জীবিত হবে এবং তাদের ধন-দৌলত ও সৌভাগ্য নতুনভাবে ফিরে আসবে। আর যদি তাগিকে চিন্তিত দেখে, বা তাদের কাপড় চোপড় ময়লা দেখে, তবে তারা গরীব হয়ে যাবে এবং ফাহেশা কাজে লিপ্ত হবে।

পুরুষ নিজেকে বালক হতে দেখা : তবে তার চক্ষলজ্জা বা আত্মমর্যদাবোধ লোপ পাবে। আর উক্ত স্বপ্ন এ ইংগিতও করে যে, সে যে চিন্তা ফিকিরে লিপ্ত আছে, তা হতে মুক্তি পাবে।

পরিচিত না এমন বৃদ্ধ বা মধ্য বয়সী লোক স্বপ্নে দেখা : তার সৌভাগ্যের প্রতি ইংগিত করে। যদি উভয়কে বা একজনকে দুর্বল দেখে, তবে এটা তার ভাগ্যের দুর্বলতার [দুর্ভাগ্যের] প্রতি ইংগিত করে।

অপরিচিত যুবককে স্বপ্নে দেখা : তবে সে তার ঘৃণ্য শত্রুতে পরিণত হবে আর যদি সে তাকে ভালবাসে, তবে তার বন্ধু শত্রুতে পরিণত হবে।

পাহাড়ে মহান আল্লাহকে সিজদাহ করতে দেখা : তবে সে এমন লোকের উপর সফলতা লাভ করবে, যে অত্যন্ত কৃপণ ও শক্তিশালী।

প্রশাসক বা সরকারী কর্মচারী লোকদের ইমামতি কর ত দেখা : তবে সে পদচ্যুত হবে এবং তার ধনসম্পদ শেষ হবে।

পুরুষাঙ্গেঁর মুখ আবরণে ঢেকে গেছে দেখা : [কেননা অবরণে ঢেকে যাওয়া অধিক মাল এবং দ্বীন ধর্মের দুর্বলতা বুঝায়] তবে উক্ত স্বপ্নদ্রষ্টার দুনিয়ার স্বার্থে ধর্ম পরিত্যাগ করার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

প্রবাহিত পানিতে অজু বা গোসল করতে দেখা : তবে তার চুরি যাওয়া সম্পদ ফেরৎ পাবে। পড়শীর ছাদে উঠে আযান দিতে দেখা : তবে সে তার পড়শীর স্ত্রী বা পরিবারের সাথে খিয়ানত করবে।

পূর্ব দিকে নামায পড়তে দেখা : তবে এটা তার বেদআতী হওয়া এবং অন্যায় কাজে ব্যস্ত থাকার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে, কেননা পূর্বদিক হল খৃষ্টানদের কিবলা।

ফ

ফজরের ফরয নামায পড়তে দেখা : তবে সে এমন কোন কাজ শুরু করবে, যা তার ও তার পরিবারের জীবিকার সুরাহা করবে।

ফরয নামায ছুটে গেছে দেখা : আর এমন কোন স্থানও পাচ্ছে না যেখানে সে তা কাজা আদায় করবে, তবে তার আশা পূর্ণ হওয়া কঠিন হবে।

ফেরেশতা তার কপালের চুল ধরে দোযখে নিক্ষেপ করেছে দেখা : তবে উক্ত স্বপ্ন তার জন্য অপমান এবং লাঞ্ছনা আনয়ন করবে।

ফরয নামায আদায় করতে দেখা : তবে স্বপ্নদ্রষ্টার হজ্জ নসীব হবে এবং সে অশ্লীল কাজ হতে বিরত থাকবে।

ব

বাস্তবে ইমাম নয়, সে যদি স্বপ্নে নামাযের ইমামতি করতে দেখা : আর লোকটি যদি প্রশাসক বা বেলায়েত লাভের যোগ্য হয়, তবে সে একজন যোগ্য প্রশাসক এবং মর্যাদাশীল বেলায়েতের অধিকারী হবে, এবং মানুষের অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় ব্যক্তি হবে।

বিনা অজুতে এমন স্থানে নামায পড়তে দেখা : যেখানে নামায পড়া জায়েয নয়, তবে সে এমন কোন কাজে দ্বিধাগ্রস্ত রয়েছে, যেখান হতে উদ্ধারের কোন পথ খুঁজে পাবে না।

বাচ্চাকে আযান দিতে দেখা : তবে এটা তার মাতাপিতার প্রতি যে মিথ্যা অপবাদ রটানো হয়েছিল, তা হতে সে মুক্তি ও অব্যাহতির ইঙ্গিত বহন করে, যেহেতু স্বয়ং হযরত ঈসা [আ:] এর ঘটনা এর সাক্ষ্য দেয়।

বাদশার গেটে [দরজায়] আযান দিতে দেখা : তবে সে হক্ব কথা বলবে।

বাজারে আযান শুনতে দেখা : তবে ঐ বাজারের কোন লোকের মৃত্যু হবে।

বাগানে নামায পড়তে দেখা : তবে সে মহান আল্লাহর নিকট তওবা করবে।

বসে তাশাহহুদ পড়ছে দেখা : তবে তার চিন্তা দূর হবে এবং আশা পূর্ণ হবে।

বন্দীকে দাঁড়িয়ে আযান-একামত দিতে দেখা : তবে সে মুক্তি পাবে। আর যদি সে বন্দী না হয়ে বরং নামাযের জন্য একামত দিতে দেখে, তবে সে কোন উঁচু ধরনের কাজ প্রতিষ্ঠিত করবে, যার দ্বারা সে উত্তম প্রশংসার যোগ্য হবে।

বিচরণকারী শয়তানের দল তাকে স্পর্শ করেছে দেখা : অথচ সে মহান আল্লাহর জিকিরে লিপ্ত রয়েছে তবে এ ইংগিত করে যে, তার অনেক শত্রু

রয়েছে, যারা তাকে ধ্বংস করতে চায়। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না। বিনা ওজরে বসিয়া নামায পড়তে দেখা : তবে তার [কোন] আমল কবুল হবে না।

বাইতুল্লাহর তওয়াফ করতে দেখা : তবে কোন ইমামের পক্ষ হতে কোন সম্মানজনক কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে।

বসে ইমামতি করতে আর মুসল্লীদিগকে দাঁড়ায়ে নামায পড়তে দেখা : তবে যে কাজের দায়িত্ব তাকে দেয়া হয়েছে, তাতে সে ত্রুটি করবে।

বাইতুল মুকাদ্দাসে নামায পড়তেছে দেখা : তবে সে উত্তরাধিকার সূত্রে কোন সম্পদের মালিক হবে, অথবা কোন সৎ ও মহৎ কাজ শক্ত করে আকড়িয়ে ধরবে।

বাইতুল মুকাদ্দাসকে কেবলা ছাড়া অন্য দিকে ফিরে নামায পড়ছে দেখা : তবে সে হজ্জ করতে পারবে।

বাইতুল মুকাদ্দাস হতে বের হতে দেখা : সফরের ইঙ্গিত করে আর ওয়ারেশী সম্পদ যদি তার হাতে থাকে, তবে তা হাত ছাড়া হওয়ারও ইঙ্গিত করে।

বাইতুল মুকাদ্দাসে বাতি জ্বালাতে দেখা : তবে তার ছেলের উপর বিপদ আসবে, অথবা ছেলের যে মান্নত তার উপর ওয়াজিব ছিল, তা পুরা করা এখন অত্যাবশ্যকীয় বুঝাচ্ছে।

ব্যবসায়ী দেখা : তবে সে লোকসান হতে বেঁচে যাবে।

বাদশাহ স্বপ্নে দান-খয়রাত করতে দেখা : তবে তিনি [বিভিন্ন সম্প্রদায়ের] প্রশাসক নিযুক্ত হবেন।

ব্যবসায়ী স্বপ্নে দানখয়রাত করতে দেখা : তবে তার ব্যবসার দ্বারা বহু লোক উপকৃত হবে।

বৃদ্ধা মহিলাকে তার ঘরে প্রবেশ করতে দেখা : তবে দুনিয়া তার দিকে অগ্রগামী হবে বা দুনিয়া হাসিল করতে পারবে।

বৃদ্ধা মহিলাকে অবাধ্য দেখা : অথচ, সে তার সাথে মিলিত হতে [সহবাস করতে] চাচ্ছে, তবে এটা তার দুনিয়া বুঝতে হবে। যা বাজারে কোন জানাযা দেখা : তবে এটা ঐ বাজারের লোকদের মুনাফেকীর আলামত বুঝাবে।

বৃদ্ধকে যুবকে পরিণত হতে দেখা : তবে এর ব্যাখ্যায় মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, তার জন্য নিত্য-নতুন আনন্দ দেখা দিবে। কেউ বলেন, তার দ্বীন

অথবা দুনিয়াতে মারাত্মক ক্ষতি দেখা দেবে। কেউ বলেন সে মারা যাবে। কেউ বলেন, উক্ত স্বপ্ন তার লোভের প্রতি ইংগিত করে। কেননা বৃদ্ধের দিল আশা-আকাংখা ও লোভের প্রতি যুবকের দিলের মতই ঝুকে পড়ে।

বেশভুষায় সুসজ্জিতা মুসলমান দাসী-বাঁদী দেখা : তবে সে ধারণাতীতভাবে শুভ সংবাদ লাভ করবে। আর যদি তারা কাফের হয়, তবে আনন্দের সংবাদ লাভ করবে বটে, কিন্তু তাতে খিয়ানত মিশ্রিত থাকবে।

বৃদ্ধা মহিলা দেখা : তবে এটা তার দুনিয়া ও ভাগ্য বুঝাবে। মোটকথা বৃদ্ধা মহিলা দেখা, এটা দুনিয়া লাভের ইংগিত করে।

বৃদ্ধাকে উন্মুক্তা সাজ-সজ্জিতা দেখা : তবে সে তাৎক্ষণিক সুসংবাদ সহ দুনিয়া লাভ করবে।

বৃদ্ধাকে রুক্ষ এবং ক্ষিপ্ত চেহারা বিশিষ্ট দেখা : তবে দুনিয়ার জন্যে তার মান-সম্মান ও পদমর্যাদা ভুলুণ্ঠিত হওযার ইংগিত করে। আর যদি বৃদ্ধাকে কুৎসিত ও বিশ্রী দেখে, তবে সমস্ত কাজেই সে নিরাশ হবে।

বাচ্চাদের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি নিজেকে সাবালক এবং পুরুষদের অন্তর্ভুক্ত দেখা : তবে এটা তার শক্তি-সামর্থ এবং পরস্পর সহযোগিতার প্রতি ইংগিত করে।

হাসিল করা তার জন্য খুবই কষ্টসাধ্য হবে। আর যদি সে তার আনুগত্য করে, তবে আনুগত্যের পরিমাণ হিসেবে দুনিযা হাসিল করা সম্ভব হবে।

বালেগ [সাবালগ] সন্তান লাভ করতে দেখা : তবে এটা তার জন্য ইজ্জত সম্মান এবং শক্তির প্রতীক হবে।

বৃদ্ধের পিছনে পিছনে চলতে দেখা : তবে কল্যাণ ও প্রাচুর্য লাভ করবে।

বাচ্চাকে কোলে উঠাচ্ছে দেখা : তবে রাজত্ব বা সরকারী কাজের তদবীর বা চিন্তা ফিকির করবে।

বাচ্চা কোলে কাঁদছে দেখা : উত্তরে তিনি বললেন, সাবধান! মহান আল্লাহকে ভয় কর। লাঠির দ্বারা তাকে মারিও না।

ব্যবসায়ী স্বপ্নে বিনা অজুতে নামায পড়তে দেখা : তবে সে পুঁজি ছাড়া ব্যবসা করবে, আর যদি কোন আমীর বা সেনাপতি উক্ত স্বপ্ন দেখে, তবে সেনাবাহিনী তার কথা শুনবে না বা তার আদেশ মানবে না।

বাম দিক বাদে শুধু ডান দিকে সালাম ফিরাতে দেখা : তবে তার কোন কোন কাজ পূর্ণ ও কল্যাণকর হবে। আর যদি ডানদিক বাদে শুধু বাম দিকে

সালাম ফিরাতে দেখে, তবে তার কোন কোন অবস্থা তার জন্য দ্বিধাগ্রস্থ এবং চিন্তার কারণ হবে।

ম

মুসলমান স্বপ্নে নিজেকে "ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি" বলতে দেখা : তবে তার যাবতীয় কাজ কর্ম সঠিক হবে এবং তার এখলাস বা সততা আরও মজবুত হবে।

মসজিদ গোসলখানায় রূপান্তরিত হয়েছে দেখা : তবে সে একজন দুরাচারী লোক হবে, যে গোপনে মহান আল্লাহর নাফরমানী করতেছে।

মেহরাবে অসময়ে নামায পড়তে দেখা : তবে এটা একটি খায়ের বা মঙ্গল, যা তার উত্তরাধিকারীগণ তার পরবর্তীতে লাভ করবে।

মুসলমান স্বপ্নে পুনরায় নিজেকে ইসলাম গ্রহণ করতে দেখা : তবে সমস্ত বিপদ আপদ হ'তে সে নিরাপদ থাকবে।

মুশরিক নিজেকে সামুদ্রিক জাহাজে সওয়ার হতে দেখা : তবে সে ইসলাম গ্রহণ করবে।

মেসওয়াক করতে দেখা : তবে সে নিকটাত্মীয়ের প্রতি সহৃদয় ও সুসম্পর্ক স্থাপনকারী হিসেবে পরিগণিত হবে।

মাগরিবের ফরয সামায পড়তে দেখা : তবে পরিবার পরিজনের যে দায়িত্ব তার উপর বর্তিয়েছে, তা সে সঠিকভাবে আদায় করবে।

মহিলাদের ইমামতি করতে দেখা : তবে সে কোন দূর্বল সম্প্রদায়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে।

মহিলাকে স্বপ্নে বলা হতে দেখা : তুমি তোমার গুনাহের জন্য মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তবে তাকে কোন গুনাহ বা অশালীন কাজের জন্য অপবাদ দেয়া হবে, জুলাইখার ঘটনা তার প্রমাণ বহন করে।

মসজিদ বিধ্বস্ত হয়ে গিয়াছে দেখা : তবে সে এলাকার কোন দ্বীনদার সর্দার মারা যাবে।

মসজিদ তৈরী করছে দেখা : তবে সে নিকটাত্মীয়ের সাথে সদ্ব্যবহার করবে এবং মানুষকে খায়ের ও বরকতের উপর একত্রিত করবে। মসজিদ নির্মাণ শত্রুদের উপর বিজয়ের ইঙ্গিত বহন করে।

মিসকীনকে খানা খাওয়াতে দেখা : তবে সে যাবতীয় চিন্তামুক্ত হবে এবং ভয়ভীতি থাকলে তা হতে নিরাপত্তা লাভ করবে।

মক্কা শহরের তওয়াফ করতে দেখা : তবে কোন মুহরাম মহিলার সাথে সহবাস করবে।

মক্কা হতে আনার [ডালিম] চুরি করেছে দেখা : তবে সে কোন মোহরেম মহিলার সাথে [যাদের সাথে বিবাহ হারাম] অবৈধ কাজে লিপ্ত হবে।

মসজিদের মেহরাবে এক-দুই ফোটা বা তিন ফোটা পেশাব করতে দেখা : তবে প্রত্যেকটি ফোটাই তার জন্য একটি সচ্চরিত্রবান মর্যাদাসম্পন্ন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণের ইঙ্গিত বহন করবে।

মেহরাবে পেশাব করে দিয়াছে দেখা : কোন এক স্বপ্ন রহস্য বৃত্তান্তকারীর নিকট এর তা'বীর জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তোমার একটি পুত্রসন্তান হবে, সে ইমাম হবে এবং লোকেরা তার এক্তেদা করবে।

মিনারা স্বপ্নে দেখা : এমন একজন লোক বুঝায়, যে মানুষকে খায়ের এবং মঙ্গলের উপর একত্রিত করবে।

মসজিদের মিনারা ধ্বংস হতে দেখা : তার মৃত্যু ঘটবে এবং সে নাম-গোত্রহীন হয়ে পড়বে এবং উক্ত মসজিদের জামায়াত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

মুসাল্লায় বসা দেখা : তবে হজ্জ নসীব হবে এবং নিরাপত্তা লাভ করবে।

মিনারা হতে কুঁয়ায় পড়ে গিয়েছে দেখা : তবে তার ধন-সম্পদ নষ্ট হবে এবং এটাও ইঙ্গিত করে যে, তার একজন সুন্দরী ধার্মিকা স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও সে একজন জবানদরাজ [ধৃষ্টা] মহিলাকে বিবাহ করবে।

মানুষকে উপদেশ দিচ্ছে দেখা : অথচ সে উপদেশ দেয়ার যোগ্য নয়, তবে সে চিন্তা-ফিকির এবং রোগব্যাধিতে লিপ্ত এবং মহান আল্লাহর নিকট মুক্তির জন্য দোয়া করছে।

মিম্বারে উপরে দাঁড়িয়েছে দেখা : আর মিম্বারটি ভেঙ্গে গিয়াছে বা মিম্বারটি সরে গিয়েছে, বা জোরপুর্বক তাকে মিম্বার হতে নামিয়ে দেয়া হয়েছে, তবে সে ক্ষমতাচ্যুত হবে অথবা মৃত্যু বা যে কোন কারণে তার রাজত্ব চলে যাবে।

মৃত্যু দেখা : কোন বড় ধরনের কাজে লজ্জা বুঝায়।

মারা গিয়াছে আবার জীবিত হয়েছে দেখা : তবে সে কোন [বড় ধরনের] গুনাহ করবে, পরে আবার তওবা করবে।

মক্কার কোন কাজের প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়েছে দেখা : তবে খলিফা তাকে কোন কাজের দায়িত্ব প্রদান করবে।

মেহরাবে নামায পড়েছে দেখা : তবে এটা তার জন্য শুভসংবাদ বহন করবে।

মৃতদের সাথে মক্কায় অবস্থান করতে দেখে এবং মৃতেরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেছে দেখা : তবে সে শহীদ হয়ে মারা যাবে।

মাকামে ইবরাহীমে হাজির হয়েছে দেখা : অথবা সে দিকে ফিরে নামায পড়ছে, তবে সে শরীয়তের হুকুম আহকামগুলো প্রতিষ্ঠিত করবে এবং তার রক্ষণাবেক্ষণ করবে। হজ্জ নসীব হবে ও নিরাপত্তা লাভ করবে।

মহিলা স্বপ্নে খুতবা দিতে বা ওয়াজ নসিহত করতে দেখা : তবে এটা তার অভিভাবকের [স্বামীর] যোগ্যতা : দক্ষতা বুঝাবে। আর যদি তার খুতবার কথাগুলো জ্ঞানগর্ভ এবং নসিহতপূর্ণ না হয়, তবে সে অপমানিত হবে এবং মহিলাদের যে কাজগুলো অপছন্দনীয়, সেগুলো প্রকাশ পাবে।

মিম্বারে দাঁড়িয়ে সৎ উপদেশ দিতেছে দেখা : আর সে যদি এটার যোগ্য হয়, তবে উচ্চমর্যাদা এবং বাদশাহী লাভ করবে, এবং তার সুনাম ছড়াইয়া পড়বে। আর যদি মিম্বারে দাঁড়াইয়া যোগ্য না হওয়া সত্বেও মিম্বারে দাঁড়িয়ে কোন কথা না বলে, অথবা খারা তবে এটা তাকে শুলে চড়ানোর প্রতি ইঙ্গিত করে।

মৃতকে নিজে নিজেই গোসল করাতে দেখা : তবে এটা তার নিকট আত্মীয়দের দু:শ্চিন্তা মুক্ত হওয়া এবং তাদের ধনদৌত বৃদ্ধি পাওয়ার ইঙ্গিত করে।

মৃতকে গোসল দিতে দেখা : তবে উক্ত লোকের হাতে এমন এক ব্যক্তি তওবা করবে, যাহার ধর্মীয় কাজে ত্রুটি বা ফাসাদ রয়েছে।

মৃত্যুবরণ করবে না এমন দেখা : তবে তার মৃত্যু ঘনাইয়া আসিয়াছে।

মারা গিয়াছে এবং তার মৃত্যুর কারণে কান্নাকাটি, দাফন : কাফন এবং লোকজন জমা হয়েছে দেখা : তবে তার দুনিয়া নিরাপদ থাকবে কিন্তু আখেরাতে বরবাদ হবে।

মৃত লাশ পেতে দেখা : তবে সে দুনিয়ার সম্পদ লাভ করবে। কেননা হাদিস শরীফে দুনিয়াকে মুর্দারের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

মৃত ব্যক্তিকে পুনরায় মৃত্যুবরণ করতে দেখা : এবং লোকেরা তার উপর কান্নাকটি করতেছে, কিন্তু সেখানে কোন চিল্লাচিল্লি বা বিলাপ করে নাই, তবে তার বংশের কেউ বিবাহ শাদী করবে। আর এই কান্নাকাটি তাদের পরস্পরের মধ্যে আনন্দের ইঙ্গিত বহন করে।

মেয়ে মারা গিয়াছে দেখা : তবে সে আনন্দ ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য হতে নিরাশ হবে।

মৃতদের সাথে মেলামেশা করিয়াছে বা তাদিগকে স্পর্শ করিয়াছে দেখা : তবে সে ইতর-অসভ্য লোকদের দ্বারা কষ্ট পাবে।

মৃতদের সাহচর্য গ্রহন করিয়াছে দেখা : তবে সে অনেক দূরের সফর করে উক্ত সফরে অধিক লাভবান হবে।

মুর্দাকে ঘাড়ে বহন করিয়াছে দেখা : তবে সে অনেক ধনসম্পদ এবং খায়ের বরকত লাভ করবে, আর মৃতদের সাথে খাইতে দেখলে দীর্ঘায়ু লাভ করবে।

মৃতের জানাযার নামায পড়তে দেখা : এটা তার জন্য মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা বুঝায়।

মৃতের জানাযার নামায পড়াবার জন্য তাকেই ইমাম নিযুক্ত করা হয়েছে দেখা : তবে সে কোন মুনাফেক বাদশার পক্ষ হতে কোন শাসন ক্ষমতা লাভ করবে।

মুর্দাকে তার [মুর্দার] কাপড় ধুইয়ে দেয়ার জন্য লোক তালাশ করতে দেখা : তবে এটা তার [মুর্দার] দোয়া, দান খয়রাত, ঋণ পরিশোধ, বিবাদীকে রাজী করা, বা অসিয়ত জারী করা ইত্যাদির প্রতি মোহতাজ হওয়ার ইঙ্গিত করে।

মুর্দারের কাপড় ধুইয়ে দিতে দেখা : তবে এটা তার [ধৌতকারীর] পক্ষ হতে মুর্দারের জন্য কিছু নেক কাজ বা সওয়াব পৌঁছিবে।

মুর্দার কাফন [পরানো] পূর্ণ করতে পারে নাই দেখা : তবে তাকে যেনার দিকে ডাকা হবে। কিন্তু সে এটাতে সাড়া দিবে না।

মুর্দার মত তাকে কাফন পরানো হয়েছে দেখা : তবে এটা তার মৃত্যুর প্রতি দ্বীনের [ধর্মীয়] ফাসাদের প্রতি ইঙ্গিত করে।

মুর্দার কাফনের কাপড় যতই কম দেখবে দেখা : ততই তওবার বেশী কাছাকাছি হবে। আর যতই বেশী দেখবে, ততই তওবা হতে দূর থাকবে।

মৃত লাশ বহন করতে দেখা : তবে সে হারাম সম্পদ পাবে।

মৃত লাশ মাটিতে টানতে-হেঁচড়াতে দেখা : তবে সে হারাম সম্পদ কামাই করবে।

মৃতকে কবরস্থানে স্থানান্তরিত [বহন] করতে দেখা : তবে সে সত্য ও ন্যায়ের উপর আমল করবে। আর যদি বাজারে স্থানান্তরিত [বহন] করতে দেখে, তবে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে এবং ব্যবসায় লাভবান হবে।

মৃতদেরকে সুসংবাদ দিতে দেখা : তবে মহান আল্লাহর নিকট তার অবস্থা [মর্যাদা] ভালোর প্রতি ইংগিত করে। কেননা, তারা সত্যের ঘরে রয়েছে। আর যদি তাদেরকে সুসংবাদ না দিতে অথবা মুখ ফিরিয়ে নিতে দেখে, তবে এটা মহান আল্লাহ নিকট তার অবস্থা খারাপের প্রতি ইংগিত করে। যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন : "স্বপ্নে উপদেশ গ্রহণ করাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট।"

মৃত্যু ছাড়াই তাকে কবরে দাফন করা হয়েছে দেখা : তবে এ ইংগিত করে যে, দাফনকারী তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে বা তাকে বন্দী করবে বা তাকে হত্যা করবে।

মৃত ব্যক্তির মাথায় মুকুট বা হাতে আংটি অথবা তাকে মসনদে বসা দেখা : তবে এটাও মৃত ব্যক্তির ভাল অবস্থার প্রতি ইংগিত করে।

মৃত ব্যক্তির গায়ে সবুজ কাপড় দেখা : তবে এটা তার [যে কোন ধরনের] শাহাদতের মৃত্যুর প্রতি ইংগিত করে।

মৃতকে হাসতে দেখা : তবে এটা তার মাগফুর বা ক্ষমাপ্রাপ্তির প্রতি ইংগিত করে।

মৃতকে উলঙ্গ দেখা : এটা তার শান্তির আলামত বুঝায়।

মৃতকে মাতাল দেখা : এটাতে কোন খায়েব বা মঙ্গল নিহিত নাই।

মৃতকে ধনী দেখা : জীবদ্দশায় যতটুকু ধনী ছিল, তার চেয়ে বেশী, তবে এটা তার আখেরাতের ভাল অবস্থার প্রতি ইংগিত করে।

মৃতকে ফকীর দেখা : তবে এটা তার নেকী ও সওয়াবের মোহতাজ হওয়ার প্রতি ইংগিত করে।

মৃতকে উলঙ্গ দেখা : তবে এটা তার সওয়াব ও নেকী হতে খালি হাতে যাওয়ার প্রতি ইংগিত করে।

মৃত্যুর পর পিতাকে জীবিত দেখা : তবে উল্লেখিত ফলাফল লাভ করবে এবং এটা আরও বেশী ফলপ্রসূ হবে। কেননা বাপ মায়ের তুলনায় বেশী সক্রিয় ও শক্তিশালী।

মৃত ছেলেকে জীবিত দেখা : তবে এমন দিক হতে তার শত্রু পয়দা হবে, যা সে ধারণাও করতে পারবে না।

মৃত মেয়েকে জীবিত দেখা : তবে দু:খ কষ্ট দূর হবে এবং আনন্দ ও সফলতা লাভ করবে।

মৃত ব্যক্তির কবর তার বাড়ীতে বা মহল্লায় বা শহরে স্থানান্তরিত হয়েছে দেখা : তবে তার সন্তানেরা বা নিকটাত্মীয়রা সেখানে বাড়ী তৈয়ার করবে।

মুর্দাকে পুনরায় জীবিত দেখা : তবে তাহার কাজকর্ম নষ্ট হবার পর ঠিকঠাক হবে এবং দু:খ কষ্টের পর এমন জায়গা হতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসবে, যা সে ধারণাও করতে পারবে না।

মৃত কাফেরকে ভাল অবস্থায় দেখা : তবে এটা তার সন্তানাদির উঁচু মর্যাদা বুঝাবে। কিন্তু মহান আল্লাহর নিকট তার অবস্থা ভার বুঝাবে না।

মৃতকে হাসতে ও পরে কাঁদতে দেখা : তবে এই ইংগিত করে যে, সে মুসলমান হিসেবে মৃত্যুবরণ করে নেই। আর যদি মৃতের চেহারা কাল দেখে, তবে এটাও তার কুফুরীর অবস্থায় মৃত্যুর ইঙ্গিত করে।

মৃতকে বিমার বা তার গায়ে ময়লাযুক্ত কাপড় দেখা : তবে বান্দার হক ছাড়া মহান আল্লাহ্ তাআলা ও তার মধ্যে দ্বীনের যে সমস্ত হক রয়েছে, সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা হবে।

মৃতকে ব্যস্ত বা ক্লান্ত দেখা : তবে এটা ঐ ব্যস্ততা বা ক্লান্তির আলামত, যাতে সে লিপ্ত রয়েছে।

মৃতকে জীবদ্দশায় যেখানে নামায পড়তে দেখা : সে জায়গা ছাড়া অন্য কোথাও নামায পড়তে দেখে, তবে এটার তা'বীর এটাই যে, জীবদ্দশায় সে যে নেক আমল করেছিল, বা যে সমস্ত ওয়াকফ বা দান-খয়রাত করেছিল, তার সওয়াব তার নিকট পৌঁছেছে। আর যদি মৃত ব্যক্তি কোন প্রশাসক হয়, তবে তার বংশধরেরা তার মত প্রশাসন ক্ষমতা লাভ করবে।

মৃত ভাইকে জীবিত দেখা : তবে দুর্বলতার পর শক্তি অর্জন করবে।

মৃত বোনকে জীবিত দেখা : তবে তার কোন হারানো লোক বিদেশ [সফর] হতে ফিরে আসবে এবং আনন্দ লাভ করবে।

মৃত মামা বা খালাকে জীবিত দেখা : তবে যা কিছু তার হাত ছাড়া হয়েছিল, তা আবার তার হাতে ফিরে আসবে।

মুর্দাকে জিন্দা করতে দেখা : তবে তার হাতে কোন কাফের মুসলমান হবে, অথবা কোন ফাসেক তওবা করবে।

মহল্লার কিছু পরিচিতা মৃত মহিলাকে সেজে-গুজে জীবিত হয়ে উঠতে দেখা : তবে ঐ মহিলাদের সাজ-সজ্জা, বেশ-ভূষা হিসেবে স্বপ্নদ্রষ্টা এবং মহিলাদের নিকটাত্মীয়দের কাজকর্ম বা আশা-আকাংখা পূর্ণ হবে বা জীবিত হবে।

মহিলাদের কাপড় সাদা দেখা : তবে ধর্মীয় বিষয়ে আশা-আকাংখা পূর্ণ হবে। আর যদি কাল দেখে, তবে গানবাদ্য জাতীয় আশা পূরণ হবে। আর যদি পুরাতন, ছেঁড়া-ফাটা দেখে, তবে দরিদ্রতা ও চিন্তা ফিকিরে পতিত হবে। আর যদি ময়লাযুক্ত দেখে, তবে গুনাহে লিপ্ত হবে।

মৃতকে নিদ্রিত বা ঘুমন্ত দেখা : তবে এটা তার পরকালের আরাম-আয়েশের প্রতি ইংগিত করে।

মৃত ব্যক্তির সাথে [একই বিছানায়] নিদ্রা যেতে দেখা : তবে সে দীর্ঘজীবি হবে।

মৃতকে পেটের অভিযোগ করতে দেখা : তবে তাকে পিতা, নিকট আত্মীয়-স্বজন, অথবা সম্পদের হক সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

মৃতকে পায়ের অভিযোগ করতে দেখা : তবে তাকে মহান আল্লাহর রেজামন্দি ব্যতীত অন্যত্র সম্পদ খরচ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

মৃত ব্যক্তিকে এমন জায়গায় নামায পড়তে দেখা : যেখানে সে জীবদ্দশায় নামায পড়ত, তবে এটা তার উত্তরাধিকারীদের দ্বীন ধর্ম ঠিক আছে বলে ইংগিত করে, কেননা মৃত্যুর কারণে সরাসরি আমল করা হতে সে বঞ্চিত হয়েছে।

মৃত ব্যক্তিকে জীবিতদের ইমামতি করতে দেখা : তবে তাদের হায়াত কমে যাবে, কেননা তারা মৃতের অনুসরণ [এক্তেদা] করেছে।

কোন কাজকর্মে মৃত ব্যক্তির পদাংক অনুসরণ করতে দেখা : তবে সে ভালমন্দ যে কোন কাজকর্মে মৃত ব্যক্তির অনুসরণ করবে।

মৃতকে মসজিদে দেখা : তবে এটা মহান আল্লাহর আযাব হতে তার নিরাপত্তা বুঝাবে, কেননা মসজিদ নিরাপত্তার স্থান।

মৃত ব্যক্তিকে মাথার অভিযোগ করতে দেখা : তবে সে পিতা-মাতার হকের ব্যাপারে বা তার প্রশাসকের হকের [খলিফা বা আমীর] ব্যাপারে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি করেছে, সে সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

মৃত ব্যক্তিকে ঘাড়ের অভিযোগ করতে দেখা : তবে তাকে স্ত্রীর মোহর আদায় না করা অথবা অহেতুক সম্পদ নষ্ট করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

মৃতকে হাতের অভিযোগ করতে দেখা : তবে তাকে ভাইবোন বা শরীকের হক অথবা মিথ্যা কসম খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

মুচকী হাসতে হাসতে জান্নাতে প্রবেশ করছে দেখা : তবে সে অত্যধিক পরিমাণে মহান আল্লাহর ফিকির করবে।

মহিলা কোন কিশোরকে স্বপ্নে দেখা : তবে সে ঐ কিশোরের রূপ সৌন্দর্য ও ভালমন্দ হিসেবে কল্যাণ ও মঙ্গল লাভ করবে।

মৃতকে রান বা উরু সম্পর্কে অভিযোগ করতে দেখা : তবে তাকে পরিবার-পরিজনের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

মৃতকে পায়ের গোছা সম্পর্কে অভিযোগ করতে দেখা : তবে তাকে বাতেল বা অন্যায় পথে জীবন ধ্বংসের করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

মৃত ব্যক্তির পিছনে পিছনে চলে এক অপরিচিত ঘরে প্রবেশ করেছে দেখা : এবং সেখান হতে আর বের হচ্ছে না, তবে সে মারা যাবে।

মৃত ব্যক্তির পিছনে পিছনে চলেতে দেখা : কিন্তু তার সাথে কোন ঘরে প্রবেশ করে নেই, বা প্রবেশ করলেও সাথে সাথে বের হয়ে চলে আসছে, তবে সে মৃত্যুর কাছাকাছি পৌছেও বেঁচে যাবে।

মৃত ব্যক্তির সাথে সফর করতেছে দেখা : তবে সে তার কাজ সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত এবং সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগবে।

মৃত এক পার্শ্বের অভিযোগ করতে দেখা : তবে তাকে স্ত্রীর হক সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

মানুষের চামড়া বা বহিরাবরণ স্বপ্নে দেখা : তার ভেদ বা লজ্জা বুঝায়। চামড়া কাল বর্ণের দেখা, দ্বীন পরিত্যাগ করার নেতৃত্ব বুঝায়।

মোটা তাজা মহিলা দেখা : বৎসরের প্রাচুর্য ও শস্য শ্যামলা বুঝায়। আর দুর্বল ও ক্ষীণকায় মহিলা দেখার ফলাফল, বৎসরের দুর্ভিক্ষ ও ফসলহানী বুঝায়।

মিনারায় উঠে আযান দিতে দেখা : তবে সে হকের দিকে মানুষকে আহ্বানকারী হবে, এবং তাহার হজ্জ নসীবেরও সম্ভাবনা রয়েছে।

মুশরেক স্বপ্নে নিজেকে ইসলাম গ্রহণ করতে দেখা : অথবা কেবলার দিকে ফিরে নামায পড়তে দেখে, অথবা মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে দেখে, তবে সে ইসলাম গ্রহণ করবে।

য

যোহর, আসর বা এশার নামায দুই রাকআত পড়তে দেখা : তবে সে সফর করবে, আর এ স্বপ্নই যদি কোন মহিলা দেখে, তবে ঐ দিন হতেই তার হায়েজ বা মাসিক আরম্ভ হবে।

যমযমের পানি পান করতে দেখবে দেখা : সে খায়ের-বরকত লাভ করবে এবং যে সৎ কাজের ইচ্ছা করেছে তা পূর্ণ হবে।

যুবককে বৃদ্ধ হতে দেখা : তবে সে ইল্‌ম [জ্ঞান-বিজ্ঞান] ও আদব-আখলাখ অর্জন করবে।

যুবক তার পিছনে লাগছে দেখা : তবে সে তাকে কল্যাণ ও মঙ্গলে সমৃদ্ধ করতে পারে।

যুবক তার দিকে তাকাচ্ছে দেখা : তবে সে নিজেই তার উপর শক্তিশালী হবে এবং জয়ী হবে।

যুবতী মহিলা সামনাসামনি তার দিকে এগিয়ে আসছে দেখা : তবে নিরাশ হওয়ার পর পুনরায় তার আশা [কাজ] পূর্ণ হবে।

যুবতী মহিলা দেখা : তবে সে তার শত্রু হবে। যে কোন অবস্থায়ই দেখুক না কেন।

যুবতী মহিলাকে স্বপ্নে বৃদ্ধা অবস্তায় দেখা : তবে এটা তার দ্বীন-ধর্ম উত্তম হওয়ার ইংগিত করে।

যোহর ও আসরের নামাযের যে কোন একটি সামায ছুটে গেছে দেখা : তবে সে অর্ধেক ঋণ বা মোহর আদায় করতে পারবে।

র

রোযার মর্মার্থ স্বীকার করে তা কাজা করার ইচ্ছা করতে দেখা : তবে এটা এমন জায়গা হতে তাৎক্ষণিক রিজিক লাভের ইঙ্গিত করে, যেখান হতে তার কোন ধারণাই ছিল না।

রোজার মধ্যে দিনের বেলায় ইফতার করতে দেখলে দেখা : সে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে সফর করবে।

রোযা রাখতে দেখা : কিন্তু এটা কি ফরয না নফল, তা বুঝতে পারছে না, তবে এটা তার উপর মান্নতী রোযার কাজা ওয়াজেব রয়েছে মনে করতে হবে।রমযান মাস চলে যাওয়ার পর তাহা কাজা করতে দেখা : তবে সে বিমার অসুস্থ হবে।

রমযান মাস চলে যাওয়ার পর তাহা কাজা করতে দেখা : তবে সে বিমার অসুস্থ হবে।

রাজপথে আযান দিতে দেখা : লোকটি যদি সৎ হয়, তবে সে মানুষকে সৎ কাজে আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে। আর যদি ফাসাদী বা অনিষ্টকারী হয়, তবে তাকে হত্যা করা হবে।

রোগী স্বপ্নে কুরবানী করতে দেখা : তবে এটা তার মৃত্যুর প্রতি ইঙ্গিত করে, আবার কেউ বলেন যে, সে আরোগ্য লাভ করবে।

রোগব্যাধি অথবা মৃত্যুর কোন আলামত প্রকাশ ছাড়াই সে

রমযান মাসে জেনে শুনে রোযা ভঙ্গ করতে দেখা : তবে সে শরীয়তের কোন হুকুমকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য এবং গুরুত্বহীন মনে করবে।

ল

লোকেরা জামে মসজিদে জুমআর নামায পড়ছে দেখা : আর সে একা একা তার ঘরে বা দোকানে বা গ্রামে পড়ছে আর রুকু, সেজদাহ, সেজদার তকবীর, তাশাহহুদ ইত্যাদি শুনছে এবং মনে মনে ধারণা করছে যে, মুসল্লিরা [নামায শেষ করে] প্রত্যাবর্তন করেছে, আর সে যদি ঐ শহর বা পরগনার প্রশাসক হয়, তবে তার পদচ্যুতি হবে।

লোকেরা তাকে ইমাম বানিয়েছে দেখা : তবে সে ওয়ারেসী বা উত্তরাধিকারী সম্পদ লাভ করবে।

লোকেরা জিহাদের জন্য বাহির হয়েছে দেখা : তবে তারা ইজ্জত-সম্মান, শক্তি-সামর্থ এবং বিজয় লাভ করবে।

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" পড়তে দেখা : তবে সে দু:শ্চিন্তা মুক্ত হবে যাতে সে লিপ্ত আছে এবং অবশেষে শাহাদাতের দরজা লাভ করবে।

লোকদিগকে নিয়া নফল নামাযে ইমামতি করতে দেখা : তবে সে নিরাপত্তায় প্রবেশ করবে, যেখানে তার কোন ক্ষতি হবে না।

লোকদের ইমামতি করতেছে কিন্তু ভালভাবে কেরআত পড়তে পারতেছে না দেখা : তবে সে ঐ জিনিস তালাশ করতেছে, যাহা সে হাসিল করতে পারতেছে না।

লোকদের মধ্যে কুরবানীর মাংস বণ্টন করতে দেখা : তবে সে যাবতীয় চিন্তা মুক্ত হবে এবং ইজ্জত সম্মান লাভ করবে।

লোকেরা তার জন্য কাঁদতেছে না বরং দুর্নাম করেতেছে দেখা : তবে তার পরিণাম ফল ভাল হবে না।

শ

শয়তানের মালিক বা বাদশা হয়েছে এবং শয়তানরা তার আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করেছে দেখা : তবে সে নেতৃত্ব ও সরদারী লাভ করবে। তার ব্যক্তিত্বের প্রভাব ছড়ায়ে পড়বে এবং শত্রুদিগকে পরাস্ত করতে পারবে।

শাসকের মৃত্যুর উপর তারা বিলাপ করে কাঁদতেছে দেখা : কাপড় ফাড়িতেছে এবং মাথায় মাটি নিক্ষেপ করতেছে, তবে উক্ত শাসক তার জুলুম অত্যচার করবে।

শাসক মারা গিয়াছে দেখা : আর লোকেরা অনুচ্চস্বরে তার জানাযার পিছন কাঁদতেছে, তবে তারা উক্ত শাসকের পক্ষ হতে শান্তি ও আনন্দ লাভ করবে।

শাসক মারা গিয়াছে, আর লোকেরা তার সুনাম গাহিতেছে দেখা : তবে ঐ শাসক তার রাজত্ব ও প্রশাসনে প্রশংসা লাভ করবে।

শয়তান তাকে ভয় দেখাচ্ছে দেখা : তবে এটা তার দ্বীনের ব্যাপারে এখলাসের ইংগিত করে এবং যে ভয়ের আশংকায় সে রয়েছে তা হতে নিরাপত্তার ইংগিত করে।

শয়তানকে আনন্দিত ও সন্তুষ্ট দেখা : তবে সে শাহওয়াতের [কামোত্তেজক] কাজে লিপ্ত রয়েছে।

শয়তান তার পোশাক ছিনিয়ে নিয়েছে দেখা : আর সে যদি অলি বা প্রশাসক হয়, তবে তার বেলায়েত বা প্রশাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়া হবে, আর যদি ভূ-সম্পত্তির মালিক হয়, তবে তার সম্পত্তি নষ্ট হবে।

শয়তান তাকে স্পর্শ করেছে বা ঘা মারছে দেখা : তবে তার এমন শত্রু রয়েছে, যে তার স্ত্রীর উপর যেনার অপবাদ রটাবে ও ধোকায় ফেলবে।

শয়তান তার পিছনে পিছনে ধাওয়া করতেছে দেখা : তবে তার শত্রু রয়েছে। যে তাকে ধোকা প্রবঞ্চনায় ফেলবে এবং তার আমল ও মান মর্যদার ক্ষতি করবে।

শয়তান তাকে কোন কালাম, শিক্ষা দিচ্ছে দেখা : তবে সে মিথ্যা অপবাদকারীদের মত কথা বলবে। অথবা মানুষকে ধোকা দিবে। অথবা মিথ্যা কবিতা আবৃত্তি করবে।

শয়তানকে বন্দী করেছে দেখা : তবে মহান আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত হবে।

শয়তান তার উপর অবতরণ করেছে দেখা : তবে সে গুনাহে লিপ্ত হবে এবং মিথ্যা কথা বলবে।

শয়তানের সাথে কানে কানে কথা বলছে দেখা : তবে সে তার দুশমনদের সাথে পরামর্শ করবে এবং সৎ লোকদের বিরুদ্ধে তাদিগকে সাহায্য করবে। কিন্তু কামিয়াব [সফলকাম] হবে না।

শুধু নিজের জন্যই দোয়া করছে দেখা : তবে সে পুত্র সন্তান লাভ করবে।

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত [ঠাণ্ডা] গোসলখানায় আযান দিতে দেখা : তবে প্রবল জ্বর হবে, আর যদি গরম গোসলখানায় আযান দিতে দেখে, তবে সামান্য জ্বর হবে।

শত্রুর সাথে মুসাফাহা এবং আলিঙ্গন করতে দেখা : তবে তাদের পরস্পরের শত্রুতা দূরীভূত হয়ে বন্ধুত্ব এবং ভালবাসা সৃষ্টি হবে, কেননা রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন : "পরস্পর মুসাফাহা করা, উভয়ের মধ্যে মহব্বত বা ভালবাসা বাড়িয়ে দেয়।"

স

সর্বদাই রোযা রাখতে অভ্যস্ত, সে যদি রোযার দিনে ইফতার করতে দেখা : তবে সে কোন মানুষের গীবত বা পরনিন্দা করবে, অথবা কঠিন বিমারে পতিত হবে।

সওয়ার অবস্থায় নামায পড়তে দেখা : তবে সে অত্যাধিক ভয়-ভীতির সম্মুখীন হবে।

সোজা কাতারে দাঁড়িয়ে জামাতের সাথে নামায আদায় করছে দেখা : তবে সে বেশী বেশী তাসবিহ-তাহলীল আদায় করবে।

সিজদা করতে দেখা : সফলতার নিদর্শন এবং সে ঐ গোনাহ হতে তওবার ইঙ্গিত করে, যে গুনাহে সে লিপ্ত রয়েছে। এমনিভাবে মারাত্মক বিপদ হতে উদ্ধার, দীর্ঘ জীবন হাসীল এবং সম্পদে সফলতা লাভেরও ইঙ্গিত বহন করে।

সাদা কাপড় পরিধান করে কেবলা ব্যতীত অন্য দিকে নামায পড়তে দেখা : এবং কুরআন যেভাবে পড়া ফরয, সেভাবেই পড়তে দেখে, তবে তার হজ্জ নসীব হবে।

সোবাহানাল্লাহ বলতে দেখা : তবে তার চিন্তাফিকির এমনভাবে দূর হবে যে, কল্পনাও করতে পারবে না। সঠিকভাবে নামায আদায় করতে ও তার হেফাজত করতে দেখা : তবে সে মর্যাদা ও সম্মান লাভ করবে।

সেখানে প্রেমালাপের কবিতা পাঠ করতে দেখা : তবে এটা বাতেল বা গোমরাহীর প্রাধান্য বুঝাইবে।

স্বপ্নে রমযানের দিনের বেলায় ইচ্ছাকৃতভাবে ইফতার করতে দেখা : তবে সে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মানুষ হত্যা করবে।

স্বপ্নে কোন মৃত ব্যক্তিকে পুনরায় [নতুনভাবে] মৃত্যুবরণ করতে দেখা : তবে এটা তার বংশের কোন নিকটাত্মীয়ের মৃত্যু বুঝাইবে। আর এটাই মৃত ব্যক্তির পুনরায় মৃত্যুবরণ বলে গণ্য হবে।

সদাসর্বদা দোযখে বন্দী রয়েছে এবং বুঝতে পারতেছে না কখন সেখানে প্রবেশ করেছে এমন দেখা : তবে সে দুনিয়াতে সদাসর্বদা ফকীর, চিন্তিত, বঞ্চিত থাকবে এবং নামায, রোযা ও সমস্ত এবাদত-বন্দেগী পরিত্যাগ করবে।

স্বপ্নে নিজে মারা গিয়াছে দেখা : কিন্তু মৃত্যুর কোন পরিবেশ [আলামত] সেখানে দেখে নাই যেমন দাফন-কাফন, গোসল, কান্নাকাটি ইত্যাদি, তবে তার ঘরের দেযাল বা বাড়ীর কোন বংশ বিধ্বস্ত হবে।

সুগন্ধি করতে অন্য কারোও সাহায্য নিতে দেখা : তবে সে মজলিসের সুনামের জন্য তার সাহায্য নিবে। কেননা সুগন্ধি দুর্গন্ধ দূরীভূত করে।

সুন্দরী মহিলাকে তার ঘরে প্রবেশ করতে দেখা : তবে শান্তি ও আনন্দ লাভ করবে।

সেনা ছাউনি অথবা মরুভূমিতে আযান দিতে দেখা : চোরদের গুপ্তচর বুঝাইবে।

সুন্নত নামায আদায় করতে দেখা : তবে তার পবিত্রতা, বিপদে ধৈর্য ধারণ এবং সুনাম ও সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার ইঙ্গিত করে।

স্বপ্নে দূর্গে প্রবেশ করতে দেখা : তবে সে মুসলমান হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মহান আল্লাহ হাদীসে কুদসীতে এরশাদ করেন : "আমি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই, আমার দূর্গ অতি উঁচু ও মজবুত, যে ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করবে, সে আমার আযাব হতে রক্ষা পাবে।"

স্বপ্নে দুশমন তাকে সালাম দিতে দেখা : তবে সে তার সাথে বন্ধুত্ব ও সন্ধি স্থাপন করবে।

সম্প্রদায় বা দলে আযান দিতে দেখা : আর তারা যদি তার আযানের উত্তর না দেয়, তবে সে কোন জালেম সম্প্রদায়ের মধ্যে বসবাস করছে।

সদা-সর্বদা রোযা রাখতে দেখা : তবে সে অন্যায় অপরাধ এবং গুনাহ হতে বিরত থাকবে।

হ

হজ্জ ফরয হয়েছে দেখা : কিন্তু সে হজ্জ আদায় করছে না, তবে এটা তার আমানতে খিয়ানত করা এবং মহান আল্লাহর নিয়ামতের নাশুকরি করার প্রতি ইঙ্গিত করে।

হিকমাত বা জ্ঞানগর্ভ কথাবার্তা বলতে দেখা : তবে বিমার থাকলে আরোগ্য লাভ করবে, ঋণ থাকলে ঋণ পরিশোধ হবে, এবং অত্যাচারীর বিরুদ্ধে

সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। আর যদি অশ্লীল কথাবার্তা বলতে দেখে, তবে তার কাজকর্ম খুবই কঠিন হবে এবং মানুষের নিকট হাসির পাত্র হবে এবং মানুষ তাকে গুরুত্বহীন মনে করবে।

হজরে আসওয়াদ সপর্শ করেছে দেখা : তবে তার তা'বীর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সে হেজাজবাসী কোন ইমামের [খলিফার] অনুকরণ করবে।

হাজারে আসওয়াদ সমূলে উৎপাটন করে নিজের জন্যই তা নির্ধারিত করে নিতে দেখা : তবে সে একাকীভাবে দ্বীনের মধ্যে কোন বেদআতের প্রচলন করবে।

হেরেমের মধ্যে তালবিয়া পাঠ করতে দেখা : তবে শত্রুর উপর জয়লাভ করবে এবং তাদের বিজয়ের ভয় হতে নিরাপদ থাকবে, আর যদি হেরেমের বাইরে তলবিয়া পাঠ করতে দেখে, তবে কেউ তার উপর বিজয় লভ করবে এবং তাকে ভয় দেখাবে।

হজ্জের জন্য বের হয়েছে কিন্তু হজ্জ করতে পারে নি দেখা : তবে শাসক হলে ক্ষমতা হারাবে বা চাকুরীচ্যুত হবে। ব্যবসায়ী হলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মুসাফির হলে তার উপর ডাকাতি হবে। সুস্থ্ থাকলে অসুস্থ্ হবে।

হজ্জ বা উমরা আদায় করেছে দেখা : তবে দীর্ঘজীবি হবে ও তার কাজগুলি সফল হবে।

হাসতে হাসতে দোযখে প্রবেশ করেছে দেখা : তবে সে পাপাচারে লিপ্ত হবে এবং দুনিয়ার নিয়ামতের প্রতি খুশি থাকবে।

হাউজে কাউসারের পানি পান করছে দেখা : তার সে নেতৃত্ব এবং শত্রুর উপর বিজয় লাভ করবে।

ফালনামা ও কোররাহ্

অলীগণের নামের ফালনামা ও কোররাহ্

কোন মহৎ ব্যক্তির বাণী : নবীদের নামের ফালনামার ন্যায় ওলীদের নামেও ফালনামা কোন এক অলীআল্লাহ্ আবিষ্কার করেছেন।

আল্লাহ তাআ'লা মানুষকে অসীম জ্ঞানের অধিকারী করলেও কিছু কিছু মানুষকে ভিন্নভাবে জ্ঞান দান করেছেন। যারা বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী, তারা হলেন, নবী, রসূল এবং ওলীআল্লাহ।

উক্ত বিশেষ শ্রেণীর মানুষের বিচার-বুদ্ধ সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক

বেশি। আল্লাহ্ তাআ'লা তাদের ক্ষমতা বেশি দিয়েছেন এবং তাদেরকে ক্ষমতার সঠিক ব্যবহারের জন্যেও বিভিন্নভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। নবী-রাসূলগণ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে জন্মগ্রহণ করেন।

সাধারণ মানুষেরা উত্তম ব্যক্তিদের মাধ্যমে নিজের জীবন উন্নত করে গড়ে তোলার বিশেষ চেষ্টা করে থাকে। উত্তম ব্যক্তির অনুসারীরা সাধারণ মানুষ হলেও জ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের চেয়ে কিছুটা বেশি।

সাধারণ মানুষের বেলায় কোন ফালনামা নির্ধারণ করা যায় না। কিন্তু উত্ত চরিত্রের মানুষেরা অন্যান্য উত্তম চরিত্রের বা গুণাবলীর মানুষের ফালনামা নির্ণয় করে থাকেন।

মহৎ ব্যক্তির নামের বরকতে অনেক কিছুই ঘটতে পারে। উত্তম চরিত্রের মানুষের দোয়ার মাধ্যমেও অনেক উত্তম কাজ সফল থাকে। তবে কারও নাম মনের মধ্যে ধারণ করতে হলে আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে। যার আত্মবিশ্বাস কম, তার সফলতাও কম।

যেহেতু অনেক আধ্যাত্মিক পন্থী এ ফালনামা বিশ্বাস করেন, এ জন্যে এ বইয়ে উক্ত ফালনামা লেখা হলো। এ ফালনামা থেকে ফাল বের করার নিয়ম এই যে, প্রশ্নকারী পবিত্র হয়ে, ওজু করে এগারবার দরূদ পাঠ করবে। তারপর সরলতা ও ভক্তির সাথে নিচের ঘরগুলো ডান হাতের আংটি বিশিষ্ট আঙুল রাখবে এবং যে ঘরে মহান লোকের নাম থাকবে পরবর্তী পৃষ্ঠায় সে নামের নিচে লেখা প্রবন্ধ পড়ে ফালের অর্থ বুঝে নেবে।

১. হযরত মুহাম্মদ (সা:) ২. বায়েজিদ বোস্তামী ৩. শেখ জোনায়েদ বোগদাদী ৪. খাজা মঈনউদ্দিন চিশতি (র.) ৫. শেখ মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী ৬. সারী সাক্তী ৭. শেখ মাখদুম আলী হাজবিবি দাতা ৮. শেখ ফরিদ শকরগঞ্জ (র:) ৯. সুলতানে আশেকিন মুজাদ্দেদে আলফেসানী ১০. ইমাম সোহরাওয়ার্দি ১১. শেখ নিজাম উদ্দিন আউলিয়া ১২. খাজা বখতিয়ার কাকি ১৩. মাখদুম জাহানিয়া জাহানগীশত ১৪. খাজা নকশ বন্দী ১৫. সালারে মসউদ গাজী ১৬. সুলতান হারুন-অর-রশীদ ১৭. শেখ সাদী ১৮. আমির খসরু ১৯. সুলতান উসমান ২০. শেখ ইয়াহইয়া ২১. শাহবু আলী কলন্দর ২২. শাহমাদার ২৩. সুলতান মাহমুদ গজনবী ২৪. রজব সালার ২৫. সুলতান নাসির উদ্দীন ২৬. মাওলানা জামী ২৭. শেখ সারেহ মাদারেজ ২৮. শেখ আবুবকর তুসী

১. হযরত মুহাম্মদ (সা:)

প্রশ্নকারীর জন্যে এ ফাল মনস্থির হবার কারণ, বিপদে ও কষ্টে ধৈর্যধারণ

করা জরুরী। সাহস ও ধৈর্যের মাধ্যমে কাজ ঠিক করে বন্ধু-বান্ধবের উপর নির্ভর করো না। আল্লাহ তাআলার উপর পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রাখো। তিনিই তোমার মনের আশা পূর্ণ করবেন।

২. খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী (র:)

এ ফাল সুখ-শান্তির কারণ। শীঘ্রই তোমাকে নিয়ামত দেয়া হবে, তুমি সন্তুষ্ট থাকবে। আল্লাহ তোমার কারবার ও আয়-উন্নতি দেবেন এবং তুমি ধনী হবে।

৩. শেখ আবদুল কাদের জিলানী (র:)

এ ফাল শান্তির কারণ। শীঘ্রই তোমাকে আল্লাহ এমন নিয়ামত দেবেন, যাতে তুমি সন্তুষ্ট থাকবে। তোমার কাজ-কর্ম ও উপার্জনে উন্নতি হবে এবং তুমি ধনী হবে।

৪. হযরত সাবী সাকতী (র:)

সায়েলের মনের আশা পূর্ণ হবে। আল্লাহ তাআ'লা তাকে বড় নিয়ামত দান করবেন। সৎ নিয়ত ও সাধুতা দ্বারা নিজের পোশাক তৈরি কর। গরীব-দু:খীদের সাহায্য কর, কারও প্রতি অত্যাচার করো না।

৫. হযরত শেখ মাখদুম আলী হাজাবিবি (র:)

প্রশ্নকারীর সমস্ত কষ্ট দূর হবে। গরীবের সাহায্য কর, পশুদের উপর দয়া কর। তোমার আশা অবশ্যই পূর্ণ হবে। শীঘ্রই মনের তৃপ্তি লাভ করবে।

৬. শেখ ফরিদ শকরগঞ্জ (র:)

এফাল সওয়ালবারীর জন্যে পথ প্রদর্শক। ক্রোধ ও হটকারিতা হারাম। প্রত্যেক কাজ বিবেচনার সাথে কর। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহের উপর নির্ভর কর। তিনি অবশ্যই তোমার সব কাজ সমাধা করবেন।

৭. সোলতানোল মোজাদ্দেদে আলফেসানী

এ ফাল ভাল। মনের যে আশা আছে, তা পূর্ণ হবে। দুনিয়ার উক্ত আশায়ই অবিচল থাক, তোমার মঙ্গল।

৮. বায়েজিদ বোস্তামী রহমাতুল্লাহ আলাইহে

সায়েল যে কাজের আগ্রহ করছে, তা থেকে বিরত থাকবে। কেননা, এ ইচ্ছা কষ্টের কারণ হবে। তুমি শত্রুদের মধ্যে পরিবেশিষ্টত, কিন্তু আল্লাহ তাআ'লা

তোমাকে মুক্তি দেবেন এবং তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। আপন লোকদেরকে ভালবাস এবং তাদের ক্ষতি থেকে বিরত থাকে।

৯. ইমাম সোহরাওয়ার্দি

এ ফাল খুশির কারণ। খাদ্যে প্রাচুর্য হবে। মনের আশা পূর্ণ হবে। দু:-কষ্টের মধ্যে থেকে আল্লাহর উপর ভরসা কর, তিনি তোমার প্রতি দয়াবান হবেন।

১০. শেখ নিজামুদ্দিন আউলিয়া

সওয়ালকারীর এ ফাল শুভ। আল্লাহ তাআলার রহমত তোমার উপর নাজিল হবে এবং সকল বিপদ থেকে রক্ষা করবে। সমস্ত কাজ আল্লাহ তালার উপর ছেড়ে দাও। তিনি সব ঠিক করে দেবেন।

১১. খাজা বখতিয়ার কাকী

সায়েল বর্তমানে কষ্টে আছে। কিন্তু ধৈর্য ধারণ কর, আল্লা তাআ'লা তোমার সকল কষ্ট দূর করবেন। তাড়াতাড়ি করা ভাল নয়।

১২. মাখদুম জাহানিয়ানে জাহান

ভালবাসা ও স্নেহ অবলম্বন কর, কর্কশ বাক্য বলো না, কু' পথে চলো না, অসহায়দের সাহায্য কর। আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর, তিনি আশা পূর্ণ করবেন।

১৩. খাজা নকশবন্দ

মনে দু:খ রেখো না। আল্লাহতাআলার সন্তুটি লাভ কর, যা ইহাকাল ও পরকালের মঙ্গলের কারণ। অসহায় ও অনাথাদের তত্ত্বাবধান কর। আল্লাহ তাআলা তোমার আশা পূর্ণ করবেন।

১৪. সালায় মাছউদ গাজী

সওয়ালকারীর বিপদ শেষ হয়ে যাবে। কুশি ও সফলতার দিন নিকটবর্তী। তোমার হিংসুক প্রতিবেশি হেয় প্রতিপন্ন হবে। আল্লাহ তাআলার দয়া ও দান তোমার উপর বর্ষিত হবে।

১৫. সোলতান হারুন

এ ফাল প্রকাশ করছে যে, সায়েল (প্রশ্নকারী) শত্রুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আছে। যতিও সে এ সংবাদের কিছুই জানে না। যদি তুমি সৎকার্য, দানশীলতা ও সহানুভূতি অবলম্বন কর, তবে আল্লাহ তোমাকে মুক্তি দেবেন এবং মনের আশা পূর্ণ হবে।

১৬. সুলতান মাহমুদ গজনবী

প্রশ্নকারীর ভাগ্য নক্ষত্র খুব উজ্জ্ব। তার ভাগ্য ভাল আর সমস্ত কার্য ইচ্ছামত সমাধা হবে এবং মনের যত আশা আছে সবই পূর্ণ হবে আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত।

১৭. আমির খসরু রহমাতুল্লাহ আলাইহে

এ ফাল অর্থ ভাল করার ইঙ্গিত প্রদান করছে। প্রশ্নকারী ধন সম্পত্তির অধিকারী হবে। দুনিয়ার সম্পদ লাভ হবে। আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ তোমার উপর আছে।

১৮. সুলতান ওসমান

প্রশ্নকারী এখন দু:খ কষ্টে আছে। কিন্তু ধৈর্যধারণ কর, অন্যায় কাজসমূহ ছেড়ে দাও আল্লাহর উপর ভরসা কর। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে তুমি সন্তুষ্ট হবে।

১৯. শেখ ইয়াহইয়া

এ ফাল প্রশ্নকারীর সৌভাগ্য প্রকাশ করে। মন থেকে দু:খ কষ্ট দূর করে ফেল। আল্লাহর দান ও অনুগ্রহে আশান্বিত হও। তিনি শীঘ্রই তোমার দিলের আশা পূর্ণ করবেন।

২০. শাহবু আলী কলন্দর

নিষ্পাপ শিশুদের প্রতি স্নেহ প্রদান কর এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখো। আল্লাহ তাআলা তোমার সকল কাজ সমাধান করবেন।

২১. শাহমাদার রহমাতুল্লাহ আলাইহে

প্রশ্নকারী আল্লাহর উপসনা করা উচিত এবং সৎমনে ভাল কাজ করবে, আল্লাহ তাআলা তোমার আকঙ্খা পূর্ণ করবেন।

২২. শেখ শাদী রহমাতুল্লাহ আলাইহে

প্রশ্নকারীর উপর আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ বর্ষিত হোক। কোন সুন্দীর দ্বারা তোমার মন সন্তুষ্ট হবে এবং খুশি ও আনন্দে জীবন-যাপর করবে।

২৩. শেখ জোনায়েদ বোগদাদী (র:)

এ ফার সৌভাগ্যের কারণ। সায়েলের সম্মান অধিক হবে। আল্লাহ তাআ'লা

রিজিক বেশি দেবেন। সমশ্রেণীর মধ্যে সম্মানপ্রাপ্ত হবে, হিংসুকের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ অবশ্যই তোমাকে রক্ষা করবেন। তোমার কর্তব্য, আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকা। হযরত শেখ কোনায়েদ বোগদাদীর (র:) রুহের উপর দোয়া কর, ফাতেহা পড়।

২৪. রজব সালার রহমাতুল্লাহ আলাইহে

দু:খিত হয়ো না, আল্লাহ তাআলা তোমার মনের আশা অবশ্যই পূর্ণ করবেন। সচ্চরিত্র অবলম্বন কর, গর্ব ও অহংকার করো না। গরীব ও অসহায়দিগকে সাহায্য কর।

২৫. সুলতান নাসির উদ্দিন

আল্লাহ তাআলার দানের আশা করা বিপদগ্রস্তদের সাহায্য কর। দরিদ্র স্বভাবগ্রস্তদের কিছু দাও। তুমি এ চিন্তা থেকে মুক্তি পাবে এবং তোমার চিরস্থায়ী আনন্দ লাভ হবে।

২৬. মাওলানা জামী

প্রশ্নকারীর সকল বিপদ শেষ হয়ে গিয়েছে শীঘ্রই ও অবসর পাওয়া যাবে। আল্লাহতাআলার এ মেহেরবাণীর শুকুর কর এবং তার আদেশ পালন কর ও ইবাদত কর।

২৭। শেখ সালেহোল মাদাবেজ

এ ফাল শান্তির কারণ শিঘ্রই মনের আশঅ পূর্ণ হয়ে আনন্দ লাভ করবে। কোন প্রকার চিন্তা ভাবনা করবে না।

২৮. শেখ আবুবকর তুসি

প্রশ্নকারী সৌভাগ্যবান। দুনিয়ার সম্মান ও সর্যাদার সাথে থাকবে। সকল কাজ আশানুরুপ সম্পন্ন হবে আল্লাহর শুকর আদায় করবে।

কেরাতুল বুরুজ ফালনামা

গ্রহ-নক্ষত্রের বিবরণ

প্রচীন মনীষীরা বুরুজ সম্বন্ধে ফালনামাও তৈরি করেছেন এবং তা ঠিক বলে মান্য করা হয়েছে। এ ফালনামা থেকে ফাল দেখবার পদ্ধতি এই, পাক-সাফ

হয়ে ওজু করে বিছমিল্লাহর সাথে সূরায়ে ফাতিহা পড়ে তিনবার সূরায়ে এখলাস হয়ে ওজু করে বিছমিল্লাহর সাথে সূরায়ে ফাতিহা পড়ে তিনবার সূরায়ে এখলাস পাঠ করবে।

নিচের ঘরগুলোর যে কোন ঘরে ডান হাতের তর্জনী আঙুল রাখবে। ঐ ঘরের বুরুজ সম্বন্ধে পরবর্তী পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে। এটা দ্বারা ফালের উত্তর গ্রহণ করবে।

১. হামল	২. আসাদ	৩. ছারতান	৪. ছাওর
৫. জাওজা	৬. কাওস	৭. ছুম্বুলাহ	৮. দালব
৯. আকরাব	১০. জুদি	১১. হুত	১২. মিজান

১। হামল :

প্রশ্নকারী অস্থির হয়ে আছি। শরীরে তাপ বেশি অক্সেবর্দা দু:খ-কষ্টের মধ্যে অনেক কাজই ইচ্ছানুযায়ী সমাধান হয় না। এ দিনগুলো দুর্ভাগ্যের কারণ। এভাবে আরও কিছুদিন চলবে, আল্লাহ চাইলে শীঘ্রই সুদিন আসবে। মন শান্ত হবে, চিন্তা ভাবনা ঠিক হবে না। ধর্য ও দৃঢ়তার সাথে এদিনগুলো কাটানো উচিত আরও সাথে ঝগড়া-ফ্যাসাদ করলে অমঙ্গল হবে। দান করা ভাল। মশুর ডাল ও লাল কাপড় মঙ্গলবারে দান করা এ বুরুজের অনুকূলে আসে।

২. আসাদ :

প্রশ্নকারী অস্থির হয়ে আছে। নিরাশঅর কারণ নেই। ঐ নক্ষত্রের হিসেব মত তোমার কাজ ভাল হবে যদি একটু কষ্টও হয়, তবু সহজ হয়ে যাবে। চিন্তা করবে না যে, কাজ নষ্ট হয়ে গেছে, তা ঠিক হয়ে যাবে কেউ হিংসা করলে তোমার ক্ষতি হবে না তুমি নিজ থেকে কোন ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি করো না, সন্তুষ্ট থাক শিঘ্রই তোমার মনের আশা পূর্ণ হবে। এ নক্ষত্রের হিসেব মত রবিবার, দুধ ও ঘি সাদকা দেয়া উচিত।

৩. ছারতান :

প্রশ্নকারীর নক্ষত্র উজ্জ্বল, তবে ক'দিনের জন্যে লুকিয়ে আছে। তোমার সম্মান বৃদ্ধি পাবে এবং তুমি ধনী হবে। যদিও বর্তমান সময় তুমি অস্থির আছ কিন্তু শীঘ্রই তোমার মন শান্ত ও সন্তুষ্ট হবে এবং আশানুরুপ তোমার কাজ সমাধান হবে। তোমার সন্তানাদি হবে। এ নক্ষত্র অনুযায়ী সোমবার চাল, দুধ টাকা ছদকা দেয়া তোমার জন্যে মঙ্গল।

৪. ছাওর :

প্রশ্নকারীর স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। শত্রু পদদলীত হবে। ভাল লোক ও বড়লোকদের সাথে অনেক সময় সাক্ষাৎ পাবে এবং মান-মর্যদা রক্ষা হবে। সন্তানাদি হবে। তোমার সন্তান তাবেদার হবে প্রত্যেক কাজে সফল হবে। অসহায় ও গরীব লোকদেরকে সাহায্য কর। এ নক্ষত্রের হিসেব অনুযায়ী শুক্রবার ছোলার ডাল সদকা দেবে।

৫. জাওজা :

প্রশ্নকারীর বিদ্যায় বরকত হবে। যে কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে আছে তা আশানুরুপ সমাধান হবে। বর্তমান ক'দিন অবশ্য খারাপ, তবে পরে ভাল দিন আসবে। সৌভাগ্যের নক্ষত্র উদয় হচ্ছে, এক ব্যক্তি তোমার সাথে বন্ধুত্ব করবে, তার বন্ধুত্বে তোমার আনন্দ হবে এবং টাকা পয়সা হাতে আসবে, ক'দিনের জন্যে ধৈর্য ধারনে নক্ষত্র অনুযায়ী কাখতাই রং-এর কাপড় ও মুগের ডাল দান করা মঙ্গলজনক।

৬. কাওস :

প্রশ্নকারী মনের চিন্তা দু:খ থেকে মুক্তি পাবে যা অনিষ্ট হয়ে গেছে, তার ক্ষতিপূরণ পাবে। তোমার সাথে সম্বন্ধ স্থাপনকারীদের মধ্যে যারা বিদেশে আছে, তারা শীঘ্রই ফিরে আসবে। কৃষি কাজে তোমার খুব ফলন হবে। অতি সত্তর তুমি এরুপ সুসংবাদ পাবে, যার দ্বারা তোমার মনের আশা পূর্ণ হবে। এ নক্ষত্র অনুযায়ী তেল, মুগের ডাল দান করা উচিত।

৭। ছুম্বুলাহ :

প্রশ্নকারী অসুস্থ বলে মনে হয়। এ রোগ ভাল হবে, তবে ধীরে ধীরে এটি কোন ভাল আমলকারীর দ্বারা তোমার দেলের আকাঙ্খা পূর্ণ হবে। সে তোমাকে যে আমল বলে দেবে তার উপর আমল করবে এবং মনের গুপ্ত সংবাদ কাউকে বলবে না। যদি এরুপ কর তবে তুমি সবল, সুস্থ ও তোমার আশাপূর্ণ হবে। এ নক্ষত্র অনুযায়ী পাঁচ প্রকার ডাল ও কাথতাই রংয়ের কাপড় শুক্রবার দিবসে সদকা দেয়া মঙ্গলজনক।

৮. দালব :

প্রশ্নকারীর মনে নি:সঙ্গ থাকবার আগ্রহ আছে, মানুষের ভীড়, অধিক মেলামেশা ঘৃণ্য কাজ। মন সর্বদা চিন্তামুক্ত এবং অস্থির। তোমার একজন ক্লাল

রং-এর শত্রু আছে। তুমি তার সম্পর্কে কিছু জান না। সে তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তোমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হবে। কিন্তু এ নক্ষত্রের হিসেব অনুযায়ী শনিবার দিবসে মাস-কলাই ও তেল সদকা দেয়া তোমার পক্ষ্যে ভাল।

৯. আকবার :

প্রশ্নকারী খারাপ অবস্থায় আছে। সর্বদা দু:খ-কষ্টের মধ্যে থাকবে। মনের ভেতর সব সময় ভয় লেগে থাকে। নিজের আশায় নিরাশা হয়ে আছে। কিন্তু নিজের বিপদে ভগ্নমন হওয়া ঠিক নয় বাস্তব দিনগুলো খারাপ, কিন্তু নিরাশ হয়ো না, শীঘ্রই সুদিন আসছে। তোমার যাবতীয় কষ্ট দূর হয়ে ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে এ দিনগুলো কাটিয়ে দাও। তার পর দেখবে, তোমার কত আনন্দ ও শান্তি আসছে। এ নক্ষত্র অনুযায়ী মঙ্গলবার মশুরি ডাল ও লাল রং -এর কাপড় সদকা করা তোমার জন্যে মঙ্গলজনক।

১০. জুদি :

অবশ্যই তোমর শত্রু আছে। এ কথায় তুমি অবাক হবে যে, তুমি যাকে ভালবাসো, সে তোমার সাথে বিরোধিতা করে। অনেক সময় এ রকম হয়; যাদের উপর তোমার বিশ্বাস, তারা তোমাকে ফাঁকি দেবে। তুমি চিন্তা করো না, এটা ক'দিনের ব্যাপার মাত্র। খুব তাড়াতাড়ি তোমার দিন ভাল হবে এবং তোমার সব কাজ ভালভাবে সম্পন্ন হবে। এ নক্ষত্র অনুযায়ী শনিবার মাসকালাই এবং তেল সদকা করা তোমার জন্যে মঙ্গলজনক।

১১. হৃত :

এ ফল সকলের প্রিয় হওয়ার নির্দেশ করছে। সৎ কাজের দিকে তোমার আগ্রহ থাকবে। বুজুর্গ মহান ব্যক্তির উপর বিশ্বাস করলে তোমার দুনিয়া ও আখেরাত ভাল হবে। সর্বদা স্বচ্ছল ও সুস্থ থাকবে। তোমার হিংসুক, হেয় ও মর্যাদাহীন হবে। তোমার সম্মান বেড়ে যাবে। যার সাথে তোমার ভালবাসা আছে, সে তোমাকে ভালবাসবে। এ নক্ষত্রের হিসেব অনুযায়ী ছোলার ও হরিদ্রার গুড়ো শক্রবারে সদকা দেবে।

১২. মিজান :

এ ফাল ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি ও খাদ্যের প্রাচুর্যকারক। প্রশ্নকারী হিংসুক ও শত্রুদের উপর জয়ী হবে। সফরে গেলে লাভবান হবে। স্বাস্থ্যবান ও শক্তিশালী হবে। সন্তান হবে। মনে যে আশা পোষণ করেছো তা পূর্ণ হবে। শীর্ঘই তুমি সর্বপ্রকার খুশি ও আনন্দ পাবে। নিরাশা হবে না। এ নক্ষত্র অনুযায়ী তেল ও মুগের ডাল শুক্রবারে সদকা দেবে।

হাতের শ্রেণীবিভাগ

মনীষী কিরো হাতকে যে সাতটি ভাগে ভাগ করেছেন, সে বিষয়ে মনীষী বেনহ্যামও একমত। তবে তিনি এ বিষয়ে বেশি কথা বলেননি। যাহোক, বেনহ্যাম হাতকে আবার গ্রহ অনুযায়ী সাতটি ভাগে ভাগ করেছেন, বা পরে পূর্ণভাবে আলোচিত হয়েছে।

১. সাধারণ বা প্রাথমিক হাত

এই জাতীয় হাত কম দেখা যায়। মানুষ যখন প্রথম সৃষ্টি হলো নিম্ন-শ্রেণীর জীব বা গরিলা প্রভৃতির থেকে পৃথক ভাবে; তখন তাদের হাতে আকার যে রকম ছিল, তাদের অনেকটা সেই রকম দেখতে।

এই হাতের জাতক কুলি, মজুর, সৈনিক, প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোক হয় এবং এদের মধ্যে কোমল, সূক্ষ্মভাবে কম থাকে। সে রকম অনুভূতিও কম থাকে। এদের মনটা হয় যান্ত্রিক। এদের মধ্যে সূক্ষ্মতা গ্রহণক্ষমতা থাকে কম। অবশ্য গান, বাজনা, আদিরস প্রভৃতি এদের ভাল লাগে। এদের মেনর মধ্যে পাশবিক ভাব কিছু বেশি, উচ্চ ভাব কিছু কম। এরা উচ্চশিক্ষিত হয় না এবং তা ভালও লাগে না। যদি এদের বুড়ো আঙুল শক্ত হয়, গাটগুলো শক্ত হয় ও হাতের চেটোতে গিয়ে ঠেকে, তবে এরা যে কোনও শ্রমের কাজ করুক না কেন, উচ্চশিক্ষিত লোকদের সঙ্গে ভালভাবে মানিয়ে চলতে পারে।

২. সূক্ষ্মাগ্র হাত

এদের হাতের আগা সরু হয় এবং চারুটি আঙুল মিলে একটি গঠন করে। এরা বিচার-বিশ্লেষণ ভাবসম্পন্ন হয়। আবার কোনও গুণ নিয়ে বিচার বা বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করতে ভালবাসে। এরা ভাবে সমালোচক, সুবক্তা, রাজনীতিবিদ, সংবাদপত্রসেবী প্রভৃতি হয়। এঁদের মত সহজে পাল্টানো যায় না, এবং মন দৃঢ় হয়।

খুঁটিনাটি নানা বিষয় নিয়ে এরা এভাবে এবং তার সমাধান করতে পারলে খুব খুশী হয়। নিয়ম ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা এদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এরা খেলাধূলাও খুব ভালবাসে।

এরা সমাজের নানা বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায় এবং সমাজের নানা সংস্কারও করে থাকে। নতুনকে এরা ভালবাসে এবং সব সময় প্রাচীনকে পাল্টে নতুন পথে সমাজকে নিয়ে যেতে চায়। এটি উন্নতিকামীও হয়।

কোনও লোক বাইরে থেকে এদের দেখলে ঠিক চিনতে পারেন না। মনের কথা খুব চাপা রাখে এরা। এরা খুব ধৈর্যশীল হয়। বিপদে এরা সহজে বিচলিত হয় না কখনো।

চরিত্রবল এদের অপরিসীম। এা বড় বিপ্লবী বা সমাজবিপ্লবী বা ধর্ম প্রচারক হয়ে থাকে। এদের অনেকে বড় রাজনীতিবিদও হয়ে থাকে।

বহু বড় রাজনৈতিক নেতা, বিপ্লবী, সাংবাদিক, সমালোচক, রক্তা, কূটনীতিক প্রভৃতির হাত এমনি দেখা যায়। তবে জটিল চিন্তা যতটা ততটা সৃষ্টধর্মী না হতেও পারে।

৩. মিশ্র হাত

এ ধরনের হাতের এক একটি আঙুল এক এক প্রকার বা দু'টি ভিন্ন জাতের হয়। এ জাতকের চরিত্র হয় হেয়ালী ভাবসম্পন্ন। এরা দুটি বা ততোধিক বিপরীত স্বভাবের লোক হয়।

নানা বিষয়ে এদের কিছু কিছু জ্ঞান থাকে কিন্তু কোনও বিষয়ে জ্ঞান না হতেও পারে। কখনো একটি বা দুটি বিষযে বেশ জ্ঞান লাভ করে।

পরস্পর বিরোধী ভাব এদের মনের মধ্যে দানা বেঁধে থাকতে পারে। এরা কখনো শান্ত, কখনো রাগী, কখনো বুদ্ধিমান, কখনো বা বোকা বনে যায়।

নানা বিষয়ে জ্ঞান থাকার জন্যে এরা মাঝে মাঝে একটু দাম্ভিক প্রকৃতিরও হয়ে থাকে। এক কথায় এরা বোকা-চালাক হয়।

এদের কথার মূল্য কম থাকে-অস্থিরচিত্ত হয় এরা। ভাল-মন্দ নানা গুণ এদের থাকতে পারে। এরা সব জায়গাতেই মানিয়ে নিতে পারে। বহু লোকের ভালবাসা এরা জীবনে পেয়ে থাকে।

এরা একাধিক বিষয়ে জ্ঞানী হয় বটে, তবে কোনও একটি দিকে যাওয়াই ভঅর- না হলে কোনটাতেই জ্ঞানের পূর্ণতা আসবে না। একদিকে গেলে নিজেকে ঐদিকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়।

বিশেষ বক্তব্য-মনীষী কিরোর মতে যে সাতটি ভাগে হাতকে ভাগ করা হয়েছে তা বেনহ্যামও স্বীকার করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, এর জীবনে কতটা সফল বা অসফল, খ্যাত, বা কুখ্যাত, মহান বা নীচ হবে, তা বিচার করতে গেলে গ্রহদের মাউন্ট এবং রেখাদি সব বিচার করতে হবে।

এ বিষয়ে বিস্তৃত জ্ঞান লাভ করার জন্য তিনি গ্রহ অনুযায়ী হাতকে সাত ভাগে ভাগ করেছেন।

এবারে আর একটি বিশেষ বিষয় অর্থাৎ বিভিন্ন ভঙ্গিতে হাত রেখে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরার প্রবণতার বিচার আলোচনা করা হচ্ছে। এটি বেনহ্যামের বিচারের একটি বিশেষ দিক।

৪. স্থুলাগ্র হাত

এ হাতের আঙুলগুলির অগ্রভাগ হয় স্থূল ও মোটা ধরনের। নখগুল লম্বাটে ধরনের। আঙুলের গাঁট কম বা বেশি থাকে।

স্বাভাবিক গাঁট থাকলে, জাতক নৌবিদ্যা, স্থপতি, হিসাবসংক্রান্ত কার্যকলাপ, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন, গণিত প্রভৃতি শাস্ত্রে পারদর্শী হয়।

এরা খুব স্বাধীনচেতা ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হয়। তবে এদের প্রকৃতি চঞ্চল হয় এবং অনেক সময় স্থিরভাবে এগোতে পারে না। সব কাজে তাড়াহুড়ো, তাড়াতাড়ি কাজ করতে চায়। এরা হঠাৎ রাগে, তবে রাগ ক্ষণস্থায়ী হয়। এরা সুরসিক-হাসি ঠাট্টা, কৌতুক, তামাসা, প্রভৃতি খুব ভালবাসে।

এরা ক্যারিকেচার দেখতে ও করতে ভালবাসে। জীবনের প্রতিটি ক্ষণ হাসি, তামাসা ও তাড়াহুড়োর মাঝ দিয়ে কাটাতে চায় এরা।

৫. চৌকো হাত

এদের হাতের করতল, আঙুলের পর্বগুলি এবং আগা সব চৌকো মত হয়। চৌকো হাতের আঙুলগুলির প্রায়ই সংবদ্ধ থাকে এবং সমতল হয়।

এটা মোটেই কল্পনাপ্রিয় নয়। চাকরি এরা করতে পারে বটে, তবে চাকরির চেয়ে ব্যবসাতেই এরা ভালভাবে উন্নতি করে থাকে। এরা কাজকে ভালবাসে এবং সব সময় কাজে লিপ্ত থাকতে চায়। এরা খুব নিয়ম ও শৃঙ্খলার পক্ষপাতী। এরা শাস্ত্র-জ্ঞানী হয়। ধর্মশাস্ত্র, কাব্য, রাজনীতি, চিত্রবিদ্যা, ইতিহাস প্রভৃতি এদের প্রিয় হয়ে থাকে।

এরা খুব সৎ প্রকৃতির লোক, সদাচার সম্পন্ন হয় এবং নোংরা মোটেই পছন্দ করে না। সর্কর পোষাকে, আচারে ব্যবহারে, এরা খুব ছিমছাম ও মার্জিত হয়। গাঁটি কম থাকলে এরা কর্মঠ, যুক্তিবাদী, বাস্তব জ্ঞান সম্পন্ন হয়ে থাকে।

৬. দার্শনিক হাত

দার্শনিক হাত প্রধানত: দু' ধরনের দেখা যায়।

১. প্রথম প্রকার দার্শনিকের হাতের আঙুলগুলো লম্বা, কিন্তু বড় বড় গাঁট থাকে।

২. দ্বিতীয় প্রকার হাতের আঙুলগুলো ছোট, কিন্তু বড় বড় গাঁট থাকে তাতে।

প্রথম প্রকারের দার্শনিক হাতের লোকেরা বিশ্লেষণ ভাবসম্পন্ন এবং এদের ভবিষ্যৎ অনুভূতি খুব বেশি থাকে। এদের বৃদ্ধাঙ্গুলি দীর্ঘ হলে এরা খুব সুনামী এবং উদ্ভাবনী শক্তিযুক্ত হয়ে থাকে।

এরা বিদ্যা ও ধর্ম নিয়ে আলোচনা, উদ্ভাবনা প্রভৃতি করে এবং খ্যাতি পায়। দর্শন, বিজ্ঞন, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতিতে এরা খুব জ্ঞানী ও বিখ্যাত হয়ে থাকে। এরা খুব যুক্তিবাদী, চিন্তাশীল ও সঞ্চয়ী হয়।

দ্বিতীয় প্রকার দার্শনিক হাতের লোকেরা গুপ্তবিদ্যা, তন্ত্রমন্ত্র, রোগ প্রভৃতি নিয়ে চর্চা করতে ভালবাসে। নৃত্য গীত প্রভৃতি ভালবাসে। এরা চেষ্টা করলে বড় তান্ত্রিক প্রভৃতি হতে পারে।

এরা সৎ, সত্যবাদী। ধর্মচর্চা করে এদের অনেক বিরাট বিখ্যাত লোক হয়। এরা খুব চিন্তাশীল। বড় বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক প্রভৃতিও হতে পারে এরা। অনেক বড় বড় তান্ত্রিক, বিচারক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতির হাত এমনি।

অর্থ চিন্তা এরা বেশি করে না। তার চেয়ে তত্ত্বচিন্তা, উচ্চচিন্তা, বিচার বিশ্লেষণ প্রভৃতি করে সময় কাটাতে ভালবাসে। এরা বিখ্যাত জ্যোতিষীও হতে পারে। নির্জন স্থানে থাকতে এরা খুব ভালবাসে। হঠাৎ কোনও আঘাতে এদের মৃত্যু হয়। এরা কাপালিকও হতে পারে।

৭. শিল্পীর হাত

যত প্রকারের হাত আছে, তার মধ্যে এই শিল্পীর হাত দেখতে সুন্দর। এদের হাতের আঙুলগুলো হয় লম্বা ছুঁচালোআট বেশি থাকে না। চেটো হয় মোটা ও লম্বা।

এরা খুব সৌন্দর্য প্রিয়। শিল্পের দিকে গেলে এরা খুব উন্নতি করে। এরা খুব সামাজিক হয় না। কিছুটা স্বার্থপর ধরনের হয়।

এরা খুব ভাবপ্রবণ হয়। তার ফলে অনেক সময় বিনা কারণে নিজের ক্ষতি করেও বসতে পারে। এদের প্রকৃতি খুব কোমল-তাই সাধারন লোক অনেকে এদের নিজের কাজে লাগিয়ে প্রাপ্য বিষয়ে বঞ্চিত করতে পারে।

সঙ্গীত, চিত্রকলা, শিল্প, কাব্য, নৃত্য, গীত, যাত্রা, সিনেমা প্রভৃতি এদের প্রিয় হয়। এরা সর্বদা আনন্দময় প্রকৃতির হয়।

এরা শিল্পচর্চা করে; এরা কোনও শিল্পের চর্চায় গেলে বেশ উন্নতিও করে।

এদের অনেকে বড় শিল্প, সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ, অভিনেতা, কবি, গীতিকার,

গায়ক প্রভৃতি হতে পারে। এরা এ সব পথে গেলে বেশ খ্যাতি পেতে পারে। তবে খ্যাতির তুলনায় অর্থ পায় না বা ঠিকমতো তা সর্বদা উপার্জন না করতেও পারে।

হাত সাধারণভাবে বহন করার ভঙ্গিমা

হাত কিভাবে কোনও লোক বহন করে, তা থেকে তার জীবনের বিষয়ে পূর্ণভাবে বিচার করা সম্ভব হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে বিভিন্ন পাশ্চাত্য হস্তরেখা বিজ্ঞানী নানাভাবে বিচার করেছেন। এ বিষয়ে বেনহ্যামও নানা ভাবে বিচার করেছেন। এখানে এ সব বিষয়ে মোটামুটি কতকগুলি কথা বলা হচ্ছে।

ক. অনেকে হাতকে পকেটের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন। তাদের দেখা যায় সাধারণত: হাত দেখাতে চান না বা হাত রেখার কথা বললে বিরক্ত হন। তার অর্থ তাঁদের জীবনে এমন কতকগুলি গোপন বিষয় আছে, যা তাঁরা প্রকাশ করতে চান না সহজে। তিনি নিজেকে প্রকাশ করতে চান না-তাঁর চরিত্রের অন্ধকার দিককে ঢেকে রাখার জন্য তিনি সচেষ্ট হন। এরা অসত্যবাদী হয়।

খ. আর একদল লোক আছেন, যাঁরা দু'টি হাত দু'পাশে রেখে চলেন কিন্তু মুঠি দৃঢ়ভাবে বন্ধ থাকে। বোঝা যায় এ লোকটি নিজের লক্ষ্য স্থির রেখে বিরাট আত্মবিশ্বাস ও প্রতিজ্ঞা নিয়ে কাজ করে চলেছেন।

এ লোকটি আবার কখনো ঘটনার চাপে একটি নির্দিষ্ট পাথে কাজ করে চলেছেন, কিন্তু তা আসলে তাঁর পক্ষে পূর্ণ মন:পূত না হতেও পারে। এঁদের ব্যক্তিত্ব প্রবল হয় এবং সহজে নিজ মত থেকে এদের টলানো যায় না। এইসব লোকের মধ্যে একটা উচ্চ আদর্শ এবং লক্ষ্যও অনেক সময় দেখতে পাওয়া যায়।

গ. অনেক পুরুষ সব সময় সুন্দর ও আকর্ষণীয় পোশাক পরে চলাফেরা করে, বাঁ হাত ঝুলে থাকে মুঠি খোলা। ডান হাত একটু তোলা এবং যথাসম্ভব আর্টিষ্টিক ভাবে রেখে চলাফেরা করতে ভালবাসে। এরা একটু মেয়েলি ধরনের হতে পারে-যা তাদের চলাফেরা কথাবার্তায় বোঝা যায়।

এদের লক্ষ্য স্থির থাকে না সব সময়। এরা শিল্প ও সুরুচির অধিকারী হয়। তবে সময় কোন পথে চললে ভাল হবে, তা বুঝতে পারে না। সঠিকপথে চালিত হলে এরা জীবনে বেশ উন্নতি করতে পারে। এদের মধ্যে সুরুচি, শিল্পবোধ প্রভৃতি বেশ ভালভাবে থাকে দেখা যায়।

ঘ. অনেককে দেখা যায় হাত সাধারণভাবে দু'পাশে ঝুলিয়ে চলেন। আর তণার নিজের সম্পর্কে কিছু বলার সময় সর্বদা খুব সাবধানে কথা বলেন। তিনি

আঙুল বা হাত সর্বদা বন্ধ রেখে চলাফেরা করতে ভালবাসেন। তাঁর মনের মধ্যে কোন ব্যবসায়িক গোপন কথা আছে বা ব্যবসাগত গোপনীয়তা আছে, প্রকাশ করতে তিনি আগ্রহী নন।

তাঁর মনে হয়তো অতীতের বিরাট অনুজ্জ্বল দিক কিছু নেই, তবু সর্বদা নিজেকে গোপন রাখার একটা বিশেষ চেষ্টা তাঁর মধ্যে থাকে। তিনি চান, তাঁর প্রশ্নগুলির সটিক বিচার-সব রকম বিচার পূর্ণভাবে তিনি চান না, বা তা নিয়ে আলোচনাও পছন্দ করেন না। তাঁর মনের কথা সহজে বের হয় না।

তিনি আগের প্রথম শ্রেণীর মতো অত বেশি গোপনতা পছন্দ না করেও, চান তাঁর মনের সমস্যার সমাধান, তার বেশি কিছু নয়।

ঙ. একদল পুরুষ হাত কখনো দুপাশে রাখেন, কখনো পকেটে রাখেন, কখনও কোনও জিনিস নাড়াচাড়া করেন। কখনো বা বেশভূষা ঠিক করেন। সর্বদা একটা অস্থিরভাব তাঁদের মধ্যে প্রকাশ পেতে থাকে। এঁদের লক্ষ্য সঠিক নয় তা সর্বদা বুঝতে পারা যায়। এঁরা কোন্ পথে চললে ভাল হয়, তা নিজেরাই বুঝতে পারেন না। তবে এঁদের মন দৃঢ় হতেও পারে। এঁদের পাশে সঠিক নির্দেশ দেবার মত লোক থাকলে এঁরা জীবনে বেশ উন্নতি করতে পারেন।

চ. এক ধরনের নারী দেখা যায়, যাঁরা বাঁ হাত বেশ দর্শনীয় করে কোমরে রাখেন এবং ডান হাত মুড়ে কনুই বাঁকিয়ে উপরে বুকের কাছে রাখেন। ডান হাতের মধ্যমা এবং অনামিকা বন্ধ রেখে তর্জনী এবং কনিষ্ঠ খুলে একটা 'পোজ' করে চলেন। এঁদের চলাফেরা ও বেশভূষার মধ্যে একটা ছিমছামভাব সর্বদা ফুটে ওঠে। কোনও পুরুষকে এভাবে দেখা যায় না। এঁরা নিজের সম্পর্কে সচেতন খুব বেশি। এঁরা প্রায়ই শিল্পীর মতো গুণী বা গুণযুক্ত হন। এঁরা সুন্দরকে ভালবাসেন এবং চান যে লোক তাঁদের দেখুক এবং তাঁদের গুণের তারিফ করুক। এঁরা বেশ উৎফুল্লভাবে কথাবার্তা বলেন। গৃহিণীরাও এরূপ হতে পারেন। এঁরা হাতের কাজ, শিল্পকাজ, ছবি আঁকা, নাচ গান প্রভৃতি যে কোনও কলায় পারদর্শিনী হতে পারেন কিনা-তা হাত দেখলে বোঝা যাবে।

ছ. এক ধরনের লোক আছে, যারা হাত পকেটে বা ভাঁজ করে বা দুটি হাত আড়াআড়ি করে এক হাত অন্য হাতে রেখে, ধীরে ধীরে চলে। এরা কথা বলতে শুরু করবে অনেক কথা এক সঙ্গে বলতে ভালবাসে। নিজের সম্পর্কে বলা বা শোনা ছাড়া অন্য কথাবার্তা এরা পছন্দ করেন না। এরা যখন একদিকে মন দেয়, অন্যদিকে তখন মন থাকে না। এরা নিজের সম্পর্কে যেন সর্বদা সচেতন এবং নিজেকে সর্বদা একটা কেউকেটা ভাবে।

জ. এক হাত পেছনে দিয়ে এক হাত সামনে তুলে বেশ গর্বিত ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে চলে এক প্রকার লোক। এরা প্রায়ই হয় অহংকারী এবং নিজেকে বিরাট বড় মনে করে এবং অন্য সকলকে অতি ক্ষুদ্র বা তৃণবৎ জ্ঞান করে থাকে। এদের চলাফেরা মাপা, কথাবার্তা কম বলে থাকে। নিজের ভারীত্ব সম্পর্কে খুব বড় ধারণা এদের। যদি এরা দেখে যে কেউ এদের শ্রদ্ধা করছে না, তা হলে এরা খুব বিরক্ত হয়ে ওঠে এবং তাদের সঙ্গে কথা বলতে বা মিশতে চায় না। এরা প্রায়ই খুব দাম্ভিক হয়।

ঝ. এক ধরনে লোক থাকে, যারা সব সময় হাত দিয়ে পকেটে, রুমাল, ঘড়ি, জামা, কাপড় প্রভৃতি নাড়াচাড়া করতে করতে পথ চলে থাকে। এদের বলা হয় ধীর এবং কথা খুব থেমে থেমে বলে থাকে। এরা একটু নার্ভাস প্রকৃতির লোক হয়ে থাকে। এদের মধ্যে শান্তভাবে, বিপদে ধৈর্য প্রভৃতি কম দেখতে পাওয়া যায়। এরা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং তার জন্যে অনেক সময় কাজে ক্ষতিও হয়।

ঞ. এক ধরনের লোক থাকে, যারা দুহাত পেছনে সংবদ্ধ রেখে অতি ধীরে চলে। এরা খুব সংযত ধরনের লোক এবং খুব হিসাব করে চলে থাকে। এরা সহসা ভুল করে না এবং আগে থাকতেই সব বিষয়ের খারাপ দিক চিন্তা করে সতর্ক হয়ে কাজকর্ম করে থাকে। এরা চেষ্টা করলে জীবনে উন্নতি করতেও পারে বেশ। এরা ধীর বটে, তবে সন্দিগ্ধমনা।

ট. এক ধরনের লোক দেখা যায়, যারা সব সময় দুটি হাত পূর্ণ করে খুলে চলাফেরা। তাঁরা নিজের সম্পর্কে সব জানতে চান এবং যত বেশি তাঁরা শুনতে পান, ততই তাঁদের তা ভাল লাগে। এঁদের কোনও বিশেষ প্রশ্ন করতে বললে তা বিশেষ করেন না। বলেন, কোন পথে চললে ভাল হবে এবং কি ভাল হবে সব খুলে বলুন। এদের জীবনের লক্ষ্য স্থির নেই এবং মনের দৃঢ়তা কিছুটা কম তা বুঝতে পারা যায়। এঁরা জীবনে প্রায়ই প্রতারিত হন। এঁদের জীবনে এঁরা অতি সহজে মত পাল্টান এবং চরিত্রে দৃঢ়তা কম থাকে। এঁরা টাকা সঞ্চয় বেশি করতে পারেন না। এঁরা নিজেদের সম্পর্কে সব কথা দ্রুত বলে শেষ করতে পারলে যেন বাঁচেন।

ঠ. দুটি হাত দুপাশে এমন ভাবে ঝুলে থাকে এক ধরনের লোকের যেন হাত দুটি খুব ভারী। এরা চলার সময় হাত দোলায় না। দেহ এবং মাথা যেন সামনের দিকে একটু বাঁকানো থাকে এদের। যদি কেউ কথা বলতে চায়, তাহলে এরা যেন তাদের দিকে বিস্মিতভাবে তাকিয়ে থাকে। এদের মনে একটা অবসাদ ভাব থাকে। এরা তাই জীবনে বিরাট উন্নত হবার চেষ্টা, অনেক সময় করতে পারে

না। এরা যেন দু:খের ভারে সর্বদা অবনত। এরা জীবনে উন্নত হবার স্বপ্ন দেখে না। বিশ্ব সম্পর্কে যেন এরা ক্লান্ত। জীবনের পথে চলতে চলতে এবং বাধা পেতে পেতে যেন এরা বিষাদগ্রস্ত।

ড. একদল লোক দুটি হাতই খোলা রাখে, তবে একটা হাত বা দুটি হাত সামনে রেখে চলে। কিন্তু তাদের চলার মধ্যে একটা সচকিত ভাব থাকে। সব সময় চারদিকে প্রতিটি বস্তু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে চলে। এরা ভাল সমালোচক হতে পারে এবং ভাল গোয়েন্দা পুলিশ এবং বিশ্লেষণী শক্তিযুক্ত হয়। এরা খুব বুদ্ধিমান হয়। এদের চোখ চারদিকে ঘোরে। এরা খুব ভাল পরামর্শ-দাতা হয়। এরা নিজের এবং অন্যের সম্পর্কে অনেক কথা সহজে সঠিকভাবে বিচার ও চিন্তা করতে পারে। এরা জীবনে সহসা ঠকে না। সব কাজ বেশ বিচার ও চিন্তা ক'রে করে। এরা প্রায়ই জীবনে উন্নতি করে-যদি অবশ্য গ্রহ এবং মাউন্ট প্রভৃতি ভাল হয়।

ঢ. এক ধরনের লোক চলার সময় হাত, মাথা মুখ উপরের দিকে কিছুটা ভুলে চলে। এদের পথ চলাতে একটা শব্দ উঠে থাকে। এরা আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন এবং উচ্চ আদর্শের লোক হয়ে থাকে। নীচতা বা ক্ষুদ্রতা এদের চরিত্রে বেশি থাকে না।

এইভাবে বিভিন্ন ধরনের লোকের চলাফেরা, ভাবভঙ্গী দেখে এবং তাদের হাত বহন করার ভঙ্গী দেখে নানা কথা বোঝা যায়। তবে তা সব সময় প্রকাশ করা উচিত নয়। এদের ভাব দেখে তারপর হাত দেখে পূর্ণ বিচার করে, সব কথা বলা কর্তব্য।

তবে মানুষকে চেনা, তার প্রকৃতি জানা প্রভৃতির জন্যে এগুলি জানা উচিত। এভাবে মানব-প্রকৃতি জানলে হস্তরেখা বিচার করা অনেক সহজ হয়ে থাকে এবং তার ফলে এ বিষয়ে খ্যাতিলাভ করা ও সহজ হয়।

নমনীয় এবং অনমনীয় হাত

অনেক হাত সহজেই চাপ দিয়ে হাতটি এবং আঙ্গুলগুলি নোয়ানো যায় এদের বলা হয় নমনীয় হাত। যাদের হাত সহজে এভাবে নোয়ানো বা বাঁকানো যায় না তাদের বলে অনমনীয় এ দু'ধরনের ছাড়া ও কারও হাত মাঝামাঝি হয় অর্থাৎ খুব নমনীয় এবং অনমনীয়ও নয়। তাদের বলা যায় মধ্যম ধরনের হাত।

এখন প্রত্যেক ধরনের হাত থেকে কি কি বিষয় বিচার করা যায় তা বর্ণনা করা হচ্ছে। ১. নমনীয় হাতের লোকে সুযোগ পেলেও অন্যের সহায়তা নিয়ে জীবনে বড় হয়। তবে তাদের প্রতিভা থাকে। অনমনীয় হাতের লোকেরা জীবনে শ্রম ও সংগ্রাম করে বড় হয়। মধ্যম হাতের লোকেরা তার মাঝামাঝি হয়।

২. নমনীয় হাত চাপে সহজে বেঁকে যায় অনমনীয় হাত চাপে সহজে বেঁকে যায় না। মধ্যম হাত সামান্য কিছুটা বেঁকে যায় মাত্র।

৩। নমনীয় হাতের লোকেরা সহজে অন্যের সঙ্গে মিশ্রতে পারে এবং সহহজে যে কোন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, কিন্তু শক্ত হাতের লোকেরা তা পারে না। মধ্যম হাতের লোক তার মাঝামাঝি হয়।

৪. নমনীয় হাতের লোক উদার হয় এবং অন্যের কথায় সহজে চালিত হয়। অনমনীয় হাতের লোক, নিজ মত ছাড়া অন্য কারও মতে চলতে চায় না। মধ্যম হাতের লোক মাঝামাঝি হয়।

৫. নমনীয় হাতের লোকের মত সহজে পাল্টায়, অনমনীয়দের তা হয় না মধ্যমদের মাঝামাঝি হয়।

৬. নমনীয় হাতের লোকেরা লোকের বিপদে যতটা সাহায্য করে অনমনীয় হাতের লোক তা করে না। তারা বলে, আমি যেমন কষ্ট করে উন্নতি করেছি তারাও তেমনি করুক। মধ্যম হাতের মন মাঝামাঝি হয়।

৭. নমনীয় হাতের লোকেরা যত সহজে প্রতারিত হহয় অনমনীয় হাতের লোক তা হহয় না। মধ্যম হহাতের ভাব মধ্যম।

৮. নমনীয় হাতের লোক নানা গুণের অধিকারী হতে পারে অনমনীয় হাতের লোকেরা একটি দিকে মাত্র খ্যাতি পায়। মধ্যম হাতের ভাব মধ্যম হয়।

৯. নমনীয় হাতের লোকেরা যত সহজে লোককে ক্ষমা করতে পারে অনমনীয়রা তা পরে না। মধ্যম হাতের লোকেরা মাঝামাঝি হয়।

১০. নমনীয় হাতের লোকেরা শিল্প মনযুক্ত হয়। অনমনীয় হাতের লোকেরা বেশি প্র্যাকটিক্যাল ও টেকনিক্যাল হয়। মধ্যম হাতের লোকেরা দুটিই হতে পারে।

১১. নমনীয় হাতের লোকদের ব্যয় বেশি হয়। অনমনীয় হাতের লোকেরা হয় সঞ্চয়ী মধ্যম হাতের লোকেরা মাঝামাঝি।

১২. নমনীয় হাতের লোকেরা যত সহজে অন্যদের প্রভবিত করতে পারে, অনমনীয়রা তা পারে না। প্রথম দলের বন্ধু থাকে প্রচুর দ্বিতীয় দলের বন্ধু থাকে। মধ্যম হাতের লোকদের ক্ষেত্রে তা মাঝামাঝি হয়ে থাকে।

১৩. নমনীয় হাতের লোকেরা মনের কথা খুব গোপন রাখতে পারে না। তারা প্রায়ই সরল হয় এবং অকপটে সব কথা ব্যক্ত করে। অনমনীয় হাতের লোকেরা মনের কথা সহহসা কাউকে বলতে চায় না। তারা চাপা হয়। মধ্যম হাতের লোকেরা এর মাঝামাঝি হয়ে থাকে।

১৪. নমনীয় হাতের লোকেদের মধ্যে প্রাণশক্তির স্পন্দন যতটা দেখা যায় অনমনীয়দের মধ্যে তা দেখা যায় ন্যাধ্যম হাতের লোকেদের তার মাঝামাঝি হয়।

১৫. নমনীয় হাতের লোকেরা জীবনে বিরাট কিছু কীর্তি স্থাপন করতে পারে : অনমনীয়রা তা পারে না। মধ্যমরা ঠিক তার মাঝামাঝি হয়।

১৬. নমনীয় হহাতের লোকেরা যে কোনও আঘাত পেলে, সহজে ভেঙে পড়ে। কিন্তু অনমনীয় হহাতের লোকেরা তা পড়ে না। তারা দৃঢ়ভাবে শ্রম ও সংগ্রাম করতে পারে। মাঝামাঝি হাতেরা তার মাঝামাঝি হয়ে থাকে।

১৭. নমনীয় হাতের লোকেরা সহজে কোন গর্হিত কাজ করতে পারে না। অনমনীয় হাতের লোকেরা রেগে গেলে যে কোনও নির্দয় কাজ করতে পারে। মধ্যম হাতের লোকেরা তার মাঝামাঝি হয়।

১৮. নমনীয় হাতের গুণ হলো তাদের মনও সহজে নমনীয় হয়। কিন্তু যাদের হাত অনমনীয় দৃঢ় তাদের মনও অনমনীয় এবং দৃঢ় হয়ে থাকে। মধ্যম হাতের মন মধ্যম হয়।

১৯. নমনীয় হাতের লোকেরা কুটবুদ্ধিসম্পন্ন হতে পারে। তারা মুখোমুখি শত্রুতা করে না : করে গোপনে। অনমনীয় হাতের লোকেরা প্রকাশ্যে শত্রুতা করে থাকে। মধ্যম হারো হয় মাঝামাঝি।

নমনীয়, অনমনীয় এবং মধ্যম হাত সম্পর্কে যে সব তথ্য জানা গেল সেগুলি সম্পর্কে শেষ বিচার করার আগে অবশ্যই হাতের মাউন্টগুলি এবং রেখাগুলি ভাল করে লক্ষ্য করে দেখা কর্তব্য। তারপর শেষ সিদ্ধান্তে আসা উচিত।

তবে এটা শুধু প্রকৃতিকে নির্দেশ করার উপযুক্ত একটি বিষয় তা বলা চলে।

হাতের আঙুল এবং হাতের নখ প্রভৃতি বিচার ছবি

হাতের আঙুল, হাতের নখ, আগা, গাঁট প্রভৃতি দেখে নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যায়। এ বিষয়ে এখানে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হচ্ছে। হাতের আঙুল পাঁচটি। তা হলো- আঙুল বিচার করার সময় প্রতিটি আঙুল ভাল করে দেখতে হবে। হাত দেখার সময় হাতের আঙুলগুলি সবল এবং সমান পুষ্ট কিনা তা দেখা কর্তব্য। কোন আঙুল ছোট বা বড়, এবং কিছু অস্বাভাবিকতা আছে কিনা তা দেখতে হবে। প্রত্যেকটি আঙুলের নাম এবং বর্ণনা আগেই দেওয়া হয়েছে।

১. বৃদ্ধাঙ্গুলি : করতল এবং শুক্রের ক্ষেত্র থেকে এ আঙুল দণ্ডায়মান বলে একে শুক্রের আঙুল বলা হয়।

২. তর্জনী : শনির ক্ষেত্রের উপরে এই আঙুল দণ্ডায়মান। তাই একে শনির আঙুল বলে।

৪. অনামিকা : রবির ক্ষেত্রের উপরে এই আঙুল দণ্ডায়মান। তাই একে রবির আঙুল বলা হয়।

৫. কনিষ্ঠা : বুধের স্থানের উপরে এই আঙুল দণ্ডায়মান। তাই একে বুধের আঙুল বলা হয়।

ক. আঙুলের পর্ব

গাঁট অনুযায়ী আঙুলকে তিন ভাগে ভাগ করে প্রতিটি মাঝের অংশকে পর্ব বলে। প্রতিটি আঙুলের পর্বকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে হবে হস্তরেখাবিদ্কে। সে সঙ্গে সঙ্গে নখ বিচারও করতে হবে। কি ধরনের নখ, তা থেকেও মানব চরিত্রের অনেক কিছুই জানা যায়। কোনও আঙুল ঈষৎ বাঁকা বা বিসদৃশ কিনা, তা দেখতে হবে। তাহলে যে গ্রহের আঙুল, ঐ গ্রহটি অশুভ বলে বুঝতে হবে।

প্রথম পর্বগুলি নির্দেশ করে, জাতকের উচ্চ ভাবধারা, আদর্শ, ধর্মভাব প্রভৃতি। দ্বিতীয় পর্বগুলি নির্দেশ করে, প্রেম, প্রীতি, স্নেহ, ভালবাসা, হৃদয়বত্তা প্রভৃতি। তৃতীয় পর্বগুলি নির্দেশ করে, একগুঁয়েমিতা, হঠকারিতা, অসাধুতা, অন্যের উপরে প্রভুত্ব করার ইচ্ছা প্রভৃতি। আঙুলের কোন্ পর্ব অধিকতর বড় এবং সুগঠিত, তা দেখে কোন্ ভাব জাতকের মধ্যে বেশি, তা বুঝতে পারা যায়।

খ. কনিষ্ঠা অঙ্গুলি

এই কনিষ্ঠা অঙ্গুলির কারক হচ্ছে বুধ। বুধের স্থান ও আঙুলটি যদি সুগঠিত হয়, তাহলে জাতকের প্রকৃতি শিশুর মতো হয়, সব কিছু জানার ইচ্ছা তার থাকে। সরলতা, চঞ্চলতা, জ্ঞান, বুদ্ধি, স্মৃতিশক্তি, অনুকরণ করার মনোভাব, নানা কেমিক্যাল দ্রব্য, চিকিৎসা, আইন সংক্রান্ত বিষয়, বিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র, নানাধরনের কাজে প্রবল ইচ্ছা প্রভৃতি বুধের শুভ কারক। এই আঙুল বেশি ছোট হলে সে রোগগ্রস্ত হয় এবং তার মন কুটিল হয়। তাদের কিন্তু সৎভাবে চলার ও উন্নতি করার মত বুদ্ধি কম থাকে এবং একটু ভোজন-বিলাসী এবং সন্দিগ্ধমনা হয়ে থাকে। এরা হঠাৎ বেশি ক্রোধীও হয়।

কনিষ্ঠার পর্ববিচার : প্রথম পর্বে-জ্ঞান, বিদ্যা, সাধনা, উচ্চ ভাবধারা। দ্বিতীয় পর্বে-ব্যবসা-বাণিজ্য, বিজ্ঞান, গণিত, রসায়ন, বিদ্যার্জনের ক্ষমতা প্রভৃতি। তৃতীয় পর্বে : প্রেম, ভালবাসা, স্নেহ, রাজনীতি, মমতা, কুটিলতা প্রভৃতি বোঝায়।

গ. অনামিকা অঙ্গুলি

এটি হল রবির আঙুল এবং রবি সম্পর্কে জাতকের উপরে তা কতটা প্রভাবশালী তা বোঝা যায়। রবিই একমাত্র গ্রহ, যার সাহায্যে সার্থক হয় মানুষের সৌন্দর্য, জীবনের শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রকৃতি। জীবনের শিল্প, চিত্র, ব্যক্তিত্ব, সরকারী বিষয়াদি, চাকরিতে উন্নতি, জীবনে প্রতিষ্ঠা এবং বন্ধু সংক্রান্ত বিষয়াদি রবির কারকতা। এই আঙুল বাঁকা হলে তার জীবনে উন্নতি ও সুপ্রতিষ্ঠার আশা কম। রবির আঙুল সহজ, সরল, পুষ্ট থাকলেও রবির ক্ষেত্র উন্নত বা রবিরেখা দীর্ঘ ও সোজা থাকলে, সে জীবনের সর্বক্ষেত্রে উন্নতি, সুনাম ও প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়। জাতককে অন্য কোনও গ্রহই অশুভ হলে তার জীবনের উন্নতিতে বাধা দিতে পারে না।

অনামিকার পর্ববিচার : প্রথম পর্বে-বুদ্ধি, চিন্তাধারা প্রভৃতি। দ্বিতীয় পর্বে : বুদ্ধি ও জ্ঞানের বিকাশ ও প্রকাশ প্রভৃতি। তৃতীয় পর্বে : জলপথে ভ্রমণ, জলজ দ্রব্য প্রভৃতিতে ব্যবসা, নৌবাহিনীতে কাজ সমুদ্রযাত্রা, জল প্রভৃতির কারক।

প্রথম পর্ব দীর্ঘ হলে জাতক ভাল আইনজ্ঞ, রাজনীতিজ্ঞ বা বড় ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার প্রভৃতি হতে পারে। যে কোনও জ্ঞানের বিষয়ে উচ্চ শিক্ষিত হয়ে সে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। দ্বিতীয় পর্বটি যদি দীর্ঘ হয় তা হলে জাতক লেখক, ভাবুক, শিল্পী, অভিনেতা, গায়ক, বাদক, চিত্রকর প্রভৃতি হতে পারে। তৃতীয় পর্ব দীর্ঘ হলে জাতক বিদেশ গমন করে বা জলপথে দীর্ঘ ভ্রমণ করে বা নৌবাহিনীর কাজে উন্নতি করে।

ঘ. মধ্যমা অঙ্গুলি

এটি শনির আঙুল এবং এর প্রকৃতি অন্য সব আঙুলের থেকে একেবারে পৃথক। এই আঙুলে অন্য আঙুলের চেয়ে লম্বায় বড়। এই আঙুলের কর্তা হলেন শনি স্বয়ং। এই আঙুল অনামিকা বা তর্জনীর চেয়ে ছোট হলে জাতকের মাথার গোলমাল হয়। এই আঙুল বাঁকা থাকলে, তার সর্বদা দু:খ-কষ্ট ও মানসিক দুশ্চিন্তার মাঝ দিয়ে সময় কাটে। এই আঙুল বাঁকা থাকলে জাতকের মৃগী, হাঁপানি, আঘাত, অথবা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকে। এদের প্রকৃতি অসংযত হয় এবং এরা বেশি কথা বলতে ভালবাসে না। এরা হয় নিস্তব্ধতাপ্রিয় এবং সঙ্গীতজ্ঞ। এই আঙুল সুগঠিত এবং গোড়ার পর্ব বেশ স্থুল হলে সে সুখী হয়। জীবনে দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা বিশেষ হয় না।

মধ্যমার পর্ব বিচার : প্রথম পর্ব-স্বাভাবিক ও সুগঠিত হলে জাতক ধার্মিক, ধীর, গভীর চিন্তাশীল, গম্ভীর ও গুপ্তবিদ্যায় পারদর্শী হয়। এই পর্ব অতিরিক্ত বড় হল জাতক হয় বৈরাগ্য ভাবাপন্ন।

দ্বিতীয় পর্ব : এ পর্ব স্বাভাবিক ও সুগঠিত হলে জাতক জমি-সংক্রান্ত বিষয়, পশুপালন, কৃষিকাজ প্রভৃতিতে দক্ষ হতে পারে। পর্ব অতিরিক্ত দীর্ঘ হলে সেই জাতক লম্পট ও কামুক হয়।

তৃতীয় পর্ব : এ স্বাভাবিক ও সুগঠিত হলে জাতক সংযমী, স্বাধীনতা প্রিয়, গণিতে পারদর্শী হয়। এই জাতক জীবনের সর্ব ক্ষেত্রেই সুখী ও সঞ্চয়ী হয়। কিন্তু ঐ পর্ব শীর্ণ ও অন্য পর্বের চেয়ে বেশি দীর্ঘ হলে জাতক দাম্ভিক, পরশ্রীকাত, কামুক ও ঝগড়াটে হয়। এই পর্ব দীর্ঘ ও সুগঠিত হলে জাতক ভূমিজ্ঞান, প্রকৃতি বিজ্ঞান, খনি সংক্রান্ত বিষয় প্রভৃতিতে বিশেষ দক্ষতা দেখিয়ে থাকে।

৬. বৃদ্ধাঙ্গুলি বিচার

হাতের আঙুল বিচারে বৃদ্ধাঙ্গুলির বিশেষ মূল্য আছে। প্রাচীনকালে দেখা যেত যুদ্ধবন্দীদের এ আঙুলটি পরস্পর সংবদ্ধ করে সবার সামনে দাঁড়াতে হতো। তার ফলে তাদের মনের মধ্যে আপনা থেকে একটা দীনতার ভাব আসতো।

বৃদ্ধাঙ্গুলির সঙ্গে ব্রেনের প্রত্যক্ষ যোগ আছে বলা হয়। বৃটিশ আমলে কঠিন অপরাধীদের ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি কেটে শাস্তি দেওয়া হতো। তার ফলে তারা যথেষ্ট শাস্তি পেত আর তাতে তাদের জীবন কর্মহীন হয়ে যেত।

মহাভারতে দেখা যায়, দ্রোণাচার্য একালব্যের প্রতিভা নষ্ট করার জন্যে তার হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি কেটে ফেলতে আদেশ দেন। বৃদ্ধাঙ্গুলি হাতের পাঁচটি আঙুলের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান তা বুঝতে পারা যায়। প্রাচীনকালে মিশর, গ্রীক, রোম প্রভৃতি দেশের জ্যোতিষীরা বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখেই জাতকের সম্পর্কে অনেক কিছু ব লতে পারতেন তা জানা যায়। বৃদ্ধাঙ্গুলিতেই থাকে জ্ঞানরেখা। এ বৃদ্ধাঙ্গুলির দুটি পর্বের মাঝে করতলে যব চিহ্ন থাকলে তা অতি শুভ চিহ্ন বলে মনে করা হয়। আকার অনুযায়ী বৃদ্ধাঙ্গুলিকে চারভাগে ভাগ করা হয়। তা হলো :

১. নমনীয় বৃদ্ধাঙ্গুলি

যাদের বৃদ্ধাঙ্গুলি নমনীয় হয়, তারা উদার, মহান, হাসিখুশি ভাবযুক্ত হয় এবং তাদের ব্যবহার খুব মিষ্টি বা মধুর হয়ে থাকে। এরা অতি সহজে সব স্থানে ও সব পরিবেশে মানিয়ে চলতে পারে। এরা নিজের মতকে যেমন গুরুত্ব দেয়, তেমনি অন্যের মতকেও শ্রদ্ধা করে এবং তা থেকে শিক্ষা নেবার চেষ্টা করে। এরা খুব সামাজিক, ভদ্র ও মিশুকে হয় এবং সকলের সঙ্গে সহজে মিশতে পারে।

এরা খুব সদালাপী ও মিশুকে হয়ে অনেকের মন জয় করতে পারে। এরা হঠাৎ রেগে যায়, কিন্তু পরে রাগ সহজে ভুলে যায়। প্রেম-প্রীতি, স্নেহ ও জনসেবার কাজে এদের প্রচুর আগ্রহ থাকে।

বুড়ো আঙুল বেশি নমনীয় হলে তারা শিল্পী, কবি, গায়ক, অভিনেতা, খেলোয়াড়, পদস্থ চাকুরে এবং বড় শিল্পবিদ্, অধ্যাপক প্রভৃতি হতে পারে।

বুড়ো আঙুলের মূল হাতের চেটোর যত কাছে থাকবে, জাতক তত হবে কৃপণ প্রকৃতি। তা যত দূরে থাকবে জাতক তত উদার ও ব্যয়শীল হবে।

হাতের আঙুলগুলি খুব সংবদ্ধ থাকলে তারা ধনী, মানী হয় এবং প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করে। এগুলি ছাড়াও মাঝে মাঝে ফাঁক থাকলে তারা বেশি ব্যয় করে অর্থ জমাতে পারে না।

২. কোমর সরু বৃদ্ধাঙ্গুলি

যাদের বৃদ্ধাঙ্গুলির মাঝের বা গাঁটের জায়গা সরু হয়, তারা তারা খুবই চালাক, বুদ্ধিমান, বিদ্বান ও কূটনৈতিক হতে পারে। কেউ তাদের বুদ্ধিতে ঠকাতে পারে না। তাদের প্রতি বিপরীত লিঙ্গের একটা স্বাভাবিক আকর্ষন থাকে। তারা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়। কেউ সহজে তাদের মনের উপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

লোক হিসাবে এরা খুব দায়িত্বশীল হয়। কোন কাজে হাত দিলে, তা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে এবং যে দায়িত্ব দেয় তাকে সন্তুষ্ট করতে পারে। এরা প্রথম জীবন খুব সুবিধা করতে পারেনা : তবে পরিশ্রম ও বুদ্ধির দ্বারা মাঝ বয়সে বা বেশি বয়সে বিশেষ উন্নতি করতে সক্ষম হয়।

৩. অনমনীয় বৃদ্ধাঙ্গুলি

যাদের বৃদ্ধাঙ্গুলি অনমনীয় হয় তারা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক হয় এবং গম্ভীর হয় : কথা কম বলতে ভালবাসে। এরা হয় খুব বাস্তববাদী। এরা প্রশংসাপ্রিয়, স্বার্থপর ধরনের এবং চূড়ান্ত আত্মকেন্দ্রিক হয়ে থাকে। যে-কোন কাজ শেষ করতে এরা বেশ সময় নেয়। তবে সব কাজ খুঁটিয়ে, বিচার-বিশ্লেষণ করে করতে ভালবাসে। এরা নিজেরদ খুব বড় করে দেখে এবং আত্মবিশ্বাসী হয়, এরা সহজে নিজ মত পাল্টায় না। নিজে যা বোঝে, তার উপরে অন্যের মতবাদকে বেশি স্থান দেয় না। চট করে যার-তার সঙ্গে মিশতে বা কথা বলতে এদের দেখা যায় না। যদি দু'জন অনমনীয় বৃদ্ধাঙ্গুলির লোক একত্রে একই ট্রেনের কামরাতে দীর্ঘক্ষণ ভ্রমণ করে, তবে তাদের কেউ কারো সঙ্গে কথা বলবে না।

প্রত্যেকেই পৃথক দিকে মুখ করে বসে থাকবে : বলেছেন পাশ্চাত্য জ্যোতিষীরা। তারা নিজের উপরে প্রচণ্ড আস্থাশীল এবং প্রতিটি কাজ খুব নিখুঁতভাবে করে বলে জীবনে উন্নতি করতে পারে। এদের সঞ্চয়ের দিকে মন খুব

বেশি থাকে। এর নিজ স্বার্থ ছাড়া কোন কাজ করতে ভালবাসে না এবং বড় ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধ লেখক, সমালোচক, আদর্শবাদী, বিপ্লবী, রাজনৈতিক নেতা, বক্তা, অধ্যাপক, কুস্তিগীর, খেলোয়াড়, পালোয়ান প্রভৃতি হতে পারে।

৪. আগা মোটা বৃদ্ধাঙ্গুলি

মোটা আগা বা গদার মত আকৃতির বৃদ্ধাঙ্গুলির আগার পর্বটি মোটা হয় বেশি। যাদের বৃদ্ধাঙ্গুলি এমনি মোটা থ্যাব্ড়া মতো থাকে তারা আদমি স্বভাবযুক্ত হয় এবং তারা ক্রিমিন্যাল বা খুনী হতে পারে। অপরাধী, অত্যাচারী প্রভৃতি লোকের বৃদ্ধ আঙুলটি এই ধরনের বা বিকৃত ও অস্বাভাকি দেখা যায়। তাদের গভীর সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তি, বিবেকবুদ্ধি প্রভৃতি কম থাকে, রেগে গেলে আর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। অনেক সময় মজুর, ঠ্যালাওয়ালা, কুলি, রিক্সাওয়ালা প্রভৃতির বুড়ো আঙুল এ ধরনের দেখা যায়।

৫. বেশি লম্বা বৃদ্ধাঙ্গুলি

বেশি লম্বা বৃদ্ধাঙ্গুলিযুক্ত লোকেরা খুব ব্যয়শীল, শান্তিপ্রিয় ও মেধাবী হয়। এরা বুদ্ধি ও সেবার জন্য বিশেষ খ্যাতনামা হয়। এদের লম্বা বৃদ্ধাঙ্গুলি ব্রেনের অতিরিক্ত ক্ষমতা নির্দেশ করে। স্মৃতিশক্তি প্রবল মন উদার হয় এরা ধীর-স্থির হয় এবং ঝামেলা প্রভৃতি ভালবাসে না। তবে এরা একটু বেশি ব্যয় করে বলে অর্থ সঞ্চয়ে কষ্ট হয়। তবুও জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারে। দৈহিকশক্তি তাদের কম হতেও পারে।

৬. স্বাভাবিক দীর্ঘ বৃদ্ধাঙ্গুলি

যাদের বৃদ্ধাঙ্গুলির দৈর্ঘ্য স্বাভাকি হয় তারা জীবনে ঠিক ব্যালেন্সড্ মনোভাবসম্পন্ন হয়। কোনও দিক দিয়ে বেশি মাতামাতি পছন্দ করে না। এরা সব সময়ে সব বিষয়ে মধ্যপথ অবলম্বন করে।

এরা জীবনে সুখী হয় এবং উন্নতি করে থাকে। বন্ধুত্বের মর্যাদা রাখে, তবে বেশি ত্যাগও করতে রাজী নয়। সর্বদা একটা মাপমতো চলতে চায়।

বৃদ্ধাঙ্গুলির আগার পর্ব বেশি দীর্ঘ হলে, তারা প্রবল ইচ্ছাশক্তির অধিকারী হয়ে থাকে। তারা অন্যের কথা গ্রাহ্য করে না : সর্বদা নিজ মতে চলতে চায়। অবশ্য তাদের স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, মমতা, আবেগ প্রভৃতি বেশি থাকে। এদের জীবনে প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে। এরা আবেগপ্রধান হয়। এদের মধ্যে ঈফধভচ তটর্ধদ থাকে। এরা যাকে শ্রদ্ধা করে, তাকে সব যুক্তিতর্কের বাইরেই শ্রদ্ধা করে এবং তাদের জন্য সব রকম ত্যাগ স্বীকার করতে পারে।

৭. বেশি ছোট বৃদ্ধাঙ্গুলি

বেশি ছোট এবং বেঁটে বৃদ্ধাঙ্গুলি (হাতের তুলনায়) জাতককে করে অহংকারী এবং বেশি গর্বিত। তবে এদের মধ্যে প্রকৃত সৎ, উচ্চ আদর্শ, তীক্ষা, বুদ্ধি কম থাকে : পাশবিক ভাব বেশি থাকে। হঠাৎ রেগে যায় এবং রেগে গেলে ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়। তবে তা আবার চট্ করে কমেও যায়। এরা শ্রমশীল হয় এবং শ্রম দ্বারা জীবনে উন্নতি করে। এরা সরল হয় : মারপ্যাঁচ বা কূটবুদ্ধি এদের মনে থাকে না। তাই জীবনে এরা হঠাৎ ফাঁদে পড়ে প্রতারিত হতে পারে। এরা প্রকৃতিতে একটু চতুর বা কৃপণ ধরনের হয়। বেশি ব্রয় করে না বলে সঞ্চয়ও জীবনে করতে পারে।

৮. গোড়ার পর্ব বেশি দীর্ঘ

এ ধরনের লোকদের বিচারশক্তি খুব বেশি থাকে। এরা খুব বিশ্লেষণী শক্তিযুক্ত হয়ে থাকে। এদের মধ্যে যুক্তি, ন্যায়বোধ চিন্তাশক্তি প্রভৃতি বেশি থাকে। প্রতিটি বিষয় এরা খুব খুঁটিয়ে বিচার করে। আবেগের বশে চলতে চায় না। যাকে শ্রদ্ধা করে, তা খুব বিচার করেই করে থাকে। বিচার এদের প্রায়ই নির্ভুল হয়। তাদের মধ্যে কূটনৈতিক ভাবও থাকতে পারে। এরা ভাল সমালোচক হয়।

বিচার-বিবেচনা, বিশ্লেষণ না করে জীবনে কোনও কাজ করা এদের স্বভাব নয়। তার ফলে কোনও কাজে হাত দিলে, তা শেষ করতে কিছু দেরী হয়। তবে যে কাজ তারা করে, তাতে সহজে ভুল ধরা যায় না। যুক্তি তর্কের দ্বারা এদের না বুঝিয়ে কোনও কাজ করানো যায় না। তবে উপযুক্ত যুক্তি দেখালে, এরা পাল্টে থাকে। অন্যের ভুল-ক্রুটি এদের চোখে খুব বেশি পড়ে : তেমনি নিজের ক্রুটি বুঝেও সেদিকে এরা খুব সাবধান থাকে।

অনেক সময় দ্বিতীয় পর্ব ভেতর দিকে একটি দাগ দ্বারা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়। যাদের এমন হয় ও নিচের অংশ বেশ বড় ও পৃথক থাকে, তাদের মনে ধর্মভাব বেশি থাকে এবং তারা উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব উচ্চ আদর্শ প্রভৃতি পেয়ে থাকে।

৯. বেশি নিচে অবস্থিত বৃদ্ধাঙ্গুলি

বৃদ্ধাঙ্গুলি বেশি নিচে অবস্থিত হলে, এদের মধ্যে পেলব ও সুকুমার ভাব বেশি থাকে। কোন পরিচালনার কাজে সফল হয় : নিজে কাজ করলে বেশি শুভ হয় না। এদের মন উদার এবং ব্যয় বেশি হয়। তবে নানা পথে উন্নতি করলেও অন্যের কথায় বেশি কান দেয় বলে জীবনে মাঝে মাঝে অশুভ ভাব আসতে পারে।

বৃদ্ধাঙ্গুলি সম্পর্কে মোটামুটি বিচার লেখা হলো। নানা প্রকার হাত দেখতে দেখতে এই বিচার ক্রমে ক্রমে গভীর হয় তখন বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখে জীবন সম্পর্কে অনেক কিছু বলা যায়। হাত দেখার অভ্যাস যত বেশি হয় ততই তা থেকে বেশি কথা বলতে পারা সম্ভব হয়ে থাকে তা ঠিক।

১০. বেশি উপরে অবস্থিত

যাদের বৃদ্ধাঙ্গুলি বেশি উপরে অবস্থিত হয় তারা স্থির লক্ষ্যযুক্ত ও দৃঢ়মনা লোক হয় এবং কম খরচ করে। এদের মধ্যে অহংকার বেশি থাকে। এবং এরা শ্রম করে জীবনে সফল হয়। বেশি উপরের বৃদ্ধাঙ্গুলি অবশ্য অশুভ হয়, যদি তারা মন স্থির রেখে কাজ করে।

আয়ুরেখা সম্পর্কে বিশেষ বিচার

আয়ুরেখা থেকে শুধু আয়ুই নির্দেশ করে না, তা প্রাণচাঞ্চল্য, জীবনী শক্তি এবং জীবন উচ্ছলতাও নির্দেশ করে। তার সঙ্গে সমান্তরাল রেখা তাকলে তাকে বলে অনুগরেখা বা মঙ্গলরেখা বা মার্শাল রেখা। এটি থাকলে জাতকের জীবনীশক্তি খুব বেশি হয় এবং সে দীর্ঘায়ু হয়ে থাকে।

১. আয়ুরেখা থেকে কোনও রেখা উঠে চন্দ্রের ক্ষেত্রে গেলে তা শুভ হয়। ঐ জাতক নির্দেশে যায়। তবে ঐ রেখায় যব থাকলে জাতকের বিদেশ কষ্ট বা দু:খ বা বাধা হয়।

২. আয়ুরেখা থেকে রেখা উঠে শনির ক্ষেত্রে গেলে জাতকের ঐ বয়সে উন্নতি হলেও প্রথমে তার জীবনে একটা দু:খ, বিষাদ, হতাশা বা শোক আসবে।

৩. আয়ুরেখা থেকে রেখা উঠে রবির ক্ষেত্রে গেলে জাতক খ্যাতনামা হয়।

৪. আয়ুরেখা থেকে রেখা উঠে বুধের ক্ষেত্রে গেলে তার ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি হয়। তবে তার স্বাস্থ্য মাঝে মাঝে গোলমাল করতে পারে, যদি রেখা গভীর ও স্পষ্ট না হয়।

৫. আয়ুরেখা থেকে রেখা উঠে বৃহস্পতির ক্ষেত্রে গেলে তা শুভ-ফল দেয়।

৬. দুটি আয়ুরেখা পাশাপাথি থাকলে জাতক নানা বাধাবিঘ্ন বা ঝামেলাতে পড়লে, তা থেকে সহজে রক্ষা পায়। তবে দ্বিতীয় রেখাটি আয়ু রেখাকে ক্রস করে চন্দ্রের ক্ষেত্রে গেলে তা অশুভ এবং ঐ বয়সে মানসিক উত্তেজনা বোঝায়।

৭. আয়ুরেখা থেকে রেখা উঠে দ্বিতীয় মঙ্গলের ক্ষেত্রে গেলে, যেখান থেকে উঠেছে ঐ বয়সে যুদ্ধযাত্রা বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা করা বোঝায়। সে যুদ্ধ বা পুলিশ বিভাগের চাকরি পেতেও পারে।

৮. আয়ুরেখা থেকে রেখা প্রথম মঙ্গলের ক্ষেত্রে গেলে ঐ বয়সে ব্যাধি, কষ্ট, দু:খ, হতাশা, শোক অথবা অর্থনাশ বোঝায়।

৯. আয়ুরেখা ও তার স্কনুগরেখা মিশে গেলে অশুভ এবং সে জলে ডুবে, আগুনে পুড়ে বা আত্মহত্যা করে মারা যেতেও পারে, যেখানে মেশে ঐ বয়সে।

১০. কোন রেখা আয়ুরেখাকে কাটলে ঐ বয়সে রোগ, শোক বা অর্থনাশ প্রভৃতি বোঝায়।

১১. আয়ুরেখাতে কোথাও যব চিহ্ন থাকলে ঐ বয়সে কষ্ট, দু:খ, বিপদ প্রভৃতি বোঝায়।

১২. আয়ুরেখাতে তিল চিহ্ন থাকলে, এ বয়সে বদমাস, কুসংসর্গে মেশা, কষ্ট, আঘাতপ্রপ্তি, ব্যাধি প্রভৃতি বোঝায়।

১৩. আয়ুরেখাতে তারকা চিহ্ন থাকলে, ঐ বয়সে খ্যাতী বা সুনাম নির্দেশ করে।

১৪. আয়ুরেখা হঠাৎ কোথাও কেটে গলে ঐ বয়সে মৃত্যু বোঝায়। তবে তার সঙ্গে স্পষ্ট ও গভীর অনুগরেখা থাকলে বিপদ ও তা থেকে উত্তীর্ণ বোঝায়।

১৫. আয়ুরেখাতে চতুষ্কোণ চিহ্ন থাকলে, ঐ বয়সে বিপদ থেকে উদ্ধার বোঝায়।

১৬. আয়ুরেখা থেকে ঊর্ধ্বমুখী রেখা মাত্রই শুভ হয়।

ভাগ্যরেখা সম্পর্কে বিশেষ বিচার

ভাগ্যরেখা কিরো ভাগ্যরেখা বললেও বেনহ্যাম প্রভৃতির মতে একে বলা হয় শনিরেখা। নাম যাই হোক এর কার্যকারিতা মানব জীরনের নানা ভাগ্য উন্নতির পরিচয় বহন করে অনেকটাএবনহ্যামের মতে ভাগ্যরেখা, রবিরেখা এবং বুধরেখা পৃথক পৃথক রেখা এবং পৃথক পৃথক তাদের কার্যকারিতা।

ভাগ্যরেখা থেকে বোঝা যায, জাতক তার চেষ্টা ও শ্রম দ্বারা কতটা সে ভাগ্যের বা দৈব-সৌভাগ্য লাভের অধিকারী। এই রেখা স্পষ্ট ও গভীর থাকলে জাতক খুব ভাগ্যবিশ্বাসী হয়। এই রেখা হাতে না থাকলে তারা ভাগ্য বিশ্বাস করে না- করে নিজের কর্মক্ষমতা ও প্রচেষ্টাকে। ভাগ্যরেখাহীন লোক, দৈব সাহ-ায্য পায় না ভাগ্য উন্নতিতে, তবে সে কর্ম ও শ্রম দ্বারা জীবনে উন্নতি করতে পারে। তারা দৈব বা ভাগ্যকে বিশ্বাস করে নাই বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ কররেখ-াবিদদের মতে, হাতে কাটাকাটা, অসম্পূর্ণ ও ভাঙা ভাগ্যরেখা থাকার চেয়ে, ভাগ্যরেখা একেবারে না থাকা অনেক ভাল এবং ভাগ্যরেখা গভীর ও ভাল থাকলে তা সব সময়ই সৌভাগ্যের লক্ষণ।

ভাগ্যরেখা অভগ্ন ও গভীর থাকলে তার ভাগ্য উন্নতিতে অনেক দৈব সাহায্য পাবার নির্দেশ বুঝতে পারা যায়।

১. ভাগ্যরেখা যদি চন্দ্রের ক্ষেত্র থেকে ওঠে তাহলে সারা জীবন তাকে ভাগ্য উন্নতির জন্যে অন্যের উপরে নির্ভর করতে হয়। জনগণের মন জয় করে সে অর্থ উপার্জন করতে পারে। নানা শিক্ষার দিকে তার নজর থাকে এবং নানা পথে জ্ঞান লাভ করতে পারে। সে ভাগ্যের দাস হয়। অনেক সময় হঠাৎ অর্থলাভ হয় তার জীবনে।

২. ভাগ্যরেখা থেকে একটি রেখা উঠে নিম্ন বা প্রথম মঙ্গলের ক্ষেত্রে গেলে ৩৫-৪০ বছর পর্যনত্তার ভাগ্য উন্নতিতে বোধার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

৩. আয়ুরেখা থেকে একটি রেখা উঠে চন্দ্রের ক্ষেত্রে গেলে ভাগ্যরেখাকে কেটে দিয়ে) তা জলপথে ভ্রমণ নির্দেশ করে থাকে। জলপথ ভ্রমণে বা বিদেশ ভ্রমণে তার লাভও হতে পারে, যদি ঐ রেখা কাটাকাটি বা যব বর্জিত হয়।

৪. ভাগ্যরেখা আয়ুরেখা থেকে উঠে হৃদয়রেখাতে গিয়ে শেষ হতে পারে এরূপ হলে সে পিতামাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে ভাগ্যলাভ করতে পারে। বয়স অনুযায়ী সে সৌভাগ্য লাভ করে। তবে ৫৬ বর্ষে তার ভাগ্য উন্নতি স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে- যদি তা আরও উপরে না যায়। ৩৫ থেকে ৫৬ বর্ষ তার জীবনে উন্নতির শ্রেষ্ঠ সময়।

৫. যদি পাশাপাশি দুটি ভাগ্যরেখা চন্দ্রের ক্ষেত্র থেকে উপরে উঠে যায় তা হলে ভাগ্য বেশ ভাল হয় এবং যে কোনও শিল্প বা কলার পথে প্রচুর অর্থ ও সুনাম লাভ করে থাকে।

৬. যদি হাতে দুটি ভাগ্যরেখা থাকে- একটি চন্দ্র থেকে ওঠে এবং অন্যটি আয়ুরেখা থেকে ওঠে, তা হলে একাধিক পথে তার ভাগ্য উন্নতি হয় সে চাকরি, ব্যবসা, শিল্পকলা বা নানা পথে সুনাম, খ্যাতি ও অর্থলাভ করে থাকে।

৭. ভাগ্যরেখা মূলে বা শুরুতে যদি মীনপুচ্ছ চিহ্ন থাকে তা খুব শুভ। তবে তাদের শেষ বয়সে মনে ধর্মভাব খুব প্রবল হয়ে থাকে।

৮. ভাগ্যরেখার উপরে চতুষ্কোণ থাকলে, ঐ নির্দিষ্ট বয়সে তার ভাগ্যহানি হবার আশংকা থাকে বটে, তবে তা তেকে সে রক্ষা পায়।

৯. ভাগ্যরেখা যদি মণিবন্ধ থেকে উঠে মধ্যমার আঙুলের মধ্যে প্রবেশ করে এবং কোথাও ফাঁক না থাকে তা হলে তা খুব শুভ হয়। সে জীবনে প্রচুর ঐশ্বর্য লাভ করে।

১০. ভাগ্যরেখার মাঝে কোথাও ফাঁক থাকলে, ঐ বয়সে ভাগ্যে বাধা বা অবনতি সূচনা করে।

১১. যদি একটি ভাগ্যরেখা উঠে শেষ হয়ে যায় এবং তা শেষ হবার আগেই আর একটি ভাগ্যরেখা উঠে যায়, তাহলে ঐ বয়সে পেশার পরিবর্তন সূচনা করে। তাতে জাতকের শুভই হয়ে থাকে।

১২. ভাগ্যরেখা উঠে বৃহস্পতির ক্ষেত্রে গেলে জাতক জীবনে খুব উন্নতি করে, সে সুবিচারক এবং ধার্মিক ও পণ্ডিত হয়ে থাকে তা নিশ্চিত বলা যায়।

১৩. ভাগ্যরেখার উপরে বৃত্ত চিহ্ন থাকলে জাতক ব্যভিচারী হতে পারে। যে বয়সে বৃত্ত থাকে, ঐ বয়সে এটি বেশি প্রকাশ পায়।

১৪. ভাগ্যরেখা শেষ দিকে একটি রেখাতে শেষ হয়ে, সেখানে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা থাকলে জাতকের অযথা কারাবাস হয়ে থাকে।

১৫. ভাগ্যরেখা নিচের দিকে ভগ্ন হলে জাতকের ঐ বয়সে আকস্মিক আঘাতপ্রাপ্তি, বাধা, পেটের রোগ প্রভৃতি যায়।

১৬. ভাগ্যরেখা যে বয়সে ভগ্ন হয়, সে বয়সে ভাগ্যনাশ, কষ্ট অর্থনাশ, ব্যথা, প্রভৃতি বোঝায়।

১৭. ভাগ্যরেখা যে বয়সে ভগ্ন হয়, সে বয়সে ভাগ্যনাশ, কষ্ট, অর্থনাশ, ব্যথা, প্রভৃতি বোঝায়।

১৮. ভাগ্যরেখা থেকে রেখা উঠে রবির ক্ষেত্রে গেলে তা খুব শুভ। সে কর্মী ও সম্মানিত হয়। তার প্রচুর খ্যাতি লাভ হয় জীবনে।

১৯. ভাগ্যরেখা থেকে রেখা উঠে বুধের ক্ষেত্রে গেলে বৃদ্ধি বা ব্যবসার দ্বারা তার জীবনে উন্নতি বোঝায়।

২০. যদি ভাগ্যরেখা থেকে রেখা নিচে শুক্রের ক্ষেত্রে যায়, তা হলে বিপরীত লিঙ্গের সাহায্যে ভাগ্য উন্নতি বোঝায়।

২১. যদি ভাগ্যরেখা থেকে রেখা উঠে প্রথমে মঙ্গলের ক্ষেত্রে যায়, তা হলে ঐ বয়সে কষ্ট, অর্থনাশ, শোক প্রভৃতি বোঝায়।

২২. ভাগ্যরেখা আয়ুরেখা থেকে না উঠে মঙ্গলের দ্বিতীয় ক্ষেত্র থেকে উঠলে জাতক পুলিশ, মিলিটারী প্রভৃতি পথে বা দাঙ্গা-হাঙ্গামার পথে জীবনে অর্থলাভ করে।

২৩. ভাগ্যরেখা যদি আয়ুরেখা থেকে না উঠে উঠতে উঠতে মাঝপথে আয়ুরেখাকে স্পর্শ বা কাট করলে ঐ বয়সে জাতকের কাঁধে সংসারের বোঝা চাপে।

২৪. যদি ভাগ্যরেখা মণিবন্ধ রেখাকে কেটে নেমে আসে অশুভ হয়।

২৫. ভাগ্যরেখা থেকে একটি রেখা উঠে সোজা চন্দ্রের ক্ষেত্রে গেলে ঐ বয়সে ভ্রমণ বা বিদেশে ভ্রমণ নির্দেশ করে এবং রেখাটি অভগ্ন হলে ঐ ভ্রমণে লাভ হয়ে থাকে।

২৬. যদি ভাগ্যরেখা শিরোরেখায় গিয়ে শেষ হয়ে যায়, তা হলে ৩৫ বছর বয়সে তার ভাগ্য উন্নতি হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়।

২৭. ভাগ্যরেখা থেকে একটি রেখা উঠে বৃহস্পতির ক্ষেত্রে গেলে ধর্মপথে বা ধর্মাচরণের দ্বারা অর্থ উপার্জন নির্দেশ করে।

২৮. ভাগ্যরেখা থেকে একটি রেখা উঠে মঙ্গলের দ্বিতীয় ক্ষেত্রে গেলে ঝামেলা, মামলা মোকদমার দ্বারা অর্থলাভ নির্দেশ করে।

২৯. ভাগ্যরেখাকে অন্য রেখা কেটে গেলে ঐ বয়সে বাধা, কষ্ট বোঝায়।

৩০. ভাগ্যরেখার কোথাও তিল চিহ্ন থাকলে ঐ বয়সে বাধা, কষ্ট বোঝায়।

৩১. ভাগ্যরেখার কোথাও তারা চিহ্ন থাকলে ঐ বয়সে উন্নতি বোঝায়।

৩২. ভাগ্যরেখার কোথাও যব চিহ্ন থাকলে ঐ বয়সে বাধা বোঝায়।

রবিরেখা ও এ্যাপোলো লাইন

রবিরেখা হলো হাতের নিচের দিক থেকে কোনও রেখা উঠে রবির ক্ষেত্রে যাওয়া। হাতের মধ্যে এই রেখার গুরুত্ব প্রচুর তার কারণ হলো, এই রেখা না হলে সারাজীবন যশ, খ্যাতি উন্নতি, ওদধভণ করা অসম্ভব। যার হাতে রবিরেখা নেই, তার জীবন অনুজ্জ্বল বা পূর্ণ অন্ধকার। 'ঘর্ধদমর্ল ওলভ ফধভণ ট ফধতণ ধ্র ঢটরপ' বলা হয়।

একজন লোকের হাতে ভাগ্যরেখা না থাকলেও উন্নতি করতে পারে যদি তার হাতে সুন্দর রবিরেখা থাকে। রবিরেখা একাইজ্জজেন মানুষকে উন্নত ও ভাগ্যবান করে তুলতে পারে।

রবিরেখা উঠতে প্যারে আয়ুরেখা, চন্দ্রের স্থান, শিরোরেখা, হৃদয়রেখা প্রভৃতি নানা স্থান থেকে। এই সব বিভিন্ন স্থান থেকে রবিরেখা ওঠার কারকতা ভিন্ন ও বিভিন্ন বয়সে তা ফলদান করে। ররিরেখা থেকে বয়স বিচার সম্পর্কে, আগে বলা হয়েছে।

১. রবিরেখা যদি চন্দ্রের ক্ষেত্র থেকে ওঠে তবে তা খুব ভাল। জাতক শিল্প, সাহিত্য, কাব্য, নাটক, অভিনয় প্রভৃতি যে কোন কলাবিদ্যায় অল্প বয়স থেকে খ্যাতি লাভ করে এবং জীবনে খুব উন্নত হয়।

২. রবিরেখা যদি শিরোরেখা থেকে ওঠে, তাহলে জাতক ৩৫ বছর বয়স থেকে জীবনে, খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা অর্জন করে থাকে।

৩. রবিরেখা যদি হৃদয়রেখা থেকে ওঠে, তাহলে জাতক ৫৬ বছর অর্থাৎ শেষ বয়সে খ্যাতি ও প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। বেনহ্যামের মতে ৪৮ বছর বয়স থেকে।

৪. তার চেয়েও ক্ষুদ্র রবিরেখা হলে তা শেষ জীবনে খ্যাতি বা সামান্য খ্যাতি নির্দেশ করে। তাদের খ্যাতি খুব বেশি হয় না।

রবিরেখা ও তার ফলাফল বিচার করতে গেলে দুটি হাত দেখেই করা উচিত। দুটি হাতে ভাল থাকলে তা নিশ্চিত ফললাভ নির্দেশ করে।

বুধরেখা বা স্বাস্থ্যরেখা

আয়ুরেখা থেকে কোনও রেখা উঠে যদি বুধের দিকে যায় তবে তাকে কারো মতে বলা হয় স্বাস্থ্যরেখা। আবার এই রেখা বুধের ক্ষেত্র পর্যন্ত গেলে তাকে বলা হয় বুধরেখা। বেনহ্যাম প্রভৃতির মতে এটি বুধরেখা-তবে স্বাস্থ্যরেখার যে ক্রিয়া তাও বুধরেখা থেকে নির্দেশ করা যায়।

বুধরেখা ও স্বাস্থ্যরেখা যে একই ফল দেয় তা বলেছেন বেনহ্যাম। তবে তাছাড়াও বুধরেখার কতকগুলো অতিরিক্ত কর্ম নির্দেশ করেছেন বেনহ্যাম প্রভৃতিরা।

১. হাতে বুধরেখা গভীর ও স্পষ্ট থাকা ভাল স্বাস্থ্য নির্দেশ করে।

২. এই স্বাস্থ্যরেখা বা বুধরেখা ভাঙা ভাঙা থাকা অতীব অশুভ চিহ্ন। এরূপ থাকলে নানা ব্যাধি, লিভারের রোগ, পেটের রোগ প্রভৃতি নির্দেশ করে।

৩. বুধরেখা যেখানে আয়ুরেখাকে স্পর্শ করে সেই স্থানটি যদি স্পষ্ট না হয় তাহলেও রোগ নির্দেশ করে। কিন্তু যদি তা স্পর্শ করার স্থানে রেখা গভীর হয়, তাহলে আজীবন ভাল স্বাস্থ্য নির্দেশ করে। তাদের রোগব্যাধি বেশি হয় না এবং হলেও তা সহজে আরোগ্য লাভ করে।

৪. স্বাস্থ্যরেখা বা বুধরেখা মাঝে মাঝে অন্য রেখার দ্বারা কর্তিত হলে ঐ বয়সে দেহের অসুস্থতা বা ব্যাধি নির্দেশ করে।

৫. স্বাস্থ্যরেখা বা বুধরেখা যদি গভীর হয় এবং তা শিরোরেখা ও আয়ুরেখা মিলে একটি সুন্দর ত্রিভুজ তৈরি করে, তবে তা শুভ। এটি অর্থ সঞ্চয় ও গৃহাদি নির্মাণ বোঝায়। ঐ সঙ্গে রবিরেখা ও ভাগ্যরেখা ভাল হলে খুব শুভ ফল হয়।

৬. যদি ভাগ্যরেখা ওখানে মিশে দুটি ত্রিভুজ অথবা একটি ত্রিভুজ এবং একটি চতুর্ভুজ নির্মাণ করে তবে তা খুবই শুভ ফল দেয়। তা জাতকের সৌভাগ্য, অর্থ উপার্জন, প্রচুর খ্যাতি লাভ প্রভৃতি নির্দেশ করে।

৭. যদি স্বাস্থ্যরেখা বা বুধরেখা উঠে ভালভাবে হৃদয়রেখাকে কাট করে এবং ভাগ্যরেখা ভাল থাকে, তাহলে যাতে একটি ত্রিভুজ এবং একটি চতুর্ভুজ সৃষ্টি হয়। তাহলে খুব ভাল হয়। তা যশ, খ্যাতি, অর্থ, গৃহাদি সুখ সব নির্দেশ করে। জাতক সৌভাগ্যবান হয় এবং তার প্রচুর উন্নতি হয়।

৮. স্বাস্থ্যরেখা দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের মধ্যে যদি একটি তারকা চিহ্ন থাকে, তবে তা জাতকের চক্ষুরোগ নির্দেশ করে। এমনকি জাতক পঙ্গুও হতে পারে।

৯. বুধরেখা যদি অতর্কিত হয়ে সোজা আয়ুরেখা থেকে উঠে শিরোরেখা ও হৃদয়রেখা কেটি বুধের স্থান পর্যন্ত যায় তবে খুব ভাল। যদি নির্দেশ করে যে, জাতক খুব বড় ব্যবসায়ী হবে এবং ব্যবসার দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জন করবে। অথবা সে খুব বড় বুদ্ধিজীবী হবে এবং বুদ্ধির দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হবে। জাতক স্বাস্থ্যবান, দীর্ঘজীবী ও সচ্চরিত্র হয়।

১০. যদি স্বাস্থ্যরেখার উপরে ক্রস চিহ্ন থাকে এবং শিরোরেখার উপরে বৃত্ত চিহ্ন থাকে তাহলে জাতক অন্ধ হয়ে থাকে।

১১. যদি বুধরেখার উপরে তারকা চিহ্ন থাকে, তাহরে জাতক পুত্রহীন হয় বা একমাত্র পুত্র হঠাৎ মারা যায়। এই চিহ্ন খুব অশুভ। এদের অবশ্য বুধের প্রতিকার নিতে হবে।

১২. স্বাস্থ্যরে খাতে বা বুধরেখাতে বৃত্ত চিহ্ন থাকরে তাও অশুভ। জাতকের স্বাস্থ্য খারাপ হয় ও অসুখে ভোগে।

১৩. বুধরেখাতে যব চিহ্ন থাকলে যতটা বয়স জুড়ে যব চিহ্ন থাকে, ঐ বয়সে অশুভ ভাব নির্দেশ করে থাকে। ঐ বয়স জুড়ে দুশ্চিন্তা, ব্যবসাতে বাধা, অসুস্থতা প্রভৃতি নির্দেশ করে।

১৪. বুধরেখা তরঙ্গায়িত হলে জাতকের বাধা, কষ্ট, দুর্ভাগ্য নির্দেশ করে থাকে। এটি খুব অশুভ ভাব নির্দেশ করে থাকে।

১৫. যদি স্বাস্থ্যরেখা বা বুধরেখাতে করাতের দাঁতের মতো কাটা কাটা চিহ্ন থাকে তাহলে জাতক খুব স্বার্থপর হয়ে থাকে। জাতক লিভার ও পিত্তরোগে খুব কষ্ট পেয়ে থাকে।

১৬. যদি বুধরেখা শিরোরেখার কাছে গিয়ে দু'ভাগে হয়ে যায় এবং তা একটি ত্রিভুজ গঠন করে, তবে তার অর্থ অশুভ।

১৭. বুধরেখা থেকে দ্বিতীয় শাখারে ওঠে বুধের ক্ষেত্রে গেলে এবং ঐ রেখা শুভ ভাবে থাকলে তা খুব শুভ এবং তা উন্নতি ও ব্যবসায় বিবিধ পথে সাফল্য নির্দেশ করে।

১৮. গভীর ও অভগ্ন স্বাস্থ্যরেখা থেকে শাখা উঠে তা রবির ক্ষেত্রে গেলে জাতক ব্যবসায়ে বা বুদ্ধিবলে উন্নতি করে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর যশ পায়। যে বয়স থেকে শাখা রেখা উঠছে, ঐ বয়স থেকে প্রচুর সুনাম ও যশ অর্জন করে থাকে।

এলমে কেয়াফা

সৃষ্টিকর্তা প্রত্যেক মানুষের শরীরে এমন কতগুলো বিশেষ চিহ্ন করে দিয়েছেন যার দ্বারা তাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের আচার-ব্যবহার, স্বভাব-চরিত্র, অসুখ-বিসুখ, সুখ-দু:খ, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য, পুণ্যবান, পাপী প্রভৃতির লক্ষণ বুঝতে পারা যায়। এ সাংকেতিক চিহ্নের প্রকৃত অর্থ বোঝার জন্য একটি স্বতন্ত্র বিদ্যা বা এলেম আছে, তাকেই এলমে কেয়াফা বা মানুষের শারীরিক চিহ্নস্থান বলা হয়। কতিপয় মহাজ্ঞানী ব্যক্তি মানুষের আকার-আকৃতি এবং তার সঙ্গে হাত, পা, মুখ, চোখ, কান, নাক, কণ্ঠ, গীবা, পেট, পিঠ, চুল, নখ প্রভৃতির গঠন-বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে গভীর গবেষণার সাহায্যে বিভিন্ন লক্ষণ ও তাৎপর্য উদ্ধার করে যা লিপিবদ্ধ করেছেন, তাই নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো। তাই এই সমস্ত চিহ্ন দ্বারা মানুষের আচার-আচরণ ও স্বভাব-চরিত্র এবং উন্নতি-অবনতি সম্পর্কে সমস্যাক ধারণা লাভ করা যায়।

দেহ লোম সম্পর্কিত

যে সমস্ত পুরুষের দেহে লোম ছোট, ঘন-কাল ও শক্ত : তারা সাহসী, পরিশ্রমী, উচ্চাভিলাসী, ধার্মিক ও দয়ালু হয়।

যে সমস্ত পুরুষের দেহের লোম লাল, কোমল ও পাতলা : তারা ভীরু বদমেজাজী, চিন্তা জর্জরিত ও রোগাক্রান্ত হয়।

যে সকল নারীর দেহে লোম অস্পষ্ট : তারা অতিশয় সুলক্ষণা।

যে সকল নারীয় দেহে লোম দীর্ঘ কিন্তু কাল ও মোলায়েম : তারা বুদ্ধিমতী, ধার্মিকা, স্বামীভক্তা ও বহু সন্তানের জননী হয়।

যে সকল নারীর দেহে লোম লাল, ঘন ও বাঁকা-তারা ভাগ্যহীনা অল্পায়ু ও চরিত্রহীনা হয়ে থাকে।

যাদের পায়ে অত্যধিক লোম থাকে : তারা অসতী ও রুগ্না হয়ে থাকে।

যাদের পায়ে অল্প মসৃণ লোম থাকে : তারা স্বামীভক্তা, ধার্মিকা হয়।

হস্তরেখার বর্ণনা

প্রত্যেক মানুষের হাতের তালু ও আঙ্গুলীতে অসংখ্য বিভিন্ন রকমের রেখা অংকিত থাকে। এ সকল সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা মানুষের জীবনের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ফলাফল এবং শুভাশুভ অবগত হওয়া যায়। যদিও হস্তরেখা দ্বারা মানুষের ভাল-মন্দ, আয়-উন্নতি ও চরিত্র প্রকৃতির বিচার করা ইসলামী শরীয়ত সমর্থিত হয়। তাছাড়া বিজ্ঞান এতে সমর্থন করে না। শুধু জ্যোতিষদের মতে মানুষের হস্তরেখাসমূহ বিরাট অর্থবহ এবং গুঢ় তাৎপর্যপূর্ণ। তাদের মতে মানুষের হাতের প্রতিটি রেখারই ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্যপুর্ণ অর্থ রয়েছে। এ রেখা সমূহের বৈষম্য মানুষের মঙ্গলামঙ্গলের তারতম্য ও বৈচিত্র সৃষ্টি করে।

বাস্তবেও দেখা যায় হাতরেখা বিশারদ জ্যোতিষগণ মানুষের হাত দেখে রেখা বিশ্লেষণ করে যে সকল মন্তব্য করেন, প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তা সঠিকভাবে ফলে যায়।

এ সমস্ত রেখা অভিজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত সাধারণ মানুষের পক্ষে বিচার বিশ্লেষণ করে ফলাফল নির্ণয় করা অসম্ভব। নিম্নে হস্তরেখা সমূহের ফলাফল উল্লেখ করা হলো : পুরুষের ডান হাত ও স্ত্রীলোকের বাম হাতের রেখা দেখে ফলাফল নির্ণয় করতে হয়। মানুষের হাত প্রধানত: যে সমস্ত রেখাসমূহ অংকিত থাকে উহা সাধারণত: নিম্নোক্ত নামে অংকিত হয়ে থাকে।

রেখা সমূহের নাম

হাতের তালুর বিভিন্ন রেখার বিভিন্ন নাম রয়েছে, তাদের নাম গুলোনিম্নে তুলে ধরছি। এবং তার পরপরই তাদের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরছি।

১। আয়ু বা শ্রেষ্ঠ রেখা।

২। মেধা রেখা বা গৃহস্থি রেখা।

৩। ভাগ্য রেখা।

৪। দেলি বা হৃদয় রেখা।

৫। সুখী রেখা।

৬। কামিয়াবী বা পূর্ণতা রেখা।

৭। ছেহেতি বা শান্তি রেখা।

৮। স্বাস্থ্য রেখা।

৯। বিবাহ রেখা।

১০। সন্তান রেখা।

আয়ু বা শ্রেষ্ঠ রেখা

হাতের তালুর মূল দেশ থেকে আরম্ভ করে যে লম্বা ও স্থুল রেখাটি বৃদ্ধ ও তর্জনী আঙ্গুলীর মধ্যস্থলে আঙ্গুলীর মূল দেশ পর্যন্ত পৌঁছে থাকে তাকে আয়ু রেখা বা শ্রেষ্ঠ রেখা বলা হয়। এ রেখা দীর্ঘ, গভীর ও পরিষ্কার থাকলে জীবন নির্ভিগ্নে অতিবাহিত হবে এবং দীর্ঘায়ু লাভ করবে। এ রেখাটি যার যত দীর্ঘ ও সুস্পষ্ট তার আয়ুও তত দীর্ঘ বুঝাতে হবে।

আয়ু রেখাকে অন্য কোন রেখা কর্তন না কররে এবং উহা স্বল্প ও খুঁতহীন হরে সে লোক সুস্থ দেহে দীর্ঘ জীবন লাভ করবে, অন্য দিকে উহা যদি ক্ষুদ্র ও অপরিচ্ছন্ন হয় তবে সে বার বার রোগাক্রান্ত হয়ে পড়বে এবং অল্পায়ু হবে।

আয়ু রেখা যদি কিছুদূর অগ্রসর হয়ে মেধা গৃহস্থি রেখার সাথে মিলিত হয়ে পুনরায় পৃথক হয়ে যায়। তবে সে লোক স্বল্পায়ু হবে কিন্তু সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও স্বাস্থ্যবান হবে।

সাধারণত : আয়ু রেখা বৃদ্ধা ও তর্জনী আঙ্গুলের মধ্যস্থলে পৌঁছে থাকে। যদি কোন লোকের আয়ু রেখা শুধু বৃদ্ধাঙ্গুলীর মূল পর্যন্ত উপস্থিত হয় তবে মর্যাদাশালী হবে আর যদি উহা শুধু তর্জনী আঙ্গুলের মূল দেশ পর্যন্ত পৌঁছে তবে সে লোক প্রেমকি ও রুগ্ন স্বভাব সম্পন্ন হবে।

যার আয়ু রেখা সরু রেখা সহযোগে গঠিত সে দীর্ঘ জীবন লাভ করে থাকে ও অত্যন্ত শক্তিশালী হয়। যার আয়ু রেখার মধ্যে গ্রন্থির ন্যায় দেখা যায় সে প্রায়ই রোগাক্রান্ত থাকে, সুস্পষ্ট ও সরল আয়ু রেখা দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্যের পরিচায়ক।

যার আয়ু রেখা থেকে ছোট ছোট সরু রেখা বের হয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে সে রোগাক্রান্ত ও আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অন্য দিকে উক্ত রেখাগুলো যদি উপরের দিকে উঠে যায় সে জীবনে বহু উন্নতি লাভ করতে পারবে। যদি এ রেখাসমূহের কোন একটি রেখা তর্জনী আঙ্গুলের মূলদেশে উপনীত হয় তবে তা জীবনে পরম উন্নতির লক্ষণ আর যদি মধ্যমা আঙ্গুলের মূল দেশে পৌঁছে তবে চেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে ধীরে ধীরে জীবনে সমৃদ্ধ লাভ করতে পারবে। উহা অনামিকার মূলদেশে পৌঁছলে কর্মঠ, ভাগ্যবান ও খ্যাতিম্পন্ন হবে। যদি উক্ত রেখা কনিষ্ঠ আঙ্গুলীর মুল দেশে পৌঁছে তবে সে শিক্ষাক্ষেত্রে ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে, উন্নতির শীর্ষদেশে পৌঁছতে পারে।

যদি আয়ু রেখার মাঝে ছোট ছোট রেখা দ্বারা কাটা দেখা যায় তবে সে লোক বার বার রোগাগ্রস্ত হবে।

অন্য কোন ছোট রেখা আয়ু রেখাকে কেটে মেধা রেখায় পৌঁছে যায় তবে তার কোন আত্মীয় তাকে ক্লেশ প্রদান করবে। আয়ু রেখার মাথার দিকে কোন শাখা রেখা দেখা দিলে তার হঠাৎ মৃত্যুর সম্ভাবনা।

আয়ু রেখা থেকে কোন শাখা বের হয়ে মেধা রেখার সঙ্গে মিলিত হলে সে লোক সন্তান দ্বারা সুখী হতে পারবে না।

আয়ু রেখা মেধা রেখা বরাবর সমান্তরাল অঙ্কিত হলে সে লোক একগুয়ে বদরাগী ও সাহসী হবে।

যার হাতে আয়ু রেখা নেই বা থাকলেও তা অস্পষ্ট সে লোক অতিশয় দূর্ত চালাক নিষ্ঠুর প্রকৃতির ও দুরভিসন্ধিমূলক।

যার আয়ু রেখা মেধা রেখার সাথে মিলে গেছে, তার ভাগ্য বৈচিত্রপূর্ণ। ক্ষেত্রভেদে কেহ কেহ দীর্ঘায়ু লাভ করে থাকে আবার কেহ কেহ অকাল মৃত্যুবরণ করে।

যার আয়ু রেখা বৃদ্ধাঙ্গুলীর মূলদেশ থেকে উৎপন্ন হয় সে লোক অত্যন্ত স্ত্রৈন। আর যার রেখা তর্জনী আঙ্গুলের মূলদেশ থেকে উৎপন্ন হয় সে লোক ক্রোধপরায়ণ ও কর্কশ মেজাজের হয়ে থাকে। আর উহা বৃদ্ধা ও তর্জনী আঙ্গুলের মধ্যস্থল থেকে উৎপন্ন হলে সে লোক কোমল স্বভাব শান্ত প্রকৃতির ও লজ্জাশীল হয়ে থাকে।

মেধা রেখা বা গৃহস্থি রেখা

যে রেখা আয়ু রেখার সামান্য বাম পার্শ্বের নিচ থেকে শুরু হয়ে হাতের তালুর মাঝখান দিয়ে বৃদ্ধা ও তর্জনী আঙ্গুলীর মধ্য দিয়ে উঠে সে রেখার নিকটে পৌঁছে কিংবা আয়ু রেখার সাথে মিলিত হয় তাকেই বলা হয় মেধা বা গৃহস্থি রেখা।

যার মেধা রেখা আয়ু রেখার সাথে একত্রে মিলিত হয়, সে ব্যক্তি জীবনে বহু কষ্ট ক্লেশ ভোগ করে থাকে। আর যদি আংশিকভাবে মিলিত হয় কিংবা নিকটে গিয়ে শেষ হয়ে যায় তবে উপরোক্ত সৌভাগ্যের নিশানাগুলো দৃষ্ট হয়।

মেধা রেখা হাতের তালুর উপর থেকে নীচ পর্যন্ত বিস্তৃত হলে তার জীবনের সকল কাজই প্রশংশনীয়ভাবে সফল হবে এবং কখনো কোন ব্যর্থতা তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। যদি মেধা রেখা হাতের তালুর মধ্য পর্যন্ত এসেই শেষ হয়ে যায় তবে সে ব্যক্তি অত্যন্ত স্বার্থপর ও লোভী হয়। মেধা রেখা সরল না হয়ে উহা কনিষ্ঠ আঙ্গুলের দিকে মোড় নিলে সে লোকের ভুল ভ্রান্তি বেশী হবে. এমনকি

তার স্মৃতিহীন হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। আর অনামিকা আঙ্গুলের দিকে মোড় নিলে সে লোক একগুয়ে ও স্বেচ্ছাচারী হয়।

মেধা রেখা থেকে দুটো শাখা বের হয়ে কনিষ্ঠ ও অনামিকা আঙ্গুলের মূলদেশের দিকে গেলে সে লোক ধীরস্থির ও সুযোগ্য হবে। আর মেধা রেখা থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলো শাখা রেখা বের হয়ে উক্ত শাখা বৃদ্ধাঙ্গুলী ব্যতীত অন্যান্য আঙ্গুলের মূলদেশে পৌঁছে গেলে সে মর্যাদাবান, বিদ্বান ও ধার্মিক হতে পারবে। মেধা রেখা থেকে কোন শাখা রেখা বের হয়ে বৃদ্ধাঙ্গুলীর মূলে যেয়ে উপস্থিত হলে তবে সে সমাজের নেতৃত্ব লাভ করবে।

যার হাতের তালুতে মেধা রেখা আড়াআড়িভাবে অঙ্কিত থাকে সে ব্যক্তি ব্যবসায়-বাণিজ্যে যথেষ্ট উন্নতি করতে পারবে আর ইহা হাতের ডগার দিকে কিঞ্চিত ঢালু ও এর রিপরীত দিকে একটু নিম্নগামী হলে সে ব্যক্তি শিল্পী বা কবি হবে। যার মেধা রেখা খুব সবল, গভীর ও তালুর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত রিস্তৃত সে অত্যন্ত উদার ও অসাধারণ গুণসম্পন্ন হয়ে থাকে।

ভাগ্য রেখা

আয়ু রেখার মূলদেশ গোড়ার দিক থেকে যে রেখাটি বের হয়ে সোজা উপরে মধ্যমা আঙ্গুলীর মূলদেশ পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে ভাগ্যরেখা বলা হয়।

এ রেখা যার হাতে বিদ্যমান থাকে সে অত্যন্ত ভাগ্যবান, মর্যাদাশীল ও সম্পদশালী হয়। এ রেখা আয়ু রেখার সাথে যুক্ত অবস্থায় কিছু উপরে উঠে সোজা হয়ে পরিষ্কার ভাবে তর্জনী আঙ্গুলীর মূলদ্রেশ পর্যন্ত উপস্থিত হলে বুঝতে হবে সে প্রথম জীবনে বিশেষ উন্নতি লাভ করতে সমর্থ হবে না। অবশ্য পরবর্তী জীবনে অগাধ সম্পত্তির মালিক হবে।

যদি ভাগ্য রেখা হাতের তালুর ত্রিভুজ রেখা থাকে উৎপন্ন হয়ে, তর্জনী আঙ্গুলির মুলদেশে কিংবা তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলির মধ্যস্থলে উপনতি হয় তাহলে সে অত্যন্ত খোদাভক্ত ও সৌভাগ্যবান হবে। যার ভাগ্য রেখা হাতের তালুর মধ্যস্থল থেকে উৎপন্ন হয়ে স্পষ্টভাবে তর্জনীর মূলদেশে উপনীত হয় তার জীবনের প্রথম দিকের ২৫ বৎসর পর্যন্ত দু:খ-কষ্টের ভিতর কাটিয়ে শেষ জীবনে সুখ-সম্পদের অধিকারী হবে।

আর ভাগ্যরেখা যদি মেধা রেখা থেকে আরো উপরে উঠে থাকে তবে সে ব্যক্তি ২৫ থেকে ২৮ বৎসর বেকারত্বের দু:সহ জ্বালা সহ্য করার পর একজন তেজস্বী ও মেধাবী লোক হবে।

যদি ভাগ্য রেখা আয়ু রেখা থেকে উৎপন্ন হয়ে উপরের দিকে উঠে যায় তাহ-লে জীবনের দুই-তৃতীয়াংশ বিপদে কাটলেও শেষ জীবন সুখে কাটবে।

যার ভাগ্য রেখা আয়ু রেখা থেকে উৎপন্ন হয়ে কিছুদূর উপরে উঠে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায় তবে সে প্রথম জীবনে সুখে কাটলেও শেষ জীবনে দু:খ-দারিদ্র্যে পড়বে এবং বার বার রোগাক্রান্ত হবে।

যদি ভাগ্য রেখা সোজাসুজি মধ্যমা আঙ্গুলীর মূলদেশ পর্যন্ত চলে যায়, কিন্তু উক্ত রেখা মধ্যে মধ্যে খণ্ডিত থাকে তাহলে সে ব্যক্তির চির জীবনে পর্যায়ক্রমে সুখ-দু:খ ঘুরে ঘুরে আসতে থাকে।

আর ভাগ্য রেখা থেকে অসংখ্য ছোট ছোট শাখা রেখা বের হয়ে তা উপর দিকে উঠে যায় তাহলে সে মহা-সৌভাগ্যবান ও সম্পদশালী হবে কিন্তু ঐ ছোট শাখা রেখাগুলো যদি নিচের দিকে চলে যায় তবে তার জন্য তা দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। এ ব্যক্তি দু:খ-দুর্দশায় জীবন কাটাবে এবং আর্থিক ক্ষতি ও শারীরিক অসুখ-বিসুখের সম্মুখীন হতে হবে। ভাগ্য রেখার মধ্যে ছোট ছোট অসংখ্য আঁকাবাঁকা রেখা আঁকা থাকলে তার জীবনে বার বার সু:খ-দু:খের আগমন ঘটবে।

যার ভাগ্যরেখা বৃদ্ধাঙ্গুলির মূলদেশ থেকে উৎপন্ন হয় এবং মেধা রেখাটি খুব সরু হয় তাহলে সে লোক খুব ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয়। যার ভাগ্যরেখা বৃদ্ধাঙ্গুলির মূলদেশ থেকে যত বেশী দূরে উৎপন্ন হয় ততই স্বাধীন ও অন্যের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকে।

যার ভাগ্যরেখা থেকে মধ্যমা আঙ্গুলীর মূলদেশ থেকে উৎপন্ন হয় এবং মেধা রেখাটি খুব সরু হয় তাহলে সে লোক খুব ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয়। যার ভাগ্যরেখা বৃদ্ধাঙ্গুলীর মূলদেশ থেকে যত বেশী দূরে উৎপন্ন হয় ততই স্বাধীন ও অন্যের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকে।

যার ভাগ্যরেখা মধ্যমা আঙ্গুলীর মূলদেশ পর্যন্ত চলে যায় তাহলে সে ব্যবসায়-বার্ণিজ্য ও শিল্প দ্রব্য দ্বারা বিরাট লাভবান হয়ে থাকে।

ভাগ্যরেখা থেকে উৎপন্ন হয়ে তর্জনী আঙ্গুলীর মূলদেশ পর্যন্ত পৌছলে সে ব্যক্তি নেতৃত্ব লাভের অধিকারী হয়। উহা অনামিকা আঙ্গুল পর্যন্ত চলে গেলে সে বক্তা, অভিনেতা কিংবা আইনজীবি হয়ে সুখ্যাতি অর্জন করে। আর উহা কনিষ্ঠা আঙ্গুলের দিকে চলে গেলে সে লোক রাজা বা রাজ প্রতিনিধি, মন্ত্রী কিংবা সেনাপতির ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হয়ে থাকে।

যার হাতে ভাগ্যরেখার কোন অস্তিত্ব নেই সে সারা জীবন অভাবের সাথে সংগ্রাম করে বহু দু:খ-কষ্টের ভিতর দিয়ে জীবন কাটায়। সুখ-শান্তির সাথে তার

কখনই পরিচয় ঘটে নাএস যত অধিক অর্থ উপার্জন করুক না কেন একটা পয়সাও হাতে জমা করে রাখতে পারে না।

দেলি রেখা বা হৃদয় রেখা

তালুর উপরিভাগে কনিষ্ঠ আঙ্গুলের মূলদেশেল নীচ থেকে শুরু হয়ে মধ্যমা ও তর্জনী আঙ্গুলের মূলদেশ পর্যন্ত যে রেখাটি অঙ্কিত থাকে তাকে দেলী বা হৃদয় রেখা বলা হয়।

এ রেখাটি যার হাতে অধিক পরিষ্কার সে ধীরস্থির, শান্ত প্রকৃতির সহ-ানুভূতিসম্পন্ন, প্রেমিক, দয়ালু ও দীর্ঘজীবি হয়ে থাকে। এ রেখাটি যদি উচ্চতা ও গভীরতায় মেধা রেখার সমান হয় তবে তার দ্বারা বহু লোক উপকৃত হয়ে থাকে। তার উচ্চতা ও গভীরতা মেধা রেখার চেয়ে কম হলে তার মনোবল অত্যন্ত দৃঢ় হয় রেখাবিশিষ্ট লোক বিয়ের প্রতি উদাসীন থাকে এমনকি অনেকে চিরকুমার পর্যন্ত থেকে যায় রেখা খুব সরু ও গভীর হলে, হয় তারা দেবতার সমতুল্য নয়তো মনুষ্যত্বহীন পশুর পর্যায়ভুক্ত হয়। এর রেখা অগভীর কিন্তু বেশ প্রশস্ত হলে প্রেমের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। কারো হাতে দুটো হৃদয় রেখা থাকলে তারা পরোপকারে তাদের সর্বস্ব বিলিয়ে দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। মোটকথা ও সমস্ত মানুষ সম্পূর্ণ আত্মভোলা প্রকৃতির, নিজেদের ভাল-মন্দ নিয়ে চিন্তা করার সময় তাদের নেই।

যাদের হৃদয় রেখা বৃদ্ধাঙ্গুলির মূলদেশ থেকে শুরু হয় সে লোক অত্যন্ত স্ত্রীগতপ্রাণ ও প্রেমিক স্বভাব সুলভ হয়। যদি উহা তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলীর মধ্যস্থল থেকে উৎপন্ন হয় তবে সে লোক অত্যন্ত শান্ত ধীরস্থির এবং লাজুক প্রকৃতির হয়।

যাদের হৃদয় রেখা তর্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলীর মূলদেশ থেকে আরম্ভ হয় তারা অত্যন্ত প্রেমিক সুলভ হয়। আর তর্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলীর মধ্যস্থল থেকে আরম্ভ হলে তারা প্রেম-ভালবাসাকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে। এরা সর্বদা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত থাকে, অন্যের দিকে ফিরে তাকাবারও অবসর পায় না।

যাদের হৃদয় বা দেলী রেখা মধ্যমাঙ্গুলীর গোড়া থেকে শুরু হয় তারা অত্যন্ত কঠিন ও হৃদয়হীন হয়ে থাকে। অন্যকে ভালবাসা তো দূরের কথা কারো বিপদ-আপদে মৌখিক সহানুভূতিটুকু পর্যন্ত প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তাটুকু পর্যন্ত মনে করে না।

যাদের দেলী রেখার মধ্যে অনেকগুলো ছোট ছোট রেখা এসে প্রবেশ করেছে অর্থাৎ একটা গ্রন্থির মতো দেখতে, তারা অত্যন্ত কামুক প্রকতির হয়ে থাকে।

বাইরে এদেরকে দয়া-মায়াশীল প্রেমিক বলে মনে হলেও শুধু কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থই তাদের প্রেমের মূল কারণ।

যাদের দেলী রেখা অন্য রেখা দ্বারা কেটে যায় সে অত্যন্ত গর্বিত হয়ে থাকে। যার উক্ত রেখা কনিষ্ঠাঙ্গুলীর নিচে যায় সে অত্যন্ত নির্বোধ ও লোভী হয়ে থাকে। আর যার হাতে হৃদয় রেখা থাকে না সে অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির হৃদয়হীন হয়ে থাকে।

সুখী রেখা

যে রেখাটি আয়ু রেখা থেকে উৎপন্ন হয়ে চতুর্থ অর্থাৎ অনামিকা আঙ্গুলী পর্যন্ত পৌঁছে তাকে বলা হয় সুখী রেখা। যার হাতে এ রেখা বিদ্যমান থাকে সে সারা জীবন সুখ-শান্তিতে অতিবাহিত করে। যার হাতে এ রেখাটি উৎপন্ন হয়ে সামান্য কিছু উপরে উঠেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তার জীবনে সুখ-দু:খ পর্যায়ক্রমে ঘুরে ঘুরে আসে।

কামিয়াবি বা সাফল্য রেখা

হাতের কুজ্বার নিচে কনিষ্ঠাঙ্গুলীর মূলদেশ থেকে সামান্য বাঁকাভাবে যে রেখাটি হাতের উপরের দিকে চলে যায় তাকে কামিয়াবী বা পূর্ণতা রেখা বলা হয়। যার হাতে এ রেখা বিদ্যামান থাকে তার সকল প্রকার মনোবাসনাসমূহ সফলতা লাভ করে এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়। তার জীবনে ব্যর্থতা বা পরাজয়ের গ্লানি বলে কিছু নেই।

ছেহেতি বা শান্তি রেখা

হৃদয় বা দেলী রেখার মূলদেশ থেকে একটি রেখা বের হয়ে বৃদ্ধাঙ্গুল মূলদেশ পর্যন্ত পৌঁছে এ রেখাটিকেই ছেহেত বা শান্তি রেখা বলে। যার হাতে উক্ত রেখা বিদ্যমান থাকবে, সে লোক চিরদিন সম্পূর্ণ সুস্থ ও নীরোগ থাকবে। উক্ত রেখাটির মধ্যে ছোট ছোট রেখা দ্বারা কাটা চিহ্ন থাকবে কিংবা হাতের রেখাটির কোন অস্তিত্ব না থাকলে সে লোক প্রায়ই অসুখ-বিসুখে আক্রান্ত হয়ে পড়বে।

যার ছেহেতি বা শান্তি রেখা আয়ু রেখার সাথে মিলিত না হয়ে অন্য কোন দিকে চলে যায় সে অতি দীর্ঘ জীবন লাভ করবে এবং রোগমুক্ত থাকবে। যার হাতের ছেহেতি রেখা যত বেশী সোজাভাবে নিচের দিকে নেমে গেছে তার স্বাস্থ্যও তত ভাল থাকে।

যার ছেহেতি রেখা রেখা মেধা রেখাকে অতিক্রম করতে বেশ গভীর ও স্পষ্ট

হয়ে উঠে, তার প্রায়ই শির:পীড়া হয়, আর যার ছেহেতি রেখা বাঁকা ও কালচে দেখা যায়, চিরদিনই তার একটা না একটা অসুখ লেগেই থাকে।

যার ছেহেতি রেখা, হৃদয় রেখা ও আয়ু রেখার সাথে একত্রে মিলিত হয়ে হাতের তালুর মধ্যস্থলে একটি ত্রিভুজ চিহ্ন অংকিত হয় তার হৃদরোগ হবার সম্ভাবনা বেশী থাকে। যার ছেহেতি বা শান্তি রেখার এক বা একাধিক স্থানের ভাঙ্গা বা কাটা দেখা যায় তার হজমশক্তিতে গোলমাল দেখা যায়।

যার ছেহেতি রেখার মধ্যে গোলাকার বৃত্ত অংকিত থাকে ও চর্তুভুজ চিহ্ন আঁকা থাকে তার চক্ষুরোগ হয়ে থাকে। আর তারকা চিহ্ন থাকলে সে জন্মভূমি ত্যাগ করে অন্য দেশে যেয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হবে। টেটা অথবা কোঁচের চিহ্ন থাকলে সে স্বল্পায়ু হয়, তিন রেখা দ্বারা বেষ্টিত ও একদিকে খোলা থাকলে আর্থিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

যার ছেহেতি বা শান্তি রেখা থেকে কোন শাখা বের হয়ে আয়ু রেখার কাটা স্থানে মিলিত হয় অল্প বয়সেই তার মারা যাবার সম্ভাবনা থাকে।

বিবাহ রেখা

হাত মুষ্টিবদ্ধ করলে কনিষ্ঠাঙ্গুলীর মূল দেশ (হাতের পার্শে) সোজা নিচের দিকের যে কয়টি রেখা দেখা যায় তাকে বিবাহ রেখা বলে। উক্ত রেখার সংখ্যা যে কয়টি ভার দ্বারা বিবাহের সংখ্যা নিরূপণ করা যায়। বিবাহ রেখাগুলোর মধ্যে ছোট ও অস্পষ্ট রেখাগুলো দ্বারা স্ত্রীর মৃত্যুর সংখ্যা বোঝা যায় এবং যে কয়টি দীর্ঘ এবং লম্বা রেখা দেখা যায় সে কয়টি স্ত্রী স্বামীর আজীবন সঙ্গিনী থাকবে।

সন্তান রেখা

হাতের তালুর নিচের দিকে বিবাহ রেখার নিচে আরও কতগুলো ছোট বড় রেখা দেখা যায়। সে রেখাগুলোকে সন্তান রেখা বলা হয়। ঐ রেখাগুলোর মধ্যে অপেক্ষাকৃতভাবে যে রেখা কয়টি বড় তা দিয়ে পুত্র সন্তান এবং যে কয়টি অপেক্ষাকৃত ছোট তা দিয়ে কন্যা সন্তানের ধারণা পাওয়া যায়। ঐ রেখাগুলোর মধ্যে যে কতিপয় রেখা স্পষ্টভাবে দেখা যায় সে কটি বেঁচে থাকবে আর যে কটি রেখা অস্পষ্ট দেখা যায় সে কটি সন্তান অল্প বয়সেই মারা যাবে।

অন্যান্য রেখা

উপরোল্লিখিত রেখাগুলো ছাড়াও কারো কারো হাতে বিশেষ কতগুলো রেখা দেখা যায়। সেগুলো নিম্নে বর্ণিত হলো :

বৃদ্ধাঙ্গুলির মূলদেশের উপরিভাগে যে রেখাসমূহ দেখা যায় তা হলো ভাই বোনের রেখা, অপেক্ষাকৃত বড় রেখাগুলো দ্বারা ভাইয়ের সংখ্যা এবং ছোটগুলো দ্বারা বোনের সংখ্যা নিরূপণ করা যায়। আর অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট রেখাগুলো দ্বারা ভাই-বোনের মৃত্যুর সংখ্যা বোঝা যায়। যাদের হাতে রেখার অস্তিত্ব নেই, বুঝতে হবে তাদের ভাই-বোনের অস্তিত্ব নেই।

এছাড়াও আরো কতগুলো বিশেষ রেখা আছে। যেমন :

কারো হাতের তালুতে তসবিহ্ চিহ্ন থাকলে সে খোদা-প্রেমিক ও অলী আওলিয়া হবে।

কারো হাতের তালুতে চন্দ্র চিহ্ন থাকলে সে সম্পদ ও ঐশ্বর্যশালী হবে।

কারো হাতে অস্ত্র চিহ্ন থাকলে সে ধিরস্থির বুদ্ধিমান লোক হবে।

কারো হাতে চেয়ার চিহ্ন থাকলে সে সুখ-শান্তি লাভ করবে।

কারো হাতে টুপি চিহ্ন থাকলে সে রাজা রাজপ্রতিনিধি হবে।

কারো হাতের তালুতে ত্রিভুজ চিহ্ন থাকলে- সে সৌভাগ্যবান হয়।

কারো হাতের তালুতে চতুর্ভুজ চিহ্ন থাকলে সে লোক ভয়-ভীতিশূন্য হয়।

কারো হাতের তালুতে গাড়ী চিহ্ন থাকলে সে ভবঘুরে হবে।

কারো হাতের তালুতে ইঁদুরের ন্যায় চিহ্ন থাকলে সে চোর হবে।

কারো হাতের তালুতে মাছের ন্যায় চিহ্ন থাকলে সে প্রচুর অর্থ লাভ করবে।

হাতের আঙ্গুলির রেখাসমূহ

জ্যাতিষদের মধ্যে তালুর রেখাগুলো যেমন তাৎপর্যপূর্ণ তেমনি হাতের আঙ্গুলের খো সমূহও অর্থপূর্ণ। আঙ্গুলের রেখাগুলোর ভিন্ন ভিন্ন অর্থ রয়েছে।

যার আঙ্গুলের পেটে একটি চক্রাকার রেখা রয়েছে তার জীবন সুখ-শান্তিতে অতিবাহিত হবে।

দুটো চক্রাকার রেখা থাকলে সে লোক বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত হবে।

তিনটি চক্রাকার রেখা থাকলে সে লোক প্রচুর ধন-সম্পদ লাভ করে জাকজর্মকপূর্ণ জীবন কাটাবে।

চারটি চক্রাকার রেখা থাকলে সে লোক ধার্মিক কিন্তু অভাব-অনটন লেগেই থাকবে।

পাঁচটি চক্রাকার রেখা থাকলে সে লোক স্ত্রৈন হবে।

ছয়টি চক্রাকার রেখা থাকলে সে লোকের বৃথা ধন-সম্পদ অপচয় হবে পরিণামে বিপদে পড়বে।

সাতটি চক্রাকার রেখা থাকলে সে লোক ধর্ম-কর্মে অবিচল থাকবে।

আটটি চক্রাকার রেখা থাকলে সে সর্বদা কোন না কোন রোগে আক্রান্ত থাকবে।

নটি চক্রাকার রেখা থাকলে সে লোক ঐশ্বর্যশালী ও ব্যবসায়ী হবে।

দশটি চক্রাকার রেখা থাকলে সে সে আমীর, নতুবা উচ্চ পর্যায়ের অলী-দরবেশ হবে।

আঙ্গুলের পেটে একটি খাড়া দীর্ঘ রেখা থাকা আনন্দের নিশানা।

দুটি খাড়া দীর্ঘ রেখা থাকা দরিদ্রের নমুনা।

আর চার থেকে দশটি রেখা থাকা ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্যের নিশানা।

যার আঙ্গুলের পেটে চার চারটি সিং-এর মত নকশা থাকবে সে অত্যন্ত অভাব-অভিযোগের মধ্যে দিন কাটাবে। কায়িক পরিশ্রম দ্বারা তার রুজি রোজগার উপার্জন করতে হবে।

যার এরূপ পাঁচটি রেখা থাকবে সে ভাগ্যহীন লোক হবে।

যার এ ধরনের ছয় থেকে দশটি পর্যন্ত রেখা থাকবে সে বহু ধন-সম্পদ ও সম্মানের অধীকারী হবে।

যার বৃদ্ধাঙ্গুলির পেটে ছিপের মত একটা রেখা থাকবে সেও নির্মম ভাগ্যের শিকার হবে।

অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে সন্তান ধনবান, বলবান, হিংসুক, অহংকারী ও ভাগ্যবান হয়।

মাঘ-ফাল্গুনে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে সে সন্তান সুশ্রী, সৌভাগ্যবান, ঐশ্বর্যশালী ও দীর্ঘজীবি হয়ে থাকে।

রাশি পরিচয়

ইসলামী শরিয়তে রাশি চক্রের কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না বটে তবে বিভিন্ন কেতাবে দেখা যায় যে হযরত সোলায়মান (আ:)-এর আমলে এই রাশি চক্রের চর্চা ও বিশ্লেষণ শুরু হয়।

তখনকার কতিপয় বিচক্ষণ জ্ঞানী ও পণ্ডিত দার্শনিক বিচার বিশ্লেষণ করেই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে মানুষের জীবনে সাত ছেতারার প্রভাব সর্বাধিক। এই তারকাগুলো রাশিচক্রে অনবরত ভ্রমণ করে বেড়ায়।

কাজেই ঐ তারকা সমূহের প্রভাব প্রক্রিয়া মোটামুটিভাবে বারো প্রকারের প্রতিফলিত হয়ে থাকে।

সারা বৎসরে যেমন আমরা ১২টি মাস ও বারোটি চন্দ্র দেখতে পাই ঠিক তেমনি সমগ্র বৎসরে বারটি বুরুজ পর্য্যায়ক্রমে গমন করে থাকে। এ বারটি বুরুজের এক একটির আমল এক এক প্রকার। কাজেই যে কোন একটি বুরুজের আমলে পৃথিবীর যত মানুষ জন্মগ্রহণ করে তাদের ভাগ্য, আচার-আচরণ, পরমায়ু এরূপ হয়ে থাকে জগতের সকল মানুষ এই বারটি বুরুজের কোন না কোন একটির আমলে জন্মগ্রহণ করবেই। এজন্য যাবতীয় মানুষ সর্বমোট ১২ শ্রেণীর যে কোন একটির অন্তর্ভুক্ত। মানুষের এই শ্রেণীবিভাগের নামই বার রাশি।

কিন্তু কোন মানুষ কেন বুরুজের আমলে জন্মগ্রহণ করেছে তা সঠিকভাবে অবগত হওয়া অত্যন্ত কটিন ব্যাপার। এজন্য বিভিন্ন বিচক্ষণ জ্ঞানী ব্যক্তি কতগুলো সুক্ষ্ম হিসাব নিকাশের মাধ্যমে দুটো উপায়ে মানুষের রাশিফল নির্ণয় করেছেন। এর একটি, দেওয়ানা আবজাদের হিসাব অনুসারে অন্যটি নিজের নামের প্রথম অক্ষর অনুসারে। প্রথম প্রকারে রাশী ফল নির্ণয় নির্ভুল ও ভ্রান্ত হয়ে থাকে কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারে সম্পূর্ণ ঠিক হতে পারে। উভয় প্রকার রাশি নির্ণয় পদ্ধতি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো :

বার রাশির স্বভাব বর্ণনা

কন্যা রাশির পুরুষ

কন্যা রাশির পুরুষগণ সাধারণত: ক্ষীণদেহী হয়ে থাকে। তাদের মেজাজ মাটির মত কোমল। তারা অত্যন্ত প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী। তাদের ধন-লিপসা এত প্রবল যে, ধন-সম্পদ উপার্জনের জন্য তারা ন্যায়-অন্যায় সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে যায়। বৈধ-অবৈধ উপায়ে তারা প্রচুর ধন-সম্পদ উপার্জন করে থাকে। দূরন্ত অর্থ-নেশার কবলে পড়ে তারা যেখানে সেখানে গমন করতে দ্বিধান্বিত হবে না।

তাদের স্বভাবসুলভ মিষ্ট কথায় যে কোন লোককে তার প্রতি আকৃষ্ট করে তুলবে। তারা অত্যন্ত চাপা প্রকৃতির লোক। নিজের মনের কথা কারো নিকট সহজে প্রকাশ করে না। ব্যবসায়-বাণিজ্য উপলক্ষে দক্ষিণ দিক গমন সর্বাপেক্ষা উত্তম।

কন্যা রাশির পুরুষ অত্যন্ত ভাগ্যবান। কারো সাথে মামলা-মোকদ্দমার সৃষ্টি হলে বিচারকের সহানুভূতি ও সুদৃষ্টি তাদের উপর পতিত হবে এবং মামলায়

তারা জয়ী হবে। তাদের শত্রুগণ সর্বদা নিস্তেজ ও জব্দ থাকবে। তবে জীব-জন্তুর আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। কাজেই জীব-জন্তু থেকে তাদের সাবধান থাকা উচিত।

কন্যা রাশির পুরুষ দুটো স্ত্রী গ্রহণ করবে ও বারটি সন্তান লাভ করবে। সন্তানদের দু-একটি বাদে সকলেই অকালে মৃত্যুবরণ করবে। তাদের আত্মীয়-স্বজন কেহ বেশীদিন বাঁচবে না।

তারা বাল্যকালে প্রচুর সুখ-শান্তির মধ্যে কাল কাটাবে কিন্তু যৌবনের সূচনাতেই দু:খ-দুর্দশায় পতিত হবে। বার্ধক্যে আবার প্রাচুর্য আর সুখের মুখ দেখবে এবং অতুল ঐশ্বর্য আর সুখের মধ্যেই প্রসন্নচিত্তে মৃত্যুবরণ করবে। জীবনে সাতটি কঠিন ফাঁড়ার সম্মুখীন হবে। ফাঁড়া কটি কাটিয়ে উঠতে পারলে তারা আশি বৎসর পর্যন্ত বেঁচে থাকবে।

তুলা রাশির পুরুষ

তুলা রাশির পুরুষ অত্যন্ত দয়ালু হৃদয়ের হয়ে থাকে। তাদের বুকে একটি তিল চিহ্ন বিদ্যমান। তার স্বভাব-চরিত্র অতি উত্তম। গরীব-দু:খীকে সর্বদা দান-খয়রাত ও বিভিন্ন রকম সাহায্য করে থাকে। কখনো অন্যের অপকারের কথা কল্পনাও করে না অথচ নিজের ক্ষতি করে যাদের উপকার করে তারাই তার শত্রুতে পরিণত হয়। এ শ্রেণীর লোক কারো নিকট থেকে প্রবঞ্চনা করে দু-টাকা গ্রহণ করলে তার দশ টাকা বেরিয়ে যায়। ব্যবসায়-বাণিজ্য উপলক্ষ্যে পশ্চিম দিক গমন তাদের জন্য অত্যন্ত শুভ। পশু পশু পালন তাদের জন্য অত্যন্ত লাভজনক। রজব মাসের শুক্রবারের দিনগুলো তাদের জন্য মঙ্গলজনক। সারা বৎসরের মধ্যে একটি দিনে তারা সকল কাজে অধিক লাভবান হয়ে থাকে। আত্মীয় কিংবা পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে কোন অসচ্চরিত্রা নারী দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া অনেক পুরুষ শত্রুও থাকবে। শত্রুর শত্রুতা সম্পর্কে সজাগ থাকা প্রয়োজন। আত্মীয়দের সঙ্গে তেমন সু-সম্পর্ক থাকবে না। অনেকে পিছনে সমালোচনা রত থাকবে। তাছাড়া জীবজন্তু থেকেও তাদের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ। নির্জন রাস্তায় তারা পথ চলতে ভয় পায়।

তুলা রাশির পুরুষ পাক-পবিত্রতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা খুব পছন্দ করে। অসাদাচারণ থেকে তারা সর্বদা বিরত থাকে এবং পুণ্য কাজে খুব আগ্রহশীল থাকে। ভাগ্যগুণে তুলা রাশির পুরুষদের সকল মনোবাসনা পূর্ণ হয়। সাধারণত: তাদের দুটো বিয়ে ও ১১টি সন্তান হয়। সন্তানদের প্রায় অধিকাংশই অকালে মৃত্যুবরণ করে। যে কয়টি সন্তান বেঁচে থাকে তারা খুব ভাগ্যবান হয়।

তাদের শৈশবকাল সুখের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। যৌবনে সুখ-দু:খ পাশাপাশি চলে এবং বার্ধক্য আবার পরম সুখ-শান্তি ভোগ করে। জীবনে আটটি ফাঁড়া কাটিয়ে উঠতে পারলে তারা শতাধিক বৎসর বেঁচে থাকবে।

বিছা রাশির পুরুষ

বিছা রাশির পুরুষের স্বভাব অত্যন্ত নরম এবং মেজাজ শান্ত প্রকৃতির। এই রাশির পুরুষদের মধ্যে যাদের পায়ের উরুতে তিল চিহ্ন থাকে তারা অতিশয় ভাগ্যবান। বিছা রাশির পুরুষদের জন্য শাবানের চাঁদ শুভ। এ চাঁদে তারা যে কোন শুভ কাজে হস্তক্ষেপ করবে তাতেই সফলতা লাভ করবে। প্রত্যেক রোববার তাদের জন্য অশুভ। এ দিনে কোন শুভ কাজ শুরু করা উচিৎ নয়। তারা যেমন প্রচুর অর্থ-সম্পদ উপার্জন করে তাদের ব্যয়ও তেমন অধিক। তারা কখনো আর্থিক কষ্ট অনুভব করে না। অথচ সঞ্চয়ও করতে পারে না।

মামলা-মোকদ্দমায় তারা সব সময় বিচার করে কৃপাদৃষ্টি লাভ করবে ও জয়ী হবে। বৃদ্ধকালে তারা একটি পরম ভাগ্যবান পুত্র সন্তান লাভ করবে। এ রাশির লোকদের জলে ডুবে মরার সম্ভাবনা অধিক। উত্তর দিক ভ্রমণ তাদের জন্য অত্যন্ত শুভ। আর দক্ষিণ দিকে ভ্রমণ তাদের বিপদের কারণ। তাই দক্ষিণ ভ্রমণে না যাওয়া উচিৎ।

বিছা রাশির পুরুষ অত্যন্ত সুশ্রী, সতী-সাধ্বী, পবিত্রতা স্ত্রী লাভ করে থাকে। তবে স্ত্রীর জন্য তাকে কিছু দু:খ-কষ্ট ভোগ করতে হবে।

তাদের শৈশবকাল দু:খ-কষ্টে, যৌবনকাল সুখে-দু:খে এবং বার্ধ্যক্যের কিছু অংশ সুখে অতিবাহিত হয়। তবে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আবার দু:খ-কষ্টে পড়তে হয়। প্রথম জীবনে তাদের বহু য়োগ ভোগ করতে হয়।

তাদের শৈশবকাল দু:খ-কষ্টে, যৌবনকাল সুখে-দু:খে এবং বার্ধক্যের কিছু অংশ সুখে অতিবাহিত হয়। তবে জীবনের শেষ প্রান্তি এসে আবার দু:খ-কষ্টে পড়তে হয়। প্রথম জীবনে তাদের বহু রোগ ভোগ করতে হয়।

জীবনে মোট ফাঁড়া পাঁচটি। তার মধ্যে তিনটি ফাঁড়ায়ই মৃত্যুর সম্ভাবনা। অবশ্য এসব ফাঁড়া কাটিয়ে উঠতে পারলে তারা ৯০ বৎসরের উর্ধ্বে জীবন ধারণ করবে।

ধনু রাশির পুরুষ

ধনু রাশির পুরুষগণ অত্যন্ত উগ্র মেজাজী ও ক্রুদ্ধ স্বভাবের, অতি সামান্য কারণেই তারা হঠাৎ রেগে উঠে। অথচ মিষ্টি কথায় সকলকে তুষ্ট করতে সমর্থ হয়। তারা খুব সুঘ্রাণপ্রিয়।

বাল্য সুখ-শান্তি তাদের নিত্য দিনের সাথী। ধনু রাশির পুরুষ খুব পুণ্যবান, তারা সর্বদা খোদার ইবাদত-বন্দেগী করে। সপ্তাহের সোমবার দিনটি তাদের জন্য অশুভ এবং প্রত্যেক বুধ ও বৃহস্পতিবার তাদের জন্য অত্যন্ত শুভদিন। বারো চাঁদের মধ্যে মহররম চাঁদ তাদের জন্য মঙ্গলজনক। এ চাঁদে যে কোন শুভ কাজে অগ্রসর হবে তাতে সফলতা লাভ নিশ্চিত।

ধনু রাশির পুরুষ তাদের জীবনে কোন না কোন এক সময় খাদ্য সংকটের সম্মুখীন হবে। সে সময় পৈত্রিক সম্পত্তি রক্ষা করতেও তারা অসমর্থ হবে। তবে এর পরই তারা পুনরায় প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক হবে। এমনকি তাদের অর্জিত ধন-সম্পদে সন্তানগণ পর্যন্ত চিরদিন সুখ-শান্তিতে কাটাবে।

ধনু রাশির পুরুষ মুরব্বীদের ভক্তি-শ্রদ্ধা করে এবং আত্মীয়-স্বজনদের যথেষ্ট আদর-অভ্যর্থনা করে থাকে। তাদের জীবনে একাধিক বিয়ের সম্ভাবনা রয়েছে, তার স্ত্রীর মধ্যে একজন কিংবা দুজনের মৃত্যুর লক্ষণ দেখা যায়, জনৈকা স্ত্রী তার প্রাণ নাশের চেষ্টা করবে। আগুন বা চুরি ডাকাতি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশঙ্কা রয়েছে। সাধারণত: রাত, পিত্তরোগ কিংবা পানিতে ডুবে মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখা যায়। তাই সে বিষয়ে তাদের সদা সর্তক থাকা প্রয়োজন।

পূর্বদিকে যাত্রা তাদের জন্য মঙ্গলজনক। সপ্তাহের সোমবার দিন তাদের জন্য অশুভ। মহররম মাস তাদের জন্য অত্যন্ত শুভ। এ মাসে তারা যে কোন শুভ কাজ শুরু করবে তাতেই সাফল্য অর্জিত হবে।

ধনু রাশির পুরুষ বাল্যকাল ও যৌবনের একাংশ সুখ-শান্তিতে অতিবাহিত হবে। তারপর চুরি-ডাকাতি ও অগ্নিকাণ্ডের ফলে সর্বশান্ত হতে হবে। অত:পর পুনরায় সে ধন-ঐশ্বর্য ও পুত্র-পরিজন বেষ্টিত হয়ে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সুখ-শান্তিতে অতিবাহতি হবে। জীবনে আটটি ফাঁড়া রয়েছে, ঐগুলো কাটিয়ে উঠতে পারলে নব্বই বৎসরের উর্ধ্বে আয়ু লাভ করবে।

মকর রাশির পুরুষ

মকর রাশির পুরুষের স্বভাব চরিত্র অত্যন্ত নরম প্রকৃতির। তাদের মেজাজ মাটির মত কোমল। তাদের হৃদয় দয়া ও মায়া-মমতায় পূর্ণ। তারা সর্বদা অন্যের উপকারে ব্যস্ত থাকে। এমনকি পরোপকার করতে যেয়ে নিজেকেও কষ্ট ভোগ করতে হয়। দুনিয়ায় তারা প্রচুর সুখ-শান্তি ও মান-সম্মানের অধিকারী হবে। তারা কখনো ছল-চাতুরী কিংবা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে না। অপকর্মে লিপ্ত হলেই সাথে সাথে বিপদাপন্ন হয়ে পড়ে। কাজেই অপকর্ম থেকে সর্বদা দূরে থাকা উচিত। পশু পালন তাদের জন্য লাভজনক। গাছ ও আগুন-পানিতে তাদের বিপদের সম্ভাবনা বলে এ সমস্ত থেকে দূরে থাকা আবশ্যক।

সপ্তাহের শনিবার দিন এবং বৎসরের শাওয়াল মাসটি তাদের জন্য অত্যন্ত শুভ। মিথ্যাকে ঘৃণা করবে বলে আত্মীয়-স্বজনের সাথে তার তিক্ততার সৃষ্টি হবে। তাদের অনেকেই তার বিরোধিতা করবে। এমন একজন আপন লোক তার চিরশত্রু হয়ে দাঁড়াবে ও আর্থিক ক্ষতি সাধন করবে।

মকর রাশির পুরুষ ও তার স্ত্রী উভয়ের শরীরে যদি তিল চিহ্ন বিদ্যমান থাকে তবে তাদের মিলন অত্যন্ত সুখকর ও সংসার শান্তিপূর্ণ হয়ে থাকে। তারা পুত্র সন্তান লাভ করে থাকে।

দক্ষিণ দিক ভ্রমণ তাদের জন্য লাভজনক। তাদের পেটের অসুখ লেগেই থাকে। তাদের একাধিক বিয়ের সম্ভাবনা দেখা যায়। জীবনের শেষ প্রান্তে দারিদ্র্য তাদের কঠিনভাবে আক্রমণ করে।

তাদের বাল্যকাল সুখে, যৌবনকাল সুখে-দু:খে এবং বার্ধক্যকাল চরম দু:খের মধ্য দিয়ে কাটে। জীবনে মোট নয়টি ফাঁড়া। এগুলো কাটিয়ে উঠতে পারলে দীর্ঘ জীবন লাভের সম্ভাবনা। তারা একশত বৎসরের উর্ধ্বে আয়ু লাভ করে থাকে।

কুম্ভ রাশির পুরুষ

কুম্ভ রাশির পুরুষের স্বভাব-চিরত্র মধ্য প্রকৃতির। তারা খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পাক-পবিত্র থাকতে ভালবাসে। তারা অত্যন্ত পুণ্যবান ও সংযমী হয়ে থাকে। যৌবনের কঠোর পরিশ্রম দ্বারা প্রচুর ধন-সম্পদ লাভ করবে। কিন্তু কৃপণতা তাদের স্বভাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য থাকায় একটি পয়সাও দান খয়রাত করবে না। তাদের শত্রুর সংখ্যা অনেক কিন্তু কেহই তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। বরং শত্রুগণ পরাস্ত হয়ে তার নিকট নতি স্বীকারে বাধ্য হবে। গভীর রাতে একাকী বন-জঙ্গলে গমন কিংবা অন্যত্র রাত্রি যাপন করা ও নদীতে নেমে গোসল করা তাদের জন্য নিরাপদ নয়। কারণ এত কঠিন বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে।

সপ্তাহের শুক্রবার দিন ও বৎসরের জেলক্বদ মাস তাদের জন্য অত্যন্ত শুভ। আর প্রত্যেক বুধবার তাদের জন্য অমঙ্গলজনক। এদিন কোন শুভ কাজে হাত দিতে নেই। তাদের নেতৃত্ব লাভের সম্ভাবনা আছে।

কুম্ভ রাশির পুরুষের কখনো ঝরনার পানিতে পা ভেজান উচিত নয়। কারণ তাতে তার ভয়ঙ্কর বিপদে পতিত হবার সম্ভাবনা আছে। এরা অত্যন্ত দ্রুত গতিসম্পন্ন হয়। অনেকে প্রতারিত করার চেষ্টা করেও কেহ তাদের প্রতারণা করতে পারে না।

এ শ্রেণীর লোকের দুতিনটি বিয়ের সম্ভাবনা দেখা যায়। তারা বহু সন্তানের জন্মদাতা হলেও অনেক সন্তানই অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হবে। মর্মান্তিক পুত্রশোকে তারা কাতর হয়ে পড়বে। তবে একটি পুত্র পরম ভাগ্য ও পুণ্যবান হবে।

তাদরে বাল্যকাল সুখ-দু:খের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হবে। যৌবনে সুখ-সমৃদ্ধি ও মান-সম্মানের অধিকারী, কিন্তু বার্ধক্যে পুনরায় দু:খ-দুর্দশায় পতিত হবে। জীবনের সাতটি ফাঁড়া কেটে গেলে শতায়ু লাভ করবে।

মীন রাশির পুরুষ

মীন রাশির পুরুষ অত্যন্ত কোমল প্রকৃতির। তারা হৃদয়বান, পুণ্যবান ও বিদ্বান হবে। যদি সুযোগের অভাবে তারা বিদ্যা শিখতে না-ও পারে তথাপি সর্বদা বিদ্বান লোকের সাহচর্যে থেকে অত্যন্ত বিচক্ষণ ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী হয়। বিশেষত: কারিগরী শিক্ষায় তারা যথেষ্ট পরদর্শী হবে। এ ধরনের লোক অত্যন্ত একগুয়ে প্রকৃতির। সে সহসা কারো সাথে রাগ করে না, কিন্তু একবার রাগ করলে কখনো তারা আর শান্ত হয় না। তারা অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞাসম্পন্ন হয়ে থাকে। মধ্যম অবস্থার মধ্য দিয়ে তাদের জীবন কাটে। ব্যবসায়-বাণিজ্যে তারা বেশ লাভবান হয়।

সপ্তাহের বৃহস্পতিবার দিনটি ও বছরের জেলহজ্ব মাসটি তাদের পক্ষে অত্যন্ত শুভ। তাদের লজ্জাস্থান ও পিটে তিল চিহ্ন থাকা সৌভাগ্যের লক্ষণ। তাদের অনেক শত্রু থাকে। তাদের স্বপ্ন প্রায়ই সত্য হয়।

মীন রাশির পুরুষ তিনটি বিয়ে করবে এবং দশটি অধিক সন্তান হবে। তবে সন্তানদের কয়েকটি মারা যাবে এবং তারা পুত্রশোকে মর্মাহত হবে।

এদের বাল্যকাল সুখে, যৌবন কাল মধ্যমাবস্থায় ও বার্ধক্য দু:খে কাটবে। জীবনের আটটি ফাঁড়া কাটাতে পারলে একশত বৎসর আয়ু লাভ করবে।

মেষ রাশির পুরুষ

মেষ রাশির পুরুষগণ অত্যন্ত সদালাপী ও মিষ্টভাসী হয়ে থাকে কিন্তু অল্পতেই তারা রাগান্বিত হয়ে ওঠে, পরক্ষণেই আবার নিজেকে সামলিয়ে নিতে সমর্থ হয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পাক-পবিত্র থাকতে তারা খুব পছন্দ করে। তারা ক্ষীণদেহ অথচ শক্তিশালী। এরা পরোপকারে খুবই আগ্রহী। কিন্তু যাদের উপকার করে, তারা উপকারের বিনিময়ে তার শত্রু হয়ে দাঁড়ায় এবং তাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করেও ক্ষতি করতে সমর্থ হয় না বরঞ্চ নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারা

ধার্মিক, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, দয়ালু ও দানশীল হয়ে থাকে। পিতা-মাতা, শিক্ষক ও মুরব্বিদের তারা খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করে। তাদের কাছ থেকে নিত্য নতুন মূল্যবান তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করা যায়। অল্প সম্পদে তারা সন্তুষ্ট থাকে। মিতব্যয়িতা তাদের আর এক গুণ। ব্যবসায়-বাণিজ্যে তাদের প্রভূত লাভ হবে। আত্মীয় বন্ধুগণ এদের খুব ভালবাসে। তবে তাদের শত্রুরও অভাব নেই। কিন্তু শত্রুগণ সর্বদাই অপদস্থ হয়। এ রাশির পুরুষগণ জীবনে একাধিক বিয়ে করবে এবং বহু সন্তানের পিতা হবে। কিন্তু সবগুলো বাঁচবে না কিন্তু সন্তান দ্বারা তারা কোনরূপ উপকৃত হবে না। এদের প্রথম জীবন সুখ-শান্তিতে, মধ্যম জীবন দু:খ-কষ্টে, আবার শেষ জীবন সুখ-সমৃদ্ধিতে অতিবাহিত হবে। এদের জীবনে, ১, ৩, ৪৮ ও ৫০ বৎসর বয়সে ফাঁড়ার চিহ্ন রয়েছে। উক্ত ফাড়া কটি কাটিয়ে উঠতে পারলে ৯৫ বৎসর আয়ু লাভ করবে।

বৃষ রাশি পুরুষ

বৃষ রাশির পুরুষ অত্যন্ত সুশ্রী হয়ে থাকে। তাদের চওড়া কপাল, আয়ত চক্ষু, গোলাকার মুখমণ্ডল সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অবশ্য তাদের মাথার চুল পাতলা হয়। তাদের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মিষ্ট এবং মেজাজ মাটির মত কোমল। তাদের স্বভাব-চরিত্র উত্তম প্রকৃতির। পিতা-মাতা ও গুরুজনদের প্রতি তারা ভক্তি-শ্রদ্ধা পোষণ করে এবং আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে অত্যন্ত মধুর ব্যবহার করে। দানশীলতা ও দয়া তাদের স্বভাবের একটি বৈশিষ্ট্য।

ব্যবসায়-বাণিজ্যে ও পশু পালনে তারা খুব লাভবান হবে। তাদের অসংখ্য শত্রু থাকবে কিন্তু তারা সকলেই পরাভূত হবে। সব সময়ই তার প্রতি বিচারকের সু-দৃষ্টি থাকবে। জীবনে তাদের কমপক্ষে তিনটি বিয়ে এবং সাতটি পুত্র ও পাঁচটি কন্যা সন্তান লাভ হবে। তাদের প্রথম জীবনে দু:খ, মধ্যম জীবনে সুখ-শান্তি ও শেষ জীবনে পুনরায় দু:খ-কষ্ট ভোগ করতে হবে।

এই রাশির লোক জীবনে একবার কোন কঠিন আঘাতে আহত হয়ে ক্ষতের সৃষ্টি হলে তার চিহ্ন চির জীবন থেকে যায়। তারা রাতের প্রায় কু-স্বপ্ন দেখে। যৌন রোগ ও প্লেট বেদনা হবার সম্ভাবনা অধিক। তাদের জীবনে ছয়টি ফাঁড়া আছে। উহা কাটিয়ে উঠতে পারলে ৮৭ বৎসর পর্যন্ত বেঁচে থাকবে।

মিথুন রাশির পুরুষ

মিথুন রাশির পুরুষ ক্ষীণদেহী। তারা যথেষ্ট জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান হয়। তবে তাদের স্বভাব একটু চঞ্চল প্রকৃতির। তাদের মন অত্যন্ত কোমল, তারা সকলের সাথে হাসিমুখে মিষ্টভাবে আলাপ করে থাকে।

অনেকের সাথে সলা-পরামর্শ না করে তারা কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দেয় না। পার্থিব লোভে মত্ত হয়ে তারা প্রচুর ধান-সম্পদ অর্জনে সদা ব্যস্ত থাকে এবং প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করলেও দান-খয়রাত দেওয়া তারা মোটেও পছন্দ করে না। কারন তারা একটু কৃপণ স্বভাবের হয়ে থাকে। তারা পুণ্য কাজের প্রতি মধ্যম রকমের আগ্রহ থাকে। তারা প্রায়শ: পাপাচারে লিপ্ত হয়। কিন্তু পরক্ষণেই আবার অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে। তারা হঠাৎ রেগে উঠে আবার পরক্ষণেই রাগ সংবরণ করে থাকে। তারা সাধারণত: উচ্চ:স্বরে কথা বলে ও কাজ-কর্মে খুব চটপটে হয়। তাদের বুকে-পিঠে ও পেটে তিল চিহ্ন থাকে। প্রত্যেক মঙ্গল বার সব কাজের জন্য তাদের শুভদিন। ব্যবসায়-বাণিজ্যে তারা খুব লাভবান হবে।

জীবনে তারা কোন উচু স্থান থেকে বড় কঠিন আঘাত পাবে। এতে প্রাণে মারা না গেলেও কটিন রোগের সৃষ্টি হবে। সারা জীবন তারা নানারূপ রোগ-শোক ভোগ করবে। তারা সাধারণত: অতিরিক্ত ঘুম-কাতুরে হয়, বিশেষত: ভোর বেলায় তারা বেহুশের মত নিদ্রা যায়। যৌবনে তারা প্রচুর অর্থ উপার্জন করবে। কিন্তু উহা সমস্তই খরচ করে ফেলবে।

মিথুন রাশির পুরুষ তিনটি বিয়ে করবে এবং নয়টি সন্তান লাভ করবে, তবে কয়েকটি সন্তান অকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হবে। জীবনে এদের চারটি প্রধান ফাঁড়া রয়েছে। উক্ত ফাঁড়াগুলো কাটিয়ে উঠতে পারলে আশি বৎসরের ঊর্ধে আয়ু লাভ করবে।

কর্কট রাশির পুরুষ

কর্কট রাশির পুরুষের অন্তর মোমের মত, তারা অত্যন্ত ধর্মপরায়ন ও সকলের প্রিয়পাত্র হয় তারা অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে চলাফেলা করে। ভদ্রতা ও বিনয় সহকারে সকলের সাথে কথা বলে। এরা রাগান্বিত হলে রাগ সামলাতে পারে না পেরে কেঁদে ফেলে। তারা পিতা-মাতাকে অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সেবা-যত্ন করে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সু-ব্যবহার করে। কিন্তু স্ত্রীর সাথে সর্বদা ঝগড়া লেগেই থাকে। বিদ্যা ও বুদ্ধিতে অত্যন্ত সুনাম অর্জন করবে। তারা সাধারণত: খুব ধনী ও কৃপণ হয়। ব্যবসায়-বাণিজ্যে অথবা অন্য কোন শুভ কাজকে উত্তর দিক গমন তাদের জন্য শুভ।

এদের জীবন নানা প্রকার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। জীবনের মধ্যকাল শেষ হলে তারা প্রচুর ধন-সম্পদ লাভ করবে। জীবনে সুখ-দু:খ পর্যায়ক্রমে পাশাপাশি চলবে। তবে শেষ জীবনে নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও সম্মানের অধিকারী হবে। ধন-ঐশ্বর্য লাভ তো হবেই এমনকি দেশের নেতৃত্ব কিংবা মন্ত্রিত্ব লাভেরও সম্ভাবনা রয়েছে।

কর্কট রাশির পুরুষের একাধিক বিয়ে ও ছয়টি সন্তান লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। জীবনে এরা মোট সাতটি ফাঁড়ার মুখোমুখী হবে। এগুলো কাটিয়ে উঠতে পারলে দীর্ঘ ৯৫ বৎসর আয়ু লাভ করবে।

সিংহ রাশির পুরুষ

সিংহ রাশির পুরুষ ক্রোধপরায়ণ ও উগ্র মেজাজী হয়ে থাকে। তাদের বুকেও পিটে তিল চিহ্ন দেখা যায়। এক স্থানে কিছুদিন বাস করলে তারা ঐ স্থান ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে চায় না।

তাদের উগ্র স্বভাবের কারণে অনেকেই তাদের শত্রুতে পরিণত হয় কিন্তু শত্রুগণ কখনো তাদের সাথে এটে উঠতে পারে না। প্রত্যেক সপ্তাহের বৃহস্পতিবার কোন শুভ কাজে যাওয়া ও নতুন কাজে হাত দেওয়া উচিৎ নয়। কারণ ঐ দিনটি তাদের জন্য বিফলতার দিন। এ শ্রেণীর পুরুষদের জীব-জন্তু থেকে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক।

কেননা জীব-জন্তুর আক্রমণে ভীষণভাবে আহত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। তারা পিতা-মাতা ও গুরুজনকে তেমন ভক্তি-শ্রদ্ধা করে না। আত্মীয়-স্বজন তাদের নিকট ভাল ব্যবহার পায় না। তারা প্রায়ই অল্প বয়সে পিতৃ-মাতৃহীন হয়ে থাকে। ধারালো অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কেও তাদের খুব সতর্ক থাকা উচিৎ কেননা, একটু অসাবধান হলেই রক্তপাতের সম্ভাবনা। বৃক্ষ থেকে পতনের ফলেও তাদের বিপদ ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। কাজেই এ ক্ষেত্রেও তাদের সাবধানতা অবলম্বন করা উচিৎ।

সিংহ রাশির পুরুষ শৈশবে সুখের কোলে লালিত-পালিত হলেও যৌবনের শুরু থেকেই সুখ-দু:খের সংঘাতের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত হবে এবং বার্ধক্যে চরম অশান্তি ও অভাব-অভিযোগের মধ্যে থাকবে এবং ধন-জনহারা হয়ে মৃত্যুর শীতল কোলে ঢলে পড়বে।

বিবাহ এদের একটি তবে অনেক সন্তানের পিতা হবে। সন্তানদের অনেকেই অকালে মৃত্যুবরণ করবে এবং মাত্র দু'একটি সন্তান বেঁচে থাকবে ও তারা অত্যন্ত ভাগ্যবান হবে। তাদের জীবনে মোট আটটি ফাঁড়া আছে। উক্ত ফাঁড়াগুলো কাটিয়ে উঠতে পারলে একাশি বৎসর আয়ু লাভ করবে।

কন্যা রাশির নারী

কন্যা রাশির নারীগণ অপরূপ রূপসী হয়ে তাকে। তাদের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মধুর। মুরুব্বী ও শিক্ষকদের তারা অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। এ শ্রেণীর নারীর

পুণ্য কাজে বিশেষ আগ্রহশীলা। তারা আজীবন প্রায়ই বৃহস্পতি-শুক্রবার রোযা রাখে এবং গভীর রাতে নির্জনে গোনাহ্ মুক্তির জন্য খোদাতাআলার নিকট মার্জনা ভিক্ষা করে। নামাযের ওয়াক্তে সে কখনো স্বামী সহবাস করে না। জীন-পরীর নজরে পড়ে নানা অসুখ-বিসুখে আক্রান্ত হয়ে চিররুগ্না অবস্থায় তাদের কাল কাটে। উত্তর ভিটির ঘর তাদের জন্য মঙ্গলজনক।

কন্যা রাশির নারীদের জীবনে যথাক্রমে তিনজন স্বামীর আগমনের সম্ভাবনা। এ শ্রেণীর নারী ১২টি সন্তান লাভ করবে। জীবনে আটটি ফাঁড়ার সম্মুখীন হতে হবে। ফাঁড়া কেটে গেলে একাশি বৎসর আয়ু লাভ করবে।

তুলা রাশির নারী

তুলা রাশির নারীগণ অপরূপ দেহ-সৌষ্ঠবের অধিকারী। হংসিনীয় ন্যায় হেলে-দুলে এবং বিচিত্র ভঙ্গিতে হেটে চলে পুরুষের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ানো তাদের একটি অভ্যাস। তাদের হৃদয় অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির। কণ্ঠস্বর মিষ্ট কিন্তু কটু কথায় পঞ্চমুখ। সমপ্তাহের শনিবার দিনটি তাদের জন্য শুভ। উত্তর দরজার ঘর তাদের জন্য মঙ্গলজনক।

সংসার জীবন সুখে কাটবে। তারা যথাক্রমে চারজনকে পতীত্বে বরণ করবে। তাদের গর্ভে ৭টি পুত্র ও ৪টি কন্যা সন্তান জন্মলাভ করবে। জীবনে আটটি ফাঁড়া কাটিয়ে উঠতে পারলে কমপক্ষে আশি বৎসর আয়ু লাভ করবে।

বিছা রাশির নারী

বিছা রাশির নারীণ সুকণ্ঠি কিন্তু মুখরা। তাদের হৃদয়ে ভয়-ভীতি বলতে কিছু নেই। এমনকি স্বামীকেও পরোয়া করে কথা বলে না। তাদের চাঁদের মত মুখমণ্ডল। হরিণ কালো চোখ। মুখ ও বুকের তিল চিহ্ন তাদেরকে এমন অপরূপা ও সুষমামণ্ডিত করে তোলে যে, তারা যে কোনো পুরুষের মনোযেগা আকর্ষণে সমর্থ হয়।

বিছা রাশির নারীগণ ঘুমের মধ্যে দু:স্বপ্ন দেখে ও চিরদিন শরীর ব্যথায় কষ্টভোগ করে। শনিবার দিন তাদের কোন বড় গাছের নীচে যাওয়া উচিত নয়। কারণ তাতে মারাত্মক ক্ষতির সম্ভাবনা। তাদের জীবনে দুট বিয়ে হবে। ফাঁড়া মোট পাঁচটি উহা কাটিয়ে উঠতে পারলে সাতাশি বৎসর জীবন ধারণ করবে।

ধনু রাশির নারী

ধনু রাশির নারীগণ অপরূপ স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত। তাদের গভীর আয়ত নীল চোখ, দীর্ঘ নাক তাদের-আরো অতুলনীয়া রূপসী করে তোলে। কিন্তু তারা

চিররুগ্না হয়ে থাকে, একটা না একটা রোগ সর্বদা লেগেই থাকে। সপ্তাহের সোমবার ও বৃহস্পতিবার দুটো দিন তাদের জন্য শুভ। তারা সর্বদা পাক পবিত্রা থাকলে ও খোদার ইবাদত-বন্দেগী করলে শরীর অনেকটা ভাল থাকে। মঙ্গলবার ও বুধবার স্বামীর শয্যায় শয়ন করা উচিৎ নয়। কারণ তাতে বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। পূর্ব অথবা পশ্চিম ভিটির ঘর তাদের জন্য শুভ। তাদের জীবনে মোট আটটি ফাঁড়া আছে। সেগুলো নির্বিঘ্নে অতিক্রম করতে পারলে নব্বই বৎসরের উর্ধ্বে বেঁচে থাকবে।

মকর রাশির নারী

মকর নাশির নারীগণ ক্ষীণদেহী হয়ে থাকে। তাদের প্রথম জীবন সুখে, মধ্যম জীবন দু:খে ও শেষ জীবনে আবার কিছু সুখের মুখ দেখে। যৌবনকালে অশেষ কষ্টে-ক্লেশ ভোগ করতে হয় না মাঝে মাঝে প্রায়ই রোগাক্রান্ত হয়। সন্তান প্রসবজনিত ব্যাপার কঠিন বিপদের সম্ভাবনা দেখা যায়। তাদের জীবনে চারটি স্বামী, নয়টি সন্তান লাভের সম্ভাবনা। জীবনে মোট আটটি ফাঁড়ার সম্মুখীন হতে হয়। এগুলো কাটাতে পারলে ৯৫ বৎসর আয়ু লাভ করবে।

কুম্ভ রাশির নারী

কুম্ভ রাশির নারীগণ অপরূপ রূপসী ও লাবণ্যময়ী হয়ে থাকে। তার কণ্ঠস্বর মধুর। তারা সকলের সাথে হাসিমুখে কথা বলে। স্বামীর সাথে কথা বলার সময়ও মুখে হাসির রেখা লেগে থাকে। তারা স্বামীর অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী হয়ে থাকে। আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া-প্রতিবেশীগণও তাকে খুব ভালবাসে। তাদের সর্বদা পাক-পবিত্রা থাকতে হয় নতুবা জ্বীন-পরীর বদ-নজরে পড়ার সম্ভাবনা। তাদের বিবাহ একটি এবং সাতটি সন্তানের জননী হয়ে থাকে। জীবনের বিভিন্ন সময়ে মোট পাঁচটি ফাঁড়া আছে। এ সকল ফাঁড়া কাটিয়ে উঠতে পারলে ৯৩ বৎসর আয়ু লাভ করবে।

মীন রাশির নারী

মীন রাশির নারীগণ পরম সৌভাগ্যবতী হয়ে থাকে। তারা একান্ত মিষ্ট ভাষিণী। তাদের মিষ্ট কথায় সকলেই তুষ্ট থাকে। এরা স্বামী ভক্তিতে অতুলনীয়া। স্বামীকে তারা প্রাণ দিয়ে ভালবাসে এবং স্বামীর সোহাগ আদর লাভ করে। এই শ্রেণীর নারীগণ অত্যন্ত ধর্মপরায়না হয়ে থাকে। নামায-রোজার প্রতি তারা বিন্দুমাত্র শৈথিল্য দেখায় না। সপ্তাহের শনিবার এবং অমাবস্যা ও পূর্ণিমার রাতে স্বামী সহবাস করা উচিত নয়। কারণ ঐ সময় গর্ভধারণ করলে সন্তান অত্যাচারী ও কুৎসতি হয়।

তাদের জীবনে প্রথম ভাগ দু:খে, মধ্য ও শেষ ভাগ মহা সুখ-শান্তিতে কাটবে। তাদের পিছনে সর্বদা দু একজন শত্রু লেগেই থাকে। ধাতু দৌর্বল্য ও কোমর ব্যথায় মাঝে মাঝে আক্রান্ত হবে। বুকে বা পিঠে তিল চিহ্ন থাকলে বিশেষ সৌভাগ্যবতী হবে। জীবনে মোট সাতটি ফাঁড়ার সম্মুখীন হতে হবে। সমস্ত ফাঁড়া নির্বিঘ্নে কাটিয়ে উঠতে পারলে শতায়ু লাভ করবে।

মেষ রাশির নারী

মেষ রাশির নারীগণ অপরূপ রূপসী। ঘন-কালো লম্বা চুল। টানা টানা হরিণ কালো চোখ। সরু কটিদেশ, স্বচ্ছ ললাট তার রূপ-সুষমাকে আরো অতুলনীয় করে তোলে। এ ধরনের নারী যখন কথা বলে মনে হয় তাদের সুকণ্ঠ দিয়ে যেনো মধু বর্ষণ। তাদের ব্যবহার অমায়িক, পুণ্য কর্ম ও অতিথি সেবায় তারা খুব আগ্রহশীলা। তাদের মেজাজ বৈচিত্রপূর্ণ। কখনো কোন কারণে ক্রুদ্ধ হলে পর মুহূর্তেই আবার তারা শীতল হয়ে যায়। মুরব্বী ও গুরুজনদের তারা খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করে।

মেষ রাশির নারীরা যৌন আবেদনময়ী। কোন কোন সময় তারা যৌনরোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। জ্বিন-পরীর দৃষ্টিতে পড়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। তাতে কখনো অস্থিরতা দেখা দিলেও তেমন বেশী কোন ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় নাঈবনের প্রথম ঋতুস্রাবকালে বিপদের সম্ভাবনা দেখা যায়। তাদের এক স্বামী ও ১০টির অধিক সন্তান লাভের সম্ভাবনা। সন্তানদের মধ্যে বেশ কয়েকটি শিশু অল্প বয়সেই মারা যাবে।

মেষ রাশির রানীদের দাম্পত্য জীবন তেমন সুখের হয় না। স্বামী-স্ত্রীতে কখনো বিবাদ আবার কখনো বনিবনা হবে। পশ্চিম ও পূর্ব ভিটের ঘর তাদের জন্য সর্বদা মঙ্গলজনক। জীবনের ৮, ১০, ২০, ২৫, ৬০ ও ৭০ বৎসর বয়সে মোট ছয়টি কটিন ফাঁড়ার সম্মুখীন হতে হবে। এই ফাঁড়াগুলো কাটিয়ে উঠতে পারলে মোট আশি বৎসর জীবন ধারণ করবে।

বৃষ রাশির নারী

বৃষ রাশির নারীগণ অত্যন্ত উচ্চ ও সুকণ্ঠি হয়ে থাকে। তাদের ডাগর ডাগর চোখ ও ঘন-কালো চুল তাদেরকে অপরূপা ও সুষমামণ্ডিত করে তোলে। তাদের কাঁধে ও পায়ে তিল চিহ্ন থাকে। তারা অত্যন্ত রোগা ও ক্ষীণাঙ্গি হয়ে থাকে। তাদের উপর কোন দেও বা পরীর নজর থাকে বলে রাত্রে খারাপ স্বপ্ন দেখে ভয় পায়। মাঝে মাঝে রোগাক্রান্ত হয় ও গর্ভের সন্তান নষ্ট হয়।

তাদের সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পাক-পবিত্র হয়ে থাকা এবং খোদার ইবাদত-বন্দেগী করা একান্ত আবশ্যক। ঋতুকালে সর্বদা তওবা আস্তাগফারুল্ল পাঠ করলে দেও-পরীর অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেতে পারে। উত্তর ও দক্ষিণদুয়ারী ঘরে বসত করা তাদের জন্য মঙ্গলজনক। অপবিত্র অবস্থায় শয়ন করা কিংবা সোবহে সাদেকের সময় স্বামীর সঙ্গে সহবাস করা একান্ত অনুচিত। কারণ তাতে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। তাদের জীবনের মোট নয়টি ফাঁড়া রয়েছে। এ সমস্ত ফাঁড়া কাটিয়ে উঠতে পারলে মোট সাতাশি বৎসর জীবন ধারণ করবে।

মিথুন রাশির নারী

মিথুন রাশির নারীগণ ভূবন-মোহিনী রূপের অধিকারিনী হয়। তাদের শরীরের গঠন হালকা-পাতলা। তারা পিতা-মাতা ও শিক্ষককে অত্যন্ত ভক্তিশ্রদ্ধা করবে, সর্বদা স্বামীর সেবা-যত্নে নিয়োজিত থাকবে। জ্বীন-পরীর বদনজরে পরে তারা খুব কষ্ট ভোগ করবে। যেমন-ঘুমের মধ্যে দেহ ভারি বোধ হওয়া, গুরুতর ভাব। তারা সর্বদাই একটা না একটা রোগে আক্রান্ত থাকবে। তাদের পক্ষে ঋতুস্নানকালে তওবা পাঠ করা উচিত।

অপবিত্র অবস্থায় থাকা, ভোর বেলা ঘুমানো ও সোবহে সাদেকের সময় স্বামীর সাথে সহবাস করা বিশেষ ক্ষতির কারণ। পূর্বের টিভির ঘর তাদের জন্য মঙ্গলজনক। তাদের জীবনের বিভিন্ন সময় চারটি ফাঁড়ার সম্মুখীন হতে হবে। ফাঁড়াগুলো কেটে গেলে একাশি বৎসর আয়ু লাভ করবে।

কর্কট রাশির নারী

কর্কট রাশির নারীগণও সুন্দরী হয়ে থাকে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পাক পবিত্রতার দিকে তাদের খুব লক্ষ্য। তাদের বুকে তিল চিহ্ন থাকে। এ রাশির নারীগণ সর্বদা স্বামীর একান্ত বাধ্য থাকে। স্বামীর সেবায় নিজকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করে দিতে কুণ্ঠিত হয় না। রবিবার, মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার তাদের পক্ষে স্বামীর সাথে সহবাস করা বিশেষ ক্ষতিকর। পূর্ব ও পশ্চিমের ভিটির ঘর তাদের জন্য শুভ। এ শ্রেণীর নারীর গর্ভে যত সন্তান-সন্তুতি জন্ম নিবে তার অর্ধেক অকালেই মারা যাবে। তাদের জীবনে মোট সাতটি কঠিন ফাঁড়া রয়েছে। এগুলো কাটিয়ে উঠতে পারলে সত্তর বৎসর আয়ু লাভ করবে।

সিংহ রাশির নারী

সিংহ রাশির নারীগণ অত্যন্ত সুন্দরী ও গৃহকর্মে সুনিপূণা হয়ে থাকে এবং তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করে স্বামীর সংসারকে উন্নত করতে, স্বামীর প্রতি তাদের

ভক্তি ও ভালবাসা বিদ্যমান। তাদের জীবনে যথাক্রমে তিনজন স্বামীর আগমন ঘটবে এবং তাদের গর্ভে সর্বমোট ছটি সন্তান জন্ম নিবে। সন্তানদের অর্ধেক অল্প বয়সেই মারা যাবে।

সিংহ রাশীর নারীগণ অত্যন্ত কলহপ্রিয়, তাদের ঝগড়ার দাপটে বাড়ির লোক এমনকি পাড়া-প্রতিবেশীগণও অস্থির হয়ে উঠেআদের জীবনে মোট সাতটি ফাঁড়া রয়েছে। এগুলো কাটাতে পারলে সত্তর বৎসর আয়ু লাভ করবে।

খতমে কাদেরীয়া

কঠিন বিপদ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং নেক মকছুদ পূরণ হবার জন্য খতমে কাদেরীয়া অত্যন্ত ফলদায়ক। খতম শেষ করে কাদেরীয়া তরীকার সমস্ত অলীগণ ও পীরগণের রূহের উপর সওয়াব বখশিশ করে নিজের মকছুদ পূরণের জন্য মুনাজাত করতে হবে।

(১) দরূদ শরীফ ১১১ বার।

তাশাহুদের পরবর্তী দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ছাল্লি আ'লা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আলি সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিন কামা ছাল্লাইতা আলা সায়্যিদিনা ইব্রাহীমা ওয়া আ'লা আলি সায়্যিদিনা ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আ'লা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আলি সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আ'লা সায়্যিদিনা ইব্রাহীমা ওয়ালা আলি সায়্যিদিনা ইব্রাহীমা, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। (২)

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ـ

উচ্চারণ ঃ ছুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহ্ আকবার। ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম। ১১১ বার।

(৩) اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّىْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ ـ

উচ্চারণ ঃ আস্তাগফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি যাম্বিও ওয়া আতুবু ইলাইহি।

(৪) اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

উচ্চারণ ঃ ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ১১১ বার।

(৫) نَصْرٌ مِنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ

উচ্চারণ ঃ নাছরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন কারিবুন। ১১১ বার।

(৬) لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লা আনতা ছুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ জোয়ালিমীন। ১১১ বার।

(৭) رَبِّىْ اَنِّىْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ

উচ্চারণ ঃ রাব্বি আন্নি মাগলুবুন ফানতাছির। : ১১১ বার।

(৮) حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ـ

উচ্চারণ ঃ হাছবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান নাছির। ১১১ বার।

(৯) সূরা আলাম নাশরাহলাকা ১১১ বার।

(১০) সূরা ইখলাছ ১১১ বার।

(১১) يَا حَىُّ يَاقَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ ـ

উচ্চারণ ঃ ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম বিরাহমাতিকা আছতাগিছু। ১১১ বার।

(১২) يَا وَهَّابُ هَبْلِىْ رِزْقًا بَاسِطًا يَا بَاسِطُ

উচ্চারণ ঃ ইয়া ওয়াহ্হাবু হাবলি রিজকান বাছিতান ইয়া বাছিতু ১১১ বার।

(১৩) يَا بَاقِىُ اَنْتَ الْبَاقِىْ

উচ্চারণ ঃ ইয়া বাকীউ আন্তাল বাকী ১১১বার।

(১৪) يَا اِلٰهِىْ بِطُفَيْلِ حَضْرَتْ غَوْثُ اَسْتَغِيْثُ ـ

উচ্চারণ ঃ ইয়া ইলাহী বা'তোফায়িলি হযরত গাওছু আছতাগিছু ১১১ বার।

(১৫) يَااِلٰهِىْ بِطُفَيْلِ حَضْرَتْ عَبْدُ الْقَادِرِ جِيْلاَنِىْ اَغِثْنِىْ ـ

উচ্চারণ ঃ ইয়া ইলাহী বিতুফায়িলি হযরত আবদুল কাদির জিলানী আগিছনী। ১১১ বার।

(১৬) فَسَهِّلْ يَا اِلٰهِىْ كُلَّ صَعَبٍ بِحُرْمَةِ سَيِّدَ الْاَبْرَارِ سَهِّلْ ـ

উচ্চারণ ঃ ফাছাহ্হিল ইয়া ইলাহী কুল্লা ছাআ'বিন বিহুরমাতি ছাইয়্যিদিল আবরারি ছাহ্হিল। ১১১ বার।

(১৭) দরূদ শরীফ ১১১ বার।

(১৮) সূরা ফাঁতেহা ১১১ বার।

(১৯) اَللّٰهُمَّ يَاقَاضِىَ الْحَاجَاتِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইয়া কাজীয়াল হাজাত ১১১ বার।

(২০) اَللّٰهُمَّ يَاكَافِىَ الْمُهِمَّاتِ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইয়া কাফিয়াল মুহিম্মাত ১১১ বার।

(২১) اَللّٰهُمَّ يَا دَافِعَ الْبَلِيَّاتِ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইয়া দাফিয়াল বালিয়াত ১১১ বার।

(২২) اَللّٰهُمَّ يَا شَافِىَ الْاَمْرَاضِ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইয়া শাফীয়াল আমরাজ ১১১ বার।

(২৩) اَللّٰهُمَّ يَا رَافِعَ الدَّرَجَاتِ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইয়া রাফিয়াদ দারাজাত ১১১ বার।

(২৪) اَللّٰهُمَّ يَا حَلَّالَ مُشْكِلَاتِ

উচ্চারণ ঃ আল্লাম্মা ইয়া হাল্লাল মুশকিলাত ১১১ বার।

(২৫) اَللّٰهُمَّ يَا مُجِيْبَ الدَّعْوَاتِ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইয়া মুজিবাদ দাওয়াত ১১১ বার।

(২৬) يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

উচ্চারণ ঃ ইয়া আরহামার রাহিমীন ১১১বার।

ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করার আমল

প্রত্যহ নামাযের পর নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করলে আল্লাহ চাহে তো ঈমানের সাথে মৃত্যু হবে।

رَبَّنَا لَاتُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ـ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ـ

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা লা তুযিগ কুলুবানা বা'দা ইয্ হাদাইতানা ওয়া হাব লানা মিল্লাদুংকা রাহমাহ, ইন্নাকা আংতাল ওহ্যাব।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে হেদায়েত দান করার পর পূণরায় অন্তরকে বিচলিত করবেন না। আর আপনার পক্ষ থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি সবচেয়ে বড় দাতা।



সিদ্দিকীয়া পাবলিকেশন্স
৩৮/৩ বাংলাবাজার (২য় তলা) ঢাকা-১১০০
দূরালাপ : ৭১২২০৪৭, ০১৯১২-২৩৮১৮৭, ০১৭১৫-৩৩৯৯০২